**DATE SLIP**

Please return the book within 15 days.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Folio No.</th>
<th>Date of Issue</th>
<th>Date of Return</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>620</td>
<td>8/9/02</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>620</td>
<td>3/17/01</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
<td>7/21/03</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>620</td>
<td>4/1/05</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>620</td>
<td>27.5.76</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

V P.—L.S.—D.S.—4:87—1,000 Copies.


t $= \frac{3}{11}$


dsources (source) present
কৃষকর্ণামৃতম্

পূজ্যপাদ-শ্রীল কবির-বিলম্বমঙ্গল-বিরচিতঃ

শ্রীল কৃষ্ণদাসকবিরচিতঃ "রসিকরসদ"-নাম টীকা। তথা শ্রীযুক্তনন্দকবিরচিতঃ
পদাঙ্কলয়। চ সহিতঃ

শ্রীরামরায়ণবিদ্যারম্ভনানুবাদিতঃ
একাদশঃ

মুরিশদাবাদ।
বহরমপুর,—রাধারমণ মন্দির
তেরিয়ের সুদ্রিতঃ
৪০৫ চেতন্যাচে।
সন ১২৯৭, আশাদের
বিজ্ঞাপন।

* কৃষ্ণকর্ণামৃত অতি প্রাচীনগুরু, ইহা এহদেশে ছিল না, 
শ্রীসম্মহাপ্রভু সম্বন্ধে গৃহে করিয়া যখন দক্ষিণেশে তীর্থ- 
পর্যটনে গমন করেন সেই সময়ে এই গ্রন্থখানি আনয়ন 
করিয়া ছিলেন, ইহার রচনার পরিপাটি অতীব উৎকৃষ্ট। 
শ্রীসম্মহাপ্রভু যুগে ও রামসাংদের সহিত এই গ্রন্থখানির 
নির্দোষ নির্জনে আমাদিন করিতেন, এই গ্রন্থের যে রূপ 
নাম বর্ণনাও তুমি, ইহা। শ্রবণ করণ পরিভূষণ হয়, ভক্তগণ 
ইহার আমাদিন আনন্দমূলক করিয়া থাকেন, বহুকালাদ্বি 
ধি এই গ্রন্থ-প্রকাশে আমার অভিলাষ ছিল, সমুদায় কার্য 
অর্থহয় একারণ শীত্র সম্পন্ন করিতে পারি নাই। সম্প্রতি 
শ্রীহট্টী কানাইকাজার গৈরাধ্যানন্দের শ্রীযুক্ত বাবু রাজনী- 
লোচন দাস সহাশ্রয় অর্থ সাহায্য বিষয়ে অগ্রসর হইয়া। 
আমাকে প্রকাশিত ও যুদ্ধকরণে অন্তরোধ করেন। বোধ 
করি শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ভাইহার প্রতি দয়া করিয়া। থাকিবেন, 
নতুন অর্থায় সাহায্য কার্যের প্রষ্ঠ হইবেন কেন ?। ভারত- 
বর্ষে বহু বহু ধনী ব্যক্তি আছেন কাহারও ভাগবতধর্মীর 
প্রচার বিষয়ে উদ্যোগ দেবিতেছি না। অতএব বৈষ্ণবগণ 
সকলেই এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া। শ্রীযুক্ত রাজীবলোচন দাস 
সহাশ্রয়কে আশীর্বাদ করুন, ভাইহার যেন শ্রীশ্রীগোরাঙ্গ- 
দেবের প্রতি স্বীকরণ ভক্তির উদয় হয় এবং তিনি যেন 
পঞ্চমপুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেন ইতি।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যার্থ।
বহুমূর্ত, রাধারমণ যত্ন।
উৎসর্গঃ

বিষমসমরবিজয়ি—
শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীমহারাজ-বীরচন্দ্র বর্ম-মাণিক্য-বাহাদুর-সমীপে—

মহারাজ ! সম্প্রতি কুব্বর শ্রীবিষম্বঙ্গ বিরিচিত ক্ষণ-কর্ণামৃত প্রস্তুত, মূল প্লোক, দীক্ষা, অন্বেষণ ও যজুর্বন্দন ঠাকুরের গয়ার সহ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রকাশিত হইয়া আপনার করকলাপে সম্পূর্ণ করিতেছে । আপনি স্বয়ং, বৈঞ্চবর শ্রীমূর্তি বাবু রাধারমণ বোয়া দি, এ, সেকেন্ডরি সহার দ্বারা ইহার আমাদিন করিলে আমার পরিশ্রম সফল হইবে । নিবেদন ইতি ॥

আশীর্বাদক—
শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যার্থী।
গ্রন্থকারের পূর্ব রূপান্তর

দাক্ষিণাত্যে রূপবাণী নদীর পশ্চিমতীর নিবাসী গণিতেশ্বর কবিরের শ্রীবিষমঞ্জলি নামে কোন এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি পূর্ব অৰ্থাৎ জমাদান্তরীয়
চর্চা সস্ত্রীর কেরিত হইয়া। ঐ রূপবাণীর পূর্বতনীর নিবাসী, যিনি গন্তব্যভাবে অধিকির কিছুই সাধারণ করিয়া ছিলেন, তাহলে কোনো এক চিন্তামণিনারী নেতাদের অন্তর্ভূক্ত হয়। তিনি কোন সময় বর্ধিণার অঙ্গকার্যকারী সমর্থন করিয়া পাপতে নতুন জলে মানুষ জলে হইয়া
গণের বিনয় সকল করিয়া। করণ শাহু করিতে নির্দেশনা পূর্বক সেই নদীতে শরীরমাণ অৰ্থাৎ মৃত্যুদেহকে অপ্রয়োগ করিয়া। উক্ত
হইলেন, পরে চিন্তামণি সেই বৃহস্পতিকে বিশেষ।
কপি বহন হইলে, যেখানে কেন্দ্র শতর ( উক্ত ধরনে ) করিলে তথন কেহ শুনতে না, তখন তিনি
ইতিহাস: সম্পন্ন করিতে করিতে দেখিয়া দিলেন। ভিড়ি- ( পাটীর ) গর্বে অন্তর
আন্ধালিক একটি রূপহ্রাস হইলে, তিনি রঞ্জ ব্যবহার ঐ সূত্রের পুষ্ট অবলম্বনপূর্বক
ভিত্তি উন্নতি করিয়া গৃহে প্রবেশ করিবেন, আরো একটি পালিত্রিক ( নর্মদা)
মধ্যে পরিত্যাগ হওয়া মুজ্জ্ব হইলে ৮ অঞ্চল চিন্তামণি বেশ স্বয়ংকার সাহিত্য
বিজ্ঞানের সমাহারকে তাহাকে দেখিয়া পাইলে, “হা কঠো”! এই বলিলাম তাহাকে আন্তঃ
মন করণ বিনিময়ের মুহূর্ত অর্থাৎ চেতন করিলেন। পণ্ডিতে পরিপালন
করিয়া আধিক বাক্সনের বৃহত্তর অর্থায়ন করিয়া। চিন্তামণি করিতে বলিয়া নির্দেশ;
অর্থাৎ বৈরাগ্যকুরু বাক্স প্রয়োগ করত বলিয়া লাশল, “হা কঠো! ভূমি
সরকারের বিষয়বিশেষ হইয়া মুড়ি হইলে , তোমার বাক্সগুলো কেন্দ্র তলে অ্যা
বিশ্বাস পরিপালনে ছুটিয়া গলের নিমিত্ত আগন্তুকে বিনষ্ট করে সে
হয়। তাহাকে বিশ্বাস মোটর, আমি মহাত্মাকালিনী, কপিত নভারী। গুণকে
সকলের প্রত্যেক প্রতিবাদ। তাহাকে মনোভাব তথন সকল হয় করিয়াছে।
আয়! এমন ভাস্করী ধরা নাস্তিকেরা উৎপল্ল হইত তাহার হইলে কি না হইত ?,
আমি নাস্তিক সম্প্রদায় করিয়া নাস্তিকের তভান। করিবে। এই বলিয়া,
চিন্তামণি সেই রাগে সত্যিকারের সহিত বিশ্বব্যাপ্তকে উঠিয়া করিতে করিলে,
শারীরিক নাস্তিকের রাস্তাধরায় গীত সকল গান করিতে লাগিল।
তখন সেই বিদ্যমান তাহার বাক্সে নির্দেশমূলক হইয়। আরাধিকার
কুঁড়িরে কুঁড়িরে চিঠিটে পাঠিয়ে পাঠিয়ে, "আমিও কলা সমুদায় পরিত্যাগ করি তাঙ্গবান শ্রীকৃষ্ণেরই ভাণ্ডা করি" এই চিঠিয়ে উল্লিখিত হইলেন এবং চিঠিগুলির গীত শ্রবণ মাত্রে তাহার বীর্য পূর্বক শ্রোতাভূক্ত উদিত হওয়ায়, তখন তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আপনার কোটি কোটি প্রাণ অর্পণ করিয়া প্রত্যাহার সুনিশ্চিত। মানী করত প্রতিকালে চিঠিগুলিকে প্রশান্ত করিয়া যে পাঠে আসি ছিলেন সেই পাঠে ঐ কুঁড়িবন্দীদীর জন্য "দোমগিরি" নামক বৈকুণ্ঠের নিকট গিয়া আপনার ব্যবস্থা নিবেদন করিলে তিনি তাহাকে শ্রীমলেষ্টিলাল সন্নাত আদান করিলেন। বিবর্ণধারামতে প্রাঙ্গণে আছাড়, কুঁড়ী, কিংবা প্রাঙ্গণবিহীন শ্রীকৃষ্ণের প্রাঙ্গণে সন্ধ্যায় যাহার নিমিত্ত কবিজী যিনি সেই শ্রীতি অবস্থিত করিলেন এবং তাহার সঙ্গে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্নেহধীম্বিত বর্তমানের এই সব বিচিত্র করিতে লাগিলেন। বহুদিনে পাটিত্য দেখিয়া গিরি মহাশয় বিবর্ণধারায় পথের পাতাল হইলেন এই আখ্যা আদান করেন। তদন্তে বিবর্ণধারার অভিপ্রেত উৎকৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণের একটি নির্দিষ্ট করিয়া। শ্রীরাধাকৃষ্ণের যাত্রায় করিয়ান। গমন করিতে করিতে গথে পথে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমলেষ্টিলাল প্রেমপ্রায়হীন উৎকৃষ্টতরূপে পাঠিত হইলেন, তাহাতে আপনাকে শুনা জানা করিয়া। তাহার শ্রীরাধাকৃষ্ণের সৃষ্টি প্রার্থনা করত মথুরামণ্ডল হইতে অগত প্রাণ বিশেষের শ্রীমলেষ্টিলাল হইতে আগত লৌকিকতা করিয়া প্রথমে চূড়ান্ত অনুপ্রার্থিত উপদেশ বাকারের অন্যতম ছিলেন উল্লিখিত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের দর্শন প্রার্থনা করত তথা। হইতে মথুরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের শুটিতে তীর্থাঙ্কর সাংক্ষেপ মনানীয় মথুরা হইতে বৃক্ষাকে অগমন পূর্বক শ্রীকৃষ্ণের সাংক্ষেপ দর্শন করিয়া বাকারের অগোচরতার তীর্থাঙ্কর যুদ্ধে করিতে যাহার যাই আগত করিয়াছিলেন সেই সময় তাহার সঙ্গতি কমে তখন তাহার সঙ্গে বৈষ্ণব গন্ধে রাধিয়াছিলেন। তদন্তে কিছু দিন বৃক্ষাকে বাস করিলেন, পরে শ্রীকৃষ্ণ লৌকিককে আপনার লৌকিক মধ্যে প্রবেশ করিয়া। এই প্রক্ষেপের গুরুপরস্পর প্রাঙ্গন এবং ইহার সর্বমুখী একদিন। এই রূপকারা নামীকে “কোষাকাব্য” বলা যায়, কারণ ইহার স্বরে গুলি অনুপ্রার্থনায় বিভিন্ন ভাবের, পূর্বকার অপরাধ। “কোষ রূপকসমূহীত সাংক্ষেপনান্যন্ত্রণেকঃ। ব্র্যাক্রীগণ রচিত সা বিভিন্ননান্যন্ত্রনেকঃ। ইহীতস সাঙ্ক্ষেপগুলি।"
"চুমিকা"

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ।

চুমিকা বিধিয়োল সোধরাবাচার, মুদ্রাপি হর্মতম। মনিগুপ্তবান্ত।

রাগোৎকৃষ মনমোহনমুচাত তৎ, রাখালমেধাতরস্তান প্রবেশি বন্মুন্তহনি।

কুখামুদারিতত্ত্ব বিশালবারস্তাপি। নীতহীর সর ভাটী তৎ শ্রীচৈতন্য-

মার্মরয়। ২। রসন্ধু কৃষ্ণানুনেন কেলিনদীনে স্বদৃষ্ট কৃপিত।

কৃষ্ণাপনে করণারসালোগমধুরাদ। ৪। সপ্তাহাব হিদুক্তকারে নির্কর্মে পরিবৃত।

নিমিত্তাবজরকারে ব্যাখ্যায় সাধুহং মর। ৫। মধ্যায়কর্মার্থাঙ্কে

কৃষ্ণকৃষ্ণারসাে ব্যাখ্যায় সাধুহং মর। ৬। মধ্যায়কর্মার্থাঙ্কে

সন্ধ্যা পূর্তি বিধিয়োল করণারসালোগমধুরাদ।

সন্ধ্যা পূর্তি বিধিয়োল করণারসালোগমধুরাদ।

অথ দক্ষিণাত্ত্বঃ কৃষ্ণেন্দ্রপঞ্চমীরনাজী পাণিত কর্মী পুরোধ্য শ্রীবিন-

মাস্তান্ত। করণারসাে বিধিয়োল করণারসালোগমধুরাদ।

সরোদেশাশরনামান্জধিত্ত্ব পূর্বের স্ত্রীতাঙ্কে। সহিত বিস্তারিত করিতে নিকর্মাদ।

কৃষ্ণানুনেন কেলিনদীনে স্বদৃষ্ট কৃপিত।

নিমিত্তাবজরকারে ব্যাখ্যায় সাধুহং মর। ৬। মধ্যায়কর্মার্থাঙ্কে

সন্ধ্যা পূর্তি বিধিয়োল করণারসালোগমধুরাদ।

সন্ধ্যা পূর্তি বিধিয়োল করণারসালোগমধুরাদ।

লক্ষ্মীবাড়ীর করণারসালোগমধুরাদ।

লক্ষ্মীবাড়ীর করণারসালোগমধুরাদ।

শ্রীকৃষ্ণানুনেন কেলিনদীনে স্বদৃষ্ট কৃপিত।

নিমিত্তাবজরকারে ব্যাখ্যায় সাধুহং মর। ৬। মধ্যায়কর্মার্থাঙ্কে

সন্ধ্যা পূর্তি বিধিয়োল করণারসালোগমধুরাদ।

সন্ধ্যা পূর্তি বিধিয়োল করণারসালোগমধুরাদ।

লক্ষ্মীবাড়ীর করণারসালোগমধুরাদ।

লক্ষ্মীবাড়ীর করণারসালোগমধুরাদ।

শ্রীকৃষ্ণানুনেন কেলিনদীনে স্বদৃষ্ট কৃপিত।

নিমিত্তাবজরকারে ব্যাখ্যায় সাধুহং মর। ৬। মধ্যায়কর্মার্থাঙ্কে

সন্ধ্যা পূর্তি বিধিয়োল করণারসালোগমধুরাদ।

সন্ধ্যা পূর্তি বিধিয়োল করণারসালোগমধুরাদ।

লক্ষ্মীবাড়ীর করণারসালোগমধুরাদ।

লক্ষ্মীবাড়ীর করণারসালোগমধুরাদ।

শ্রীকৃষ্ণানুনেন কেলিনদীনে স্বদৃষ্ট কৃপিত।

নিমিত্তাবজরকারে ব্যাখ্যায় সাধুহং মর। ৬। মধ্যায়কর্মার্থাঙ্কে

সন্ধ্যা পূর্তি বিধিয়োল করণারসালোগমধুরাদ।

সন্ধ্যা পূর্তি বিধিয়োল করণারসালোগমধুরাদ।

লক্ষ্মীবাড়ীর করণারসালোগমধুরাদ।

লক্ষ্মীবাড়ীর করণারসালোগমধুরাদ।
ধনানি চাহিন। আহে এতাদিশাসক্তি যদি ভগবতি শ্রীকৃষ্ণ জানতে তদা কিং ন সাং। খ্য সর্বপরিত্যাগ শ্রীকৃষ্ণজনমে যথা কার্যাং ইতি নির্দেশতা তাং রাখিতে তৎ শ্রদ্ধামাধায় সর্বিতী সহ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধায় সহ রামকৃষ্ণন্দ্রীলাসর্গীতানগর্গীতিঃ। স চাপী তথ্যাক্ষর্ত্য জ্ঞাতুনির্বেদ্য যুন্তঃ সর্বজনন্মায় সমায় সংঘ ত্যক্তু। ভগবতজনমের কার্যাত্মিতি চিন্তমনুষ্ট্রিজ এব তন্দীত্যরসমার্থে প্রেমধর্ষণেশ্বরসত্য শ্রীরাধাকান্তের আন্তঃক্ষর রবিরিয়ম মনার্থান্ন প্রাতঃকা নমস্ত্য তেনৈব পদ। তঃ নন্দীরিজন্ম লোকগীতামানং বৈষম্বতেচমাধায় নির্বিদিতমৃষন্ত্রস্তময় শ্রীলোকন্নরামমৃজয়। গৃহীতং মত এব প্রেমে জ্ঞানেগঃ কপা জ্ঞানপুকারিজ্বালুতঃ শ্রীরাক্ষনামনেনোঘাতোগিঃ গুরুসেবার্থে কতিচিত্তমান তৈরিবাবান্তী। তত্ত্বত্ত্বকি শ্রীকৃষ্ণগীতায়মোহাক্ষঙ্কর। তন্তুঃ নোদিরিয়মুগম্বাণী লোকান্তঃ ইতি প্রত্যাশিতোভূঃ অত্য নীতিপ্রকৃতিভেত্রে ন স্মার্যান্ত চক্রে তত্ত্বত। পরাক্ষর। শ্রীগৌণ্ডিঃ বিজ্ঞাপ্য শ্রীরভাবায় প্রতিপাদ্ধ ভূম্ভঃ পাপ পাপি পথি এধম্ভ তৎকরীয়তুষ্টিতদ্বৈহেকৎস্থলকেংকঠালাঙ্গলিততাহঃ শুদ্ধমিবাদ্যান্মঃ মহ। তত্ত্বান্তর্ভিষিপ্তাসমূহ মহস্যে কৃষ্টিং আর্য্যন্ত তোদ সুর্যা-মেঘলপতু। লোকানাধিকৃষ্টু জীবিতান্তঃ শ্রীগৌণ্ডীকঠালাঙ্গলিততাং কঠালাঙ্গলিততাতামৃদ্ধ প্রাক্যঃ আর্য্যন্ত তোদ। সুর্যামেঘলপত্ত্বকঠালাঙ্গলিততাং সাক্ষাৎকারঃ মঞ্জুন্ততে। বুদ্ধানন্তর্ভিষিপ্তাসমূহ সংগ্রাহে। বাঙ্গলানগরচরচেন তৎ বর্ণধ্য বক্তাঃ প্রাণলাপ নানা সর্বত্র মঞ্জুন্ত ভঙ্গিত্ত মৃদুবীর্যতাঃ তত্ত্বতে লিথিত স্পর্শিতমাণঃ। ততো। বুদ্ধানন্তর কতিচিত্তমানন্তরীণী পদন্ত শ্রীরক্ষন বলীন্নার্থে। ইতি হি গুরুপঞ্চরাগত সার্বকল্প্পিকী প্রমিতিরিতি।

যজন্নন্তানারুকরে পদ।

কুপালুধাতারেকত্র বিশ্বভূমাপ্রলায়ন্ত্রিঃ।

নীচানি সদা ভাইতি, তৎ শ্রীচৈতন্যমাধরে।

বন্ধে গুরুপাপমা-নক্রান্ত-অঞ্চলে। যাতে হইতে বিভ-নাশ সর্বতীর্থ মিলে। কৃষ্ণকাম্যামৃত এক্ষ অতি মনোহর।

যাহ আকৃষ্টা প্রধু শচীর কুমার। রায রাজনান্দ সনে।
শ্রীবিদ্যানগরে। আস্বাদিলা কর্ণামূত্র অর্থ স্নুকৃতে॥ শ্রীলীলাশুকের বাণী সমুদ্র-গভীর। সমস্ত জানিতে নারে ভাবজ। ❈

স্নুকৃতে॥ অস্ত্র অম্বি কৃষ্ণকেলি মাধুর্য্যে রসময়। কৃষ্ণের দৌষ্ট্য রস অতি রসময়॥ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ সেই ভাবে মর্য হীয়া। ❈

টীকা লিখিয়াছেন অতি স্নুদ্র করিয়া॥ অতি-স্নুদ্র আসি তার অর্থ কিবা জানি। তাহাই লিখিয়ে মাধুর্য্যে যাহ। শুনি॥ তাহার বৈশ্ব পায়ে প্রণতি আসার। কলিযুগের উদ্ধারিলা বহু দুরাচার। তোমার চরণে যেন নহে অপরাধ।

নিজগুলো এই স্নুকৃতে করিব। প্রস্তু॥ ভাবময় লীলাশুক হই রূপে স্নিতি। অন্তর্দ্রাণ্য বাহুদশ। হয় গ্রীক প্রতি॥

বাহুদশার অর্থ আছে না লিখিব হেথা। যথাসিদ্ধি লেখ। মুঞ্জ অন্তর্দ্রাণ্য কথা॥ এই লীলা শুকের বাণী শুন নারা।

ধানে। যাতে তার জান। যায় কৃষ্ণের ভজন॥

দক্ষিণাত্য দেশে আছে রূঝ বেশু। নদী। যাহার পশ্চিম পালে তাহার বসতি॥ শ্রীবিদ্যানগর নাম বাসান পালিত।

cলৈক অধি সর্ব লোকেতে বিদিত। পূর্ব দুর্বাসন। তারে কীল আকর্ষণ। কন্ধরচেষ্টাতে মন হীল তার মন॥ সেই নদীর পূর্বদিকে বেশ্যার বসতি। চিন্তামনি তার নাম হুমর্য মূলভ। বড়ই আসক্তি তার সেই বেশ্যার সন॥ সদা সেই চেষ্টা বিনে আন নাছি জানে॥ এক দিন বর্ষাকালে রাত্রি ঘোর তর। সেব গর্জন বৃষ্টিশার। পড়ে নিরস্তর। তাতে কাম-চেষ্টা অতি হীল অন্তর। সে চেষ্টাতে অন্ধ হীল। কিছু নাছি স্নুরে॥ নদীপারে যাইতে বিস্ম শক্ত। নাছি গণে॥ নিজ

* ভাবজা বাণী, অর্থাৎ শ্রীলীলাশুকের অনবিন্ধনীয় ভাবসূচিত বাক্য »
ঘর ছুঁতে যান সেই বেশ্যার্থায়। নৌকা নাহি নদী পার হইতে না পারে। যতক্ষণ ধরিয়া গেলা সেই নদী পারে। বেশ্যা স্বারে গেলা কোটা খিল লাগে তায়। অবশিষ্ট নারে তাতে মহাচেতা পায়। প্রাচীরের চতুর্দিকে ডাকিয়া বেড়ায়। মেঘের গঠনে তায়া শুনিতে না পায়। সেই কালে দেখে ভিতরগুলিতের ভাটে। কালস্র অঙ্গ অঙ্গ এবংে কুহরে। অঙ্গ অঙ্গ আছে বাহে তার পুচ্ছ ধরি। প্রাচীর লজ্জা পড়ে প্রাণালী উপরি। পড়িতে হইল মূর্ছ। নাহিক চেতন। শব্দ শুনি বেশ্যা দেখে লঞ্চ সঘটন। বিজ্ঞাব ছাড়া তায়ে দেখিয়া তখন। শীত তারে আনে বেশ্যা লঞ্চ সঘটন। হাহাকার করি বেশ্যা বছ চেষ্টা পাইল। শুভ্র করিয়া তায়ে হরিষ্কর করিল। তবে আগমেন কথা বিবরি কহিল। যেন যেন রূপে নদী পারাদি হইল। রূঢ়স্ত শুনি বেশ্যা লঞ্চ কাপিতে। অতিশয় হংসত্র হইয়া লঞ্চ কহিতে। "শাস্ত্র জানি মূর্ছ কেহ নাহি তোমা বিনে। বিরস রসের লঞ্চ বধহ আপনে। হাটা ধিকি রূহ জীবন আমর। সহাপাপিয়াদি আমি জামিন নির্জন। নানানূ কোটাভাবে পুকৃষ বন্ধিয়া। সন ধন হুরি লাই তাকে প্রতায়া। এমন আগমেন যদি জমে কুষ লঞ্চ। তবে কি লাই নহে কুষ অন্তরাগী। কালি আমি প্রতঃকালে সকল ছাড়িয়া। ভজিব কুষের পায়ে একান্ত করিয়া।" এইরূপে সেই রাজি সঘটন গৈয়া। তাহার শুশ্রুষা করে নির্দেশ কহিয়া। স্নিকৃষ্ঠ শ্রীরাজ। সনে রাস-কুষ লীল। গান করে সব সনে হইয়া এক মেলা। তার
বাক্য শুনি লীলাশ্লক মহাশ্য। মনে মনে দুঃখ ভাবি আপনা ভর্তর্য। মনে কহে কালি প্রাতে এসব ছাড়িয়া। ভজিব কৃষ্ণের পায়ে একাংশ হইয়া। নিদ্রা নাহি হয় সদ। চিন্তিত অন্তর। রাধাকৃষ্ণ লীলা গীত শুনয়ে বিস্তর। সে লীলা সবৃঙ্গাল মায়াবন্ধ গেল। পূর্ব সিদ্ধ প্রেমাকুর তবহি কুমিল। সেই রাধাকান্ত মোর কোটি গ্রাম প্রাণ। তারে ছাড়ি কিব মুই করু অনুষ্ঠান। এত বিচারিতে মনে পেহাইল রাতি। প্রাতে উঠি বেশ্যা। পায়ে কেল মুতি স্তিত। সেই পথে চলি গেল। সেই নদী তীরে। বৈষ্ণব আছেন যথা। গোমগলিরে। আপন বুদ্ধান্ত তারে কহিলা সকল। উপাসনা কৈলা শ্রীগোপাল মন্ত্র্যব। সে মন্ত্র লইতে-মাত্র কি কহিব আর। অতি অনুরাগ হীল উদয় তাহার। স্তূ কম্প পুলকাশ্রী আদি ভাবণ। ব্যাকুল হইল। অঙ্গ না। যার ধারণ। যদ্যপি হ বন্দারন যাইতে উৎকৃষ্ট। গুরুগেব লাগি কত দিন কৈলা স্বত। কৃষ্ণ-লীলা বর্ণনদি এতে বন্ধ কৈলা। তাহা দেখি গুরু “লীলা-শুক” নাম খুইল। কুটিলের উপজ্যব বারণ লাগিয়া। সম্যাল করিলা সুত্র ব্যাগিত হইয়া। তবে অতি উৎকৃষ্ট বাণি গেল মনে। বিনয় করিয়া অজ্ঞা নিল। গোহুহানে। বন্দারন যাইতে যাত্রা প্রভাতে করিলা। পথে পথে যাইতে আগে কৃষ্ণন্ধ্রতি হীল। তাতে হীতে উচ্ছলিল অতি প্রেমপূর। উৎকৃষ্ট করোলে তেঞ্ঞ পড়িল। প্রুচ্ছ। তাতে পড়ি শূন্য গ্রাম আপনাকে মানে। বিশেষ লীলার ক্ষতি করেন গার্লে। এরূপে আইল। তেহে। মুঘুরা-
মণ্ডলে। বিশেষ কৃষ্ণের লীলা স্নুতি সেই স্থলে। অন্তরাণ সিঁদুর তাতে হইতে উচ্ছিদল। লালমা-আবর্তে সব চিত্র আসে কৈল। কৃষ্ণের দর্শন লাগি করয়ে প্রার্থনা। মধুর ভিতরে গেলা লেয়া। কত জন। সাঙ্কাৎ কৃষ্ণের স্নুতি মানিলেন তথা। তবে বুদ্ধাবনে গেলা চিত্র উৎকণ্ঠাত। সাঙ্কাৎ দেখিল তথা বরঞ্চনবন্ধন। মনে বাক্য অগোচরে করিয়া বর্ণন। এলাপ করিয়া যথা সে সব বর্ণিল। স্বগীয় বৈষ্ণব তাহা লিখিয়া রাখিল। তবে কত দিন তেহে। রহে বুদ্ধাবনে। পাছে কৃষ্ণ নিত্যালীলায় তৈল প্রবেশেন। গুরু পরম্পরায় এই লীলাশুক্র বাণী। প্রসিদ্ধ লোকের স্বামে এই কথা শুনি।

এই ত কহিল লীলাশুকের চরিত। যাহার প্রবেশে কৃষ্ণ মিলয়ে স্বরিত। লীলাশুক পাতে সোর প্রণতি বিষ্টর। সাঙ্কাতে কৃষ্ণের সনে যার প্রতুভা।
কৃষ্ণকলামৃতম্

শ্রীরাধাকৃষ্ণভ্যা নমঃ ॥
চিন্তামণি জয়তি সোমগিরি গুরুরেম
শিক্ষাগুরু ভগবান্‌ শিখিপিপ্পুমোলি:।
যৎপাদকলঘুরপল্লবধেধেয়ু
লীলাশয়বরসসং লভতে জয়শ্রী:। ১ ॥

অখ প্রেমোন্মতঃ বালরাং বালরাংপুরায় ধ্বংসান্তঃ কৃষ্ণদেব শ্রীলাল-স্বং বর্তমানঃ বঙ্গবন্ধুনাথ বেষামোর্ণ চ সংকীর্তনরূপঃ মঙ্গলমাধুর্যঃ।
ঈদং মঙ্গলচরণসচ্ছান্নঃ এক্ষরায়াসামাবিভিন্নতমন্ন্যপ্রয়োজ্যঃ ন ভবতি প্রেমোমাত্রাপ্রাপ্তিসমূহঃ এক্ষরণঃ প্রবণাদিভাবঃ। তথাপি দক্ষিণ-অস্তক্ষর শ্রীলালস্বকঃ প্রেমোমাত্র হউদ নিজাম হইতে নালসীহাতিচতুর্বদ্বার দর্শনে বর্ধিত হইয়াই পথঃ মধ্যে কৃষ্ণঙ্কীর্তনরূপ এক্ষারক্ষ করিয়া নিজামীলিখে শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীগুরু চিন্তামণির নামকীর্তনরূপ মঙ্গলচরণ করিতেছেন ॥

চিন্তামণি অর্থাং অশ্রুময়মাত্রেই মিনি অভীতপূরক সেই

•

যধনমনঃ কুষ্কুরে পদস

এই সব প্রেমের অর্থ দীক্ষিতাং লিখিলা। সারিস রাগস্ব নাম ধীর। যাক হইলা। তাহর আশ্বাণের লিখিলা। প্রাক্ত কথনে। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের বন্ধিয়া চরণে ॥

(১)
কৃষ্ণকর্ণমূর্তঃ

তথায় সামান্যান্যামের সংমৰ্কোক্তিরিহিতা তু কৃষ্ণকর্ণাং পদ্মাকিং। কিন্তু শুদ্ধৈর্যঞ্জনে বভাবতয় বহুভূত্যন্ত্রণ-তোষন-গমনাদিয় গুরুক্ষেত্রবিষয়েন।

তথায় চিত্তাকরিতা। সোমগিরি শুদ্ধায় সে মস শুদ্ধকর্ণি সর্বাঙ্গকর্ণেন বর্ষেত। কীৰ্ত্ত। চিত্তামিচ। অশ্রুবালশে পূৰ্বক্রসাম্বে চিত্তামিচ সর্বাঙ্গকর্ণেন। কিঞ্চ। জ্ঞতি তৎপ্রতি প্রণতোষীৰ্ত্যৈত্যুত। তপাধি কালঃ

প্রকাঙ্কায় জ্ঞাতার্থং সমুদ্দার্থং অষ্টিপাতং। অতস্তঃ প্রতি প্রণতোষীৰ্ত্যৈত্যুত ইতি। তথা সে মসোত্তরে ভগবংশ জ্ঞতি কোহং ভগবানু ইতাত আহ্ম সোমগিরিনাম। আসার গুরুবেদ জ্ঞানযুক্ত হউন কিঞ্চ।

তাহার প্রতি আমি প্রণত হই এবং আসার অভিসিদেব বাহার মনস্ক সমুর্গে চুঁড় বিদ্যামেন তথা যিনি বৃদ্ধ-বনবিহারী সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণঃ জ্ঞানযুক্ত হউন।

কারণ, বাহার সর্বভূতিপ্রকৃত ব্লাস্তরূপী চরণাঙ্গদের অঙ্কিল সকলের নাথকে জ্ঞাতী লীলাবশতঃ ভগ্নের হৃদ লাভ করেন অর্থাৎ বচ্ছ বছর জ্ঞানসম্পত্তি বাহার চরণাঙ্গদের নাথকে পতিত হইয়া রহিয়াছেন। তাহার জয় আর আমি কি বরণ করিব।

পক্ষান্তরে। চিত্তামিচিনামী সেই বেশ্য। জ্ঞানযুক্ত হউন, যে হেতু-তাহার বাক্যামাত্রেই আমার মৃদুকাযর্থে বিদ্যাপুৎপন্ন হইয়াছে হেতুতে তিনি ও আমার শুরু অতএব তাহার সর্বজ্ঞ কর্মের উৎকর্ষ হউক ॥ ১ ॥

ব্রহ্মণনন্দিকুরের পাদাস্তত্রে।

কৃষ্ণভট্ট। নদী যার বিশ্ব ভাসাইল। সদা নীচ হালে পূৰ্ণ হইয়া। রহিল। সে এদু চৈতন্য পায়ে করে। পরণাম। তাহার

পায়ে রহত মন হইয়া। একজন। এবে কহি শুন লীলা। শুকের চরিত। যাতে কৃষ্ণ ভাববেদাগম অতি বিপুরীত।

প্রেম উন্মত্ত লীলা শুক সহস্র বৃদ্ধান্ত যায়। কৈল

চৈতে নিজালয়।
কৃষ্ণকর্ণায়তঃ

শিবিনিত্যস্তানোন বা মৌলিক শিরোচ্ছেদঃ যদি সং ইতি শ্রীব্রহ্মন-বিহারী শ্রীকৃষ্ণ এ জগতি ইতি বর্ণধ্বনিপ্রয়োগেণ নিত্যালীলা। সৃষ্টিঃ। আচার্য-চেতানপুর সৃষ্টি নাম বৈকীতী। দানামি বুদ্ধিমান্তং তত্ত্বাতি। আচার্য্য মান বিজ্ঞানীয়ীতিতাদি দিষ। তথা। কর্ণকৃতি সদ্ভুজনেন বিজ্ঞেন দুর্মিতিতঃ প্রকৃতিঃ, পাঠার্কৈবচঃ সৃষ্টিঃ শুদ্ধিক্ষা। কৃষ্ণপ্রয়াণে নিঃশ্চ বার্তাবিতি চেতন, কৈশোরেণ তবদ্য কৃষ্ণ গুরু দেবেরীগণঃ পাঠাতে।

• ইত্যাদি বিষয়। তস্য তঃযুক্তঃস্বাধীনতাবাদী সাধবে সেবন মে গুরুরিয়তায় স- যজ্ঞনন্দাৰুকুরে পদয়।

প্রথমেত শ্রীগুরুচরণ মৃত্যু শৈল।। নিজ ইত্যেক নিজ গুরুকে মানিল।। দৌং সক্ষীর্তন রূপ মঙ্গলচরণ। করিয়া করিৎ যাতু শ্রীব্রহ্মন।। এই মঙ্গলচরণ অন্য এক্ষা টাকা হেন। বিদ্যানাথ লাগি নহে শনন্দ কারণ।। প্রেমে উন্নত-চিন্তন সদা সহাশর। এক্ষা করণের কথা তাতে নাথ নন্দ তাতে নাথ হয়।। 

তথে যদি বল কেনে লোককব্ধ বাণী। দাস্তিগত যে কোন কেহ সংস্থাত বাণী। তাতে লীলাচূড় মহাকবিরাত পঞ্চিত। ইহার মুখে লোকক বাণী এ কোন বিশিষ্ট। কিষ্ট শুদ্ধ বৈচিত্রের ভাব এক হয়। শায়ন গমন আদ্যে গুরু কৃষ্ণ স্নয়।। ভেজি কেহে সোমগিরি নাম গুরু মৌর। জয়যুক্ত হই সক্ষর স্নমুগল ওর। চিরামালি হেন হীর বৈভব বিস্তার। আত্মায় মাত্রেই দেন সর্বর্বাভাস শার। প্রাণম করে সেই গুরুরচরণ। বিশ-প্রাকাশে জয়-শাল্লে প্রাণম বাক্যানন।

তৈরি মৌর ইত্যেক স্নয় ভগবান। মৌহুরের পিছ্য শৈল শৈল অবিরাম। বৃন্দাবনবিহারী কৃষ্ণ পূর্ণ রসময়। জয়শ্চেদ নিত্যালীল। বৃন্দাবনে কও। তৈরি মৌর শিক্ষাগুরুন যুগে। স্তার পায। বৃহার শিক্ষায় প্রেসভাব উপজয়।

কৃষ্ণের মধুর্য্যদুঃখ অনুভাব হইত। শিক্ষাগুরু করি ( ২ )
রুফকার্যমূল্যঃ

কীৰ্ত্তি মে শিখনোমক। বক্ষেতে চৈতন্য গোস্বামীয়াদিদী শিখিলিঙ্গের বন্ধু বিগ্রহকে অভিন্ন। সাক্ষাত্যগৃহস্থ ইত্যাদিনা। স্মৃতানাং লৌপানিকিতাদিন। গোপালগুত্তমে কিসুচরমীয়াদিন। চ বরিণ্ড তথাকর্ম্মমূল্যক তদক্ষীপেন্যোহাণাবায়ীযোগা মনসী বিচিত্র জীবন্তীবায়োগা মালোচা তংপদনগুপঃশোভাতে জন্য শিক্ষিত। ইতি স্কুচ। তথা শান্তায়াস্যামৃত্যুর্য্যস্রীঃত্বঃস্কুচ। চ শিষ্যগুলে মানানদায় গম্ভীরতাতি। যাদা শ্রীমুখসা পাদাবেন কোমলাকল্পনাশ্রীঃতীষ্ঠাতুসর্বক্ষণমূনিশাদিন। কলঙ্কবিস্ফোত তন্মতো শেখরেয় তদনীন্দ্রশ্চেন্দ্রেন। লীলায় যো মহামহম্মদ তদনৈতিন্যম জ্ঞবিতী নষ্ঠে। তদেব বক্ষেত। কলঙ্কশিনীমুখসাকল্পনাধ্যায়ঃ। বদনশুনীবিনিহর্জতি শিষীয়াদীদী বহরী। শেখর্ণ স্ন্তনেশনাত্তেলেকলিন্তৃবদিত্তু চ জগেননাৎকর্ষদে শ্রী শোভায় যাগায়।

যদননননতুকারের পথ।

বুলে বুল এই রীত। শিখিঙ্গেল মৌলি নামে বিগ্রহ স্কুচা হইল। সদন মন্দরাজ বেকত হইল। ক্ষুদ্ধগুপ্ত অন্ন লালিত ত্রিভূত। কৈশোর বয়সীরে রসসয় অঙ্গ। বাঁ উর্ধ্ব অন্ত নাহি অধিলের মাঝে। নাস্ত শুরু ভাঙ্গতে যারু বর্ষ্যাছে।

একুপ মাধ্যম কৃষ্ণের স্কুচা হৈল যতে। অঙ্গের উপাম। যোগ্য বিচারের তবে। যতেক পদার্থ আছে সব বিশারিত। কেহ অঙ্গুল্য নহে অহিতুড় হৈল। কৃষ্ণকদ-লক্ষেছার। সবারে জিনিত। এত বিচারিতে সনে আর উপজিত। শ্রী-রাধিকা-চিত্ত হরে পদনত-শোভা। শক্তগুলে সামাজন করে হৈয়। লোভ। যেই কৃষ্ণকদ-কলঙ্কতুর শোভা বর। কৌশল্যা আরুণাসন্ধায়াস্ত পূর্বে করে। তাহার পল্লব হয় অঙ্গুলীর গণ। তাহার শেখর নবরাত্রি মনোরম। যত নাশিত। যত রসঙ। পদ নথ স্মরণ হেন স্মরণ।

আলিঙ্গন পাশাপাশি। নম্র জলকেল। স্বরতাদিলীল।
বৃষ্টির জয় শোভা মেলে। কিন্তু সৌন্দর্যবিদ পাতিত্বত্য আদি গুণে। সৌভাগ্য বৈদেশি আদি অতি মনোরম। গৌরী অরুণাচলী আদি হীতে শ্রেষ্ঠ। অতি ব্জবিশিষ্টিৎ হীতে যাইতে। কলামানী সকল-জয়-হোতাকে বৈধে লক্ষ্মীরকাণ্ড। সকল উৎকর্ষ হয় রাধা ঠাকুরাণী। কৃষ্ণ যোন মূল নভাঙ্গার অবতরি। রাধা তেন মূল লক্ষ্মী অস্থিতি বলতে। মদ্যপিহ রাধা সৌন্দর্যবিদ সকল ধ্রু। অতিলক্ষীলাঃ সকল গুণমতে অধিক। সেই লক্ষ্মী হীতে সদা অধোমুখে রহে। এখনেই কৃষ্ণপদ নহে নিত্যরেখায়। কৃষ্ণপদ নহে দেখি শোভাগুণ্ডু সাতে। সম হীতে নেতৃ হুবে সোঁহ জীব। পাঁচ। লীলা গাঢ় অক্ষুরাগে যে ভাবিষ্যতে। উদ্ধার হইল তার কি কহিব শেষ। তাতে ধর্ম সুর্যপাদি লক্ষ্মী ছাড়ি। কৃষ্ণপদে যমশ্রী রঙ লের যাই। কৃষ্ণের মাধুর্য্য নিজ অহুরাগমর্য। প্রতিক্ষে নব নব অস্তুতের হয়। নব নব বর্ষ-মায় প্রয়োগেই রহে। ক্ষে কৃষ্ণ বাঙ্গ তুষ্ণ কেহ উন গচ্ছে।
কলমোদারিণী বর্গচক্রবদ্ধী ক্ষেত্রক্ষেত্রের বিষয়াদিতে মূল সম্পত্তি খন্ডনরসাসংক্রান্ত তথ্য। কিন্তু বলবানের গুরুময় শিক্ষা।

এখন শুন গুরুময় বিশেষে। যে গুরুর পাদপত্র কুলে আপিন। কাম কোথায় লোভ মহাত্ম অন্তর্যান। চক্ষু আদি পশ্চিম অথ্য বলবানু। * বাষ্টিত প্রকার মতি-অন্তর্যায়গণ। * গুরুপদ-নাথালে জিনে সক্রিয় হই। কিন্তু।

* কাম কোথায়িত সম্ভবই মনের ধর্ম। চক্ষুরাধি দশ ইন্দ্রিয়ের ও মনের রূপকে-তেমতে অবিদায়, অনিশ্চিত, রাগ, বেশ ও অবিনিশ্চিত এই পাঁচ প্রকার ক্রেণ।

ইহার অবশ্য তেমতে সহায়। বাঢ়ি প্রকার মনের অন্তর্যান (বিবেচনা সম্বন্ধে কোনোদিনের ৪৮ কারিকার বাণ্যায় বৈশিষ্ট্যাদিভিত্তিক নির্জনের করিয়া এক কথা-তম্ম। ৫। মৌহ। ৫। মহামৌহ। ১১। তামিল। ১১। এই সময়ের ৬২ হয়। কেন কথা। তমি-অবক্ষণ (প্রকৃতি), মহাভ্রাত ও অস্ত্রাবিষ্কার। ১। এবং কেশবতাত্ত্বিক অর্থাং রূপ, মন, স্পর্শ ও শুন সৌন্দর্য বিভাগ। ৫। এই উভয়ে। ৮। অষ্ট প্রকার মৌহ কথা- অবিনিশ্চিত অর্থাং অনিবার, লভিম, প্রকৃতি, প্রকাশ, মাহিম, ঈশ্বর, শিক্ষা ও কামবিকাশের এই অষ্ট বিষয় তেবে মোহ আই।

মহামৌহ দশ প্রকার কথা—দেবগণের ভোগ শর্করা, স্পর্শ, রূপ, মন ও গন্ধ এই পাঁচ এবং মোহনায় ভোগ ঐ শর্করাকে পাঁচ এই উভয়ে দশ। দেব ও মোহ উভয়কেই অবিনিশ্চিত আর্থ ঐ শর্করা তথা দিবায়ালিব তেবে দশ প্রকার শর্করাকে নিজ শুনে অনুমান করে, স্ত্রাণাং আই ঐ শর্করা ও দশ শর্করাকে তামিল আঠার প্রকার। আঠারপ্রকার অথ তামিল কথা—অস্ত্রাবিষ্কার অথচ ভক্ষণ অথচ ভক্ষণ (আমাদের ভোগ শর্করায় দিবায় ও অবিনাশ তেবে দশ, ভোগ বিষয়ে ক্ষমতার কারণ ভিন্ন অনিবার আর্থ অর্থাং এই অষ্টাদশ ভিন্নে অন্তরালাগম নহে না কৰ্ম এই রূপে দেবগণেরও রচনা করার কারণ ভিন্ন অন্তরালাগম আঠার প্রকার হয়। সর্বস্বয়ম। কথা-তম। ৫। মৌহ। ৫। মহামৌহ। ১১। তামিল। ১১। অস্ত্রাবিষ্কার। ১১।

সাকলে পর্যন্ত।

† অন্তরায় কথা-মতি অর্থাং মনের অন্তরায়-বিষয়ে সাহিত্য না দিয়া।
কৃষ্ণকর্ণামৃতঃ

গুরুত্রয়েষু দেবস্রষ্ণমিতি কেচিদাচ্ছৎ। অত্র চিন্তামিতি সং বেশ্যা অযজ্ঞি।
তথায়ায় শয্যা জাতাস্ত্রাগমন্ত্রস্যাঃ সর্বক্ষর্তা ॥ ১ ॥

অথ পথি পথাগচ্ছতোহস্য বাহ্যশ্চ সাধকরীত্যেতং। ভক্তি-
সিদ্ধাঃসত্তাতাৰ্থমিতি তৎস্তলেব প্রাত্রাধ্যায়া নুঃক্ষুদ্রবাল্যস্যাঃ
কোণস্তরসোদ্ধারি-প্রাক্কঃ। অতুস্তদস্তাধীক্ষিণেট্রৈব সাধ্যপূর্ণমিতি।
তত্ত্বালুব্ধমূলে খার্থো বিষ্ণুত্যা বাহ্যশ্চোকার্ত্তস্য সংক্ষিপ্তম যয়। দৃষ্টিবঙ্গ।
যজুমায়াপ্রলেপেন ॥

যজৎ নন্দাস্তকুরে পদ ॥

বজ্রাদেশ শ্রীজ গুরু এক হয়। গম্ভীরগুরু পিপ্পতিণু এই
গুরুত্রয় ॥ হেথা লীলাগুলের গুরু বেশ্যা চিন্তামিতি।
বজ্রান্তি গুরু তেহে। এই মতে জানি ॥ তার বাক্য-
মাত্রে হৈল কৃষ্ণ অনুরাগ। তাহার উৎক্ষর তেঞ্চ কহে
মহামোহ ॥ এই ত পথম শোভকের কহিলাম অর্থ। শ্রীকৃষ্ণদাস
কবিরাজ দীক্ষ। প্রাগাণীঃ ॥ ১ ॥

বিশাল শোভকের অর্থ করিতে প্রাকাশ। প্রথমে কহিয়ে
শোভকের অর্থের আভাস ॥ পথে-পথে চলি যায় বাহ্যশ্চায়
স্থিত। সাধকের হেন অতি উৎকৃষ্টিত মতি ॥ ভক্তি-সিদ্ধাং
স্ত্রের কথা কহিতে কহিতে। অতিশয় অপর আবেশ
হৈল তাহে। গিরি প্রাত্র লালসাতে ত্বরি গেল মন। রঘো-
দাসীর উক্তি হেন কেবলা-লক্ষন। অতএব ফলধরে বাসিত
হইয়া। এক শঙ্কে হই অর্থ কহে বিবরিয়া। অনুদন্তর তাহার
অর্থ বিবরিয়া। লিপি বুঝাইব মুই আপনার হিয়া। বাহ-
পুরোক্ত পার্থিব ও ব্যাঙ্গন বিষ্ণুস্মৃতি যুঃ করিয়া কোলে, স্তুতিনাং বাঙ্গীতি
গুণার মনের বিষয়কে অন্তরায় (বিষয়) বলা যায়।
মঘুষ্মু ও দেবগণ কমধ্যে বিষয় ভোগ করত পুণঃ পুনঃ সংজ্ঞায় ভাব করেন, স্তুতিনাং এই সমাপ্তির মূলী-
ভূত অবিচার পাঁচটি ক্রেত অতীব বলবান শক্ত।
হৈ কেবল আয়ণধ্যান প্রস্তর সাধুকুল কুপাতেই নিঃস্ত হয় ॥ ইতি ॥
কৃষ্ণকর্ণমূর্তি।

তসা তত্তৎসহস্রাদানিবর্তন নাথে তথাপি শূন্যপ্রেরণ ভক্তিসঞ্চালিত রসকরা-বিকৃত্তিবর্তন ফোরায়িত। শূন্যপ্রেরণ ব্যবহারমূল খনি। সিদ্ধান্তবিন্ধিত রসভাব-সমতা মোহারামারাতাবশি ন শ্রীকৃষ্ণ। তত্ত প্রথম গুরুনষ তনমূলে গঞ্জিত। বৈষ্ণববিস্মৃতি।

“বারিক নিম্নরসন্ধুঙ্গ “কিঞ্চিৎ কিরীটিনহীত।” ইতি এক্ষণে প্রতি প্রাতঃ-বৈষ্ণবং শরৎকালের শঙ্কাবিশেষভাবের শঙ্কাবিশেষভাবের শঙ্কাবিশেষ ব্যাপ্তিগত গুরুদিগের প্রক্ষণপূর্বতে আলোচনা। নানা মায়াশক্তি শৈল্পীভাবের শঙ্কাবিশেষ ব্যক্তিীর পদ্মার্ণাত্মান শঙ্কাবিশেষ জীবনকেশ পরমার্ণাত্মান তত্ত শৈল্পীভাবতাদায়াণুভূক্ত ও যজ্ঞসম্পত্তির পদ্ম।

ধান্য অসাধারণ সংক্রপণ করে।। নিম্ন দেখাইব মায়ে বাহুতল চাঁদাত।। যদুপি উন্মিদাদায় প্রেরণ বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-সর্বাঙ্গে কিন্তু নাথ উত্তর নন।। তথাপি শূলক গ্রেম প্রায় যত যত। অবিশ্বাস সর্বজনকে সিদ্ধান্ত কৃষ্ণ কৃষ্ণ। বিশ্বাস গ্রেমের এই অবস্থা আচার। সিদ্ধান্ত বিরোধ চিন্তায় মোল নাথ তার। রসভাব আর কিছু নাথ উত্তর মুখে। শূল্য গ্রেম শূল্য রাগ এই সবে মুখে।। এই কৃষ্ণের বাচে অর্থ কৃষ্ণ কিন্তু হেথ।।

লোকার্থ সংশয় যান যে বৈষ্ণব তথা।। তার। কহে মহাশয় যাহে কোন স্থানে। কি নিমিত্ত কিব। বস্তু আছে সেই স্থানে। সেই সব সঙ্গী প্রতি কহে মহাশয়। অন্তর-আবেশে কৃষ্ণ মহিমা কহু। প্রাভব বৈভব অংশ অবস্থা গন। শক্তি আবেশ লীলাবতার গন। স্বল্পাসন বাল্য আর পোলগুলি যত। সংগ্রহ রূপ নিজ স্বরূপাদি কত। চিত্র-শক্তি সহিমলক কহে বিবিধ।। অন্তর বৈকুণ্ঠ স্বাতান্ত বিলাস গনিয়া।। তবে বিবিধ।। নায়। শালিকের লক্ষণ। তেহার বৈভবান্ত ভক্তাদের গন। জীবনচক্র আর কথি করি যত যত গন। পরস্পর আবেশে যেঙ্গেছে। পুরুষ উত্তম।। শৈলাগ-
কৃষ্ণকর্ম্মুক্ত।

অস্তি অন্তরঞ্জীকার্যগুলিৎকল্পহর্সূনাংপ্যুত
বস্ত্র প্রস্তুতবৈধূনাশলব্ধ্যেীন্দীীনির্ব্যাকৃত

সবর্বনিঃসর্বচনীয় গতিবিধায়ক বস্ত্র নির্মাণম, তৎকালীন উল্লেখিত সলাংশ্চী পুরুষ স্নাতক বিলাক্ষ্য এলপাকিএ অঙ্গীভূত। অস্ত বাস্তাবণি কিংবা নিঃসর্ব অস্তি সদা বিদিতভে। শ্রীমন্তালব্ধ ঈশ্বর পত্র। স্নাতক অঙ্গীত, অন্যঃ ক্ষমানি তথা বস্তি। সামাজিকীনন্দেী পুরুষ, সামাজিকীনন্দেী পুরুষলোকে পূজনঃ প্রত্যেক্ষায়। সামাজিকীনন্দেী পুরুষলোকে পূজনঃ প্রত্যেক্ষায়। সামাজিকীনন্দেী পুরুষলোকে পূজনঃ প্রত্যেক্ষায়। সামাজিকীনন্দেী পুরুষলোকে পূজনঃ প্রত্যেক্ষায়। সামাজিকীনন্দেী পুরুষলোকে পূজনঃ প্রত্যেক্ষায়।

কিংবা প্রত্যাক্ষঃ প্রত্যাখ্যান। অর্জুনঃ বস্ত্র সম্বন্ধকৃত জীব- বন্ধনহেবঃ বিশেষদিদিঃ নিতিঃ। তথা বিশেষ শিক্ষাপ্রদান। যেখানে বস্ত্রের বন্ধনে বস্ত্র বন্ধনে বস্ত্রের বন্ধনে বস্ত্রের বন্ধনে বস্ত্রের বন্ধনে বস্ত্রের বন্ধনে বস্ত্রের বন্ধনে বস্ত্রের বন্ধনে বস্ত্রের বন্ধনে বস্ত্রের বন্ধনে বস্ত্রের 

বিন্দুচারাণঃ বস্ত্রপ্রদান। বিচ্ছিন্নি নিত্যলিপ্ত। নাত্তিরপ্রলয়ঃ পরমেশ্বরঃ পুনর্ভর্জিত। নাজুক জ্ঞানে পুনর্ভর্জিত। বিন্দুচারাণঃ বস্ত্রপ্রদান। সংযুক্তিত্তীলীন্তায় কর্ত্তব্যমিত্যান্ত প্রস্তুত

বিন্দুচারাণঃ বস্ত্রপ্রদান। সংযুক্তিত্তীলীন্তায় কর্ত্তব্যমিত্যান্ত প্রস্তুত

অতঃপব পথে যাইতে যাইতে উৎকেশ্বরশতং সাদক- 
রীতিতুলীয়করে অস্তিদাতামূল্যত ইট বস্ত্র উদেশ পুর্বক 
কহিতেছেন ॥

রাবণ যুদ্ধে এমন কোথা এক বস্ত্র আছে, যাহা অঙ্গীর 

যুদ্ধনন্দাকৃত পদে ।

বয়ে যাহা অঙ্গী। বিষয়। সত্ত্ব ভঙ্গীয় সর্বাত্মক সর্বভঙ্গ।
পরম্পর বস্ত্ররূপ বেঁধে। নির্ভর। কহিতে আবেশ কৃষ্ণ 
হইলা। ক্ষুদ্র এইরূপে কৃষ্ণ যেন আগে দেখা। পাইল। 
দেখিয়া। প্রলাপ করি কহিতে লাগিল। এই ত বচিত প্রেকের কহিল আভাস। বিচারিতা অর্থ এবে কহিয়া 
অকাশ ॥
ব্রহ্মবন্ধে আঁচে কোন বন্ধ অতিশয়। কালত্রয়ে এক-রূপে সদাই রময়। সামস্ত নির্দেশ নহে বন্ধ নিরুপণ। নির্দেশের আক্ষ তার দেখায় লক্ষণ। সেহো নহে কিশোর।
নতুন মেরজনায় গান এগার করে না। গান করে না। এই গান না। এই গান না। এই গান না।

বজ্রানাথাকুনরের পদ্য।

আকৃতি মনোহর। নবমুর। কৈশোর মিলন স্থিরতর। এই লাগি জীব প্রায় দেহ দেহি ভেদ। নিরস্ত হইল, গুণে নাহি পরিচ্ছিদ।

ভগবানের রূপ হয় অগ্ন্য অনন্ত। কিশোর আকার সব হয় মূর্তিমান। তার সদ্য বুদ্ধিবনে কাহার বিলাস। এত চিন্তা পুনঃ কহে করিয়া একাশ। রাসে ভ্রমকিশোর। আকর্ষণ কায়। প্রস্তত বেণুর নাদ বুদ্ধিবন সাঙ্গ। সে নাদলহরী স্বর এই মূর্ত্তী হইল সে জন্ম নির্বিচার শেষে আনন্দ পরস্প। মন আদি করি তাতে সর্বেক্ষ্মিয়ণ। অদ্বৈত সম্প্র এই নিশ্চল লক্ষণ। সায়ংকালে দেবনারে পুষ্প তোলে যথ। আচিতে বেণুরাগ প্রণিল তথ। নামুর বেহিয়া তার। বিরশ হইল। ধৈর না ধরে নেত্র ঝোলিতে লাগিল। কললুক পুষ্প তার হাতে হইতে হইতে। গলিয়া পড়ে হস্ত কাপিতে কাপিতে। সেই সব পুষ্প পড়ে যে রূপক উপরে। তাতে পরিপূর্ত রহে কামসোহ করে। বেণু ধাঁধাই শুনিতেই গোপনাৰ্গীণ। গুরু ভর্তী আগে অন্তনীবিক বন্ধ হন। লজ্জ। তায় তার। নীহি পুনঃ বন্ধ করে। পুনঃ অস্ত করে নীহি সহি খসি পড়ে। কেহ কেহ করে রূপক করি নীবিবষ্ট। মহিতে না পারে কেহ বন্ধন বিলাস। নবীনকিশোর অতি হন্দরী সকল। বৈদগ্ধী অমুরাগ পরম প্রবল। চেন ভজ্রানাগণ-সহস্রে আহর। শ্রীভাগবতেষ

(৩)
কৃষকণা গ্রন্থাবলি


মুকুন্দনাথকুরের পাঠ

রাণে বাঁধারে বেকত। সেই বন্দু বুদ্ধাবর্ণ সদা বিস্তার। অগ্নিতে ধারাজুড় যেযে তেয়ে নয়। অন্য আকরণ আনি আগে না করিল। এই ত করেন ইহ তারে না বলিল। এই জনের হিন্দুবাড়ি দিয়া। নিজ পারিশ্রমিক করে আনন্দিত হইয়া। পরম আনন্দ দেহ দান দেয় তার আয়াদেহ দুর করে কি বলিব আর। তাহাতে প্রকাশ তার শ্রীমতি। ভক্তিষ্ঠানে মূঘ। করি করিল কখন। কিবা অপবর্গ শক্তি প্রেমভঙ্কি বলি। পঞ্চম শতকের পাঠ প্রমাণ তাহারি।

কিবা। সেই কৃষিক্ষেত্র অধিষ্ঠাত্রী দাত। কঠিন আদে জিনে অন্যে কিবা কথ।

কিবা সর্বাধিক হৃদয় ওঠে ওঠে প্রবীণ। পরম উত্তম রূপ সর্বনাম-নীতি। এই ত করিল চোকের বাহ্যে অর্থ। অন্তর্দিবার অর্থ শুন পরম সমর্থ। এইরূপে কোন বস্তু জ্ঞানে বিস্তার। সৌন্দর্য মাধুর্য সর্ব বৈদ্যুতিজ চয়। আপন। মাধুর্য বেণুগীত আদি হৃদে। আত্ম প্রাণপর্যন্ত সে করে মোহিত। বিশেষতঃ নারীগণের মোহে।
কুঞ্জকম্পুঢ়ত্তঃ ।

ভবনপ্রতিপাতসংপ্রসারিণাং চক্রদুষ্কৃতাং চিন্তামধ্যস্বতি ইতি বস্ত। কীর্তুমঃ। কিশোর রাক্ষিত। নমু গোঃ। সান্তাঙ্গং পরতন্ত্রঃ কথেনস্যায়তি কলধ্য রাজে। ভেদতিক্তি শাক্তমোপসি তথ। বন্ধুমুলালহরীভিবিধীর্বকারাঙ্গঃ তথা। কুঞ্জকম্পুঢ়ত্তঃ কান্তামুনুপুরা- বিমুখী অন্তর্বাহনানন্তরে নিবার্য্যকুলঃ। তথাচ হস্তে নাব্ত ইচ্ছা বেগুদার্দনের সম্প্রতি নতনাঙ্গ আরণ্ডে শরুযুক্তীনাং তাসাং পুনরীতিপ্রভাবমুলচিত্তীপৃথ্য- লাভ্যো হপর্বৰ্থে। স্মৃতিতে নেতৃ। তত্ত্বঃ। যা মাতঙ্গস্বরূপেনশ্চুতঃ সংবাদ- স্বত্ত্বাত্মানাতো। তথ। অধিবাসী বলীয়ু উদারং তন্ত্রপ্রত্যিবিধানগুরুপূর্বঃ। সর্বস্থাননামে রশ্নতাঃ। তত্ত্বঃ। শ্রীমতদেববচনঃ। বিশেষায়ামশঞ্জনেভহেঃ। কিং। অধি- লৌকিকনিয়মলঞ্জুরুক্তদিনান্তর মহুসুকামেমভাথতঃ। অন্যঅন্য সমঃ। অন্যত্র। রাধাং বজ্রহৃদবাং পণাঙ্গুকঃ। তত্র গুণভিপানুলিঙ্গঃ। কৃত্ত রসাযাদিবিশেষলকঃ।

বহননান্তকুলের পদ্যঃ।

অন্তরে। তাতে হইতে বজ্রনারী সদা যোগ করে। কিশোর অকৃতি বস্তু গুণের সাঙ্গ। মদনগোহন বেশ শ্রম কলে- বর। সতে চিন্তে কুঞ্জ গোপানারী পরতন্ত্র। সহজেই নারী- গণনা হয় সতস্ত। কোন আভিরে হেথা। সতস্ত হইয়া। ব্যাকুল হইলা সনে এ সব চিন্তিত। বেঙ্গুগান আরাজিত। শুনি গোপীগণ। পরস অনন্দকুলে আকর্ষিত মন। নির্বাণ শব্দেতে কঠো অনন্দ বিশেষ। বিশ্বৈকাশে কঁচে এই অর্থ শেষ।

হস্তে লৈয়। বেঙ্গুগান করিয়া। গোবিন্দঃ। প্রশস্তগণের সনে বাড়াই অনন্দ। গুরু লজ্জা ধর্মি আদি শুধুঘলা হইতে। মুক করি আনে কুঞ্জ অপন ইচ্ছাতে।

বজ্রনারী বেঙ্গু শুনি উমাত হইয়া। আইসে কুঞ্জের স্থানে। না চাহু ফিরিয়া। নুপুর কিশোরী বাজে কঠো অক্ষর। সে এক্ষণে শুনিয়া কুঞ্জ নির্বাকুল ধরে। বহ কলন্দু হইতে উদয় গোবিন্দ। সর্বগোপী অভীষ্ট পরাণ নির্ব্যস্ত।
রাগাধরে সাধারণতঃ রাসিকেক্স মৌলিক। পশ্চাদেশে বাহ্যশোধনক্রমে সংগঠিত পূর্বক নিজের কিছু পানার্থ হয়।

অন্তর্দেহ ও বিশেষ করে রাব্ধাদির মাধ্যমে বিচিত্র ভাষণ অর্থাদির জন্ত রে। এই রাগাধরের সাথে একটি সাময়িক সম্পর্ক রয়েছে। যদি রাগাধরের কারণে অন্য প্রতিষ্ঠানের কী প্রভাব চাওয়া হয় তাহলে সেই সময়ের সাথে একটি সম্পর্ক রয়েছে।

অন্তর্দেহ বাহ্য এবং বিচিত্র ভাষণ অর্থাদির জন্ত হয়। যখন রে না থাকে তখন রাগাধরের না থাকে। এই রাগাধরের সাথে একটি সাময়িক সম্পর্ক রয়েছে। গুন্ধরী ও রাগাধরের সাথে একটি সাময়িক সম্পর্ক রয়েছে। এই রাগাধরের সাথে একটি সাময়িক সম্পর্ক রয়েছে।

রাগাধরের সাথে একটি সাময়িক সম্পর্ক রয়েছে। এই রাগাধরের সাথে একটি সাময়িক সম্পর্ক রয়েছে। এই রাগাধরের সাথে একটি সাময়িক সম্পর্ক রয়েছে।

যথাযথ ভাষায় তথ্য সহজ প্রচার করা হয়।
চাতুর্যন্ত্রিকিন্তু সীম চপ্লাপার্সচ্ছট্টামধ্যঃ লাভায়তীচিলোলিতনুদঃ লক্ষ্মীকঠাকুটাত্তুঃ

লুক্ক। শস্বরাধিকারবান। ততস্তাবাদিমাধ্যের কৃতে দ্বি যথপেক্ষেত। নাত্র শাস্ত্র ন যুক্তঃ তলোংতোংগতিলিঙ্গমিত। আত্মায়বলীলায়। স্বান্ত চক্র রতি: প্রেমা প্রেমান্ত, সেহং ক্রমাদতঃ স্বামীতো প্রেমে রাগীহস্তরাগা। তাব ইতাপি। বীর্মিকেী: চিত অপ: স পূৃজ্জ হও এব সং। সঃ শক্রান্তি সতিী। স্যাং সা যখা সাং সিদোপলিত। তত্তাবারগলকং। সর্বনাশ্চত্বমপি যঃ কৃত্তবননবঃ শ্রিীঃ। রাগেী ভগবদবনঃ গোংসুবর্গ ইতীয়তে। ইতি। তথেঃ বারে বৃক্তীতিবিভাতি ইতি।

ততঃ শ্রীঃ মার্গে লক্ষ্মীকেীঃ পূর্বথতাহরাগসোংষভাগ্যাঃ শ্রীয়েভায়:

তদন্তুর শ্রীঃ মার্গে পার্শ্বে পূর্বে বাহিরী অনুরাগ ও সৌভাগ্য শ্রীত ছইয়াছে, সেই শ্রীয়েভায় পার্শ্বখচ্ছ এবং উপাসনাকালিনী সুবিগ্রহনের মধ্যে আপনাকে তাধুশী একটি জানিয়া। কোন এক সরবি নিবেদন পূর্বক কছিলেন।

হে সরসিদ্ধ। যিনি চাতুর্যন্ত্রের একমাত্র নিদানের সীম। সরসি অপাদ্র অর্থে নেত্রপ্রাসাদগ্রামের ছটায় মহূর্ত, লাভায়তোর বিভক্তির প্রদ।

ছুঁচে তাহ। তাহ। তাহ। বাধায়। লীলাশূকে উপজিল মধুর জাতি রতি। ক্রম অনুরাগ দশ। তাতে প্রাপ্ত অতি। সাহা সেই দেখে ভ্রুতি হয় তার মনে। রদায়ুতিভিন্ন এখে যে সব লক্ষ্ণে। ইতি।

এই সব কথা আগে সব ব্যক্ত হবে। তৃতীয় চক্রকের অর্থ কধি কিছু এবে। কৃষ্ণগার্থে সর্বমুখ্য রাধা গুণবতী। অনুরাগ সৌভাগ্য পুর্বে যার ব্যাপক। তার প্রস্থে আছে সব তার উপাসিক। আপনাকে তার মানে কানে সেই একা।
মৃত্যুতের তরঙ্গ চঞ্চললোচন, লক্ষ্যদেবীর কটাক্ষে সমাদৃত, 
যমুনার পুলিনাঙ্গনের প্রণয়ী কামরূপ অবতারের অক্ষুর এবং 
নিখিল মাধুর্যের নিজায়ত রাজ্য অরুপ, সেই নীলরঞ্জ বালক 
অর্ধৎ কিছু কিছু আমি আরাধনা করি।

ষষ্ণনন্দস্থানের পদ।

রাধিকার পরিবার আমি সর্বরাঘায়। আরাধিবির কিশোর 
শেখর শ্যামরাঘ। চামর দোলাব আর যোগাব তাম্ভুল। 
পাদমধুম আমি সেবা অনুকুল। বাল শক্তি কিশোর বয়স 
শান্ত্রে কহে। মৃতি অলঙ্কার আদে ইহা বাঁক হয়ে। 
ত্রিবিধ বয়স কৃষ্ণের বিবেচনা কায়ে। ছোড়াইদী অন্তবাল 
তভে কহিয়াছে। এই লাগি বাল শক্তি কিশোর কহিয়ে। 
এইন এই এস্তে সর্বরূপ বুঝিয়ে। আর কহি বাল শক্তি 
কাম অবতার। একটি অক্ষুর যেন বিনোদ অকাল। কিশোর 
আকার কৃষ্ণ বজ্রনন্দন। ইন্দ্রনীলগণি শ্যামবর মনোময়। 
কেবল শৃষ্টির রসায়ন মুর্তিমান। সৃষ্টিতে বিবলি ফাট লীলা- 
রাগ গান।
রাসেস্বল কালিয়ারায় মাধবীচতুঃশলিকায়। অন্তন তন প্রথিত সদা তত্ত্ব বিস্মিততায়। তথা প্রেরন তায় বৈঠিয়াময় প্রতিভাধকৃতি মুখ্য মিলায়। ক্ষমতায় সম্মান্ত কাঠামো তৎপ্রাপ্তে সাহায্য তথা পরিব্রাজক স্থিতি সম্পন্ন হয় শ্রীরাধায়। এর লাভগৃহে বীরতিভিত্তি লোপিতে সন্তুষ্ট হয় তন। অতৌহ্যাদ্বারা জন্ম তাঃ উন্নত লোকে নিয়া। স্বর্গমুখের পূর্বকৃত নিয়ন্ত্রণযোগ্য প্রথিত প্রকৃতপ্রাপ্ত তন্ত্র্য তন চ চাতুর্যলেখন কৃত্তিঃ। চাতুর্যলেখনে নেত্রাভিয়াময় সাহিত্য লাভের তন্ত্র্যাপনন্দন প্রকৃতির পদ্য।

সাধ্বীর চতুঃশলা কালিয়ারায় রাসেশ্বরী লীলা। করে তাহার অঙ্গনে। কালিয়ারায় তার অতিপ্রিয় স্থান। প্রিয়া লীলা লীলা তাহ। করে অবিনা। অতি লজ্জা। বায়ু অর্থ অতি উৎকিলিত।। অধোমুখী সদা রহে সেই যে রাধিকা। তাহার ক্ষমতা যার আদর অপার। আদরের ভজন আমি চরণ তাহার। রাগসুত্রে শতকোটি গোপী সঙ্গে লীলা। রাধার লাবণ্যে যেহ আকৃষ্ট হইল। রাধার লাবণ্য স্নান তরঙ্গ ভরল। সদাই তৃষিত নেত্র যাহার একবল। সেই কৃষ ভজন আমি এই সনে দৃঢ়। হুমকি লালসা শোর বাঁচি গেল বড়। রাগসুত্রে অষ্ট গোপীগণ তেলাগিয়া। রাধাসঙ্গে কৃষ্ণলীলায় তুলে যায় হিয়া। নেত্র অও ঘাঁটে তাহা ব্যক্ত জানিরত। চপল অপাঙ্গ ছট। সীমারূপ যাতে। এই যে নয়ন ভঙ্গি বুঝে রাধিকা। অন্য কেহো। নাহি রূপে তাহাতে অধিক। কিন্তু রাধা কটাক্ষেতে আদর যাহার। সঙ্কেত জানির। রেঘ করে অঙ্গীকার। যাহাতে চঞ্চল যার অপাঙ্গের ছট। তাহারে ভজন আমি সনে হর্ষ ঘট।

লজ্জাগণ কহিতে কহি ব্রজদেবীগণ। কটাক্ষের যদ্যপিহ আদর সনে। চাতুর্যনিদান-মাত্র এক সেই নিষিদ্ধ।
যানি সুধামি নিদানায়িকারণণি তেষঃ সীমা অবধিত্বপচ। পুনঃপলে যে দৃপ্ত জন্য হেহু তাং সত্ত্বর্ণতি স্বাক্ত করাতীতি। অতএ লক্ষ্যাংশ্যাং: কৈকে আদৃতং সাদান্তং সজ্জতকারণানিমিত্ত অধিষ্ঠিতপরিহিত তত্ত্ববিদ্যামভিঃ। যদা। তথা শ্রীমান্ত কাৰ্যং পরমপুরুষ ইত্যতান। লক্ষ্যাংশ্যাং শত্রাহুদসাধ্যেবানিতানিবিদ। ব্যক্তিহিত্তাত্লাভারেণ লক্ষ্যাংশ্যাং রক্তেবনীনাং কৈকে জীবনীরূপশ্চ। তাছাতে চুক্তং চুক্তং চুক্তং চুক্তং প্রচন্দভঙ্গপ্রাপ্তি হস্তং চুক্তং চুক্তং চুক্তং চুক্তং প্রচন্দভঙ্গপ্রাপ্তি হস্তং চুক্তং চুক্তং চুক্তং চুক্তং প্রচন্দভঙ্গপ্রাপ্তি হস্তং চুক্তং চুক্তং চুক্তং চুক্তং প্রচন্দভঙ্গপ্রাপ্তি হস্তং চুক্তং চুক্তং চুক্তং চুক্তং প্রচন্দভঙ্গপ্রাপ্তি হস্তং চুক্তং চুক্তং চুক্তং চুক্তং প্রচন্দভঙ্গপ্রাপ্তি হস্তং চুক্তং চুক্তং চুক্তং চুক্তং প্রচন্দভঙ্গপ্রাপ্তি হস্তং চুক্তং চুক্তং চুক্তং চুক্তং প্রচন্দভঙ্গপ্রাপ্তি হস্তং চুক্তং চুক্তং চুক্তং চুক্তং প্রচন্দভঙ্গপ্রাপ্তি হস্তং চুক্তং চুক্তং চুক্তং চুক্তং প্রচন্দভঙ্গপ্রাপ্তি হস্তং চুক্তং চুক্তং চুক্তং চুক্তং প্রচন্দভঙ্গপ্রাপ্তি হস্তং চুক্তং চুক্তং চুক্তং চুক্তং প্রচন্দভঙ্গপ্রাপ্তি হস্তং চুক্তং চুক্তং চুক্তং চুক্তং প্রচন্দভঙ্গপ্রাপ্তি হস্তং চুক্তং চুক্তং চুক্তং চুক্তং প্রচন্দভঙ্গপ্রাপ্তি হস্তং চুক্তং চুক্তং চুক্তং চুক্তং প্রচন্দভঙ্গপ্রাপ্তি হস্তং চুক্তং চুক্তং চুক্তং চুক্তং প্রচন্দভঙ্গপ্রাপ্তি হস্তং চুক্তং চুক্তং চুক্তং চুক্তং প্রচন্দভঙ্গপ্রাপ্তি হস্তং চুক্তং চুক্তং চুক্তং চুক্তং প্রচন্দভঙ্গপ্রাপ্তি হস্তং চুক্তং চুক্তং চুক্তং চুক্তং প্রচন্দভঙ্গপ্রাপ্তি হস্তং চুক্তং 

সেই যে লীলায় যার লোভ অনুপসন। রাধার অপাঙ্গ হুমায় সাধারণ হইয়া। তন্ত্র হইয়া এই তাতে শক্তি তেজাগীত।

কাম শঙ্কা তাহার বিষয়ে প্রেম কহ। তার যেই অবতার অকঠোর উদিত। তাহারে ভজিব আমি হইয়া। একান্ত।

কহিতেই দেখিয়া সর্বসাধারণের অসন। সাধুর্য্য আরাধ্যঞ্জলঃ এই কৃপণ হয়। সকল স্বলভ এথা সাধুর্য্য্ঞা আলায়। রাধিকার সখীভাবে লীলাশূলক মনে। একট হইল এখানে তাহার বচনে।

বাণরাজ। অর্থ এবে কহিয়া ইহার। তথ্য প্রতি লীলাশূল যে কৈদ প্রচার। পূর্বে যে কহিলাঙ্গ বক্তি নিয়ম তোমারে। কেবল যে বক্তি নহে আর আছে আরে। আমরা নার্তপে যার করি আরাধনে। বঙ্কু শূল আদি তারে করিল।

সেই যে কিশোর শ্যাম করি আরাধন। আশ্রমীর তেঁহ সর্ব নায়ক উভয়। বিষেষে কালিন্দীকুলে সদাই
ক্ষুদ্রকর্ণামৃত।

নাম ও সমস্ত সম্বন্ধে যথার্থতা সন্ধান করিতে। মধুরিকায় সারাজ্য এবং সর্ব-ব্যক্তির হৃদয়মধ্যে। তবে তাহারা সন্মিলনকর। রাধাকৃষ্ণনাথের আর্য এবং বর্তমান যুগের মধ্যে। উগ্রধর্মী জীবনে তাহাদের মধ্যে স্বয়ং সাধনা হইতে পারে।

বিলাসে। অতিশয় হর্মাধুরী যাহাতে প্রাকাশ। কহিতেই যেন রাসে গোপাঙ্গনা আনি। উপেক্ষা করিয়া হেন কছে ভগ্নী বাণী। প্রার্থনা জানায তাহে বচন কৌশলে। এই স্বৰূপে গৌরাঙ্গ কহয়ে সহজে। বৈদর্শ্য চলন্ত নিজ প্রকাশ করিল। মোহনহর্ষ আপনার তাহে জানাইল। তাছাতে যে চলন্ত অপাঙ্গ ছাড়া তাহে। সম্ভব হইল এই প্রম-ব্যাপ্ত রীতে। রাধিকাদী মুখচন্দ্র দর্শন হইতে। উচিতায় রাগণ্য অমৃতগন্ধে যাতে। তাহার তরঙ্গ তারে উষ্ণ করিয়া। তু সবার দেখে বেঁচে লোকানিন্তে হয়। এই ত সৌন্দর্য পূর্ণ ইহাতে প্রাকাশ। অন্যান্য চন্দ্র নেতাং মুখে মৃদু হাস। সেখান হানি করি আকরিলা লক্ষ্মীগণ। কতাক্ষে (৪)
নীকামানিত। নারীগণেনোহারিহং কামাদীনাং চতুর্ভুরাহাস্তাগঃপ্রদু- । নারীগণেনোহারিহং কামাদীনাং চতুর্ভুরাহাস্তাগঃপ্রদু- । নারীগণেনোহারিহং কামাদীনাং চতুর্ভুরাহাস্তাগঃপ্রদু- । নারীগণেনোহারিহং কামাদীনাং চতুর্ভুরাহাস্তাগঃপ্রদু- । নারীগণেনোহারিহং কামাদীনাং চতুর্ভুরাহাস্তাগঃপ্রদু-
চাতুর্য সব রদের আশ্রয় ॥ এই কৃষ্ণ আরাধনা মোর মনে লয় । যাতে লোভি হয় মন সেই সে মিলয় ॥ জয় জয় রাজা রাণ-লীলা জয় রাণলীলা । অহিরিণি এই লীলা যেহ পোহাইল ॥ কৃষ্ণবিদগ্ধত । তেরী সন্ধন বাজায় । রাধার সৌভাগ্যময় হন্দি হয়েছে ॥ 3 ॥

চাতুর্য কোনের অর্থ প্রকাশ করিতে । আড়াই লিখিয়ে তার শৈক অভিমত । এই লীলাশুকের বাহ তিন দশা হয় । প্রথমে কৃষ্ণের স্নুতি স্নুতি জান হয় ॥ দ্বিতীয়ে হয় স্নুতি সাক্ষাৎ করা হয় । তৃতীয়ে সাক্ষাৎ এই লক্ষণ ॥ সুড়স্ত জাতীয় তার আশ্রয় হইতে । পূর্বদিক বিপ্লব উৎপন্ন তাহাতে । প্রথমে লালসা দশা উৎপন্ন হইল । যদ্যপি চিত্ত তার লালসা স্নুতি বাহাদুর উৎপাদিত দৈন্য বিকল্পতা । তাহাতে বাণিজ্য মন হইল সর্বর্ক ॥ প্রীত কোনো করে প্রার্থন যাচিয়া ॥

একশোকে আপনার নিশ্চয় কহিলা । তবে রাণে কৃষ্ণ
নোংকাঠা প্রলাপক্তি হয়। দৃশ্যমান প্রার্থনা এজেলিশ্যত। ততঃ শ্রুতিসংক্ষেপের কারণে। এর্থমঃ পঞ্চভিজঃ পুনর্ধর্মনোংকাঠা সম্পর্কম। ততঃ সাক্ষাৎসার্থনারঃ ননসাগোচরন্থেন তত্ত্বানুসারীবিস্তায়ত। ততন্তন সৌহার্দঃ প্রত্যাক্ষঃ সৌন্দর্যভিনিতীকরণ।। ততায়ো তয়ো সহ নিয়োগতলীনোংকাঠাসার্ত্যমাধানারঃ। বাহুঅসারেযাত্যাদিবৎ। তথ্যা তস্যাত্যাং ততঃনোংক্তিতে শ্রুতিকৃতমুলমাত্র। রসিপতি- সিদ্ধাং তাদিবক্ত সহ বিলমভক্তস্য শ্রুতিকৃত। স্বসমানসরসিংহগম্যাৎ। একথম

যতনননাথাকুরের পদে।

অনুর্ধ্বন শ্রুতি হীল।। তথাতে গোপীগণ কৃষ্ণ দর্শন লাগিয়া।
উৎকলতে ফিরে তাহা প্রলাপ করিয়া।। তাহা দেখিবারে শ্রুতি প্রার্থনা করয়। তেজেশ শোকেতে লীলাশুক নিকরিতচয়। তবে শ্রুতি সাক্ষাৎকার ভর অভিষয়। পঞ্চশোকে বিশেষিতা করিল নিশ্চয়।। পুনর্ব্বার দর্শন লাগি উৎকলিত।
সপ্তশোকে সেই সব করিল নিষ্ঠিত। সাক্ষাৎ দর্শন তবে হইল তাহার। বাক্য সন অগোচর বর্ণা প্রচার।। অক্ষি বিবেচিত তার শোক মনে পর।। সপ্তদশ শোকে তাহা করিল বিন্দার। এইরূপে ক্রমে অর্থ করিয়ে প্রচার।। তাহার প্রথম লীলা রাধিকার সনে।
নিত্যে করিতে সাধ বাদে কৃষ্ণ মনে।। সর্ব সমাধান লাগি
সর্ব গোপী সনে। বাহুপ্রসারাদি লীলা করে হর্ষমনে।
রাধা আর গোপীগণের উৎকল বাণাইতে। রাজন নানা
লীলা করে কৃষ্ণ নানামকতে।।

রাধা আদি গোপাপাঙ্গনা সনে কৃষ্ণচন্দ্র। রাগলীলা করে সনে পাইয়া আনন্দ।। সেই রাগলীলা। শ্রুতি হীল লীলাশুকে।। নিজ সন সখী প্রতি কহে নিজমুখে।।

প্রথমত্তঃ কৃষ্ণের লাবণ্য ছট সনে। ভূমি অত্য কাবিত
বর্হাৎসবিলাসকুস্তলভর্ভ মাধ্যমরসানন্দ

তারাবণ্টু টুচ্ছলিত তত্ত্বাদিত্য গোপীলবণস্তুতাধিষ্ঠিতঃপুঞ্জ নির্ভ্যশ্শেষতনামাবৃতে গাত্রাধিকাং গোভিং সাংবর্তমাণাঃ।

ঈশ্বরের্তিঃ স্তুত্রপ্রকাশকং মনননিবৃত্তায় বন্ধ নশীতসি চকম। ঈশ্বরের্তিঃ শুভ্রস্তুতায় মাধ্যমস্তুক্ত তত্ত্বাদিত্য ময় সাংবর্তমানাঃ প্রকাশ্য তৎ। সাংবর্তমানাঃ প্রকাশ্য তৎ। একর্ষণাম উপাসনাভোগশ্চ চরমজাতীয় চরমেতায় বিলাসমৃতাসি মনননিবৃতা।

অনন্তর সমস্তার সহকার শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্তি সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ করত অপারি সমান সমস্তার প্রতি কহিতে লাগিলেন—

হে সমস্তার! যিমি ময়ূরপিন্ন চূড়ার সহিত সূন্ত কুলুলে মহানন্তরক্ষের পদ।

ঘটু উচ্ছলনে। তৈঘে গোপালাঙ্গন-অঙ্গ লাভগ্নের ছত। তার বিভূষণ বাস জ্যোতিঃপুঞ্জ ঘট। নির্ভ্যেশ জ্যোতিঃপুঞ্জ দেখি লোভ হইল। সাংবর্ত হইয়া কিছু কহিতে লাগিল। নিজ পরে প্রাক্তন এই জ্যোতিঃপুঞ্জ। মন নেত্র সমান সবর্ণ-জনরঞ্জ। আনার মনে ত সদা রহস্য লাগিল। তিল এক কু মনে না ছাড়া হইল। এতেক কহিতে অন্ত বিশ্বে কহিল।

তাহার করণে কিছু কহিতে লাগিল। কুলুলমহিত গুণ 

অন্ধরাধুী। মন্দ মন্দ হইয়া তাহে বচনচাচরী। মাধ্যমপ্রবাহে মর্গ কৃষ্ণের আনন। দেখ দেখ সুগুণধুর্ণ করয়ে সহজে। কহী-তেই সামগৃহিবিশেষ স্ফূর্তি হইল। বিবিরিয়া। সেই কথা কহিতে লাগিল। নবীনচাচক বয়ং উদয় হইল। চরম কৈশোরের স্থির হইল। রহিল। চাঁচার কেশের চূড়া তাহে মনোহর। তাহাতে বহির্ভিতে শোভে পরম স্ববিদ্ধ নটন গমনে।
গৌণীলম্বন্যন্ত প্রবিষ্টুস্তৃপ্রণালীমুখত ম আপীনস্তনকুট্তুলাভিরভিত। গৌণীভব্যারাধিত ।

চন্দ্রেলন্ত তনু কুটুলকল্যাণস্তন্নলাপ যালো। তথা তথ্য তদলাহান্তিতি বিকলন্ত। যে তেং আশ্রাতিমধুব্যারুৎ গুহা বক্তৃতি সাথী বক্তৃতা। মৃত্যু ভদ্রায়া তুলনাঃ যোগী গৌণীভব্যারাধিত। তুলনাঃ নীলাম্বন্ত নীলাম্বন্ত নীলাম্বন্ত। তথা তুলনাঃ নীলাম্বন্ত নীলাম্বন্ত।

শোভিত, বঁচাই বধন মাথার িলাণ্ড, তিনি সমৃদ্ধ নব-যোনিযোনিযোনিযোনি অর্জুতর্কম, বলতর তন কুটুল-শালিনি গৌণীকর্তৃক সর্বতোভাবে আরাধিত এবং তিনি চকের মধ্যে একাদশ শীর্সস্থ সর্বভূতভাবে আমৃক এবং তিনি দর্শন ও স্মরণকারিদের সম্মান চর্চায় বাহির হিচ। অর্থঃ স এব

ফলনমূর্তাকুল পদয়।

মন্দ বায়সে দৌলায়। তাহার বিলাসে দুঃ তুলুয়া। বিখ্যাতে বিলাস বুলনালী সনাহর। বরভাঁঙ্গ হ্রাগন মাথার বিন্দু। কেবল অত্যন্ত ধরনি সর। বরষায়। শুক কাঠ অলিসগে জীবন রচয়। তাহে মৃৎজী হৈয়া। রচূ গৌণীকর্তা।

চন্দ্রমালিঙ্গন সদ। করয়ে সেবায়। তথা জগতের মনে স্পর্শ চুক্‌হা হয়। চেন হৈয়া শোভা সবী বর্ণন না হয়। গৌণি-কিশোরীর মধ্যে রাধা গুণ্যতায়। রাসমধ্যে দেখ কৃষ্ণের যাতে অতি আর্থ। চুক্তি কৃষ্ণ হাতু আরোপণ করি।

অঞ্চলে নাচে সদৃশ সর্বৰ মনোহারি। রাধাতেই কৃষ্ণ মন।
জৈতিবিষেন নাচকান্ত জগতামোকারিন্তুত ॥ ৪॥
মধুরতরমিতিমৃতবিমৃষ্ণমুখানুরূহঃ

যুবাচ তরঙ্গে এক প্রাধান্যনিবিচারং চাঁদুর বর্ণ ॥ ৪ ॥

পুনরাত্মাধুর্যাকুঁড়া তাঃ জ্যোতি সলালমাহ মধুরতরেতি। পূর্বোত্তমাত্র ইত্যাৎ মহান্তরস্তকন্তুর্দাম নম চেতনি চিন্ত চাকান। ননুচ চিন্তসপ্তাহে স্বৰ্গললসরাঙ্গনিদান চিন্ত তচ্চ দুঃখরাহ।

কীৃত্তে। বিশেষে সশীলায় মুখী সনোভূত নারায়ণ বন্ধাত্তি বিবিশ। তচ্চ বিবদধার্তী অগ্রণি অগ্নিমুখবদ্ধজীবিতের যদিদ্বিধা স্ত্রী যঃ সরসন অষ্ট্যাত্মাগঞ্জকরণু।

তথ্যগুলি লম্পটে লোকান। তদ্ভক্তি। পালীভিন্ন বলকলাকৃতিকুড়াতাঃ

সেই জ্যোতি অরথ। যে পার প্রকাশ সনাতনে রসায়ন কোন অনিশ্চিতাকালীন বস্তু আমার চিন্ত মধ্যে প্রকাশ প্রাপ্ত হউন।

পুনশ্চ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য অত্যন্ত স্ফূর্তি পাওয়ায় সেই সমস্ত সখীগণের প্রতি লালসা সহকারে কহিতে লাগিলেন—

অহে সখীগণ! শ্রীহর মধুরতর হাস্যামুক্ত বদনপ্রভৃত

যুবনানন্দাকুরের পদ্ধ।

নায়ন বিলাসে। দর্শনে কার সনে স্বথ যে ন আইসে।

এই ত কহিল প্রকাশে অহোর্তার অর্থ। বাহ অর্থ স্পষ্ট আছে সঙ্গী প্রতি সর্বভাগ চিরতরসে প্রধান এক অভিকৃত রূপ। বুদ্ধাগণে আছে সর্বভাগ মাধুর্য্যের স্ফূর্তি। কহিতেই পুনঃ সর্বভাগ মাধুর্য্য স্ফূর্তি। সম সংবিধি প্রতি কহে লালসা বাড়িল ॥ ৪ ॥

সত্থি হে এই কৃষ্ণের অঙ্গের মাধুর্য। সদা স্ফূর্তি হউ
সৌভাগ্য বাঁচে প্রচুর এই ধরে, অভিকৃত নায়ন চাঁদুরী। 

যদি বল এই কৃষ্ণ, না পাইলে সদা ভুক্ত, সন হয়
ময়দনের লজ্জিত নামের আকার প্রচণ্ড।
বিশ্বাসিত গ্রন্থের উপর চেষ্টা করে।

নির্দেশিত নিদর্শন মুদ্রণ শ্রদ্ধায় রূপক লাভ করতে হলো। প্রথম ইরানি নামের নদ-নদামান। জাগরণ বাঁধায় অনুসন্ধান করা হয় কৃষ্ণপদ রক্ষণাধ্যায়ের বিজ্ঞাপনে।

তথ্য দেখুন হাই। মধুর রঙ্গিন রসায়ন তেন বিশ্বাসিত মনোহর মুখার্জুন যুদ্ধ-স্থান যাত্রা।

তবে। বিপুল বিলাচন যাত্রা। তথ্য অন্ত পিঙ্গলের বাম তথ্য, মনের প্রতি সৌন্দর্যের সৌন্দর্যের সম্পর্ক

নবনিকেশন তৎকালীন কথাবলি। তথ্য দেখুন।

মহাত্মা তার মোহন। ইতি বা। শিখিনাং

মহাতোক্ত। পিঙ্গল কীভাবে করো।

রাত্রি তু। বিষয় বিনিঃসিদ্ধি।

অন্যান্য সম্পাদক তুলনার ফুরাতি তৈরি সংক্ষেপ।

অন্যান্য সম্পাদক তুলনার ফুরাতি তৈরি সংক্ষেপ।

আমার বিষয়ের আগামী ধার্মিক মিশ্রিত দৈনিক।

লোকে মনঃসুতি।

অভিসার মনোহর, সাহায্যের কেশকলাপ সদয় মুহুর্তিতে নান্দিত হইয়া। অভিসার শোভা প্রকাশ করিতেছে এবং যিনি

বিশাল লোচনযুক্ত, সেই কোন এক অন্যর্থানীয় ধার

(তেজঃ) আমার বিষয় বিষয়ের আদিগ্রন্থে লুকুর চিত্র-

যুক্তনাদাতার পদা।

তাপিত বিস্তর। ছাঁড়েল লালসা। কায়, সেহ নহে মূল লাল, দোষি সেই হইল অন্তর। নিজস্ব মাধুর্য দানে, মনোজ্বল বাংলা টানে, এই কৌতুক তাতে মোহ মন।

দাসু বিশের সম, আবিষ্কার মুখ পাশে, পরস লম্বা অমুকান। মনোহর মুখপথ, বিদ্যাস আনন্দ সাধা, তাতে প্রিয় সপ্তমাত্মায়।

বিপুল লোচনলুক্ত, অরণ পরশে তায়, দেখি লোভ নহে কার

চিত্ত। মনোজ্বল কুশল চূড়ে, মনিশিবিশিষ্ট উড়ে, কিবা

শিখিশিচ্ছের বাক্সা। কহিতেই কৃষ্ণমুখে, মন মুখ হীল।
কৃষ্ণকল্যাণমূর্তি । । ২৭ ।

*বিপুলবিলোচন কম্পিধাম চকাস্তি চিত্র ॥ ৫ ॥
মুকুলায়মাননন্দনবিভূত্র- ॥

ক্ষোভ ॥ ৫ ॥

অথ শ্রীমন্থাধুর্যণগন্ধনস্ময় সলালগন্ধ । বিভোত্তম হৃদ্যাচার্যুসম্প- ॥
পূর্ণস্য মুখপ্রস্তু মে মনঃসরসি বিভূষ্ঠভাব । কীর্তিভূমি সুরলিনিনাদ এব ॥
শক্রদুত্তেন নির্ভরং পূর্ণ । তথা প্রোজেজস্বেলনীলিনিসিক্তে ইহাং চতুর্তীতি মুক- ॥
রায়মাণে মূহুনী গওমণেল বশি নী তথা শ্রমরাজানুভূতাস্তা চ মুকুল- ॥
লায়মাণে নন্দনামৃতে বশি । কুটিরে পদ্মনোপরি দর্শকস্নিপদরূপে চেঙ্খ লাবণ ॥

সম্বন্ধে চিরকাল শোভা প্রাপ্ত হউন ॥ ৫ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের মুখপ্রস্তু সন সংলাগ হওয়ায় নলিরার ॥
সহিত শীতলী শীর্ষের প্রতি কহিতাহে ॥

চেষ্টিঃ বাহাতে মুকুলসদ্রশ নরনারো বিরাজার্ধ, ॥

বহুনলন্ধটাকৰে পদ ॥

গুহে পুনর্বলোক তৈল উচ্চারণ ॥ ৫ ॥

সাধী হে কৃষ্ণ মুখপ্রস্তু মনোহর । সাধুস্যা চাতুর্য্য দীপ সহ- ॥
ফুটিত হউ রাত্রি দিন মোর সন নতী সম্ভয়ভূমি ॥ এই ॥

মুরলী নিনাদ যাতে মলর্ণ পুকুর রীতে মাতায় তরুণী- ॥
গণ সন । ইশ্রনীলিচী যেন মুকুর কুটী হেন যাতে মৃছ- ॥
গণের সোহন । কামাস ভাবেনী নন্দন অদ্যাজন যুকু- ॥
লায়মাণ তাতে সন । কুটিরে পদ্মনোপরি যেন অল বিকালিত- ॥
হেহে দুই পদ্ম রহণে বিবেং । কিবা গণের দর্শনেতে সহ- ॥

* অধিন্ন ধৃতকে নদটাৎ ঘনঃ । যদি পুত্তবে তালো ত জলা শুক- ॥
 নদট্টকা । । জগ জয হরষামলিত দোপলীতন্তর। ইতি ভাবঘোভস্য- ॥
ধ্যাযোনম্যদীতন্তর৬ ॥

( ৫ )
মুর্লিনিনাদমকরণনিবন্ধরঃ
মুক্রায়াণমুহুচ্চগোনলং
মুখপক্ষঃ মনলি সে বিজ্ঞততাঃ ॥ ৭ ॥
কাননীয়-কিশোরমুক্তমুক্তেঃ

তথা তৎসমদিতেহতোপদেয়েঃ। কিন্তু শ্রীগুঞ্জগুলংক্রনিমতি তেন মুখ-
পক্ষেন সহ স্বখ কর্মশিবাগতানি তাসাং ভাবনানাং-মুক্রায়ানন্দনা-
স্মৃতানি শ্রীরাধারায়াতত্ত্বশ্রীনামশ্রুতি বহনত্তনানাদা বা যশনি। বাভাবস্থ: স্পষ্ট ইহু।
প্রথমে প্রকৃষ্ঠত্বাং দ্বিতীয়ে চির তৃষ্টীয়ে বিশেষপ্রিয়ে কোণতে ক্রমেগোন-কল্পিত্যঃ। এতেদেহ প্রজ্ঞ এতে ॥ ৮ ॥

অথ তথারাজ্জাতিক্ষু তাতাঃ তপাসাং প্রেস্তুভণান মুক্তার্থনকিক্রান্তঃ প্রের-কদান্তী শ্রীনামীতি তত্তভাষণ তদনন্তকার্য্য অন্তিতসং সহায়। মুলারে।

বাহুর মুর্লিনীর নিন্দকার শক্তনাশন হৃদেশ্বরীতি, তথা যাচাতে মুখ গোনলং দ্বিপাদুলং, বিতুল সেই মুখপক্ষ আমার মনো-রূপ সরোবর মধ্যে শোভিত হতেক ॥ ৬ ॥

অনন্তর শ্রীক্ষের মাধুর্য্য সমূদ্র স্ফুর্তি হোলায় শ্রীক্ষের অদর্শন বিক্ষ্মা। শ্রীরাধাকে “প্রীত করির” এই অভিপ্রায়ে মধুনামনঠাসোর পদা।

যেমন মুখালোচ্য তাতেঃ আসে স্বখ কর্মবার আশে। রাধার
নয়নালোচ্য, আইল যাতে ভাবনুপুং, সে যেন খণ্ডনদয় বৈশে॥
মাধুর্য্যমুহুম সার, হইতে স্ফুর্তি আর, শোক এক পৃথ অসভুত। কৃষ্ণের মাধুর্য্য লীলা, বর্ণিতে বর্ণিতে হুইলাহ,
লীলাশ্রুত অভয়ব্যস্ত বশিত। ৬ ॥

সাধি হই, হুতাস মুর্লিনী মুহুরিমা। আমার বচনে আসি।

* অর্থ মানুষালিঙ্গী ছন্দঃ। সরস সরেণুঃ চ নামি “মানুষালিঙ্গী” ॥
কলাবেঙ্কুমিত্তাদূতানন্দনেঃ।
মস বাচি বিজ্ঞানভাঙ্গ মুরারে—
মধুরীন্নঃ কণিকাপিকা কাপি কাপি॥ ৭ ॥

মুরা কুংস। তত্ত্বজ্ঞানপঞ্জিকা পরমসূত্রসমূহে মধুরীন্নঃ কণিকাপিকা নস বাচি
বিজ্ঞানভাঙ্গ অলংকার কণী। পশ্চাতঃপাপার্থে কণী কণিকা স। অতিশয়স্থন্তারঃ।
তন্ত্রাপি কণী কণিকাপি কৈশোরদৌহিদসংবুধসম্প্রদায়ীন্নঃ। তাং তামেব
প্রকাশণাং। কৌশুং। কলাবেঙ্কুমিত্তাদূতানন্দনেঃ। তত্ত্বজ্ঞানপঞ্জিকানন্দনেঃ।
তথাঃ কলাবেঙ্কুমিত্তাদূতানন্দনেঃ। কৈশোরদৌহিদসংবুধসক্রান্তিন্নান্নঃ।
নাং সমধুরীন্নঃ কণিকাপিকাপি কৈশোরদৌহিদস সমাধানে বাচি তন্ত্রাপতিতন্ত্রাদূতানন্দনেঃ।
নাং সমধুরীন্নঃ কণিকাপিকাপি কৈশোরদৌহিদস সমাধানে বাচি তন্ত্রাপতিতন্ত্রাদূতানন্দনেঃ।

উহার নিকটে গমন করতঃতদীয় অনন্ত্যঃকুংসগত্তিতে স্বপ্নিত
হইয়া লীলাশুকে কহিতেছেন।

যেন কণী কলাবেঙ্কুমিত্তানন্দনেঃ। তত্ত্বজ্ঞানপঞ্জিকানন্দনেঃ।
এগুলি প্রাপ্তীনন্দনেঃ।

দৃষ্ট্য নদন্তাদূতাদূতে। গমন কণী কণিকাপিকাপি কৈশোরদৌহিদস
নন্দনেঃ।

সদা করতঃ বিলাসি, অত্যন্ত কণী কণী কণী। কণী কণী কণী কণী।

কৈশোরদৌহিদস সহিতে, প্রাপ্তীনন্দনেদিতে, কোন
কোন লীলাশুকে সহিতে। তত্ত্বজ্ঞানপঞ্জিকানন্দনেতে।
প্রকাশ করিয়া। অভিন্ন। এই কহি সনে মনে, করে মধুরীন্ন
বর্ণনে, রাধিকার সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র। কৃষ্ণজাকুলে লীলাশুকে,
দৈত্যোদয়াঃ কাপি কাপি যা কাপিত্যাকঃ ॥ ৭ ॥

অথ সনসি তদৰ্থুর্য্যাং র্যাঙ্গন। তথ্য তত্ত্ব সহ রহোলোংকঠীতৃত্যা
তদর্থোৎকঠাক্র। সূর্য্যাণাং । তত্ত্বনবাগিতসনপ্ত্র বাক্যাচেয়েরেকতাঁকু।
ইং মন বামারিষ্কীবিং রহস্তলোংলার্থ গছতীতাংকু। যত্ত্ব। মম বামারিকঃ
তথ্য জীবিতঃ জীবনেহুঃ তথ্য বিষয়ত কঃ মম চিত্তেতাং: । আত্মতসরিতি-
বং। কীৃত্তুঃ সমতী পূর্বরঃ। হুহুঃচ্ছলীতসনপ্ত্র মনঃ মানসঃ তত্ত্বচ্ছিন্দুঃ
মুক্তঃ মুখ্যাভ্যঃ যত্ত্ব। সনসি মুক্তযুতিত মুক্তযুতি মুক্তনুবুঙ্গঃ যত্ত্ব।

বাক্যমধ্যে পোহাত প্রাপ্ত হুতক ॥ ৭ ॥

অনন্তর সনসিরে শ্রীকৃষ্ণের সাধূর্য্য বর্ণ করিতে
করিতে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধার সহিত নির্জন লীলা। ফ্রূতি হও-
য়াতে অদর্শনোৎকঠাস সুবর্ণ লীলাশুক কহিতেছেন॥

সদমত সমুজ্জনের পিঞ্চুই বাণীর ভূসন, বাণীর মুক্ত-
পান সদনসন্ত ও সননোহর, যাহা অজ্বলূরগের নয়নাঙ্গনে

দর্শন উৎকৃষ্ঠা সাঙ্গে হর্ষ পড়ে ক্ষোদক অবস্থন ॥ ৭ ॥

সৌর বাণী প্রাণধন, ব্রজরাজ সদন, জয়সুঞ্জ হউ সর্ব-
ক্ষণ। রাই গঙ্গা কুলসাবে, যত বাণীলীলা। কামে সদ! চিত্তা
করে যার সন ॥ এক ॥

যার মুখপান সদা, সনর-সদন-সদা, কামক্রিয়া অলস
সোহন। কি কাম সস্ত করে, মুখান্দুঘ সনোহরে, কোটি
কাম জিনিয়া সোহন ॥ সদমত শিখিপুকৃঢ়া, চূড়ায় কুর্মস
রূপকর্ণমৃতঃ।

ব্রজবধূনন্যাগ্নরস্তিং
বিজয়তাং সম বাঙ্গালীবিতিং || ৮ || *
পল্লববাক্যেম্পাসিপুঙ্কজঙ্গলায়েং পুনর্বাকুলঃ

নদুলভলাভতং চূড়ন্ত্রমানাঘরিতি। বাহী তদৌর্ধ্বতঃ কথমিতঃ প্রাণ। প্রাপ্তি। কুলাহিতে। তাবে মৃত্তিক প্রাকৃত ইতি ভায়াং। তন্মাধুর্য্যস্তু ব্যবাচ্ছ তস্ত- তথবগ্রস্তস্ত সুর্য্য। সহর্মাহ। ইদং বিজয়তাং। কা সন্ত চিন্তোত্তরঃ || ৮ ||
অথ ব্রবিজিমিত্ত তন্মাধুর্য্যস্তু জ্ঞা। প্রেমবিবচনাস্পুর্বক শিশু মথনঃ

রসজ্ঞি সেই আমার বাঙ্গা অর্থাৎ বাঙ্গার জীবন্স্রূপ কোন এক অনুভুতচন্দীয় বস্তু জ্যোয়মূল হইত। || ৮ ||
অন্যতর রসবিলাসিতে আরুক্কের মাধুর্য্যস্তু বশতঃ প্রেম বিবাহ হওয়ায় তাহাকে যেন অসুরপূর্ব জানিয়া। বাঙ্গা-
দশার সুর্য্যত হেতু পুনর্বাকর লালসায় সহিত কহিতেছেন।
পল্লবভূল্য অরুণবর্ণ পাসিপুঙ্কজে সঙ্গতবেদূ। ধনিতে

যজ্ঞনড়নঠাকুরের পদ।

গুল্ল, তরণীময় যাতে বাঙ্গা। রাসমধ্যে বৃজনারী, চূড়ন্ত হরম হরি, অধৰে অঙ্গন তাতে রঞ্জ। এইরূপে রাসমস, নামা লীলা পরকাশে, সে মাধুর্য্য সব তাতে ফুরে। প্রেমের বিবাহ হইতে, অপূর্ব সাময়ে চিতে, বাহ্‌গুণ সঙ্গে পুনঃ
বলে || ৮ ||

সহঁ। হে, এই কৃষ্ণাশ্রয় সাধ মোরে। রাসমধ্যে এক
অঙ্গে, বহু ব্রজাঙ্গনা সঙ্গে, বিলসিয়া। সবক বাঙ্গা পূরে || এর ||

* অন্তল ফলবিদ্ধিত্তু হও। “ফলবিদ্ধিত” মাহ নদী ভেরো। ||
ফুলপাটলপাটলিপরিবাদপাদসদরোহন্তঃ

বাহ্যদানবাসিতমন্ত্ৰঃ ফুলিগ্রামথ্যশব্দসাম সবাত্মায়ান্ত। এতত্ত্বেন বপুরীতীর্ণনত্যকোটিগৌরীবাহীপৃচ্ছিন্নরক্ষয়ামহাপ্রয়োগে। কীৰ্ত্তন পদবিদাপূর্ণসমুধেঃ পালিপাটলঃ সদৃশী যো বেগুস্তস বঞ্জস্ত অমোঁসমৈরাভামুলত্বীত তঃ। তদুচ্যনন্তঃ প্রভূত্র নাদায়কে নাদায়পূর্বকষ্ঠ্জ্ঞানশ্রবণনূজ্যান্ত।

তদুরোগজ্ঞত্রত্র সুলঃ সহজাতীন্তিপি পুনঃপ্রবৃদ্ধিধুপিলিঙ্গ তৎ কৃপৃষ্টষিদীং চনুনামাপুর্বকীকৃত্তুঃ পাটলঃ তৃত্ৰ। বেহত্রকুত্তাপাটল-

ইত্যাদি:। তথাতঃ পাটলঃ পারিবাদিঙ্ক শীলায় যত্ত তদুস্তপাদসদরোহন্তঃ যত্ত তঃ। কুরিনি পাটলানি যত্তঃ তাং পাটলীমিত্তি বা। পাটলপাটলিকেরীবন্ধু বা কৈ। তথা তন্ত্রঃ চুক্তিষন্ননামাপ্রয়োগনে নিষ্ঠীকাত। চোলপত্তিকুণ্ডলিনি সাহাত্ত-সারাদিপি সদৃশী যঃ বাহ্যসনে শিথিতাপুরুষা হাতিমুখীতি তাং। সরসায়ননঃ যত্ত।

আকুল এবং বাহার পাদপথ এফিল পাটলপুলাকে নিন্দ।

করিতেছে, উল্লসিত ও মাধুর্য্যসম্বন্ধ অধরের কামতমঞ্জরী-

যুননরসঃ তাকুকে গোসাই।

নবীন পলব হইতে, ওরুনিৰ্ম্মিত ্পালঃ যাতে, হেন হই

করাভুচ্ছ যার। তার সগী যেনা সগী, তার ধর্ম ধৃত্ত অনু,

চিত্ত আউলায় গোপিকার।

কহিতেই দেখ হেন, রাসে রুন্ধান নাচে হেন, চলের ছোয়ার গোপীবন্ধে।

উরোজ পত্র পায়, এফিল চনন

ভাইয়া, বেহত্রকুত্তা বর্ণ ধুচরণে॥

এফিল পাটলী পুষ্প, অতিশোভা মনোরঞ্জ, চরণপদ্ভক্ষজ

হেন যার। দেখিতে চরণ শেোভা, মন হেল অতি লোভা,

উর্জনত্রে দেন আরবার॥

স্থধাতার হইতে অতি, মধুর অধরহোতি, গোপীনেত্রী
রূপকর্ণমূর্ত ।

উল্লসনধুরাধর্ম্মতিসঙ্গীরসাগানন।
বলবিকচুক্তক্ষত্রকন্তল পশ্চিমাধ্যে ি। ৯ ॥
অপাঙ্করেখাভিরভবনুগ্রহিন্দুরন্থরেখারদগ্রিজাভিঃ ।

তথা বলবীরুৎকচুক্তকৃষ্ণীমৈ: পশ্চিম চক্রিতভাঙ। বেণুনাদিত্বা বাকুলী-রূপ তাতিল্পুরায়নাদিকং কুতস্তনিতি ভব। বাহুঞ্জন্ত স্পষ্টঃ ॥ ৯ ॥

পুনস্তাভিঃ সলাতনীক্ষ্মায়াগণা শ্রুতি। পূর্ববস্তিত্ব আশ্র-

(দীপিকাযোণ) দুঃখান্ত মূহুপথামৃত, এবং বাহুয়ার অঙ্গ
বলবীরুৎকচুক্তকৃষ্ণীমৈ: পশ্চিম অবস্থা পশ্চিম অবস্থাং পশ্চিম কেথাম, সেই পূর্বকে আদি আশ্রয় করি ॥ ৯ ॥

পূর্বকরার গোপারাগান লালসার সহিত শ্রীকৃষ্ণেতে দর্শন
করিতে হইছেন এই খুর্তিতে লীলাশুক কহিতেলাগিলেন ॥

গোপাঙ্কনাগান অনঙ্গরেখার রদগ্রিজাত, ভঙ্গুর অপাঙ্করেখা

যজ্ঞনন্দাকুকের পল্লে।

অজন্ত তাহাতে। শ্যাম অরুণিমা-ধ্যুতি, মন্ত্রী ফি হৃষুরতি,
ধার মূথ সরস ইহাতে ॥

এত কহি প্রতি অঙ্গে, দেখি বাচে বচ রঙ্গে, নাঙ্কাঙ্কন
কুচকুস্ত পল্লে। চক্রিত হইল গাতে, বেণুনাদে সেহে
তাতে, আলিঙ্গন চুচনের বঙ্গে ॥

এতেক কহিতে পুনর্বম, দেখে গোপাঙ্কনাগ, রাসলীলায়
বড়ই লালসা।। সেই স্ফূর্তে পূর্বকরার, পল্লে স্কোক মনোহর,
লীলাশুক তার আপ্রেলে আশা ॥ ৯ ॥

সথি ! হে । সর্ব ত্যজ্ঞ ভজিয় ইহারে। রূপমোচে অজ)-

* অজ হরদর্শন ছদম। সে জাতী ভরসায়তো কবিতাপূর্ধে হর-দর্শনম ইন্দি কুতস্তনিতেলাগিলে। একত্রনা প্রথিতে পাদ্য রথ অর্থালায়াণ‌‌
অনুক্ষণ বলবন্ধনরেবিভরভষ্যমাত্র বিভিন্নপ্রভাবমঃ ১০।

যাম: কীর্তিবলবন্ধনরেবিভরভষ্যমাত্র নির্বল: অপাঙ্গেয়াতিসাভিত্রিনিত্রাক্ত-পৃথিবীরাধিকারভষ্যমাত্র তৃতীয়তেন্দ্রনাথ-নল-নলিকাভি প্রতীকৃতিরামৃতাচিনিভি।
বিষাদ রাখারায়নঃ। কিম্ব। বিন্যাসভিত্ত। দিবসসংপি নেত্রায় তৎস্ফুত্তর্যে অথভট্টমাত্র। অত্যুক্ত রাদিবর্বকারভঃ। নেত্রকর্মবিক্রমঃ দৃষ্টধিরাঃ
লিঙ্গেয়। অন্তর্কৃত্তভৈরিত্তি বঃ। তথা অন্তকর্থায়াৎসং পরস্পরায়া যে৷
ধূলতান রঞ্জিতাভি র্তবিভাইত্ত। কোটুকনুমলরসুলাভোকাতিভিচৰ্য্যাঃ।
ভঙ্গ্যাঃ বাঙ্গলাভোভি লক্ষপিয়ে কঠোরসাধারিভষ্যমাত্র কামরসুলকারেরজী,-

নির্মুক্ত ব্যাখ্যাকে অভ্যাস করিতেছে, সেই প্রত্যকে আমি আশ্রয় করি ॥ ১০ ॥

নারী, অপাঙ্গেয়ার সারি, নিরস্ত্র অভ্যাসে যারে ॥ এক ॥
নয়নের অত যত, অনন্তনালিকামত, কিছু দূরে রহি
লোকালি। পান করে অবিরত, তৃতীয় অঞ্জন কত, সেন
নারী পায় একবিন্ধু ॥

কিন্তু বিচ্ছেদের ভয়ে, নদী যেন নেত্রে বহে, কৃষ্ণাঙ্গ
লাবণ্য সহুশিক্ষাঃ। তাহার অভ্যাস কাজে, অঞ্জন নেত্রায় সাজে, নিশিদ পদ্ধরতে নারী কথাঃ ॥

অত্যুক্ত অবক্ষায়, নেত্রধারার সনারলাত, কথন বক্ষায়
নারী যায়। তথা অনজের রেখা, সে রসে রঞ্জিত দেখা, যাবে
রঙ্গে এই নেত্রধারাঃ ॥

নেত্রায় সঞ্জের ভগ্নিরাম, মোহে যাতে কোটি কাম, খেতার-রূপ অঞ্জনের রূপী হইলার মূল নাঙ্গাল্য ব্যাকুলতায়।

সুস্কুম্ভাল্লাদ্যুৎ। পরভবভুজস্থলীপতিরস্তুরীভিহিতচরানন:।
গৃহয়ে মস হৃদয়বিভ্রমনান্তঃ

তাহঁতঃ । যথা। কীৰ্ত্তিভূষিতঃ। অপাঙ্কস্তরকুঞ্জ। ক্ষেত্রা বালিকাবঞ্চনবরেখা। যাতঃ তাহঁত।। অত্যন্ত্রাপিত। পরাজয়প্রপ্রাপ্তিরিতভাব।। কাশ্যপরাজয়প্রশিক্ষিত বালাঙ্গু মঞ্জুর ১০।

অর্থ রসিকশিক্ষগ্রন্থ বৈদ্যশাহাসাগুঞ্জণঠাকুরা শশিক্ষা তা হইব। তত্ত্বা সহ রহে। লালোঞ্জণঠাকুরা সর্বশানানান্ত্রিরিস্কারি কামীনায়পিত্র।। তাহঁত সহ বিল-

অন্ততঃ “শ্রীকৃষ্ণ নিজের রসিকশিক্ষরহ ও নিকিরলক্ষণ সহ গৌণাদিগের উৎকৃষ্ট। বংশ কর্ত, “তাহাদিগকে ছাড়িয়া। শ্রীরাধার সঙ্গে নির্জনে বিলাস করিয়ান। এই অশায় ভাবি দেবি সমাধান জন্ত সকলকে আলাপন করিতেছেন” লিলাশুক এই ভাবে কহিতে লাগিলেন।

ধিনি মনোজ বিভ্রমশালিনী ব্রজগুণ্ডরীমণির হর্ষবিলাস

ব্যক্তনাথকের পদ্য ।

হুন, তেন বাণ পড়ে যার গায়।।

“এতেক কহিতে পুনঃ, দেখে অতি বিলকৃষ্ণ, গৌণাদিগের রসিকতা হইতে। গৌণাগণের বিদ্যঃ, বাচে অতিশয় তথা, বাচাইয়া। উৎকিঞ্চিত ভাবে।।

তা সব ছাড়িয়া রাগে, কুঞ্জলীলায় মন বাসে, রাই সঙ্গে বিলাসের কাজে হবে। সর্ব সমাধান করে, চুম্বনে আক্রমণ ধরে, এইরূপে কৃষ্ণের অঙ্গ সঙ্গে হবে।

সে রূপ কৃষ্ণের দেবি, লীলাশুক হৈল বন্ধী, রাই সঙ্গে বিলাস দেখিতে। উৎসর্গ বাড়িয়া গেল, শ্রোকবন্ধে প্রকাশিলু, কেব পারে সে শ্রোক বর্ধিত হবে।। ১০।।

গর্ভি হে, এই কাহিনূপজ মনোরম। আমার হৃদয় মাজে, ( ৬ )
চিন্তিত লীলাসাজে, ক্ষুতিরূপে দিছে দর্শন ॥ ক্রম ॥

রাধে গোপাঙ্গন ছাড়ি, যাঙ্গা কৃষ্ণ-লীলাবার্ডি, সঙ্গে লৈয়া রাই গড়ীহীলেন। করু তথা রসকেলি, আনন্দেলন গেলি, তবে মোর নেত্র হয় ধস্থ ॥

নবকিশোর নট ভাষায়, নবকিশোরীর কাম, জানে সব অনের বিচার। কিন্তু তা সবার হিয়ে, সদাই সৌভাগ্য-সময়ে, না হুব করেন প্রচার ॥

চক্ল নৃত্যের গতি, সব সমাধান মতি, সর্বনারী জানে মোর কাছে। তঝাঙ্গনা হৃদি হার, মাঝে মে নায়কসার, নীললম্বি প্রায় শোভিয়াছে ॥

তথা অতিশিশুভরে, ফুলনেত্রাযুজ্ববরে, যাহ শোভা অতি অদ্ভুত। গোপাঙ্গনা হৃদি তাব, জানি সব অনুভাব,
কৃষ্ণকল্যাণং

তরলং কিঞ্চ ধাম সমধিবস্তং ॥ ১১ ॥

নিখিলনিবন্ধনস্মীতিপূর্বকল্পনায় মাত্রায় শায়বাণী মন্ত্রময় ভানন্দ প্রকাশিত কর্তা নিঃযোগঃ। ক্ষয়বশীত কুলকুলায় মন্ত্রময় প্রকাশিত কর্তা নিঃযোগঃ।

অতঃ বহুবল বিশালে প্রাঙ্গুলে সোল মুখে তেজে চ মন্ত্র। তাদঃ শূদ্রা জ্ঞানিতাত্ত্বিক যজ্ঞ দেবে স্বষ্টি মন্ত্রময় তত্ত্বমন্ত্রময় ভানন্দ প্রকাশিত কর্তা নিঃযোগঃ।

অনুরাগ তদ্যজ্ঞ কল্পে মন্ত্রময় প্রকাশিত কর্তা নিঃযোগঃ। নিখিলনিবন্ধনস্মীতি পূর্বকল্পনায় মাত্রায় শায়বাণী মন্ত্রময় ভানন্দ প্রকাশিত কর্তা নিঃযোগঃ।

অন্যরূপ অন্য কেন গৌণী শ্রীকৃষ্ণের চরণপদঃ শ্রীকৃষ্ণের চরণপদঃ শ্রীকৃষ্ণের চরণপদঃ পরমাত্মা স্থানে স্থাপন করিয়াছেন” দেখিয়া লীলাচুক ইতি হইয়া। এই ভাবে লীলাচুক ইতি হইয়া। এই ভাবে লীলাচুক ইতি হইয়া। এই ভাবে লীলাচুক ইতি হইয়া। এই ভাবে লীলাচুক ইতি হইয়া।

যাহু নিখিল জ্ঞানকল্পনায় নিঃযোগ লীলার অন্তর্মধাম (শ্রীকৃষ্ণের চরণপদঃ শ্রীকৃষ্ণের চরণপদঃ শ্রীকৃষ্ণের চরণপদঃ পরমাত্মা স্থানে স্থাপন করিয়াছেন” দেখিয়া লীলাচুক ইতি হইয়া। এই ভাবে লীলাচুক ইতি হইয়া। এই ভাবে লীলাচুক ইতি হইয়া। এই ভাবে লীলাচুক ইতি হইয়া। এই ভাবে লীলাচুক ইতি হইয়া।

নিখিলনিবন্ধনস্মীতিপূর্বকল্পনায় মাত্রায় শায়বাণী মন্ত্রময় ভানন্দ প্রকাশিত কর্তা নিঃযোগঃ।

যাহু নিখিল জ্ঞানকল্পনায় নিঃযোগ লীলার অন্তর্মধাম (শ্রীকৃষ্ণের চরণপদঃ শ্রীকৃষ্ণের চরণপদঃ শ্রীকৃষ্ণের চরণপদঃ পরমাত্মা স্থানে স্থাপন করিয়াছেন” দেখিয়া লীলাচুক ইতি হইয়া। এই ভাবে লীলাচুক ইতি হইয়া। এই ভাবে লীলাচুক ইতি হইয়া। এই ভাবে লীলাচুক ইতি হইয়া। এই ভাবে লীলাচুক ইতি হইয়া।

বহুবল লীলাচুকের পদঃ।

জানাইতে যার নেত্র দূত॥

তোমার চিত্রিত মন্ত্র, স্বৰ্গীয় হইল সেই কৃষ্ণ, রাসের মধ্যে কৃষ্ণের চরণে। যে অন্য গৌণী প্রাঙ্গুলে সোল মুখে তেজে, তাহে বাহুল্যে লালসার গন দি ১১॥

অরুন দেবতে ইতি, পদশ্চ শুলাবিনী, সদা ক্ষুদ্র আসার হৃদয়। নিঃস্বত্ত নিকৃষ্ণ মাঝে, রাধা সঙ্গে লীলাকাজে, অতিশীল করা উদয়ে ॥ ১১ ॥

প্রভুর কল্পন শ্রেষ্ঠ অতি বিলঙ্গ, গন্ধ শৈত্য মূল মধু।

* শীতলি উপাস্ত্র হন।
কমলবিপিনবীথিকর্ষক্ষষ্টায়।
প্রণয়নকায়দানেপ্রৌঢ়িগৃহাঙ্গুড়তায়।

তংশ্রেণজঃ তথে কুঞ্জে বহুত। কীর্তনে কমলবিপিনবীথিকানাং তৎস্ক্রীণানাং পঞ্জানক্রীণাহ্লাদাকানাং। শিতা-সৌগন্ধ্যা-কৌমলয়-সৌন্দর্য মকরনালিধিনি-মন্দিদিদ্বৈত্যণ্যা গোর্গন্ধ্যাসা সর্বনিয়ে ছেদকে বে ভাবনা। তথা নিখিলোদবেল যা লক্ষ্য শোভা সম্পত্ত তাসাং নিত্যলীলাপদে কেলিওঁহুকে বে ভাবনা।
তথা স্নোজর্ন নবমুক্তানাং বিদ্বে তাশাঙ্কর্ণার্থমূলিকবিষ্ণুনাং তাসাং কর্ষক্ষষ্টায়।
দূত তা কে পৌঢ়িক্রিয়া গাম্ভীর্যে বে ভাবনাং। গৌরোদ্বয়-ভাবাত্মিকি গাছটাইলে দুই কথানে গাম্ভীর্যে বে ভাবনাং। কিন্তু তা রহোলীলাপতে তৎস্বাহান কুর্ণজ্ঞ। সম চেই ইতি। বাস্ত্রুত। ভাবাং ভাবাং কিন্তু তৎপ্রাপ্তিত বহুত। বৈকুণ্ঠালীনক্ষিপতিতে যা লক্ষ্য। সম্পত্ত-তাসাং তারুগভাগণ কিন্তু নারীপাদিত্যন্ধুকানাং তৎপ্রস্তাবনা যা লক্ষ্যতাসাং তৎপ্রবৃত্তাত্যক্তাধোঁছতে সনন অশ্রায়নাং।

করেন এবং যাহাঁ। প্রণত-জন-গণের প্রতি অভয়দান-বিষয়ে প্রাণ প্রৌঢ়ি (সামর্থ্য) শালী ও আদৃত সেই শ্রীকৃষ্ণপাদপানম।

যদ্যনন্দনাকুরের পদ।

শোভাঃ। ইহার সতর্ক গর্ব, পদশোভা নাশে সর্ব, পঞ্চ-প্রিয় করে অতিলোভ।
বৈকুণ্ঠি লক্ষ্মী যাতে, বাঙ্গে ক্রোধলালমুখে, না পাইয়। ব্যাকুল সদায়। অনন্ত ভুজনে যত, শোভা আছে কি কত, কৃষ্ণপদ তাহার আলায়। তথা ব্রজকুশোরিকা, অন্তরাপিতাধিকী, উত্তম উর্জে সদা ধরে। সে তাপ নাশিতে অতি, যার হয় প্রৌঢ়গতি, সেই পাদ সম্বাহিত করে।
এত কি দেখো পুনঃ, গোবিন্দের নেত্রে যেন, রাই
কিম্পি বহুজ চেতঃ কৃষ্ণপাদার্ত্জাভয়ং। ১২॥  
প্রণয়পরিব্যাঘ্যমৃ শ্রীভব্রাহুমন্ত্রাভায়ং।

ইত্যাক্ষে: তত্ত্বানামভবান্তে যা-শ্লোচি: সকুদেব প্রধানঃ। বহুজ শ্রীতি চ যাচতে। অভ্যঃ সর্বং তত্রই দদায়েন্তু তঃ মম ইত্যাদিকাত্মত্রন্তাভাযাঃ-সন্ত্যাং সন্ত। ১২॥

অখ্যানাদিপ্রেক্ষুভাষ্যঃ নিকুলায় তাং প্রেরিতঃ তমালোকা সাবধ্যাশ্রেং হর্ষেক্ষয়েক্ষয়হ। এতে প্রাণান্ধকিনিতস্য বিশেষঃ শতীস্তঃ সত্ত্বাং সহস্রে আশ্রুব্যলোচনাভায় শ্রীরাধাবিকবিষ্ণুপ্রণয়রবৃত্তারূপেন এতেহু সর্বম অপালাবিদ্ধত্বঃ। হস্তে তত্ত্বলায়াং শ্রীরাধারাম্বিতাং। লোচনাভায়।

যুগল দ্বারা। শ্রীরাধার চিত্ত কোন এক অনিক্রমচনীয় স্পর্শপুরুষ লাভ করক। ১২॥

অনস্ত্র অঞ্চ গোপীর অল্পঘোষেনে নেত্রক্ষাকে শ্রীরাধাকে নিকুলজ প্রেরণ করিতেছেন। লীলাশক্তি এই ভাবে। শ্রীকৃষ্ণের দর্শন প্রাপ্ত হইয়া। বিষ্ণুর ও হর্ষ সহকারে কহিতে লাগিলেন॥

যাহা। শ্রীরাধার প্রণয়পরিব্যাঘ্য ও শোভাসূচেহর

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্ধ।

কেলিকুজ যাইবারে। সবন প্রেরণ করে, অম্বা তাহা নাহি হেরে, প্রফুল্ল হইয়া গোলাক পড়ে। ১২॥

সত্য হে, প্রাণনাথ কিশোর আকার। প্রফুল্ল লোচনলক্ষ, রাধারূপে প্রেমময়, প্রাণী রহস্য হনস্যে আমার। এক॥

প্রণয়-প্রবাহময়, রাধার বিস্মৃয়ে হয়, সে প্রবাহ রহস্য হনস্যে। তোমা সবার চিত্তে রহস্য, রাধার হনস্যে বহু, গোবিন্দের নেত্র সরদাময়ে॥
কৃষ্ণকর্ণায়ত।

প্রতিপদলিতাভ্যাং প্রত্যাহং নূতনাভ্যাং।
প্রতিমূহুরধিকাভ্যাং প্রস্ফুরলোচনাভ্যাং।

ফুতিতি বা। অত্য সাহাস্যারোচারং। কৌশল্যাং। শ্রীরাষ্ট্রবিবর্ণগুরুপ্রধান-রেব পরিণামভায়া ঘটিতাভ্যাং। শ্রীঃ শোভা তপ্তরস্যালবস্ত্রাভ্যাং আশ্রয়ভায়াং।
পুনঃ সংহিতামাহ। প্রত্যাহং নূতনাভ্যাং। যে যে লোকে তত্তোপনাসিন্ধুরে ইত্যাদি। পুনঃ সংহিতা মাহ। প্রতিমূহুরঃ কনে কঙ্কালবিদ্যালয় প্রশ্ন-সোভাবিদ্যুক্তিভূষিতাভ্যাং। অতীতারভাদ্ভাদী যে লোকে তত্তোগামিনহারে ইত্যাদি। পুনঃ সংস্করণ। প্রতিপদ পদে পদে নিষেধ নিষেধে বলিতাভ্যাং।
ঈদানীঃ নিষেধাদ্য যে লোকে তত্তোগামিন হারে ইত্যাদি। অর্থারা-ব্যাপারের যথেষ্ট বিস্তার।

আশ্রয় গ্রহণ, তথা প্রত্যেক পদবিনায়াসেই যাহাঁ লিঙ্গ এবং প্রত্যহই নূতন নূতন, অপিত যাহাঁ প্রতি মূলভেই অধিক অধিক, সেই প্রকৃতিতে লোচনযুগল হর। এই প্রাণনাথ কিশোর (শ্রীকৃষ্ণ) আমাদের (সমস্ত স্থীরগণ)।

যজুন্ননঃ নিত্যকুরের পদ।

পুনঃ বিচারের মনে, কীতে লহ লক্ষয়ন, প্রত্যহ নূতন হেন লয়। পূর্ব দিনে যে দেখিল, তাহাঁ হেতে এ লক্ষিল, 
কতু নাহি দেখিল তেঁতু লয়।

কহতে সঙ্ক হইলা, নিরক্ষা। বিচারি, স্বলত নিষেধ নিষেধে নিষেধে। এখনি দেখিল যাহা, নিষেধ অন্তরে তাহা, অতিশয় মাধুরী বরিষে॥

অতিশয় অনুরাগে, সদা নব নব লাগে, গোবিন্দের প্রতি অস্তগণ। কৃষ্ণকর্ণায়ত কথা, অমৃত হেতে পরামৃত্তা, ভাগ্য-বানু করে আমাদান॥
প্রবহতু হদয়ে নঃ প্রাণনাথঃ কিশোরঃ ॥ ১৩ ॥
সাধুধারিলে মদোমু-তরঙ্গতঙ্গী—

নবনিদি। তথাপি তস্মাৎ জুয়্যগলং নবং নবনিদি বা। বাছে তু। শ্রীঃ সর্বমঃ সম্পতি তৎকটাস্তৈশু তৎপ্রাণেনাং সমঃ ॥ ১৩ ॥

তথা সমিক্তমূখেোদ্দাতভাবাদনা তাং প্রেমন্তৎ তৎ তদান্তোভিজিত বীণা সর্বমাহ। ইমানন্দনসর্বমঃ সর্বাহারেোেচ্ছুলিতানন্দপ্রবাহে সে মনঃ অনু- প্রভাতা উৎমন্তন নিমজ্জনদিনিরতৈবাঢিণ্ডুং। কীৰ্ত্তি। অনন্দোভিনিব- শ্রীকর্মণী। সোহাতো হৃদ্যমনচক্রবিস্মিং স্থন। তথা চক্রান্তঃ—

প্রণয় রস প্রবাহে বহুমান হইতে থাকিন ॥ ১৩॥

অপি, “শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখ হইতে নিগত মধুর হাস্যময় ভাবহারাদি দ্বারা ও শ্রীরাধাকে নিকুণ্ডে প্রেরিত করিতে- ছেন” লীলাগুলি তাহা দেখিয়া হরিভরে কহিতে লাগিলেন॥

ঝাঁঝাতে মাধুর্য্যাঙ্গুলির আনন্দরূপ তরঙ্গমালা বিদ্যমান।

যখননননাথাকুরের পদা।

পূৃঃ দেখে কৃষ্ণমুখ, মন্দ হাসি রসকূপ, অস্তরে আনন্দ অন্য ভাবে। সে হাসিতে রাধিকারে, কহে কৃষ্ণে যাই বারে, দেখি হদয়ে হৃদ অনুভাবে ॥ ১৩॥

সাধু হে, এই যে আনন্দসিদ্ধু মাঝে। সের মন নিমজ্জন, উমজ্জন অমুকুল, বিহরস্ক রসলীল। কাজে ॥ এ ॥

রসকেলি রসমাঝে, শ্রীম নেটবর সাজে, চন্দ্রধিক বনন্ত হৃথম।। তাতে অতি মন্দ সিদ্ধ, রাইর অগস্য রীত, যার সেই হাসি মধুসূদন ॥

সেই মুখচন্দ্র ছটা, বহু চন্দ্রকান্ত দুটা, উছলে মাধুর্য্য- সিদ্ধু তায়। তাহাতে উদ্দত কত, কৃষ্ণের সদ যত,
কৃষ্ণকণামূর্তঃ।

শুঙ্গারশক্তিলিঙ্গশীতকিশোরবেশঃ।
অনন্দহৃৎশক্তিলিঙ্গচন্দ্রধ্বজঃ-

চলিতে যে মাধুর্য্যবরিষ্টত্বকল্পত। যে কর্ণর্মণিধাতা যুধিষ্ঠিরঃ। যথিঃ।
তাদৃশ ভঙ্গ। যঃ শুঙ্গারো বেশরচনা তেন সংকুলিতে যুক্তক্ষণ শীতঃ যস্তঃ কর্ণতাপ-
হরশ কিশোরবেশ পুষ্পরূপঃ। বেশে বৃষ্ণি চাক্রি কোষাং। তত্তরঃ-

শুঙ্গারসে সক্তীলিঙ্গ শীতলঃ অতচ কিশোর বেশ যঃহাতে
বর্তমান এবং স্বতঃ হাস্যে যঃহাত বর্ণচন্দ্র মনোহরঃ। সেই
অনন্দসংগ্রাম অর্থাং মহানন্দনূপ জলধার আমার মনোরূপ

বধনন্দনঠাকুরের পদ্য।

সমুদ্রেতে জল সেই হয়।

নামা ভঙ্গিতে তাতে, সেই তরঙ্গের মাতে, মদন অন্ধক
তার নাম। তাহাতে রচনা বেশ, যাহাতে তুলায় দেশ, সেই
মুক্ত। অতি অনুপাস।

কিশোর বয়স বেশ, সর্বতোপকারক অতি হৃদীতল
কৃষ্ণকণাং। শুঙ্গাররূপতলঙ্গী, তন্দ্রশুঙ্গার-লঙ্গী, সংগীতে
মাধুর্য্য-তরঙ্গ।

এতেক কহিতে পুনঃ আর দেখে মনোরূপ, সচেত
মদুর বেণুধৃতা। রাইর অঞ্চল যাহাঁ, প্রকাশে গোবিন্দ
তাহাঁ, রামসমুখে শুনে সর্ব জনি।

যমুনা--নির্জন জলে অধুর কলাল ভরে, তাহার নিকট
তীরোপরে। অধুর অশোক কুঞ্জ, লক্ষ লক্ষ পুঞ্জে,
তথা যাইতে কহেন রাইরে।

দেখিয়া গোবিন্দ রীতি, লীলাশুক হরিষত, কহে নিঃ
সব সুখীগত। অভিশয় ভাষ্য মানি, কহে কৃষ্ণ সর্ব বাণী,
মানন্দসংগ্রহবস্তু প্লবত্তাং মন| মে || ১৪ ||
অব্যাজগঞ্জ লম্প্যাঞ্জমূঢ় ভাবী-||

ভাটীর পানাটে৷ বা| তত্তরসম্বন্ধী শুষ্কারাগত্তাং সংকুলিত ইতি বা। বাহে সম-
এবার্থঃ || ১৪ ||

অঞ্চলগতৈঃ সঙ্ক্ষেত্রবৃন্দাবাদীয় নীরঞ্জ-রাজি-রাজিতে যন্নানীন্দ্র-নিকট, 
তীর-বানীর-কুঞ্জায় তাং প্রেরয়সং তাং বিলক্ষণ সঙ্কুচিতাঃ। পূর্ববাবীত্যা। ইন-
মোকঃ মদীপনান্ত সখীনান্ত মন্ডলে তত্তুল্য রাধায় তলকণ এব বা অরুণ-
পাদমোক্ষাঙ্গান্ত আ স্মার্ক কৃত্তিতাং। কীৰ্ত্তি। আর্ডে তৎপ্রথমিন্তে। তাভা-
বার্তে বা। বিচ্ছিন্নেত্রঘ্রস্বত্তন্ত্রস্ফীতেব বিশ্বতলগতে৷ তত্ত্বরকং ভে পদাভি-||

সরোভের ভাগামন হেতু || ১৪ ||

অনস্তর “শ্রীকৃষ্ণ অন্ধের অন্ধের বেদনাদ্বৈতচিত্ত প্লবত্তাং দ্বারা। পদবিশোভিত যমুনাজলের নিকটস্থ তীরাক্ষীতে অলোককৃত মন্ত্র শ্রীরাধাকে প্রেরণ করিতেছেন” লীলাঞ্জক 
এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণদর্শন প্রাপ্ত হইয়া। রুহিততেছেন—

নভাববাখঘার মূখপথবার। যিনি নিজ বেদনাদ আবাদন 

বহনবন্ধনঘুরের পদয়তিধারণে || ১৪ ||

এক কালিক কেরু উচ্চারণে || ১৪ ||

সথি হে, গোবিন্দের জ্যোতি মনোরম। আরু সাধার 
মনে, রাধিকার সখী মনে, সর্বভাবে করু কৃত্তি মনোরম || এ। ||

পদবিশ্রূণ মনোরম, অরুণ অস্বুজ সম, অতিবির্জ্জনীতি-
ঘুর্ষমল। বিচ্ছিন্নে প্রতো কতু, গোপালগণ কুচোষষষ্ট, ধরি 
ভাপ নাশে যার তল ল।

বেদনাদে যা সবারে, বিচ্ছিন্ন করে মৃদুমবরে, তা সবা 
উরেজ ভাপ নাশে। ভূবন আর্জিত তায়, এই হেতু মনে 

(৭)
রাষ্ট্রদায়মান নিজেবুধিনীদেননাদান
আকাশঃকভূতরূপগৌরণেরকুজগায়া

খুঁজ দুর, কুঁচুর না; কৃষ্ণ হন্দ্রথিত। তত্ত্ব তেজ। বুদ্ধমন্ত্র বুদ্ধমন্ত্র ধন্মান। বেশুন্দাদৈদ্যাণ্ডপ্রতিপ্রতি বা তথা। অধ্যাত্মনিঃস্বঃ কং কৃষ্ণমৎস্যঃ বস্ত্যা সকেতরূপ অনেকাংক্ষণ নিরক্ষাবক্ষণ নিরক্ষন ক্রমগুপথে মৃত্তিকাভিবে সহ শীর্ষাধিক আশ্বায়মান। সিন্ধু প্রেরণেশীমিতক বেশুন্দর্শন্দানাদঃ কাঞ্চনবরীগয়িভূমিগুর্জনীয়ীভূমিগুর্জনী বিহায় তব ভমীঃ মহুস্যন্ধনবাঙ্গ শরামিথুনন্দাসৌ নিত্তমশ্চ বিভ্যানির্গুণগুর্জরূপে নাদে সত্যা। কিষ্ক। তদ্সম্পন্নেশীন্দ্র অন্যায়নক-তাঙ্গুষামাহুড়ভাবভ: সহায়াংমানা নিজেবুধিনীনাদুরনাদে মোহ। বাণতত্ত্ব মম করেন এবং অক্ষর্ষেণ পাদপান্ত যুগলোত্তর। উদ্যানশোভা প্রশ্নীত হয়েন, সেই ভূবনাদান্তরী কোন এক অনিবার্ণনীর তেজে।

বহননাশিকুরের পদ্য ।

ভয়, ব্যাপ্ত্য তাজি হাঁদি কর বাণে।

অব্যাপ্ত মন্ত্র সান, গৌরিবদ্ধ মুখাজ্জ তাছ, তুমি আর নেত্রান্তর চলোন। নিরক্ষর কথা রূপ, সকেত-কথন-ভূপ, রাই যা হা করে আবাদন দে।

তাহাতে দেশুর গান, রাধিকা প্রেরণ সান *, রাই বাহিনীর সে সন্দান। তাতে মূহূর্ত তৈলী ধনী, বৃত্তি হয় যাহা শুনি, কিছু দেশুর গানের বন্ধন।

বেঙ্গু কহে শুন ভূগী, কাঞ্চন লতার সন্ধী, লীলা তুমি করুহ গান। অজ্জন তাঙ্গ করিই, শূলংলীলা সতে ধরিয়, সমুদরান গেল। সেই স্থান।

ইত্যাদি নিগৃহ কথা, কহ যে সকেত সত্য, সাকর্ষণ রূপ যার ধনন। কিবা সেই ভাব সতে, রাই-মূর্থ-আদুরান, *

* সনি-সাময়িক, যাহাতে কুঁচুর হিন্দি অন্তর্হিত রক্রিয়া হত।
সাঙ্গ্রহে মদীয়ক্ষধে ভগুনারাদ্রেসঃ। ১৫।
নদিনুপুরবাচলে বন্ধে তচ্ছরণ বিভোঃ।

হুদের একাপশাত হুরবস্য প্রশ্লেবগাশাত সামাদরাণী। তৎপরধা ভাল্যামাঙ্গে তৎপরশালয়গ্যাতাত নীতে। অন্যা সন্ধ। ১৫।

অধ ভক্তেষ্ঠ কৃষ্ণগতঃ তামনায়ালকিতমঙ্গলছিল্লত তৎ পশ্চাদুরতাতে।
গতবিহির ইব বস্য তর্পুমলনিনির্বল্পফুর্ত্য। সাঙ্গ্রহনাযঃ। বিভোতায়ুলকিত-

আমার হুদের শোভিত হউন। ১৫।

অনন্তর। “কৃষ্ণের সঙ্গে তাহিত জানিতে পারিয়া। প্রীতিকে কর্তৃপথে অবিশিষ্ট এবং কৃষ্ণে যেন তাহার পশ্চাত পশ্চাত গমন করিতেছেন,” লীলাশুক যেন ঐ গমনে নুপুরের শক্তি শুনিয়ে পাইয়াই সহর্বে কহিতেছেন—

ধান্যর লালিত্য বুদ্ধাস্বরে গথে গথে প্রশ্নত হইতেছে, বজ্রমন্ডলাকোরের গথ।

তাদৃশ মূরলী সৃষ্টীহনি।

জানি সে সংক্রত গনে, না দেখিহি অন্য জনে, রাই গেল। সেই কৃষ্ণ-মাঘে। তাহা দেখি অলকিতে, কৃষ্ণ যান সে পশ্চাতে, লীলাশুক চলে পাছে পাছে।

কৃষ্ণের মজ্জীর ধানি, অবতে সুখ তুতি মানি, হর্দ্রে স্লোক কৈল উচ্চারণ। সেই স্লোক অর্থ যাহা, পদবদ্ধে লিখি তাহার, যাতে হৃদি ভর্তুকগণ-সন। ১৫।

সেইরূপ অলকিত, গতির যে প্রভুমত, রাধিকার পাছে পাছে যাইতে। বন্দি সে চরণসমূহ, সকল-আনন্ধ-কন্দ, মাধুর্য্য সকল বৈসে যাতে।

যাহাতে কাচাল মণি, মজ্জীরের রণরণি, অরবে আনন্ধসমায়।
ললিতানিতে যদীর্যনি লক্ষ্মানি ব্রজবীষ্ময়। ১৬।।
সন চতুর্দি ভূযুক্তি বলবাবীতভূত।

গতিসমর্থন তত্ত্বাভৃত তামস্ক গজিসর রসে। কৃতবং। নরিন্দ্রবল্লভেতাং বাচল। মর্যে তত্ত্বাভৃত দৃষ্ট্র। শুদ্ধ বার্ত লক্ষ্মানি ন কোমলয়ের সর্কুল 
ব্রজবীষ্মপি বিভিন্ন ইতি শেষ।। কৃতবং। ধর্মসিদ্ধিততস্মীতি।
বাহাতঃ প্রতি এবং ১৬।।

অথ পত্রস্বজ্ঞাতেতমুনাকৃতি-নীরভূতি-বানিভূতি-কৃতেত তথা সহ রত্নমালা তন্মায়

সেই মনিজ্য নূপুর স্বার। যেন বাচল প্রায়,স্বর্তাং যোজিত 
ব্রজরূপের পাদযুগলকে আসি বন্ধন করি। ১৬।।

অনন্তর পাদবাণ্ডি-বিরাজিত যমুনার ভীরথ অসুক-

যজ্ঞমন্ত্রাকৃতির পদ্য।

রসে। এতেক কহিতে পথে, পদচিহ্ন শোভা চিত্তে, দেখিয়া 
বিচারে সহরিতে।

এই পদচিহ্নগণ, এই পথে নাচি হন, কিন্তু সর্কুলঞ্জ পথ 
সম। ধর্মসিদ্ধিস্ত মীন, নৃত্তিক গোপাদ চিহ্ন, অর্কচিহ্নাঙ্গু 
ঘাতে হয়। ১৬।।

যমুনার ভীরথরূপে, কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে, আসি করে 
নানান বিলাস। দেহাব নুপুর ধনি, কৃষ্ণ-মাঝে তাহা শুনি, 
লীলাশুক লালসা প্রকাশ।।

নিজস্ব-স্বাভীতে, রহি কৃষ্ণ-বাণে স্বানে, সেই স্ফূর্তি 
মানিয়া অন্তরে। ভাবেতে নিজ হৃদে, গোপান্না পর- 
কাষ্ঠে, যাহার অবেক সন হয় হয়।।

এই গোপাঙ্কনাস্তোগী, তাহার যে শিরোমণি, রাধা
কমলাবনেচরকলিন্দকবি

নুপুরধনী সহীর বহিঃ শিব শুভ্রিত সলালগদাহ। বর্ধনী তে
ছেরিতা রাধা তস্যা বিভোরধনী শিখিত ভূষণধনী মর্মে চেতনি দূরতু কস্য ভূষণসম্মত্যাঃ। মাখিনুপুরগ্রন্থেতিবঙ্গোন্নতিনিত্যেচরগৌয়া
পৄরোতভিমত্যাঃ। অতে মন্তু মনেহরিং কিষী তস্যাং প্রকাশচাতেন বিদ্যুতে
যস্যান্তঃগণরি তস্যা মন্তু মনেহরিং তৎ তারুশ্চ মাখিনুপুরে৷ ভিজিত তত্তৎ। তথা কমলা লর্তিৎসাবনেচরা যে পাথনেচরাঃ কলিন্দকবিঃ
কলঞ্চস্তৈঃ কলকথকুজিতেলরিতু তৎসামাশিক্ষার্থঃ দরেনাভাসিত ত

কুঞ্জে শ্রীরাধার সহিত শ্রীরূপ বিলাস করিতেছেন,” লীলাশুক যেন বাহিরে থাকিয়া সহীরের সহিত ঐ বিলাসের
নুপুরধনী শুনিয়াই লালসাবিন্ত চিতে করিতেছেন—

যাহা কমলবনে কলিন্দকবি। যজ্ঞোর কলঞ্চস্তে কাষ
কৃজন সম্যক একাধারে আদৃত সেই বলবীপতি শ্রীরূপের

নৃপায়ী অতিহৃত। তার প্রতু শ্রীর্ষভেচর সর্বনাথ রশিক
তেন্দ্রেচর সদা মৌর চিতে একুথ রস্যাঃ।

যে মন্তু মন্ত্রীমণি রাধিকাগ্রহণ ভবি যার ধ্রনি শ্রীতি
মনেহরে। রাইর মন্ত্রীর্ধনি শুনে সেই প্রায়ীনী সে
স্নুক আমার অত্যন্ত।

কালিন্দী কমলবন চরে যেই হংসগণ, তার কাশধরণ
জিনি ধ্রুনি। তারাহর আদর করে যে মন্ত্রীর ধ্রনি বরে সে
ধ্রুনি শিক্ষার্থ অভ্যাসিনী।

যেই সেই হংসগণ, সকঠি—কুজিতগণ স্লাঘার করে সেই
কলহঃসকঠকলকুজিতদূতঃ || ১৭ ||

tুরূণারূণ-কুণ্ডলিত-বিপুলারিত-নয়ন

ভৈষ কলকঠকলকুজিত্ত: গ্রাহিতা বা। বাহু তৎক্ষুষেক্রিকর্ষ সবই ১৭ ||

অথ হরতাক্ষা জাত্রা সৰীষং সহ কুলরক্ষে মুখ দগ্ধা তৎ পুলডুজ্জলপূর্ণিঃ
পবিত্র তুলাঃ প্রস্থাগোদনং পুশর্কং শাহকালিনশ্চ
গীতমে নুপুর শিখিত অর্থ নুপুরাগনি আশার চিন্তভে
শেষভিত হউক || ১৭ ||

অনন্তর “শৈবকের হরত বিহার শেষ হইয়াছে” জানিয়া
লীলাসূক্ত সাহিতের সহিত কুঞ্জবাহরের ছিদ্রে মুখ দিয়া


dকুস্থটনাথকুরের পদ।

সর্বক্ষণে। সেই কুঞ্জ-নুপুরের ধরনি, মৌরি হিয়া অনুভূমি,
স্ফূর্তি হব সর্বাবল লক্ষণে || ১৭ ||

অতঃপর লীলাসূক্ত, অনন্তর বাটিল মৃথ, জানি ক্রীড়া
অবসান কাঞ্জ। নথিগুল সঙ্গে করি, কুঞ্জরক্ষে মুখ ধরি, দেখে
দেখি। রতিশ্রম সাজ ||

মুক্ত-পুলপ্রশংসা-সাক্ষা, রাইরে বসাঞ্জ কাঞ্জ, করে কুঞ্জ
শ্রম-নিবারণ। রতিশ্রম জলবিন্ধু, ভালিয়াছে মুখ-ইল্ডু,
করুণায়ে করেন বীজন ||

সদনোদ্দীপনা পুনঃ করে কুঞ্জচঞ্জ বেন, এই মত আনন্দ
মানিয়া। শ্রীময় জুঁবিলালসূক্ত, মানি সত্ত শুকোলালসূক্ত, একৃষে
ঘোঁক পড়িয়া ||

সাহি ছে, এই লীলা অমৃতের সার। মৌরি সাহি রাধি
কুর, সৌভাগ্য আনন্দ সার, মৌরি খেলু অনন্ত আমার। ধৈর

* অন্তর্গি-মধুভাষিণী বৃত্ত।
কমলাকুচককলীগীতরবুপলীকুঃপুলক

বসন্তমুখ সমাহ। ঈশ্বরমুখ যা সদস্যীন্দ্রাহ্নাবন্ধনমস্তকত্বে চেতনি খেলভু বিষাদরী বিলম্বতু। অমরেন্দ্রাদিতি মধুরসরসঃ সাহঃ শ্রীহঃ মনোহরস্তম্ভধরো যশ। মধুর রংসম্ভাব্য প্রিয়েশ্রুপি মনোহরে ইতি বিখান। তথা তখনে মদনমলোকপাশ্চলী ভরে। মধুপানেন চারুরেণ বীজনাধিন। তচ্ছ মামলোকনাধিকর্ম কর্মভাগে। যা করণ ভরে তচ্ছলোকপাস্চলী ভরে। বিপুলে আঘাতেচ নরবে যশ। অন্ধনিষ্ঠাঃ কমলায়া পুনরবীরতী। শ্রীরাধায়া কৃষ্ণবস্ত্রে তরেণ স্পর্শতি-

"পুষ্পশায়ার উপরি শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার শ্রীপদঞ্জলদেবী এবং মদন উদীপন করিতেছেন"। ইহ। দর্শন করিয়াই যেন আনন্দামৃত অমুভুত করত কহিতেছেন —

যাহ। অরুণের নায় অরুণ (রক্ষা) বর্ণ ও করূণাময় তথ। অজ্ঞাত (বিশাল) লোচন শোভিত এবং কমলা (রমা) দেবীর কৃষ্ণনেন ভারে যাহার পুলক বিপুল হইয়াছে এবং

যজ্ঞনালকের পথ।

অমৃত মৃত্তে সুধুর, কৃকের অধরপর, অতি রস হস্তাধূষ্যযো। রাধার অধর পানে, প্রফুল্ল যে অমৃতকে, চিতে ক্রুঃ সেই রসযয়।

তথা সে নবন যোগ, তারূণ্য মদন মোদ, উক্তিগীতিসহজে অরুণে। তাতে চেন সুধুপান, বিগুণ অরুণঃ ঠাম, এই শোভা খেল মোর যনে।

তাতে রাই-স্ম দেখি, করূণাতে তরে আঁঢি, সে করূণায় বীজন করিল। সহজে করূণায়, নেত্র অতি দীর্ঘ হয়, তাতে রাই-মায়ের দেখিল।

বিগুণ প্রফুল্ল দৃষ্ট, অধিল নরন ইতি, এইরূপ ক্রুঃ
চক্ষুকল্পমূলক

মূরলীরব-ঝলীকৃতমূরলীরব-মূলিনাসনললিন

শয়েন বিপুলকল্পতঃ পুলকে যখন। তথা তঞ্চ মায়েরদানন কৃষ্ণ পুনঃ কেলিলাগ-রোপনারঘাত মূলীরব মূল নায়কত্ব তন। বিখ্যা স্যান্দনাহার। মূরলীরবঃ তালীকৃত ফানে মূলীরব মানসমলিনানি সমন্বিত হয় যেন কিশুত ভাবাশ্রয় স্থায়। ইত্যভাবে মূলীরব জানিনানি মূলিনাসনললিনি সমন্বিত হয় কল্পনার কৃতায়।

যে মূলীরব রবে মৃনগণের মানসপানকেও চঞ্চল করিতেছে

যজ্ঞনাধাকৃতীর পদ্য।

মৌর চিরখে। আর এক অপূর্ব দেখি, কহে অতি হইয়া
স্বষ্টি দেখি কৃষ্ণ চাপল্য চরিতে॥

ঝালেক লাইয়া কোড়া কুচ কলনের ভরে, বিপুল পূলক
কৈল যার। রতিশ্রম করি দুরে, পুনঃ কেলিল করিবারে
কেলিল লোভ বাড়ায় প্রিয়।

করেন মূলীরব গান, অতি শ্মশানস্বধ তান, তাহাত দেখি
কহে পুনঃ আর। যেই মৌনশিলা নারী, কৃষ্ণ তার পায়ে
ধরি, নায় মান দূর করিবার॥

সে সব মানসিনী-মন, স্নিধ্য করে বাংশীন, কি তাহে
রাধিকা এ সময়ে। কৃষ্ণকল্পমূলক কথা, অতি সিন্ধচিত পাঠা,
শুন ভাব যাতে প্রকাশয়॥

সে গানে রাধিকা ধন, পুনঃ হৈল জ্ঞানমাণ, পুনঃ তার
কেলিল লোভ হৈল। তাহার চেরি সামরায়, বাসপার্শ্বে রাধা
তায়, দেখি অতি আনন্দ বাঢিল।

কেলিলোভ বাঢ়ে যাতে, কৃষ্ণচন্দ্র সেই রীতে, নেত্র
অন্ধে নির্দেশ রাধিকা। তার শোভা দেখি লীলা—,শুক
কৃঞ্জকর্ণমূৰ্ত্তি।

মস খেলতু সদচেততি মধুরাধরমূৰ্ত্তি॥ ১৮॥

আমুধকর্ণনযনাপুঞ্জচুৰ্স্যন।

যেন্ত্যক্তি। অনঃ সমঃ ॥ ১৮॥

অথ পুনর্জীতকেলিকলাঙ্গ। তামুখার বামপাচ্ছে নিষ্পাঙ্ক তত্ত্বকনেনেবঃ স্রষ্টাং তৎ বীক্ষ্যায়। অন্য কেহপুন্যিনির্জ্জ্ব। ইত্যেভন্ত সম চেতলি আবিরভেতিঃ। কীৰ্ত্তিঃ। পূৰ্ব্বতোহিং মধুরঘনেন্দ্রং সুঙ্গের যথাযাজ্ঞাতঃ। আপনা গৃহীতা।

সেই মুরারির মধুর অধরাযুত আমার সদমন্ত মনোমধ্যে
খেলা কুর্কক ॥ ১৮॥

অতঃপর "কেলি শেষ হইলেও পুনশ্চ শ্রীরাগার চিত্তে
কেলি বাঞ্চ। উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীকুঞ্জ ইহ। জানিয়া এবং
তাহাকে উঠাই। বাম পার্শ্বে স্থাপন করত অশ্রমুঘ্রিত
লোচনধার। চুন্নি করিতেছেন। লীলাশুক এই পারেই যেন শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়। কহিতেছেন॥

ব্যুহেনগন্ধালকের পদ্ধ

হীলু চঞ্চল। লোক পায়া যাতে রসাধিকা ॥ ১৮॥

সুখি হে, এই ভাবে মৌর চিত্ত মাথে। আবির্ভাব করু
গদা, নির্বাচন না হয় কথা, কোন রসময় মনোরাজে ॥ কৃ ॥

পূৰ্ব্ব হইতে অতিশয়, বেশুগান স্থায়ম, যাহা প্রকটিলা
শ্যামরায়া। সমাধি-সন্ন্যাস কোটি, রূপে গুণ নাহি কৃতি,
কিলেরশ্চেত্র ব্যক্তি ব্যাপারী॥

মণ্ড অর্থ নেত্রাক্ষুজ্জ, বধুশ্রেষ্ঠ। যেহে। ব্রজে, তার নাম
রাধ। স্থ্যামুখী। তার মূখচন্দ্র চুর্ণ, পরমাদলসা-রূপে, সে

ঐহিতাপ্তী পীতিবিশেষ। কোহামালাঙ্গ। মুকুন্দকর্ণব্যালাঙ্গ এক-
বিধাং করোপাসত। সংস্করণবীতীভোগী, নন্দু কাহারাপোথোগী ॥

(৮)
কৃষকর্ণায়ুতঃ

হর্ষাকুল-ব্রজবধু-মণ্ডলনন্দনেনদৈ
আরকুণিকৃষ্ণকিশোরসুক্ষ্মে-রাবির্ভূত্তম মন চেনিলি কেহি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

কোটিনন্ধনেন প্রকাশিতা কিশোরমুর্তি গৌরন। তথা সমাকুমুক্ত যথাসাজুজ্মনন্ধননামায়েণ চূম্যামায়ে হর্ষাকুলায়। ব্রজবধুমণ্ডলঃ শায়ান্তস্যা মধুরানন্দনস্য। বাহে স্পষ্ট এবার্ত্তঃ ॥ ১৯ ॥

যিনি কোটি ২ সমখ মোহন ও অর্ধ মুকলিত লোচন-প্রাণ্ড ধ্বং হর্ষাকুল। ব্রজবধু অর্ধাঙ্গ শ্রীরাধার সমধুর মুখ-চন্দ্রকে চূম্য করিতেছেন এবং ঐরূপ বেণুবরে বাঁচার কিশোর-মুর্তি প্রকাশিত হইতেছে, সেই শ্রীকৃষ্ণের কৃতিপর অনির্বচনীয় ভাব সমূহ আমার মনোমধ্যে অবিভূত হউক ॥ ১৯ ॥

বিলাসনন্ধঞ্চক পদ্য।

ভাব স্কুল রূক চিত্তে থাকি ॥

এ রূপে রাইর মনে, বাহে কেলিলোভগেন, তাহা দেখি ব্রজবধুরাজ। বারিকশেখর গুণে, পুন: রাধিকার মনে, বাঢ়িছে সে লোভ অব্যাহঃ ॥

রাস স্থানে গম্য মনে, উঠে কৃষ্ণ সেইকলে, কোন হুম্ম করিয়া গোবিন্দ। রাইর উৎকোষ চেহার, দেখিতে মনের ইষ্ট। তাহা লাগি এই পরবর্ত্তি ॥

গোবিন্দ রোধন রাই, দেখি অতি রূখ পাই, ললাসদূর কহে সমীগণে। কৃষ্ণকার্ণ্যায়ুত এই, ললাসদূর কহে, সেই, শুন সবে করি এক মনে ॥ ১৯ ॥
কলকণিকক্ষণ করনিরূপণপীতাঘরফ 
ক্রমপ্রস্তকুস্তলং গলিতবর্ণনজ্ঞ বিভোঃ।

অপ তণ্যঃ কেলিলাসং বীক্ষা রুসিকশেখরমাং পুনরাগতয়ানুগেরিষ্ম 
তঃঃং কৌঃস্তে ব্লাইঃ ক' ব্লাইঃ রাসননাগমনঞ্জস্তন। তথ্যাং তো তন্ত্রান কুঃ।
বিভূতুতঃকেলিলসমঞ্জ মদনকেলিশ্যাক্তিমুক্তম্যদান ম্য নাগ্যে 
লুঃ নুসূত। তাবে জঃ। কীর্তনং পূর্বকুলীলাসনবেশ্ববসিষ্টেশ্বতনেন 
তথ্যানুগে তেনাবক্ষণাযঃ রেঘনো দ্য দ্যন নিকৃষণ পীতাপ 
ঘরফ নমুন। অতঃ কলন কবিতা নন্দনঃ করফনান নমুন। 
পূর্বর্ণ সত্তাপি 
ক্রমে অন্তর্গত নহ বিলুপতি। তথ্যাং কুস্তলভন তন্য বেঠীতম মনান 

অন্তর “রুসিকশেখর প্রীতঃ প্রীতঃ কেলিলাসঃ 
দেখী। তাহার উদ্ধেণনার্থ টিকাভিষ্ট এবং রাসনান্য বাহি 
বার ছল প্রীতঃ প্রীতঃ উঠাইতেছেন, কিন্তু প্রীতঃ প্রীতঃ তাহাতে 
বাঙ্গাল বাহি নিষেধ করিতেছেন” নীলাশ্ব এই অব 
প্রীতঃ প্রীতঃ দর্শন পাইয়াই যেন কহিতেছেন ॥

যাহাতে করণ মধুর কপ শক্তি করিতেছে, পীত বসন 
করে অবরুদ্ধ হইতেছে, রাষ্ট্রিজ্ঞ কুস্তল ইত্যতঃ প্রস্ত ধ্রুবন নন্দারকের পদ্য ।

মদনকেলি শয্যাযাহান্ন, মোর চিত্তে অবিরাম, ক্ষুদ্র তিন 
হউ অতি দীপ্তি রূপে। সেই সেই লীলার প্রভু, শ্যামচন্দ 
অঙ্গ বিকৃত, মন রূপ এই স্থান্তকে ॥

কিশোর কিশোরী রাস, নিমগন নিন্দি দিশে, কোন 
রসে বেশ ফিরাইয়া। নীলবাস পরে স্থান, পীতবাস হেম 
ধাম, নাই কেলি স্বল তাহ। লীলা। ॥

সেই পীতবাস লেজে, করণ অতি হর্ষ চিত্তে, করে ধরি
পুনঃ প্রকৃতিচাপলঃ প্রণয়নীতজ্জায়ক্তি
সম স্ফূত মৃন্মলে মদনকেলিকলেশ্যোক্তিত। ২০।

কুঞ্জলঃ যুমিন। অতো গলিতে অর্গিতে তরে। রহঁতুষ্যে যত্র তত্র তত্ত্ব-কুঞ্জলঃ যুমিন। বহঁত তয় বেলীরালে বচ্চসঃ রুহোলকাসঃ সমাবে। তথা প্রকৃতরাত্রে অভাবেন দুরমাচাপলঃ যুমিন।
অতঃ পুনঃ শয়নীতজ্জায়ক্তি কাপুষকাঠা যত্রেতঃ যথায় যুমিন। তথা বর্ত্ত তয়কুর। কুঞ্জায়ক্তাং কঠে গৃহীতক। তনে উপবেশিতৎ স ইতত্বঃ। যথা। একত্রেতুগি অজ্ঞানারমাচাপলঃ তত্র চাপলঃ রুহোলকাসঃ যত্র। অতঃ শয়নীতজ্জায়ক্তি অব্যাশালাভন অবিশালাভাং যথা। তথা। কুঞ্জায়ক্তাং গৃহীতক। তত্রে রুহোলকাসঃ যত্র। তত্রক্ষণ অন্তরোধারিমাচাপলঃ বলগুলিতাবাং সমামালুজ। বহিরঃ কোথায়বিত্রসঃ প্রকৃত গৃহীতক।

হইতেছে, পুনঃ পুনঃ নড়ানবন্ধ চাপল এবং যথা। শয়নীর ব্যাপারে অব্যাপক সংলগ্ন এই প্রতিকালিন মদনাবনীশ্বর শয়নীর পথালীল। আমার মৃন্মলে নিয়ত স্ফূতি হউক। ২০।

বহুসমন্নীতকুলের পদ্য।

কেলিনলে গলিযাছে, চুঁহার চুঁকাল পাছে, গোবিন্দের বেলী রাই চুঁড়ে। চুঁড়ায় মরুপুলচ, বেলীতে রঙ্গের চুঁড়, অসরীয়ে নেত্র মন জুড়ে।

প্রকৃতিচাপল ছুঁড়, যুক্ত হাস্য লক্ষ লক্ষ ন�, পুনঃ রাধিকার ভূষ লৈয়া। নিজ কঠে ধরে শ্যাম, শোভা তৈল অনুপাম, তোএই। কঠ ধরে বস্ত্র খুর্যা।

* অড পৃথী ছন্স। "জগন্ন জগন্ন। বহুগৃহভিষ পৃথী" শর।

বিধানে ওপরীতচরিত্তি চিন্তাসঃ করণাগন্ধিত কলো।

† লহ লহ। লহু লহু।
স্তোত্রঃ কিনারাধামানমুখুলপ্রশ্নধিমধ্যমত্রিত্বঃ

সহঃ ফুরুছ ইতি পাঠে কেলিবেহের মহঃ ফুরুছ ইতি। বাচে তু ফুরুছ। তত্ত্ববোধিতাঃ। নিরাপদে কৃষ্ণস শব্দে খানামিতি ভেতি ইতি। ২০। ।

পুনর্বিলাসারসঃ কৃষ্ণ সহিতঃ থাকে দুরঃ গ্রহাণ। লীলাশক্তি জানে। পুনঃ কৃষ্ণমায়া হইতে সহিত নুরায়দিগনাস্তু তাতি হইতে সহ তত্ত্ব নর্মদনীব্যম।

অনন্তর "শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধার সহিত পুনঃ বিলাসারস হইলে" জানিয়া। লীলাশক্তি কথায় সহিত দুরে গিরা এবং লীলার শেষ জানিয়া। পুনঃ কৃষ্ণে আসিয়া বাহির হইতেই গোপীদের নুরায়দিগের শব্দ শ্রবণ করিয়া দেখিলেন যে, "শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের কথায় শ্রীরাধার পরিহাস শুনিতে কপট ভাবে হংস আছেন" লীলাশক্তি যেন এইভাবে দর্শন পাইয়া করিতেছেন।

ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ গোপাঙ্গনাগরের তোষনমুঘর পরষ্পার দাবা শ্রবণ করিয়া হস্তিদিই হইয়া কপট নিদ্রা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন এবং মধ্যে মধ্যে সেই সপ্তম কথা শ্রবণে কিছু ২ হাস্য প্রকাশ পাইলেও তাহাকে অল্প অর্থে নিরুদ্ধ করে।

ভবন্ধসন্ধাকুরের পদ্য।

বিজিতে পুলশেষ শেষে ভূবন মঙ্গল, কাশ্যকর প্রবাহ বহি যায়। এই কেলি শয়নস্থান, শোভা ফুরুছ ছুদি স্থান, এ বহন্দন দাস গায়। ২০। ১০.৩.৫৮

এই মতে হই জন রতিকেলিরস। আরকুল। দেখি লীলাশক্তি মনোরণাদ। সুখী সনে অন্য স্থানে গেল। শীত্র
গতি। পুর্ব রঙ্গ হই সঙ্গ আলপনে অতি। কেলিকাম অব
সান জানি পুনর্বারে। শীত্রগতি হর্বতি আইল। কুঞ্জবারে।
প্রেমনগনির্গল প্রস্তুতির প্রবন্ধের জন্য শুভ্রদ্বার ও গোপালগঙ্গাকিশোরী

কৃত্তিকার্য্য ও কৃত্তিমালাক্য সনবিন্দুমাহ। ভগবতঃ সর্বনেত্রব্যাপী দ্বীপময় আভ্যন্তর নিঃশ্চল্লিঙ্গ তৎ প্রাঙ্গণ নিধিক্ষেত্র কপটপ্যায়নের উপাগমে পাল্লামাং। বীরণাং করিতে। তত্ত শ্রন্তঃ মনস্ত হর্ষতে তৎ। অর্থস্থান হিন্দু গুল্প গুল্পনন্দেহরণায় একাকিনিন বনে আবিস্কৃত দিতু। বনে বরাহেন পরােভে। ন কাতঃ। অর্থস্থ মহাদয়ের শঙ্কুপঙ্ক্তিভাষায় বাঙ্গচতুর্য়ের 

তেহেচন এবং কখন্তে বা প্রেমমসতর অঙ্গের লোমাঙ্গিকল

ধ্রুপদন্তাকুরের পদ্ধ।

রাই অতি সুন্দরমতি নুপুর শুনিয়ু। কৃষ্ণবারে সম্মুখ সহ মিলিল। আলায়। সর্বপ্রাণে নরও তৎ রাই হা শুনিতে। নিমিন্তে কূপতলে কৃষ্ণচন্দ্র শতে। তাহার দেখি হৈয়া স্বর্ণী লীলাগুরু রঙ্গ। তর্ক করি হর্ষ ভরি কহে সেই রঙ্গ।

নবজ্ঞাবৃহঃ, মূলবাক্য অনুপম, কহে লীল। পরিহাস 

লীল। শুনিতে কোট করি, যে রঙ শয়ন করি, সেই কৃষ্ণ 

দেখিব সর্ববর্ণ। সেই নবজ্ঞাবৃহঃ, করণ-মন-রঞ্জনায়ী, যাতে

করণ মন হরি লয়। একুশি মধুরবাণী, কৃষ্ণ যাহে হর্ষ মানি, 

শুনিতে কোটে অক্ষতি রয়।

রাই প্রতি কহে সম্ভ, শুনে অহং র্ত্ত ন্তামুখি ন, কেনে ভুমি 

আম। সব ছাড়ি। এক্ষা বনে প্রবন্ধেতে, পুষ্পাঙ্গ হৃষমনো 

নীতে *, শীত্র গেলা। সেই পুষ্পবাণী।

ভাগ্যে বনরক্ষা-হাতে, না ঠেকিলা বনপথে, 'পরাভব 

না হইল তায়। শুনিল স্বস্তি। আর, শিখকরি সমচার, 

এখা তার আগমন হয়।

কিশোর কিশোরী হুই, এখা সদা বিহরই, স্বস্তি।

* পুষ্পাঙ্গ হৃষমনো নীতে অর্থাৎ পুষ্পাঙ্গ পুপ্ত চান করিতে।
কৃষ্ণকর্ণামৃতঃ।

৫৭

স্রোতুঃ স্রোত্রমনোহরঃ ব্রজবধুলীগ্‌মিথোজ্জলিতঃ

বিদ্যা চ ভবদ্যাং শিক্ষিতেতি কি সত্যঃ। ইত্যাদি স্তবীনাং নরস্ত ক্ষুদ্র শ্বেত-স্তোকমন্ত্রং তেন ক্ষুদ্রায়াং মৃদুতা প্রমুখী একর্ষণে বিকৃষ্ট মন্দনিতঃ

বিদ্যা চ শিক্ষিতেতি ভবদ্যাং সত্যঃ আয়োর্ত কল্পীনীয় কর্তা ভূং ভূং ভূমিনীতি হতেন মাং বিকৃষ্টী এক্ষাস্ত্র ভূতভূতীয় মদন্যরিণী। প্রিয়সখা।

নিঃর্গালিন্তেীিহিন যুগান্ধির একাকিনী। শিখিযীগনসচান্তী। হঃ ন কৃষ্ণ-বংসদীপিণিযান্তিত কৃষ্ণে সথায়। স্তুতায়েন সহাহোগ্যন তত্ত্বাদিভঃ প্রার্থ।

আরূত করিলেও অবাধে প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে।

শহিদে সন্ধ্যা পাঞ্জ। দোহা স্থানে বিদ্যা শিখি, হইয়া পরম-স্থান, বিদ্যাভাগ কৈল কুঞ্জে যাঞ্জ।

করিলা বিহার দেঁইহে, আপনি দেখিলে অহে, ভা সবার স্থানে যজ্ঞ করি। এই সত পরিহাস, শুনি কৃষ্ণ সন্ধুসস্থ, অল্পে অল্পে রোধে বহে ভরি। ভা সবার বাণী শুনি, রাধিকা কহেন পুনি, শুন অহে চঞ্চলার গণ। তোমার। শিখিল বিদ্যা, শিখিলী স্থানে পাঞ্জ। তাতে গুরু হৈলা সর্ব জন।

করিতে কল্পী মৌর, নয়নের ভঙ্গীতারে, তুমি সমে

কৃষ্ণু হুঁকু হুঁকু করে। আমাকে বিক্রয় করি, লুকাইলে অন্যস্থলি, হ্রদুর্বকী কহ পুঁঃ মৌর।

সমর্থ রক্ষিণী মৌর, প্রিয়সখী নিঃর্গালীর, কৃষ্ণচন্দ্রে

আসি কৈল কোল। তবে মাত্র একাকিনী, এখা আইলে।

শিখিলী, পূর্বাহিনী কহেল আসার।

কালি কৃষ্ণ তুষা সথিন, গণনর্থে হৈয়া। সথিন, সর্ব বিদ্যার শিখে দুঃখ স্থান। আজি মৌরে যজ্ঞ করি, পাঠাইল। সহ-
মিথ্য। সপ্তমূপানে ভগবতঃ জ্ঞাতীভানিগীলক্ষণঃ ॥ ২১ ॥

মত্তা মণিব ৷ গৃহীতা তেন তেন চ সংস্থাঃ সংশ্রতি তথ্যাদৈনন্দিক্ষ-পরীক্ষান্নাগামোহনঃ ॥ তত্ত্বজ্ঞানীক্ষণ আর্থ্যা প্রেতিরূঢ়িনি তথা কুর্মিতি ক্রুশ্য। যুথাত্ত সংখ্য মহাত্ত নিতোংসৈ গুরুত্তে প্রদানেকাদাতুন্তু ক্রুশ্যি-যুথাত্ত সহ সংলাপাংগৃহী নয়। ন কার্য্য ইতি ॥ তত্ত্ব স্মৃতি প্রেতিস্থদেন দিষ্টাৎঃ ঵ঃস্রূপি বিনীতুকমূখক্সঃ এক্ষুরমূদ্রায় প্রেতিমায়। নিনিনু ইতি ॥

এতদৃশ মূর্তির মিথ্য। সপ্ত অর্থাৎ কপিল নিদ্রাকে অনি নিয়তকাল সান্নিধ্যেতে ভারণ করি ॥ ২১ ॥

ঘড়িনুজাতকারকের রথ্য ॥

চরী বিষ্ণুর নিৰ্ধুণ সংগোপনে ॥

তেজঃ অমি আইন্ত তথা, তুয়া সখীগুণে যথা, তারা মৌর বছর যত্ত করি ॥ পাঠাইলা তুয়া পশ্চা বিষ্ণু শিখিয়া প্রায় জ্ঞানে, দেছ বিদ্যায় উপস্থ বলি ॥

এই বাক্য শুনি তারা, রোষাহিত যে আসার অনেক ভর্সন না কৌল তারে ॥ বছর গ্রুদ্ধ হৈয়া পাঠে গেলা আপনার বাসে, তোমরা বলহ গুরু যারে ॥

তশ্চাৎ ॥ অর্থাৎ সে না করিব সঙ্গ তোরা, জুরুষুলী তোমরা সব সখি ॥ সত্য তোমাদিক সঙ্গে আলাপন পর-বন্ধে, আসাকে ত জ্ঞানহ বিয়ুক্ত ইতি ॥

এই পরিহাস বাণী, শুনিতেই ব্রজমণি, প্রেত্য প্রেমে হৈল নিরগল ॥ যেনেহ রাধিতে নারে, একট বাহিরে ধরে প্রতি আঙ্গে ফুল রোমালা। * *

* তত্ত্ব-সেই জন্য প্রাচীনকালে বাঙালাধ্যে অবিকল সংকৃত পদ কোন কোন হলে ব্যবহৃত হইত ॥ * ফুল রোমালা—সোমাঙ্গসমূহ ॥
বিচিত্রপত্রাঙ্কের শালিবাদ- 

বাহ তু তথ্য শোনা মনে। হরিত। তথ্যবিতি অপারিত স্ত্রী সূকলেজিয়াব্দি-চৈতন্যিত্যাঙ্ক। অষ্ট্য সম্ম ২১।।

অথ রাগে তাকুগোপীনাঙ্গ, তিত্তামানচন্দ্র। তাঙ্ক বিজ্ঞান অন্তরে চর্চ।

অতঃপর “সাক্ষ্য রাসলীলায় অন্য গোপীগুলোকে ত্যাঙ্গ করিয়া। আসিয়া ছিলেন, সম্প্রতি “তাহার কি আসিয়াছে” এই আশঙ্কায় “তাহারা কোথায়?” এই রূপ করিয়া। চম্পক পূজা অভ্রান্ত করে “তাহারা শেষ অস্তর” সত্যীদিগের প্রতি এই আদেশ করিলে, বহির্ভাগে থাকিয়া। লিলাশুকের সন্তটিতে ঐ নিজেরুকীটে সেবারূপ আনন্দনীতি কর্ম্য করিতে

যদুনারায়ণের পাদ।

রাগে ত্যক্ত নারীগণ, শঙ্কা হীল আপনন, তার লাগি সব সখীগণ। লীলাশুকে কহে বাণী, শীত্র যাহ বাহে তুমি, তারা কোথা জান বিবরণ।

ষাঞ্জ পথে চম্পকাদি, পুষ্প লৈয়। কর্ম্য সাধি, শীত্র এথ কর আপনন। এই সত সখীবাণী, লীলাশুক করেন শুনি, আনন্দ হীল নিজ সন ন।

সখীর বচন ধরি, বাহ্য গমন সনে করি, হুই তিন সখী লাইলা সঙ্গে। কুঞ্জের বাহিরে আসি, সেই সখী-সঙ্গে বসি, কহে কিছু নম্বৰের তরঙ্গে।

নে কালে অভূত সেব, না পাইয়া দেখ মেব, কহে সন সখীগণ সাঙ্গে। সখী সূত্রহৃদয়পাঞ্জল, কহে অনন্দনীত হৈয়া, উচ্চারিতে এক স্পোকর্ণজে। ২১।।

বিচিত্র বলিত যুত, শোভা অতি অদ্ভুত, রাধিকার

(৯)
সন্ন্যাসী দাস বনান্তর বা।

কানিপুপাণ্ডাদিয়া পুরোহিত তামিলা সবাই প্রেমলা বিজ্ঞানী সহ বহিঃপ্রাণ রাজাত্তাকীল দেবী দেবীদেবী প্রেমবাদু সহ সথীরাসাহিত্য সথীরাসাহিত্য সথীরাসাহিত্য সথীরাসাহিত্য। এতে বুদ্ধিমতী ভূমিতিত্তর প্রশংসার পনে যাত্রায় কিছু নাম দেবানাথ ব্রজ যাদু তাম সহ রসমান কুন্ডলা বা যাম তরিকে নিজাম। পুষ্পাদার্থ বনান্তর বা যাম। বন্দ্যাবন-

অধিক প্রেম হইয়াছে এখানকার যেন এই ভাবেই বহিতে-চুছেন।

সন্দর জুলাহলি গোপালনাগির সন্ন্যাসী ও বিচিত্র পত্র এবং অকৃতার্থ পরিশোভিত বনস্ত্রে (বন্দ্যাবন) ই গরম করি, কারণ, বন্দ্যাবনের কুমিল্লায় গোপাল-

ব্যন্তণ্ডুর পদ্যে।

কুচমধ্যেয় প্রেম এই কৃৎভঙ্গ, সকল আনন্দ কন্ন, যাতে বিকাত প্রেম স্থানে।

কিন্তু যাব বন্দ্যাবনে পুষ্প আদি আহরণে উপাসনা করিব রাধার। বন্দ্যাবন মাঝে যার পদচিহ্ন নৃত্যসার, তাহা বিন্দু না দেখিব আর।

অন্য উপাসকগণে না দেখিব এই মনে উপাসনা কি করিব তাহ। এতেক কহিতে মনে আর অর্থ প্রকাশেন, কহে অর্থ অভিশপ্ত গার।

বন যাই লিলাশুক দেখি সব সৌন্দর্য, কহে নিষ্টা জানিবার তবে হে সৌন্দর্য চূর্ণিতাগণে রাসে তাগী যতজন, সৌন্দর্য করি সংপি কৃষ্ণ করে।

এই মত কহি বাণী লিলাশুক মনে গণি পুনঃ কহে।
অপাঙ্গা বুদ্ধবনপাদলাঞ্জঃ

রূপ কঙ্ক আবেগে বলি করণী তথা চর্চাবন। পাপ করালঙ্ক তালুক লাঞ্জ মন তঃ শ্রীবুদ্ধবনপাদলাঞ্জ বলা উপাসনা অপাঙ্গা অতি উপাসনা ন বিলম্ব করাঃ। কিম্বতেতোতাহ ইত্যাদি। যথা । আধুনিকভাবে । তরিকহারায় হে সর্ব দৃষ্টিতে এতা গোপীত: কুক্ষেণ সহ সকলমাত্র স্থখ্যাত । ইত্যাদিবধীনঃ বৃহঃ শ্রুত । সমৰ্জ্জ্বস্থীলাণ্ডমার্গীত্রি সনিম্নয়মাহ। কুক্ষেণ সহায়পরিহর্ষঃ ফোলিটারিচরপাঙ্কুর্ম্মাহস্ত্রি। যা এতা র্জ্জ্বলাঃ আসাং বিবেঃ নীত্রস-পাঙ্কু- কৃষ্ণীনাং অনন্তর অনন্তরদু: তৃণময় বিলম্বনকান্তঃ বা যাহ তমধ্যে দৃশ্য পতাম । কিঞ্চ। পুণ্যাবক্তৃভত্ত বনরাঙ্ক বা যাহ । তন্ত্রবীন্ত্রদুঃমিতি বক্তু ।

পথি তথোতো পাদচিহ্নিত জাতালক্ষ্যাঃ। বুদ্ধবন পাদলাঞ্জ যথাকথঃ বুদ্ধন্ত বুদ্ধন্ত অনাং পাঙ্গাং সেবাং ন বিলম্ব করাঃ। কিম্বতেতোপাঙ্গাঃ। তরিকহারায় । কৃষ্ণধরমার্গীতে যা স্বাং তাস্তাং সত্ত্বাং দেয় তা তথা সর্বোপায় ইতি। কুক্ষেণ সথাপঞ্চ সত্ত্বাং সত্ত্বাং ইতি। বাছুকে তদু। মুচ্ছি তে পথি পতিতাং দৃঢঃ। অথে সতে দূরিতঃ শ্রীকরঃ সর্বার্থান্ত নিদর্শন। সর্বব্রাহ্মণ তথা বিগঠিতে শ্রীকরার্থমার্গপথে ক্ষণে ক্ষণে তদন্তে সং পন্ত বা স্তু ইত্যাদি। শাস্ত্র সামনুথে স্তু এতাং শাস্ত্রবিত্তান্ত নিদর্শন যৌবনস্তু তথাং বাহাঃ। হৃদিকর্মদৃষ্টি করমেহ ইতাদি। বনরাঙ্ক বুদ্ধবনমাহাঃ কিঞ্চ। বুদ্ধবনবোগাঃ বাহনাঙ্ক নারীদের জন্যে বলি নৃত্যকালীন পদচিহ্ন পরিভাষাগ করত অন্য যদনানং নাকারের পদ্য।

সমীকৃত মত। রাসে কৃষ্ণত্যক্ত নারী, চিন্তিতাকু সালী, বিলাপ বৈর্যগণ যত।

তার মধ্যে যাব কিতৃ এন্ন আহরিব কিতৃ বনমধ্যে ফরিব প্রাবস্ম। যুদ্ধন্ত্রস্ব বিনা, অন্য নাহি উপাসনা, এই নিষ্ঠা সোগ সুবিধি দেয়।

এতেক কছিতে পাথে, পাথে পদচিহ্ন তাতে, রাধাকৃষ্ণ একাধঘটন। এই পাদলাঞ্জ্যে যার, পথে দেখি সুন্দরহর,
কৃষ্ণকাম্যত।

মুপাস্যামন্যঃ ন বিলোকয়াম ॥ ২২ ॥

সাধ্যঃ সমৃদ্ধৈর্য্যতায়মাত্র- 

রো যাস। তাঞাঃ তফস্লেতি পূর্বকঃ। অতি বিচিত্রপন্থায়েলীতি জননরূপ- 
বিশেষঃ। রুদ্রাবনেভিক বিশেষ এব তাংপর্যাদিবিশেষধোক্তঃ ॥ ২২ ॥

অথ পুপায়াদার রােভিঃ ষাঃ পূর্বত্ত-কৃষ্ণমাগচ্চন্তযাদ্যান জানন্ত পমি।

কোন উপাস্য বস্তুত আমার নয়নগোচর হয় না ॥ ২২ ॥

অতঃপর "পুষ্পাদি আহরণপূর্বক পুনর্ব ক্ষুদ্র আনি
তেছি এব পথমযো ব্যাধীন ভূত্তুকার ন্যেয় গর্ভ, মান, ঈর্ষা।
অভ্যত উদা হয়, রসাংকোল। আচ্ছন্ন হইল, এবং পর- 
স্পর দূর নদ বোধ করিয়া কৃষ্ণই নুসাধিত হইলেন।" তৎ-
কালে সীরাধা কৃষ্ণপ্রভাব না পাইয়া যে বিলাপ করিয়াছেন,
এই ভাব আহ্মতে আরোপ করত লীলাশুক যেন উঠাহাদের
গভিরে মিলিত হইয়াই কহিতেছেন॥

বীৰ্যাহার মূরলীনিনাদে ব্যক্ত বোবোদে পূর্বক ক্রমশঃ উদ্নগত

বয়ুনন্দনঠাকুরের পধ্য ।

তাহা ছাড়ি নাহি উপাসনা ॥ ।

এত কহি আর এক স্তোক কৈল পাঠ। সীলাশুকের
রাণী স্ত্রাগঞ্জ ঠাট্ট ॥ ২২ ॥

ত্রিভিন্ন হইার অথ অন্তর্দশাঃ এক। বিভীষে সাংবার্দশা বাহে
তিন রেখ॥ এইরূপে লীলাশুক সুরসেবা-সঙ্গে। দিব পুষ্প
সায় আদি পালিলেন রঙ্গ। তাহ। লৈয়া। সুসেবা-সঙ্গে সিরি
কৃষ্ণ ওইতে। এই মত জানে শেঠে। মনের বিলাপে ॥
এথ। রাসু কৃষ্ণ-সেনে, কৈলা মান। লীলা। ব্যাধিভূত্তুকা
আদি বছ সখ পাইলা। তাহা হেতে গর্ভ আর মন উপ-
রাতায়মানেযুলেইকিন্নৈলে।

একাকুলি নন্দনকলিতা। পদপদ্মাকৃষ্ণনায় রসায়নাংকৃষ্ণনায়। রজনীগাত্রনায় রসায়নাংকৃষ্ণনায় রজনীগাত্রনায় রসায়নাংকৃষ্ণনায়।

জিলা। রসের উৎকঠা-গণ রহিত হইল। অন্যোন্য ছাঁটা বিনে রস পুকু নহে। পথচারিত রস হইল কৃষ্ণ মনে লয়ে।

নিবিড় গোপীগণ পায় বিচ্ছেদ-ঘাটন। তাহা জানি লুকাইতে হইল বাসন। রাধিকার অতিশয় উৎকঠা বাঢ়াই। বহুকঠা এলাগ শুনি ইহা হইল হির। তেজঃ লাগি কৃষ্ণামতে কৃষ্ণ লুকাইল।

তাহে না দেখিয়া রাই ব্যাকুল হইল। কৃষ্ণ অমোঘ রাই সখীগণ লৈয়া। গমন করেন কৃষ্ণ বাহির হইয়া। সেই সঙ্গে লীলাশূলক নিজ সৌভ লৈয়া।

রাই গঙ্গে ভাবে সবে কৃষ্ণ অমোঘ। কৃষ্ণদর্শন লাগি এলাগপর রাই। তাহা শুনি লীলাশূল পূজহর পাই। বাহু আর অন্তর্দ্বায় সম বলাইয়া। এলাগপানুদারে তাহা এলাগপর ইহা। তেজঃ গোকের অর্থ এস্তে জানিবে। রাধিকা এলাগ কথ। কৃষ্ণদেশে সবে। এই।
মূর্তিহিতিকাণ্ড মধুরাকুশীনান

মনে, মেঘবেষিতাং অবস্থিতি। অবস্থান বুদ্ধিপথারুক্তিপথারুবেদন বিধা। বুদ্ধিপুরোধ্বং কিংবিন্দ্র রসায়নাধির্যাি রসায়নাধির্যাি। তত্ত কিংবিন্দ্র- অবস্থানাধার্ম্মিকগ্রহণবিধিনি তাসাং বিরহত্তাপদ। দশ দশার অ্যান। চিন্তাত্ব জাগরোগেশী তানব মলিনাঙ্কতী। এনাগাং বায়ুসুরাধিকারে মেহী মূহু- দায়া দশত্বি। এবং অংশতত্ত্বশোধনকু বায়ুসুরাধিকারে। তত্ত। সাধনাধিকারিতি শিক্ষা। অধ্যাত্মিত্বাধিকারি এনাগাং। বহুশতবিংশলাভাধিকারিত্বে। যাবর যে ইত্যত মেহী বায়ুসুর। যাবর মে ইত্যাদ মুহুর্ত। হে দেবতাধিকারি- স্বর্ণায়। অভ্যাশাধিকারিত্বাদিকারিত্বানলক্ষণ তানববিদ্যুতি। তত্ত প্রথম নিঃ।

অমূলতৎ প্রত্যুতযান হইতেছে। আর যিনি নির্ধিবল অমূল-

ধনন্দনঠাকৃতের পদ্য।

রূপে শৃঙ্গার এক সস্ত্রোগ একাধার। বিপ্লবস্ত মত আর ধ্যাত পরকার। বিপ্লবস্ত চারি মত পূর্বকার মন। প্রেম- বৈচিত্র আর অবস্থান আধ্যাত্ম। সে প্রথম তুহই মত উজ্জ্বল প্রচার। বুদ্ধিপুরুষাবৃত্তিপুরুষ আধ্যাত্ম যাহার। বুদ্ধিপুরুষ তুহই রূপ ধ্যাত শান্তমত। কিংবিন্দ্র স্নৈহ গমন ধ্যাত যত। এই প্রথম হয় কিংবিন্দ্র নাম। এই বিপ্লবস্ত হয় বিরহ বিধান। তাহাতে রাধিক। আদি সব সাধ্যসংগে। দশলত।

উপস্থিত হৈল সই ক্ষণ। চিন্তা জাগরণ আর উত্তেজন- তানব। মলিন প্রলাপ বায়ুসুর উজ্জ্বলাদিদী সব। মাহ মূষ্ঠ আদি করি এই দশ দশা। রাধিকাতে উপজিলু কদি সই ভাষ। তাহার প্রথম দশা। চিন্তা। উপজিল। কৃষ্ণ নরশন কথা চিন্তোকল। হৈল। আস পাশ সব সী ললিতাদিদী করি। তাহা প্রতি কতে রাই এই প্রলাপচার। সই ভাবে সং সহায়ী ললিতাশুক এথা। সেই গব ভাব মত কথে হে।
বালং কদী নাম বিলোকনিয়েচে ॥ ২৩ ॥

যুক্তকর্মমুর্তঃ ॥ ৬৫ ॥

সন্নামং বচনং তন্মুখনিন্দিতে কওচ প্রলিঙ্গতমুক্তন্মৃতশ্বদু নামতৃ-মূলীসনীনাচিতকর্ম। তং বালং কদী নাম বিলোকনিয়ে। তত্তাতদৃশিরত্ন তত্তস্তীতি৷। কৌশীতি৷। সমৃদ্ধতি৷। তন্তনুমুক্তনাম্পিদৌত্তরীয়ে পুট্টী৷। অত্যন্তেচার-তিতী তথা বৈতী৷। অতীর্থনাসৈ৷। সমাধূর্ণে র্বৈরাগ্যম নির্ভিত্তি৷। বৈকুণ্ঠপূর্ণাঙ্গ-প্রসরণশীলতি৷। লক্ষ্য৷। অপায়কর্মণ৷। তুল্যকং৷। রক্ষণবৃহৎ ইত্যাদী৷। বিদ্ধানেকার্থেচারিতিতোষা৷। বর্ণার্থা বংশীরশিচরিতি৷। কৌশীতি৷। তং। মধুরাভঃ।

সয়ী আকৃতির মূর্তাভিষিক্ত অর্থাং সহরাজ্জ স্বরূপ সেই সাধুধরাবজ বালক অর্থাং কিশোরকে কবে আহী অত্যন্তে করবে ॥ ২৩ ॥

যত্ননন্দনঠাকুরীর পথিয়া ।

সেই কথী ইতে কোনো এই কবিন আনুষ্ঠান্ত৷। এবে কবি শুন ইহার অর্থ পরকাশ। মুর্মলীর নাম সঙ্গে কিশোর শেকর, কবে নির্দেশ আমি শ্যামল স্বনুর। তান মুক্ত আদ্য গানে সমূচ্ছ সহিত৷। সাধূর্ণ পুক্ততা। যার অমূল্য চরিত৷। অতি দীর্ঘ ধরি যাতে রক্ষাগু ভেদয়। যে ধরি বৈকুণ্ঠ যাতে লক্ষিতা। অকর্মণ৷। স্বচ্ছর আকার যত আছে ত্রিভূয়েন৷। তার শিরোধার্মার রূপ সংবৎ মনোরমে৷। অন্তর্দ্রাত্তে এই অর্থ কাল প্রকাশ৷। স্বান্তর্দ্রার অর্থ এবে শুন কবি মন৷। সত্যভাবে লীলাশুক কৃতে সংকীর্ণত৷। কবে সে দেখিব শ্যামকিয়েট মোহন৷। মুর্মলী নাদ যাতে সাধূধর্মের সীমা৷। রাই অকর্মণ কবে অতি মনোরম৷। সে হে সংকবে বাণী কহেন রাইরে৷। কবে তাহা শুনি স্বনী হইব অনুত্তৰ৷। স্বান্তর্দ্রাত্র এই অর্থ বাণ দশ। আর৷।
শিশুরীকুম্ভেতে কথা না না

কৃষ্ণকর্ণামৃতঃ

রতীনাং সূর্যাভিষিক্তং শ্রেণিভিঃ। স্বাভাবিকঃ তত্ত্বায়রসক্তং যুরুদ্ধঃ
নিনাদমূলিকঃ রতামি। অন্য সমাং বাহ্যঃ তু। আধানেনপ্রাণঃ বানানঃ
পূঠাত্রঃ। স এবং ২৩।

অতঃপর “সকল সখী কৃষ্ণদর্শনাভির মুখচিত্ত হই
যাছে, সত্ত্বা শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই দর্শন দিবেন, খেদ করি
তেন।” এইরূপ সখীর আধানাক্ষে অন্য সখীগণ তাহার
বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের বচনপ্রভু বোধ করিয়া। কৃথিযুক্ত নেনতে
আধারসকারিণী সখীগণকে কহিতেছেন” লোকচিত্র ঐ
ভাব আন্তায় আরসপূর্বক কহিতেছেন 

চে সখি। সখীর পিত্রাঙ্গী বালক অর্থাং কিশোর শ্রীকৃষ্ণ

খোননন্ধমূলকের পদম

সখী প্রতি কথে সেই তত্ত্ব অর্থ গুরু॥ কথে সে কিশোর
কৃষ্ণ দেখিব নায়ন॥ শিরোধার্যত হয় যেহ মাধুর্য্যের গণে।
অমূর্ত মুরলি ধবনি সমূদ্রের গণে॥ কথে সে দেখিব শ্যাম
মদনমাহন॥ এই তন্ত্র অর্থ ক্লেশে প্রক্রিয়া। এই মত
জানি নির্ভিকে লোকে ক্ষণ॥ অন্তর্ভুক্ত অর্থ এখানে
কবিবরি। সংক্ষেপে জানি হই অর্থের চাতুরী॥ ২৩॥

এতেক কথিতে রাই, পুনঃ হচে সোহে পাই, গোবি
নামের বিরহ বেদন। তাহা দেখি সখীগণ, কথে কৃষ্ণ এই
ক্ষণ, তোমাকে তোমাবিশ দর্শন॥ খেদ না বাচাই সখি।
কৃষ্ণকর্ণায়তঃ

শিখিপিত্তুভারঃ শিশুদ্রশোঃ

মুগলং বিগলনমধুদ্রব- নানা করণীয়ত। কৈবৃত্তন ভেন বিগলনে। মধুদ্রবা যমিন তাটাশং যং প্রিতং ভেন মুখ্যা ভলা। মুখ্যাঃ যাগ্রশায়ঃ প্রক্রিয়াপঞ্চায়তাত্তু মিত্রায়ানাতো।

কবে আগার লোচন মুগলকে বিগলিত মধুরার সম্প্রলিত

বহিননন্দাচুকুরে।

দেখি ভোমা সবে চংখি, ক্ষণেক জ্ঞিতোতা কর মনে। এই আশাময় তার। অন্তরে বিহ্রকাল, নেত্রদুল। কৃষ্ণ অদর্শনে।

তা সবাকে ধনী কহে, বিহ্রদেনধচ্যোত, সেই কথা লীলাশুর্ক কহে। কহিল। আভাস এই, এবে শুন গোক যেই, অর্থগণ যুদ্ধ সব হয়ে।

সংখে হে। শায়মাধাম কিশোর শেখর। দেখা রইল। মুখ-চন্দ, দিবে সেখের স্থানন্দ, নেত্র কবে করিবে শীতল।

শিখিপিত্তু তুষায় যার, ম্যেরেমুদ্র মনেহর, যাতে গলে মধুরদুরাদর। অমতায় মুখমিতফল, চেন মুখচন্দাশোভায় যার।

এই অন্তর্দ্র্ষ অর্থ, শুন বায় অর্থ, লীলাশুর মনে যাছা লয়। রাধিকা প্রেরণ সার, এই মনে মনহর, কবে নে জুড়াবে নেত্রজ।

বায়ে সঙ্গী প্রতি কহে, কৃষ্ণ মুখচন্দ্রগতে, তাতে মুখ- দ্রিত মধুদ্রবে। শিখিপিত্তুঘুঘাকেশ, মোর নেত্রযুগ দেশ, সুনীতল করিবেন কবে।

ওখা অভিত উৎকলাতে, পৃথক পৃথক রীতে, গোবিন্দ প্রায়ন। কবে সবে। তাহাতে রাইর মন, হীল অভি উচাটন,
কৃস্কমৃত্যুতঃ

স্মৃতমুদ্রামৃত্যুত। যুথেন্দুন। || ২৪ ||

কারুণ্যকর্ম রুটাক্ষনিরিক্ষণেন,
তারূণ্যসমহিতশৈশববৈবেভেন。

বস্মুক্তং খোপনং তেন মুনুন। অন্যৎ সমং। বাহ্যতূ পূর্ববৎ || ২৪ ||

অতঃস্তক্তং শ্রীকৃষ্ণভে পৃথক পৃথক প্রার্থনাসি নানাং বচোঃস্ববাচ। যে কৃষ্ণচণ্ড কারুণ্যেন কৃষ্ণুরং চিত্তঃ যত কৃষ্ণভিনিরীক্ষণে তেন মে লোচনঃ শিশুকৃষ্ণ কৃষ্ণবদনঃ চিত্রবর্ণং কৃষ্ণুরং। কৃষ্ণরঙে তারূণ্যসমহিতঃ
শৈশববৈবেভেন তস্য সত্ত্বনা সম্প্রভেন তত্তা ভবন্মপ্যাঙ্গুলিঃ সত্যকৃ তুল্যী
কৃষ্ণত। তথা অনুস্ববিজ্ঞে বিলাসঃ মনস্তেন। শ্রীকৃষ্ণস্ত চক্ষুক্তেভেন

শ্রীয় মুখচ্চন্দ্র দ্বারা শীতল করিবেন || ২৪ ||

অতঃপর "অতিশয় উৎকঠোবিশতঃ শ্রীকৃষ্ণেই পুনঃ পুনঃ
প্রার্থনা করিতেছেন” এই বাক্যের অনুবাদ করিয়াই যেন
এষ্টকৃষ্ণ বলিতেছেন।

হে কৃষ্ণচণ্ড। অপুনি কারুণ্যপূর্ণ কটাঙ্ক দৃষ্টি ও ভূবন

ধরিন্দর্মন্থাকৃতের পথ।

সেই বাক্যে পাঠে কালোক লেভে || ২৪ ||

সখি হে। কৃষ্ণের করুণাময় অঃখ। বিচিত্র কটাঙ্ক
তাহ, যাতে নানা ভাবোকাচার, নিরবেরিঃ নেত্র কৃষ্ণ
স্তুতি। এই।

বৈশ্রব বিলাস যাতে, বিভাস বিলাস তাতে, অদুভূত
বৈমত মধুরঃ। অকিল ভূষি, হথ পুষ্টি অনুক্ষণ, যাতে
যার কৃষ্ণের কণাঃ।

কৃষ্ণচণ্ড রূপন্তঃ, মাধুর্য্যে তরগি হাসি, তাহে অর
ভারুণের ঘট। বিলাস বিভাস তাতে, অপঙ্গ মাধুর্য্যে যাতে,
স্তুতি কৃষ্ণ মোর নেত্র ছাহ।
পুনুষ্ঠিত ভূষনমুখতবিভুজে।
শীঘৃতং শিশুকুরু লোচনং নে। ॥ ২৫ ॥

কদা বা কালিন্দীক্ষুবলয়দলশায়নলতাং।

ন লোচনো বিহৃততপ্রতক্ষুমুখতধ্রুতিঃ ধ্রুতিঃ। স্বর্ণ নিরক্ষীপন বৈষ্ণবেন বিভাষ।
সেনচ নে লোচনং তথা কুরু। অপুষ্টভিত অঙ্গাঙ্গ বিশেষণঃ। চন্দ্রাঙ্গি পুঙ্গি না করেতি ইতি রুপং। ব্ৰাহ্মণশাস্ত্রাং তু প্রেমদীপ্ত প্রতীজ্ঞাং তত্ত্বিক্ষিপ্তঃ
অন্যাং সমং। বাহে তু স্পষ্টং ॥ ২৫ ॥

পুনর্মহাতিনী মা খেলে গচ্ছতাযুগের মুরলী বাদরন শ্রীখৃষ্ণ কল্পকান-

পোষণকারী তথা আশ্চর্য শোভাশালী তারুণ্যায়ক শুশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব দ্বারা আহার লোচন হয়কে শীতল করন। ॥ ২৫ ॥

অতঃপর "সাধিগণ মুচ্ছিত প্রায হইলে, "থিম হইওন।" এই বলিয়া আশ্চর্যকারিণী সুদীর্ঘ স্থানে বাক্যায় অসুখাবাদ
করিয়া। যেন এখনকাঁতে বলিতেছেন ॥

হে সাধিগণ! কালিন্দীর কুবলয়দলভূল্য শাসনবি করণাঃ।

বক্তৃতাপূলকের পদে ॥

এতেক কাহিনে রাই, পুনঃ রহে মোহ পাই, তাহা যে দেখি
সব সাধিগণ। আখান করিয়া। কহে, প্রবাহার সন্ধি ওহে,
কৃষ্ণভঙ্গ আসিবে এখন। ॥

মুরলীরদন করি, কল্পকে তোমারে হেরি, অতিথৰ্ষী
চরিতে তোমারে। এ রূপ আখান শুনি, চেতন পাইল।
ধনি, প্রলোপ করিয়া পুঁছ তারে। ॥ ২৫ ॥

সাধিহী হে! সত্য মোগে কহ অশিল্চন। কৃষ্ণের কল্পক
ফাল, পুষ্পরস সত্য গারা, কবে উড়ুই বে নেত্রধর।
কবে বা আসিবে হেরি, সে কল্পক তথায় করি, আঞ্জি।
কটাক্ষ। লক্ষ্যস্তে কিম্পি কর্মণাবীচিনিচিত্তাৎ।

লোকনন্দ-প্রলোচিতীতাদ্বাটে অথাৎ ৭৩তম পার্থ প্রাপ্ত এবং ওল্লতন্তন্ত্র-রাহ। তে কটাক্ষঃ কদাচ বা লক্ষ্যস্তে লক্ষ্যস্তে তৎ কথয়েকি শেষঃ। ইত্য-তৃতীয়ত্বঃ। কিষ্ক। নাল্লিকিনী নিশি সন্তানে কলিকামশক্তি কিষ্ক। রূপত্রত্ন-রূপন্যন্ত্রঃ কৃষ্ণত্ব। আবাসুরাগিণী চঞ্চাদধঃকথারে ভানোহ হস্ত কিং সত্ত্ব সুখঃ ভবিতা বরাক্যা। ইতিবৎ। ইম্মুদী ব্রহ্মস্থে কদাকনি তে লক্ষ্যস্তে তে, বা কদ। তোপে ধানাধানী নিরাক্ষোদক্তি। কৌশুম্ভ। কালিন্দীকুঠুলনাং দল- পূর্ণ কটাক্ষবিক্রম এবং কোন এক অনিবৰ্ত্তনীয় করুণ।

বহুনগনঠাকুরের পদ্ধ।

মোর প্রিয় অতি হয়। কবে বা দেখিব তারে, শুন প্রিয়। সথি আরে, না দেখিলে প্রণালী নাহি রয়।

কালিন্দীর কুবলায়, দল করে পরাজয়, অতি জ্ঞাত তরল কটাক্ষ। করুণাতরঙ্গ তারে, সংযোগ উভয় রীতে, তা দেখিতে কেথা মোর ভাগ্য।

কৃষ্ণের মূরলীধরেন, ত্রিভূবনবিশেষেিনি, অতিস্বরূপীল সুকোমল। কালীরূপে রূপকল্পা, চন্দ্র হীরে শৈত্য ঘটা, কবে সে শূন্যব গানকলা।

জন্মিতে জাহুরীর, না প্রতি শৈত্য তার, তাতে ঢাক। যেই চন্দ্র আছে। তাহার শৈত্যতা জিনি, মুরলীর কল ধ্রুবন, তা শুনিতে ভাগ্য কেথা আছে।

এতেক কথিতে রাই, দিব্যারাধাম দশ। পাই, মোহিত চইল। সেই ক্ষণে। ললিতাদি সূরীগণ, করাইল। সচেতন, কৃষ্ণকেদাল্যগ্নিজ্ঞাপণে।

চেতন করাঞ্চ কহে, শুনহ সরল। ওহে, শঠ কৃষ্ণ অতি
কদা বা কন্দর্পণ্ডিতভট্টচণ্ডী শিশুরঃ ।

তোংশি শয়নলতা অতীশিয়াল। শয়নলত। ঈতি পাটে তত্তাহি শৈলা-
মন্দলত। যে অত্র কুবলাভবন শয়নলতা মহা চর্চায় নীলোপলনেবোধতে।
কন্যাপরিতুর্থনায়। কন্দর্পাচর। তাতি নিচিতাং ধচিতাং তথা ভাঙ্গা নান্দি
চেতনা দূরতাহি তে মূর্য্যাং কেদিনিনদ। কন্দমহাং প্রত্যক্ষে কঠা। বা দধিতি
ধার্ম্যত তেষাং বিয়োগকাশ্যামিনাশাকাত্তিশৈত্যাখ। কন্দর্পণ্ডিতচ্ছান
পুষ্পর জলাণ্ডচর্চবতোপাতনী শিশুর। জটাণ্ডচচারা শীর্ষলঙ্কারিচিত
বং চন্দ্রপাতিশৈত্যায়ক্ষ। তথা কন্দর্পণ্ডিতভট্টচণ্ডী কামাপদানাং চ

তরঙ্গ নিচিত ও কন্দর্পণ্ডিতভট্টচণ্ডী রূপর্ণচন্দ্র চন্দ্র অপেক্ষ।

বিদ্যা নবামকরের পদ্ম।

হুঃখদায়ি। তার চিন্তা ত্যাগ করি, হর্ষী হও চিন্ত ভরি,
কেনে দূঃখি চিন্তা করি হয়।

এমত সত্ত্বা বাজী, শুনি রাই শুননীরা, যজ্ঞ করে চিন্ত।
ছাড়ান্তারে। এই কালে রাসে ত্যক্তে, বিরহিতিরণ যত, কৃষি
গুণ গান উচিতচিবিতে।

তাহাঁ। শুনি সুধামুখী, ব্যাকুল হইয়। দুঃখী, সখী প্রতি
কহনে নচন। ইহা সত্যকারে সাভী, সাশ্রয় কর এবে দেখি,
কহিতে হৈল দিবেতারাঅসাগর।

তাহাতে সাঙ্কাত হেন, কৃষ্ণচন্দ্র দেখে যেন, অন্য নারী
ভোগ করি আইল। নিজ-কুচ-কুকুমেৱে, গানে অন্য নারী
তুলি, এইরূপ কৃষি কে দেখিলা।

যেন কৃষি আসি কহে, শুন গ্রাণি। ওহে, আইলাঙ্গ,
আমি শুনি তুঃ গান। স্বপ্নস্রোত হও মোহে, যেরূপ বিনয়
করে রাহীর সাঙ্কাত হেন জান।
কম্প্যুন্টেশন: দ্বিতীয় মুরলীকেলিনিনদাঃ। ২৬।।
অধীনমালোকিতমার্জনলিঙ্গঃ

তুচ্ছতা। তাহীর সাধারণতঃ গোয়ালীগুলিকালকেনোন জ্ঞাত। বাহাঁঃ। স্পষ্ট। ২৬॥

ইতঃ পরম শীর্ষাধারাসমাজ প্রাপ্ত সাহিত্যমূলদেশই যাবৎ শ্রীকৃষ্ণশরণঃ।
তথ্য প্রথম তত্ত্বাঙ্কবিত্তায় প্রলীনসমূহবদ্ধ পঞ্চভূতে গোলৈঃ। অথান্য।
বর্জনদেবো। ক্ষুদ্রতা তত্ত্বাঙ্কটমত্ত্বায় প্রলীনগণামূললয় বহুঃ।
শীর্ষাধারামূল যুুর্থিতা সহসা শ্রীকৃষ্ণকোষমালাং নাগারাং নায় প্রদর্শিতা।
তথা অর্থাৎ শব্দে শোভায় তত্ত্বাঙ্কের চিতাবশ ভ্রাণ হুভীভূত ভূতিত সমীচিতাং।
তথা প্রথম কর্ত্তবীী তত্ত্বা বৃহত্তীতপ্রস্তুতশ্চ। এতা বারা।
তথ্য স্তোত্র: প্রক্ষলেকল্পনার বিষয়ার পাদচর্চাবৃত্তি একেকে। পুরনীথত্র দ্বকুচুলুলোকিত।
স্মারিতাসংক্রান্ত প্রর্কপত্রে তব সকল গুণাগ্রস্তবাদাদাদৃহুীমী গুণের দ্বিতীয়েত্ব স্মারিতাসঙ্ক্রান্ত প্রর্কপত্রে তব সকল গুণাগ্রস্তবাদাদাদৃহুীমী গুণের দ্বিতীয়েত্ব 
তৎস্থতােন সদৃস্থিত মূলে এই প্রক্রিয়া এবং নিদারুণে এই প্রক্রিয়া এবং নিদারুণে 
অতীব শ্রীতিত্ব মুরলীর কেলিনিনদার কথা আমার অমূল্যবৃত্তি সমন্বায়ের বিধান করিবে ২৬॥
অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ দর্শনভাবে শীর্ষাধারাসমাজ ও প্রবল পাদ অনুবাদকরত গ্রন্থকর্তা বর্ণন করিয়েছেন॥

হে নাথ! গোপিকারম তোমার চকল দৃষ্টি, ভূজ্জল, কথনন্তর পদ্ধতির পথে।

ঈশ্বর। কি কেহ কথা, যেন উদাসীন মাতা, প্রলোত্তর
আবস্তিত্র প্রকাশীর। লিলাশ্চ তাহার শুনি, কহেন রাইর
বাগী, এক গোলৈর অতি অর্থময় ২৬॥

- দিব্যোপাসাদ উপজিল, রাই নাবি পারদিল, কৃষ্ণচন্দ্র
সাগর মানিয়া। ঈশ্বর। কি কেহ বাগী, নাথ প্রতি উদায়-
রুদ্রকর্ণমৃত ।

গতঙ্গ গত্তীরবিলাসসহস্রং।

সর্বত্রাঙ্গেশ্বরিতায়মণি ক্ষুদ্রভিক্ষ সৈর্যার্থিত। আঃ ঈশ্বরঃ লোকিতমধুরঃ মদীয়নন্তরময় মনোলঃ শরুরাজাঃ ইত্যাদিনা বসতী গায়ন্ত। বিদাস্তুতি গাঠ্ঠ জানিত। তথা দৃষ্টা তে জলেতা আ ঈশ্বরঃ ব্যাধানামী মুক্তায়াংক্ষুদ্রতিত গত্তীরবিলাসেন পুত্তনাবধবসৈনীনিধিত্তােবফলক্ষ্যমনেণ। মহর্ষঃ স্ত্রীগমেষ বিশ্বগতিরনর্হটচিন্তামনির্গনর্গনসনুমোর্ধনী গিতে মহর্ষঃ বসন্তমুখী গণেত্যাদিন গায়ন্ত। উক্তঃ। মূখং পথীদলাকারঃ বাচি পীঠুঃ শীতলাঃ। হ্রদঃ কর্ত্তাঙ্গনূং তোবিধঃ দৃষ্টমুখিত। তথাগতঃ গনঃ রাসঃ কুম্ভক্তাঙ্গনূং জ্ঞাতাঙ্গনাং যো বিলাসসেন মহর্ষঃ মন্ত্রগীতী গণেত্যাদিন গায়ন্ত। তথাঙ্গত বিনিষিত। অসন্ধ না বিদাতে মন্ত্র পরদাহঃ যত্ন তঃ দৃষ্টধারিঃ অবদ্ধ গাঢঃ গত্তীর বিলাসের শোভিত মহর্ষঃ গান, একটি রূপে আলিঙ্গন।

পদ্য ।

আর অপর প্রক্ত করিয়া।

শুন নাথ কবি যে নিশ্চয়। অজ গোপাঙ্গনাগণ, না
জানে তোমার মন, দেব গুণে গুণ বিখ্যাত।

সর্বত্রাঙ্গে যেই জন, কর তার। আশ্রয়, তাতে তুমি
ধীর্য্য আলোকন। অজ গোপাঙ্গনাগণ, কেহ নৃত্য খণ্ডন,
হেন তোমার চোখলোচন।

বচন কোমলত তেন, হেন অজ্ঞাত হেন, মুখে সাত
কোমল বচন। বধুর। পুত্রান নারী, বধুতে বাসনা ভারী,
নারীবধ ইচ্ছা প্রপুর।

অজ গোপাঙ্গন। কহে, তোমার বচন হেন, সন্ধ্য হৃদন
স্তীর নর্মগন। শব্দ অর্থ ধননি রূপ, বিলাসের গ্রুপ, প্রত্য-
করে গাঢুরী অবয়।
কৃষ্ণরঞ্জিত ।

অগ্নিদগ্ধগীতিতমাকুলোন্দ-  
পীনসন্নীগনারাহণ বন যত অগ্নিদগ্ধমণিতাহিন। গায়ত্রী তথা প্রেক- 
কাগোকালীনথামুঠা এই তত তাহাবধায়িত গলপজীবনবাসঃ তারুণ্যাং যঃ 
স্মিত কৃূৰ্ভ অস্থাং ন বিদারে সন্ন পথায় তুষ্যাং তারুণ্যাং অস্থাং 
সর্বস্রোত্তপ্রাণবাসন স্মিতসাহিন। গায়ত্রী। মধুরতা প্রেক- 
নাথে যাতে দিত্ব রুক্মাতাং। কৃত্ত্ব। গোপুরাদাহ। এতি এব তবালেিহিত- 
দিকমধুীরস্ত্রীরূপ বদন্তি অস্তত মনোজীবি বিপর্যয়ের ব্যাখ্যা। তত্ত্ব 
দিবোলার্দলকণ। যেষাং প্রেকর্ষ পরাবর্তুলে- 
ভাব স দিবিধে। কুজিতা কথিতচন্ত। অধিরাজতীতি বিণ্ডু মোদনে মাত্রণ। 
এব অকুল ও উল্লোভ ভাবে ঈশর হাসে কীর্তন করি-

যুবননন্দনকুকুরের পদ ।

গনন তেননি তোমা, রাজ হৈতে কুঞ্জাভূতা, কুঞ্জ হৈতে 
পুনঃ আন্ত স্থান। জনিতি বিষণ্য যার, বিলাসের স্ববিষ্টার, 
তেননি মহান গতি স্থানে ॥

অজ্জ গোপাঙ্গন। বোলে, মদনভ গজচরে, জিনিয়া মহান 
গতি অতি। অলিঙ্গন হৈতে তেন, এই লয় সৌর মন, পর- 
গোড়াইতে মন্দ অতি ॥

অজ কহে শ্যামধার, অলিঙ্গন অনুপাস, পীনসন্নীগন 
গৃহদাযী। তেননি তেনার বিষত, উমায়ে নিরীক্ষিত, 
জনে সদা ব্যাকুল করিয়া ॥

পরের দাসক যেই, মন্দ নহে বিমিত সেই, অজ নারী 
কহে গৃহদাযী। অমৃতে মাধুরী ঘটা, কহে মন্দ গৃহ ছুটা, 
যাতে করে ধানের বিষণ্য। ॥

এইগত অর্থ এক, প্লোক দেখি পরতোক, আর মত অর্থ
বৃক্ষরক্তিযুক্ত।

২৭।

বোধন এব বিলোকনশায় মোহনে ভক্তি। এত্যন্ত মোহনাধিকা পতিত কাম-প্যাপেয়ন। ব্যাখ্যা কা পি বৈচিত্রী দিয়েন্দ্রায়ঃ প্রক্ষিতঃ। উদ্যোগ পারিত-অসাধ্যতেন বহুবা স্থা ইতি। তভার চিজন্য। গুল্মলোকে গুল্মবিক্রিতঃ। তৃণভাগধ্বনী জল্লাবিচ্চল উন্ধিত। জল্লাবিচ্চল-

ইতি তথায় ভবেনায় চোপলক্ষণ। ন চ শাস্ত। প্রক্ষিতত্বলিঙ্গর্যাঙ্গনভূতীসেবা নিপতিতচুল্লাণ্ড। এব প্রীত্যম ভবতাত্যায় বাক্ষিব। তত্ত্বাদি এবাদ এবং প্রমাণ। তত্ত্বাদি অবশ্যমান বোঃ বোঃদ্বীপনুষ্ঠ। প্রিয়দাকৃতেলোকায় ন প্রঞ্চ বিদ্যাতে। যথা মুপ্রেত্যায়ি গোপিকা এব বদতি। তত্ত্বাদি বিনিময়ি জল্লাপি তত্ত্বাদি। ভবেনায় জল্লাপি চোপক্ষ চেষ্টাকৃতিযুক্তঃ। যথা ব্যবহৃতবিনিময়ি। কেতা এব নামিতি শিবচক্ষুস-ভেঙ্গেন।

তেছেন।

বজন্মযানানায়ের পদা।

শুন সার। কহেন সোল্পুষ্ঠ বাপি, কৃষ্ণ প্রতি হস্তরক্ত, যাতে অতি মাধুর্য্যপ্রচার ॥

অধীর আলোক মধু, বাপি তেন শীতল স্বচ্ছ, ধৈর্য্য গতি গন্ধীর বিলাস। অলিঙ্গন নহে মন্দ, স্মিত ভেন গদানন্দ, গোপি কহে নারী-চূংখ-কাঁস ॥

দিয়েন্দ্রায় লক্ষ্ণ, করায় কৃষ্ণক্রুণ, উজ্জলে আচ্ছয় ব্যক্ত তাহা। পূর্বাধি ভেষে যেই, পরামর্শ ভাব সেই, চূঁই রূপে সদা স্থিত ইহা ॥

রচী অধিরস নাম, ব্যক্ত হয় আঘাত, অধিরস হঁই সত্য হয়। মোহন সাধান নাম, বিচ্ছেদ দশার স্থা, সাধন মোহন উপজ্য।

এই যে মোহন নাম, কোন গতি অনুভূত, অম আঘা।

(২১)
ব্যক্তিগতকেবল পরিহারঃ। তত্ত্বঃ। তারিঙ্গারঃ পাঠালালু রক্ষ। ফিরিঙ্গারঃ হাতি পরিহারঃ। যখন স্ন্যন ইরিচ্ছায়ি। অধীরমুসিঃ সঞ্জঃ। লক্ষঃ।
সৌরুপাল্যমুন্দরঃ তুষারাভূতাদায়ঃ সঞ্জঃ। যথা। অক্ষত ইহ বিস্তারেঃ
তাত্ত্বিকঃ। 
অসথপ্যালিকামিত্তিনয়াবলঃ। লক্ষঃ। সুভাষ্য। তাকাঠাণ্ড
কামিতৌক্তার্থমূলঃ। যথা। স্ন্যনকুষ্ণতবির্জিতায়তির্মদ। আকুলোপ্য
অনির্ব্যাহারঃ। তত্ত্বঃ। সুপোষ্য। তৎকালকথায়ন্তে তালাভে
র্স্ত্রোচ্ছলঃ। যথা। কথিত চীত্রচরিতাস্ত্রিয়াদি। স্রাবণার্থঃ।
দ্বিধারাজতাং দ্বিধারাজতাং প্রকরণি। 
তুলনাকারী আবে। অধীরপ্রকারভিত্তি
মতাং কান্তাকান্তাপাদি।

— যস্যনন্তকালনের পদ্ধ ।

বৈচিত্র্যপ্রকাশে। দিবোয়ান্দ কঠি তাবে, উদরুপসি যায়ে
ধরে, চিত্রনগ্র আদি ভেদ ভাসে।
চিত্রনগ্র দশ অন্য, অবধুতিত। এগাল, বাক্স আছে
প্রতি স্থানে স্থান। দশম একট তাহা, উদর সেলায়।
যাই, কছিলেন শুভলক্ষের।
গোবিন্দনের বিখ্য দেশি, ভূতিতাব অঙ্গে সাধী, যেই জল
সেই চিত্রনগ্র। অবস্রঃ যথ গর্ব, কৃষ্ণতা কেহ গর্ব,
সৌন্তুষণ কেহে অনন্ত।
এই দিবোয়ানে রাই, কস্তকে দেখে তাই, কৃষ্ণ যেন
অবজ্ঞা বচনে। অবস্তার বিলায়। বিলায়, এই মনে উপজিল,
ভাবাঙ্ক। হৃদি প্রকাশে।
চ্যুত্বোক্তে কেহ কথা, সৌদন্ত পাত্রতাক্ষর, শুচিগণ
উংকূল। সংহিতে। সেই ভাবে লীলাশুক, লোক পড়ে অদ-
ক্ষত, ভক্ত্যচক্ষ যাহাকে শুনিতে। ২৭।
কৃষ্ণকর্ণমার্গ প্রণয়ন

# অনেক কিন্তু তবু তার মাঝে না পাওয়া যায়

অবস্থাপূর্বক সেই আধ্যাত্মিক কালীর যে সাধনা করা হয়েছে।

হে নাথ! তোমার অনূর্ধ্বরুপে আয়ত অক্ষিযুগল

বহুলনাথনাথাকুরের পদ্ধতি।

গৃহীত শুন সেরা এই নিবেদন। কুঞ্জেতে শ্রেষ্ঠ রূপে, যে কোন অগরূপ, পুনঃ আমি দেহ দর্শন এ হু।

রাসায়নিক সাধন, শক্তির ব্যক্তি নাম, এই শক্তির কারণে শ্রেষ্ঠ। অতি সুসংগঠিত তার, অধীন নেহর আর, চিত্তে হয় আনন্দ পরম এ।

যদি বল অন্য নারী, জানিবেন এ চাতুরী, তারা সেরা করিবেন রোষ। নিঃসন্দেহ স্বাভাবিক সঙ্গে, রহ অন্য পর সঙ্গে, কোন প্রার্থনা অভিযোগ।

তবে শুন কথা আমি, মন দিয়া। শুন ভুমি, ভুমি যদি

* অন্তর্ভুক্তির রূপে। তচ্ছুদ্ধ ছন্দেমন্দ্য। এলাকায় অর্থনীতিকরণ।

প্রাঙ্গণীয়।
প্রজাগুরুদের অশেকঘুরে প্রথমপাদকাম্পি অধীন রূপে প্রকাশিত লীলার আঘার রূপ ও ত্রিভূবন সংদর তেজস্ক বহুনান্তাকরের পথ।

প্রথম হইয়া। সেইরূপ বেশ ধর, সে রূপ কৰ্ত্তাক কর, এই যে নিয়া আলিয়া।

অপর গোপিকা অন্য, সহস্র সে আছে ধন্য, কিবা কার্য ভাত আঘার যোগ। কি করিব রোষ করি, তোগ ন। দেখিলে মরি, তুমি মাত্র চাহ নেত্র ওর।

তুমি অগ্রেদ্ধ যথব, দর্শন না দিবা তুষে, অন্য গোপী নিজের সংগৃহ তাহাতে বা কিবা কাঙ্গ, দূর হয় সব মান, অতএব দেহ দর্শন।

এতেক কহিতে রাই, চিতে মহোৎকাশ পাই, গোবিন্দের দর্শন লাগিয়া। সগাত্তীর্য এলাপন, পাচে কোক
আরি এসাঁদ মধুৰীঁং কটাক্ষ
বংশীনিনাদস্যচৈরি বিধেয়েহি।

অথ পূর্বক্রমক্রিয়াশ্চুতী গাঙ্গাজিতালস্য ক্ষমপাল্লাস্য ভূত-মনঃস্রুত্র্যাস্মিত্বিভি সোংকর্ণ অলপত্ত বচোন্নেতব্যাত হে কামসাম্প্রগুপ্রতীজ্ঞ কটাক্ষঃ মধুৰীঁদ বিধেয়েহি। আগ্ন্যা তথা তথা পুনঃ প্রেরনেতায় কাচুঃ। কাচুঃ। শক্তিমান বংশীনিনাদধুশ্চরণীৰ্থি তথা তথা তথা। মধুৰীঁদাজাভাদেহি। নাহ। পুনঃ সর্বসার্থে মধুৰীঁদ সত্যুে তত্ত্বুে তত্ত্বুে অযুনি নঃ তত্ত্বেতেতাধিবৎ। কামিনাঃ কামিনেতাদিবচ ভাবঃ বাকু অভিকৃতাভিযুৎঃ সত্ত্বিভবেয়ালাস্তঃ স্থখব্রহ্মস্য প্রোণং তেতাৰ্থাদ্যা। সত্ত্বিভব। কামিনাঃ কামিনেতাদিবচ ভাবঃ বাকু অভিকৃতাভিযুৎঃ সত্ত্বিভবেয়ালাস্তঃ স্থখব্রহ্মস্য প্রোণং তেতাৰ্থাদ্যা। সত্ত্বিভব।

আমী কাবে সমর্ধন করিব॥ ২৮॥

অতঃপরঃ পূর্বের কুপ্রথেণ সমর্ধন করত, অন্যস্তা নিমিত্তে লাগে ক্ষূদ্রহৃদ অপরিকী উৎকীর্ণ শ্রীরূপ প্রলাপ করিতে লাগিলেন, এতে এই বিষয় বর্ণন করিতেছেন।

ছে নাথ। আপনি বংশীনিনাদের অন্যায়ীন মধুৰীঁ কটাক্ষ

বহুদমঃ থাঁকৃতাস্তে গলা।

সনায়ম, লীলাধুক তাতে মায়ে হৈয়া॥ ২৭॥

প্রাণনাথ এই তোমার সৌন্দর্যবৈত্তে বাহি দর্শন করিব আমি, মধুৰীঁদ হৈতে তুমি, কথু যদি আপনে আলিবে এক।

সোরে ছাড়ি অন্য নারী, বেঁধে বাক অন্য বাড়ী, এই কার্য্য অমর্যাদিঃ অতি অন্য। অন্য সঙ্গ লঙ্গ, চন্দন কুকুম মগ্ন, নীলকান্ত বাধা যাতে অভি।

করিতে সোরে প্রত্যারণ, অন্য সঙ্গ সঙ্গোপন, তাতে অন্য নহে ষেই মিত। তাতে যে বলনে শোভাঃ, কামিনীর মনোলোভা, দর্শন করিব সেই রীত।
সতি প্রসন্নে কিশোরের নurgeon

সতি প্রসন্নে তথা পুত্তে নিকটগতে বা ইহ দেখে কালে বা অপরেন্দ্রে
গোপীপুষ্পকা কিশোরের কিশোরীর ন কেশগীতিতে। তথা ব্যবসায়ে ইহ এতদশায়াও
মন্ত্রনামসভ্যত। অপরে নিজগন্ধেরাই সন্তুলিত কাশ্নি অতিচ্ছবদ।
ইততঃ। তচ্ছু অজরেবৈঃ। মিত্রশীলে গুরুরক্ষণায় বিভেদীগীতিমালা
খালিয়ত ইতিচ। রণকদিনায় আগতা পুনন্ত প্রেণোমে মে প্রসাদঃ।
নবষ। যব্ধেত প্রোধন্য। কুখ্যায় সত্যায সতি প্রসন্নে অত্যয়ঃ কিং সতি অপ্রসুলে
এলিতকারণায় নিদর্শিত বিলীনীগীতিভিঃ কিং। তেহপি হংসদ। এব
সমস্তত্রিণায় সত্যায় পুনর্গণ দুঃখরহিতস্বখীনশনে বজ্রাত তাল রক্ষা
তথাতা অজ্ঞানীগীনো। বিনা। কৃদ্ধ রাধা বাধিত সমস্তায় সনো। বিনা। জানাত
কুদ্দোপাহৃত সনি ও বিনতায়িত। জনিঃ সা মেয়া ডুঃ কর্ণাম ন যত ক্ষণ
ধরা। প্রসাদ (অনুগ্রহ) করন, আপনি যদি প্রসন্ন হয়েন,

যমবনন্ধন্ত্রাকৃতোর পদে।

সেই প্রতারণা হেতু, চাপলে যে নেত্রবিদে, অতিদীর্ঘ
শোভা মনোরম। সে শোভা দেবির আর্ম, যখন আমিবে
ভূমি, জুড়াইব এ দুই নয়ন।

তবে যদি বল ভূমি, অন্য নারী ভূক্ত আর্মি, গেলা যবে
নিকটে তোমার। অবজ্জা করিলা মোরে, এবে কেন দেবিক
বারে, চাহ ভূমি সেইরূপ আর।

গনে উৎক্ষেপে ইহা, দৈন্য বাঢ়ি গেল ছিলা, অতিদৈবন্যে
কছে বচন। সাহ বজায়নাগর, সুনে অঙ্গ সঙ্গীজন, এক
হেতু না হয মার্জন।

ত্রিভূবন বিবৃন্ধ, অঙ্গ অভি মনোরম, ত্রিভূবন মোহে
স্মরে মুখে। ত্রিভূবনের সৌষ্ঠব্য, নেত্রচিন্তাপল বর্ধ, দর্শন
করিব আর্মি হুঠে।
কৃষ্ণকান্তিকুমার।

স্ন্যাপ্রসংগ্রহ কিঞ্চিতাগ্রহন নাই। ২৯।
নিব্যক্তযুক্তাংবিশ্য যথে
নির্ন্দু তৈলোদয়তিক্ষিতযুক্তং।

হৃদ্ধ যুগে নোংলোয়াখাৎ বাণপর্যায়বক্তু শশিনারন্তিকো। বান্ধবুম স্পষ্ট
এবতঃ ২৯।

অথ প্রগুহানাং নোংলোয়াৎ সম্পূর্ণে পিতৃগঞ্জেহোরা দিবিক্ষাতি মাত্র কে ইত্যাদিবং সৈয়তাৎ প্রাপ্তত্তা বচোহস্তস্বন্ধত। হে দেব
বহুঅধিক ক্রীড়াললিত্নে নিবেক্ষো যুক্তান্ত্রন্তি, তৈলে। অধূরুতুতভ দাসী
তাহ। হুইলে তাহ অন্যান্ত কার্যে প্রয়োজন কি। ২৯।
অতঃপর প্রগুহানাং লালন্তায় অতীব দীনভাবে স্রোত কারিনী দ্রীরধাতর বাক্য অনিষ্ঠ করিতেছেন ॥

হে দেব! আসি মস্তকে অভিলিখন করিলা নির্যতি-

বন্ধননন্দাকাশের পদ্ম।

এইকালে পূর্বকৃষ্ণ, কুঞ্জলিলা হর্স যত, তাহে লোভ বাদি গেল সন। অভিশায় দৈনে করি, কহেন প্রলাপ ভারি,
এক লোকের করিয়া পঞ্চ ২৯।

ওহে গোপীক্ষীরগারসজ্জ, অঞ্জলি বাস্কিম। মাতে, নিবন্ধ
দৈনের তীরে, তোহ দাতী ভিঙ্ক। তোহে পাচে যাচে। ॥

মুক্তকৃষ্ণ হইয়া বলিত শুন মোর পদ্যাবলি, ওহে প্রাণনাথ
দয়ানিধি। কটাঙ্ক অর্পিতে মোরে, রসে বিষ্ণু যদি করে, রহু
তবে সে কোনাঙ্ক বিদ্রি॥

কটাঙ্কের যে দাঙ্কিণিয়া, ঐরূপের প্রাদেশ, তার লেখ
অতি অল্পকা। তাহ। দিয় সিংহ মোরে, হৃদান্ত নিবর্ডাণ
ক'রে, শুন বাদু অভিপ্রেত। ॥
কৃষ্ণকর্ণময়ঃ

দয়ানিধে দেব তবংকটাকঃ
দক্ষিণলেশন সর্বমুখিভিঃ ॥ ৩০ ॥

জনঃ নীলক্ষেত্র নিন্ত্রত বৈশ্বে বা উজ্জয়িনঃ তত্ত্ব সূক্ষমঃ মধ্যাত্মাঃ বাচে। কিং তত্ত্বাচচে। যদি তত্ত্বাচচিদিকঃ সর্বস্বঃ তত্ত্বাচচক্ষুপ্রবাহে-দিকঃ দৃষ্টাৎ তবংকটকং সর্বমুখিতে দৃষ্টাৎ। তত্ত্বাচচে নিদ্রিতস্য সর্বমুখিবিষয়ে দৃষ্টাঃ। নিদ্রাতঃ সকলঃ তত্ত্বাচিদিকঃ। তত্ত্বাচচ সর্বমুখিতে তত্ত্বাচই দৃষ্টাৎ। যথাক্রমঃ জনেন্দ্রিয় নিদ্রাত্ম তত্ত্বাচে তত্ত্বাচিদিকঃ সর্বমুখিতে সহস্রাধিকঃ। তত্ত্বাচচ সর্বমুখিতে দৃষ্টাৎ। তত্ত্বাচচ সর্বমুখিতে সর্বমুখিতে তত্ত্বাচচে সর্বমুখিতে প্রবাহে। তত্ত্বাচই দৃষ্টাৎ। তত্ত্বাচই দৃষ্টাৎ। তত্ত্বাচই দৃষ্টাৎ।

শয় দৈন্যসহকারে মুক্তঃকট প্রাঙ্খন। করিতেছি যে, যে দয়া-নিধে। যে দেব! কিংকীত্বাত্তে দক্ষিণলেশন আপনার কৃপাকট নিক্ষেপ করন। ॥ ৩০ ॥

তুমি সুধীরা। মানিনীগণের অগ্রগণ্য। তোমার আর আচরণে অবতর্কন করায় কি হইবে? এইরূপ শ্রীকৃষ্ণবাক্যে, উত্তরকারিণী শ্রীদারুণা বাক্য এষুকর্ণী বর্ণন করিতেছেন।

বসনসনং কুরুকের পথা। পুনঃ আইগ রাস মাবে, নমস্তরবেশ সাগে, ক্রীড়া কর এবং সাগনা সন। যদি অপরাধী আসি, তবু দয়ানিধি তুমি, সেইরূপে দেহ দর্শনে।

তবে যদি বল তুমি, মানিনীর শিরোমণি, এখনি অবতর্কন কৈলে সৌরে। এবে কেন দৈন্ত কর লজ্জা কিনা। নাহি ধর অন্যান্যা। উপহাস করে।

এই কুক্তের নর্মভঙ্গী, চিতে উত্তিকিয়া বাস্তু, নেত্রের চাপলা সঙ্কারিব। কহিতে লাগিলা রাই, প্রলিপিা সেই ঠাই, অদৃশুত রোক উচ্চারিয়া। ॥ ২২ ॥ সীরা ১৫৯}
পিপলাবতে সরচনে চিতকেশপাশে
পীনস্তনী-নয়নপক্ষণ-পূজনীয়ে।

নন্দ বীরাণা মাতানিনাং সূর্যনাসি মাতাবর্ধা কিনিতি দৈত্য কুকুরে
অভায়মুঘশনিব্যক্তি তমসনন্যায়াক্ষ কচিদি স কথাং ন ইতিবৎ। ধ-চাপাঙ্গে নেই সংক্রমণ সচাপাঙ্গে প্রলম্বয়া ব্রাহ্মণবন্ধন। নোং শুক্র সর্কী-রামের নরন্ত তব শৈলে কৈশবে তৎসম্বিশেষলিঙ্গে। চৈপালায়েদিতি
চুষ্মি বিনিম্নস্ত হস্তীতিবৎ। ভূং মুতি: অং কৃং কর্ষ্যাস্বিতি তাৎ।
অথবা বরাকাণ্ডে নোং শুক্রে কো বা দৌষ:। যঃ একাবৃতমূলেন। কৃং শুক্রে পিপলাবতঃ সেন ভূচুতেন যা রচনা তস্যুতিঃ কেশপাশে যথিন তথা চৈশ্বার-
চে নাথ। অপনার শৈশবকালে পিঞ্চ, কুর্ষ্যুমণ,
বসন, তৎশোভিত কেশশালিনী পীনস্তনী গোপাঙ্গনাগরের

শুন এই ব্রহ্মার হৃদ, তেমার কৈশবংবেশ লীলায়
মোহয় দেশ, মোর নেতা চাপাঙ্গে দৃষ্ট। এ এ।
চাঙ্গল আমার ছিটি, পাই। কৈশব মিটি, সদাই
দেখিতে করে আশ। তথাপি কি দেখি তার, যাহাতে
কৈশবের সার, জাতি কুল শীল ধর্ম নাশ।

স্বাগকাঠিত পুণ্ড জিনি, কেশপাশ হুমোহিনী, তাতে অব-
তস্ত শিবিপাখা। পিপলের মুক্তশোভা, কামিনীনন্দ
লোভা, উড়িবারে চাহে হৈয়া পাখা।

গদন-মাধুর্য্য তাত, চন্দ্রপাশ জিনি যায়, হেন দর্প তাহার
হৃষম। এই লাগী পীনস্তনী, নয়নপক্ষণগুনি, পূজনীয়
যোগ্য গ্ন্যাস এনারম।

এই লাগী কথি আমি, মোরে দেখা দেহ তুমি, ওহে

(১২)
চন্দ্র দিশার যথাযথ বিষয়ে অবলম্বন করে নয়ন তত্ত্ব বুঝিও।

নয়নচর্য নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। একে অন্যের প্রতি নয়ন নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।

নয়নপানি দ্বারা পুজনীয় এবং চন্দ্র ও অর্ববিপণনের বিজ্ঞাপ্ত উদ্ধৃত মূখবিষ্ণু আমাদের নয়ন সাতিশয় চঞ্চল হইতেছে।

বছর নন্দন পৌরুষের পদ্ধতি।

শ্যামবন্ধু প্রভাকর। এতেক কহিতে রাই, সমুল পাখাদ। পাই, ভস্ম কৃষ্ণ দেখি নেত্রান।

তাহ যে উত্তর দশা, চারি স্তোন পরকাশ, মনে মনে চিত্তে এই রাই, কৃষ্ণ যেন আসি কুহ, কেন বা চাপল্য ওহে, হেন আর কেহ দেখি না।

তুমি সাঁচী প্রবর্তন, দৈবিক হয় সৃষ্টিরা, শুন এই আমার বচন। দেখ তোমার পরিকাঠ, প্রেমবিহীন কণে তর তবে কেন মেহবার কর মন।

কৃষ্ণের এ নর্ষ বাণী, শুনি ধনি শিরোবীণি, নিজ মনে নর্ষ উক্তক্ষয়। কহিতে লাগিল রাই, চিত্তে উত্তেগ পাই, অভিভাবক প্রাপ্ত করিয়া।
কৃষ্ণকার্তীকামৃতঃ  

• ব্রহ্মশং ব্রহ্মবন্ধনভূত ভগিত্যবেবি

অথ উদ্ভূতার্থা যাবৎ শ্রীকৃষ্ণার্ধনং। ভৈরবেকুর্মণ চতুর্ভুতি:। তত্ত
প্রথমঃ। নহে তত্ত্বাত্ন নাম সর্বলোকল্যাঙ্কর্ণ তৈলভূক্তিকন্তু পুরুষর্থ:।
্য সাধুগুরুগ্রন্থি অর্থতিমি যাপনঃপ্রবং সম্বোধিতী তস্য নবেকুর্মণন্ত যতস্তু স্তম্ভনঃ
তৎ প্রতি সাহ্যেক অলঘন। বচোতুস্ত্যক্তানাঃ।

• ব্রহ্মশং তত্ত কৈশোরঃ মান্ধুগতি বিষ্ণুর্বিশিষ্ট বিভূতন

অতঃপর শ্রীরাধ। উদ্ভূতা দশর্যায় শ্রীকৃষ্ণের শেষদিন
বর্ণন করিলে এই কর্ত্ত। চং লোকে তাহাই উল্লেখ করিতে
ছেন।

চে নাথ! তোমার শেষ (কৈশোর) মান্ধুগতি
অর্থাৎ মাদকতা ও আকর্ষক্ষুদ্রার স্বার। বিভূতনে অন্ধত রূপে

• সহস্নস্তাকৃতির পদ্য।

নাগরেঞ্জ শুন মোর সত্য এই বাণী। তোমার কৈশোর
সার, মান্ধুর্য্য সদেক তার, মোর চিত্ত সদা আকর্ষণী! এক।
এ তিন ভূবনে যে, অন্ধ না জানে কে, সেই ভূতী
জন নিজ মনে। তোমাতে আমার মন, অন্ধ চাপালঙ্গল,
ইহ ভূতী করহ স্মরণে।

কিশোর মান্ধুর্য্য তোর, মনের চাপালঙ্গ মোর, এই চুই
ভূতী আমি জানি। অন্যের বেদনা মনে, অন্য তাহ। নাহি
জানে, মথীহ না জানে এই বাণী।

যাহে তৈর্য্য করিবারে, কহে মোরে নিঃস্তবে, তেজহি
না জানে মুখবস্ত্রা। কহিতেই অতিশয়, বান্ধিল উত্তেজনয়,
স্তৈল কহয়ে ধন্য রূপা।

তোমার মুখায় মুখ বাণী, মোর নেত্র অমৃতাসী, দেখিবারে
সচ্ছাদলঞ্চ মন বা তব বাধিগম্যঃ।
তত কিং করোমি বিরলঃ মুরলীবিলাসি

অক্তুতমবেহি আনুর্জি চরেতার্থঃ। মচ্ছাপলঞ্চ ত্বত্‌বনাভুতমবেহি। এতত্বং ভব বাধিগম্যঃ ভেষ্যঃ মন বা। যথা। সচ্ছাদলঞ্চ ভব্যপালিতত্বাত্ব বা বীরবং মন বাধিগম্যঃ। অনুবৰ্ত্তে নচান্ন ত্বচ মধুখীলিমিত্যাবিতন্তাতঃ। সর্বোত্তমে সৌন্দর্য জানন্তি যত এবং বসভিতি ভাব। পুনঃ প্রকৃতদৃষ্টতেষু সর্দৈন্যামাহ।

তদিতি তদব্যায়ময়ীশ্বরীলক্ষণান্তঃ উদ্ভৈর্ভিকং কিং করোমি। সত্কৃতে তদস্তি স্ত্যাং ব্যবেোপদিশেতার্থঃ। নাম্প ন দৃঢ়ং তস্তেন কিং তত্ত্ব যুক্ত মনো- হরং তদর্শন্তো তত্ত্বস্ত্যাং তদহসৰ্ব্বেতাং অক্তুতা তা তস্তিতাদি। তথা দানকেলিকেমন্দ্যাম।

অবগত হউন, আমার চাপলাঙ্গ ব্রংহ্যবুনের অক্তুত রূপে আসার এবং আপনার উভয়ের পরিজ্জয়। কিন্তু লোচন-

ষষ্ঠনম্রনন্দাকুরের পদ্য ।

কেহ বন্ধ অশু। আমি কি করিব তাতে, দেখিতে পাইয়ে যাতে, তুমি তার বল উপদেশ।

যদি বল না দেখিলা, তবে তাতে কিরা হৈলা, তবে তার শুন্য বিবরণ। না দেখি সে চাদমুখ, না নিটয়ে যার ছুঁখ, বিফলতা হয় সে নয়ন।

তোমার মধুবাণী, শ্রুতি-মর্ম-রদায়নী, না শুনিল সে কৃপে কি কাজ। মনে হল মুখচ্ছটা, চাঁদের লহরী ঘটা, না দেখিলে অঁধ্যি মুখে বাজ।

তবে যদি বল এবে, না দেখিলে কিরা হবে, বিলম্বে করিহ দরশন। তবে তার কথা শুন, না। কহিয়, হেন পুন, মোরা অতি কুলবধূজন।

বিরল নহিলে তোমা, দরশনে নাহি কমা, রজমাঝে
দ্য দ্বারা অপনার বিরল ও মুরলীনাদ ভূষিত শ্রদ্ধ মুখার্ণ দর্শন করিবার নিমিত্ত কি করিব। ৩২।

ব্যহৃতনঠাকুরের পদ।

স্লোভ না হয়। এই বিরল ভূষন, দর্শন দেহ শ্যাম, নহে অতি নিষ্ঠুরতা হয়।

পুনর্বং যদি বল আন, দেখ মুখ তুল্য ঠাম, মুখ তুল্য আর কিছু নাই। মুরলীর বিলাস যাতে, আর কেবু সাম্য তাতে, তুল্য দিতে না দেখিয়ে ঠাই।

এতেক কাহিনে মনে, পূর্ব যাহ। কৃষ্ণ সনে, হইযাচে চারুক্রয় আলাপন। নিজ স্নেহীগণ সনে, পুষ্প আদি আহার, দাহার আত্মপথের বর্ষন।

সন্ধর্ষ কলহ তাতে, স্বর্ণি হৈল নিজিচিতে, সেই তাব হইল মনেতে। বারিল উদেশ অতি, হইল বিষাদ মতি, নান। তাব উপজিল তাতে।

তাহাতে বিষাদ করি, কহে যাহা হনাগরী, সেই ভাবে মগ্নী লীলাশূক। তেমতি বিষাদ করি, কহে এক ক্ষোদ্ধ পটি, শুনিতে অবে লাগে স্নহ। ৩২।
কৃষ্ণকর্ণায়তঃ

পর্যায়চিতায়তরসানি পদার্থভঙ্গী-

অথ মনসি তস্ত তৎকং প্রতিকুলনোন্মুক্তিঃ। পুষ্পাঙ্গায় মানবস্থা ন্যায়ে চ মুখেন সন্ন্যায় সহ কৃষ্ণঃ নরকলঙ্কতোরঃ। অত্যস্তে তৎসর্গঃ পুঃ সর্ব্বফালায় যত্বে। তথা মনসিক্তৈর্যাবিধি সশিষ্য প্রলংক্ষা বলচাহুর্দ্বদ্যাহ। নন্দকাতকানীতিঃ সহ তথা অনূতনঃ যিহঃ বাক্যাকাশুপাণি পুনঃ সর্ব্বত্বঃ

তৎপরে শ্রীরাধে মনোমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যুষ্টি সমাবেশ করত পুষ্পাঙ্গাদিকার্য্যে সত্ত্ব সহিত শ্রীকৃষ্ণবিলাসাদি বর্ণন করিলে ওঠতে। তাহার উল্লেখপূর্বক কহিতেছেন॥

হে নাথ! যাহার পদার্থভঙ্গী অর্থাৎ বচনকৌশল পরিচ}
বেল তারে বাণী, কৃষ্ণকৃষ্ণ লীন আমি, শুন চলু না তা করাই সোজে। ফুৎকর ক্রীড়ায় যার, মোহ হয় সাকার, হিতকথা কহিলে তোঁহে।

সে কহেন কুলনারী, দরিয়ার গর্ব তারি, তুষ্ণ শক্তি আছে। দশনে দৃষ্টি তার, দুরে মাধুর্গ গর্ব তার, অতি হস্তঙ্গ প্রকাশ।

এই সত্ত মনোহর, নর্ম্মবাণী রসধর, এফুচ্চিল বিশাল বিলোচনে। কৈশোরের বয়স দুঃখ, চাপল্য বন্ধের মুহু, অন্য অন্য জিনিবার মনে।

ইত্যাদি বিলাগণে, কৃষ্ণপূণাপূজ্জ মনে, সদা ক্ষুদ্রত হয় মনোহরে। আমার উদেশ্যে মনে, সেহে মাহি বিকৃত রুপে,

এই যোগ অভাগ্য প্রবল।
বাল্যাধিকারী মদনললোভাবিনীভিন-  
জ্ঞান সূচিত স্বরূপ তব আলিতানি ॥ ৩৩ ॥

তঃ সূচিত স্বরূপ আলোচনার সময় দেখাইয়া। ধ্রুত সৌন্দর্য কাঁথনের দিগেরি অবিভাবিনী শেষে কথঃ পূর্ণচোরিঃ। যদি বিষয়ে এরূপ সময়ে যথা হি নিরর্থঃ গ্রাহিতি-  
ভগ্নেন। ন কোমলা কথুতে নিষেধকাতন কিম্বা ভঙ্গ হইতে স্বল্পবচন।  
অধ্যাত্মিক যথা দৃশ্যকেলাকৌমূল্য।। কুষ্ঠকু গুলিকুলকু কৃত্য ঘটনায়ন।। কুষ্ঠকু কুষ্ঠকু কুষ্ঠকু কুষ্ঠকু কুষ্ঠকু কুষ্ঠকু কুষ্ঠকু কুষ্ঠকু কুষ্ঠকু কুষ্ঠকু কুষ্ঠকু কুষ্ঠকু কুষ্ঠকু কুষ্ঠকু কুষ্ঠকু কুষ্ঠকু কুষ্ঠকু কুষ্ঠকু 

জ্ঞানিত (বাক্য) মদনত ভার্মিনিগণের সাহিত পুণ্যবান্ধু- 
দিগের ইচ্ছায় বিলুপ্তিত হইতেছে ॥ ৩৩ ॥

তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়াই যেন সংগ্রহ সন্ধি-  
পীড়ায় পীড়িত শ্রীরাধাকে সখীগণ অধিকাস করিলে ঐ বাক্য 
অষ্ঠাকার বর্ণন করিতেছেন।

বহুননননানকরের পদা।

কহিতে কহিতে রাজে, গৌবিন্দ দর্শন নাই, গন হৈল  
উর্দ্ধের পীড়িত। সন্তান করিতে নাই, উর্দ্ধের আসিয়া।  
ধরে, তাতে ধনী হইলা মুখ্যত।।  

tাহা। দেখি সখীগণ, কহে ধর্ম্মীয় কর মন, কৃষ্ণচন্দ্র  
অসিবে এখন। শুনিয়া তাহার বাণী, সখীগণে পুচ্ছে ধনী,  
লালাঙ্গক কহে সে বচন ॥ ৩৩ ॥
পুনঃ প্রসন্নমুষ্কন্ত তেজস্ক 
পুরোহিতীর্ণগি কুপসম্বন্ধে ।
তদেব লীলামুরলীবামুরতঃ

অথ তদপর্যান্ত তদনন্দনঃ পীড়োভিতায়।
মুখ্য স্ত্রীঃ আধারাতের | সর্পঃ
, পুত্র স গাণস পুষ্পস্যত। বচোহুমুখরায়।
পুনঃ পূরোহিতীর্ণগি তস্য স্নেহ মায় 
কুলে প্রেমিতায়। তথ। লীলামুরলীবামুরতঃ
প্রসন্নমুষ্কন্তন তজ্জোগ 
তেজস্ক কাঙ্ক্ষিতকৃতায় সহ স্মৃতস্থাতে
সমাজঃ পীড়োভিতায়। বিন্দায় নাশক্রতায় কদ।

চে না ! আমি যৎকালে সমাধি ধারণ করিয়া চাইবে 
সেই সময় মহাকৃত্তকলোষসম্পর্ক আপনি আমার অর্জন দণ্ডায়-
মন হইয়া। প্রসন্ন-মূখচেত্তে মুরলী-ধারণপূর্বক বাণ্য করিতে

যত্ননবন্ধনঃজাতীয়ে পদা।

সত্যিই হে কবে মৌর হবে শুভ দিনে। মৌর আরের
কুশ্রু আমি, দর্শন দিবে হামি, পুনঃ কি দেখিয়া অর্জন হইলে ই
প্রাচীন বৃন্দ চন্দ, সূর্য গান মূর্ত সন্দ, যাতে মৌরে কুজ্জ
পাঠাইল। সেই কান্তীপুঞ্জ সঙ্গে, সে মূখ দেখিয়া রঙ্গ,
কবে হবে সেই শুভ বেলা।

তাহার নাম পীড়া, পায় অনুক্রম তাহা নাশ
কবে হবে মৌর। পুনঃ তাহার দর্শন, অভিষিক্ত চূর্ণ তন,
কৈছে হবে না পাইয়ে ওর।

এত কহি বিষাদ, কন এক রহে মৌর, কহে পুনঃ
বিচার বচন। অত্যা হইতে পারে, মহাকৃতিম। সিঙ্গুর, অপ-
টন হয় স্বজন।

শুনি সধীগণ কহে, শুন স্মারকগণ ওহে, যদ্যপি কৃপালি
( ১৩ )
কৃষ্ণকর্ণায়তঃ

সাধারণের কলাম না ভবেৎ। ৩৪।
বলানন্দ মুখচরণ বিলোকিতেন

ভবেৎ অহং দৃষ্টমেতবিদি কং বিচিত্রা অথবা সন্তানবীত ইত্যাত কৃপতি।
স্বাভাবিকং তদেব তৎপরিপ্রকাশং মূলনীরসামৃতন্ত্র্যন্তং। বাহুসমধাে
ধারানলোকচারণ স্থঃ। ৩৪।

অহে সঘি স চত্বঃ কৃপালুৎসু। স্বাময়ঃবার্তাতি কিন্তু চরণালীতি বদত্তীঃ।
ধ্বকিলে, ঐ লৌলাগ মূরলীর নাদামৃত কবে আমার সাধারণ
বিস্ত সম্প্রদায় করিবে ৩৪।

শ্রীরাধার ছঃ দেবিঃ কেন সঘি বলিলেন, হে সঘি
কেন ছঃ ঢিং হইতেছ, তিনি যদি কৃপালু হয়েন, অবশ্যই
স্বামী আসেন, সঘির এই কথায় শ্রীরাধা তিরক্তি
চেন। এহুকতা এই ব্যাক্তি অনুবাদ করত স্বর্ণ করিতেছেন ॥
চেন নাথ! আপনার বাল্যাবিষিদ অর্থ কৈশোরের

হয় হরি। আপনি আসিবে হেঃ, তুমি কেন পাও বাধা,
অবিশ্বং চাপল্য আচরি।

রাই কহে শুন সঘি, তুমি ত ন। জান দেবি, তারি অতি
দোষ ইতে হয়। চাপল্য করায় তেঁই, ইহা নাহি রুঁচে কেছ,
শুন তাহ। কহি যে নিশচয়।

এতেক কহিয়া। রাই, মনের স্বরাস্ত নাই, কহিবে লাগিলা
বিবর্যা। লৌলাগ সেই ভাবে, কহে এক গোল তবে,
শুন সবে এক সন হৈয়া। ৩৪।

সঘি হে দর্শনেও ভাগ্যহিন আসি। মৌর আর্কর্ষ।
সম্প্রদায়ে কিম্পে চাপলমুখবন্ধস্তঃ

লীলায় যুক্ত যে কৈশোর কলা, অলিখনে কিব। স্পৃহ জানি। ॥ এক ॥

একামোরে আকর্ষণ, শুন সদ্য বেহ নয়, তুয়া সবাকে ও আকর্ষণে। লোচনের রগায়ন, রূপ অতি মনোরম, দেখি-বারে অামি লোল হইয়া ॥

লোচনের কারণ এই, আর শুন কিহ যেই নয়নের ভূষিত করে সদা। সদী কহে ভাল বল, বিগুণ চাপলা হৈল, অনু-ঠাণে জানিল সবরথা।

ইহ। শুনি রাই কহে, যাহাতে নির্দেশ হয়ে, শুন সদী মোর দোষ নাই। আমার মনে সে আসি, বিলোকনে মন্দ হুসি, প্রেরয়ে নয়ন প্রাস্থে চাই।

তাহে যে নেত্রের ভাবী, দেখি চিত্ত হুই রঙ্গলী, বর্ণন না হয় রূপ শোভা।। চাপলা জগতে তাহে, নির্বাচন না হয় যাতে, অদর্শনে মনে দৃষ্টলোভ।

অতএব তারি দোষ, মোরে কেন কর রোষ, সবীগণ দেখ বিচারিয়া। অন্য নায়িকণ ভয়ে, আসি জানি হেন হয়ে, অল্প দেখে মানসে পশিয়া।
লোলেন লোচনরস্মাননদীরকেনে
লীলাকিশোরমূগঞ্জিতমুতমূকাঙ্গন স্ম ॥ ৩৫ ॥
অধীরবিন্ধাণবিভেদে

হাওয়া স্তুতিরচিত মলালমুক্তমূহচরান্বিতগুনং। সাক্ষাদিনমদস্ব
মনসাদিত্বতুষ্ণ কৃত্তস্থমিতি তত্ত্বায়ান দেখ ইতি ভাষ্য। কৌশলেণ বালনে
কোমলন কিভ্য। অন্যভাবং সঞ্চোচন দরবলোকনাত স্বজ্ঞহে মৌলব ব্যত্তলেন
নেতায়নী। তথা মুখ্য তচ্ছলপঞ্চ তেন। হত্তি শুচিতেন মং চক্রধন্তত্ত তথা
সাক্ষাং সপ্তমূহকাম। অন্যাৎস্য বাহুধর্ম স্পষ্ট। ॥ ৩৫ ॥
অথ পুরোক্ষণেপ্রণীতবৰ্ত্তীতীরাধারিতাঃ। কথঃ মন্তব্য তে মন্ত্রপল্লি কৃতামতি

লিত, তথা মদীয় অন্তঃকরণে অত্যন্ত চক্রল তোমার বিশেষ মূর্তিকে আলিঙ্গ করিতে কবে আমি উৎসমক চিহ্ন
হইব। ॥ ৩৫ ॥

অতঃপর পুরুষ গ্রন্থ স্মরণ করত উম্মত ভাবারম
শ্রীরাধার মন অভি চক্রল করিলামী, ইত্যাদি উত্তর
বাক্যের অমুবাদপূর্বক চর্চা করিতেছেন।

হা কষ্ট! হা কষ্ট! এই অগ্রবর্তী চক্রল বিশ্বাসের

ফলনদন্তাকৃতির পদ্র।

কহিতেই পুরুষ যেন, কৃষ্ণ কৌল হেদ্রেণ, প্রতি হৈতে
উম্মাদ বাঢ়িল। গোবিন্দ কহেন যেন, আমি তুম্য গনে
কেন, সৃংদিলগণ বাঢ়িল।

এইপশু কৃষ্ণচন্দ্র, দর্শননীতির মন্দ, বৈকল্য উড়েগ বাঢ়ি
গেল। গোবিন্দের উপলব্ধে, কথা। কহ মহারক্ষে, পুনঃ
এক লোক পাঠ কৌল। ॥ ৩৫ ॥

হা হা ধূর্ঘ এই তোমার কেমন চরিত। নিরক্ষর শক্তিতে
ছর্যাদ্রো বেণুমুখ-সম্পদ চ।
অনন্দ কেনাপি সনোহরেন

বদন্তসা পূরোদর্শনাথনোথিরক্ষেন্দ্রিয়াসাত্মালভমানায়ঃ প্রালপ-মধুবদন্তী। তলক্ষণ। অতিশিংসৃদিতি ভাস্করক্ষাদ ইতি কথাতে ইতি। নির্বকসন্দিত্বভিন্ননাথনাথীব। যে বিষাডক্ষন্ধা বিভদ্যেন। মনে হৃদয়েতি ছঃ ধূর্ণ ইতি শেষঃ। হা খেদে হৃদ বিখালে তয়েরতিথয়ে বীষ। নহ ভাস্তাসি ভক্তান। অনন্দ দৃষ্টানন্দণেন। নবঙ্গ চেৎ তথা কুষ্মণ্ড গছস্তান। কেনাপি প্রতিযোগন্নায় গুজবভাবে নির্জ্জ্বরণিকেন। অতো। সনোহরেন মনোহরাণ হরতি কার্যঃ ন সিদ্ধভিত্তি ইন্দ্রজালঃ কথনেন তথা।

শোভা। এবং অনন্দ সুষিত আত্রীস্তুত বেণুর নাদ সমুহ যুক্ত।

যথনানন্ধাকুলে পাদঃ।

যে, বিষাদের অধীর সে, তাহার বিভুষ জানে চিত্ত। ঐ

দেখ সন্ধিন্দী মেলা, উষ্মাদ বাঁচিয়া। গেলা, পুনঃ পুনঃ

কহে সেই বাণী। যদি বল ভূষ্ণী তুমি, মন দিয়া শুন বাণী,

সাক্ষাতে দেখিবা মন মানি।

যদি এ লালস থাকে, তবে যাহ কুষ্মণ্ড মাঙ্কে, সেই খানে

পারে দরশন। কেবা তোমার এই বাণী, এরোভীত করয়ে

জানি, সব ভূষ্ণী অসত্য বচন।

বলিবার শক্য নাহে, হেন তুমি বাণী হয়, এই লালস

সনোহর বলি। মন সাত্র হরি কেতা কার্যসিদ্ধ না করাও

ইন্দ্রজাল প্রায় এ সকল।

শক্তিতে বেণুর ধরনি, তার যে সম্পদ গণি, হর্ষে মাত্র

আদ্র করে চিত্ত। সকল কুহক হেন, জীলাগে মোর মন,

নারীবর্ণ রঙ্গমাগে ভীত।
কৃষ্ণকল্যাণঃ

হা হস্ত হা হস্ত সনো দুনেব অষ্টি ॥ ৩৬ ॥
যাবহ সে নিশ্চিলমদুশ্চারিবাতে যুন্ত
নিয়মদিবস্বযুগৈতি ন কোহুি তাপঃ

তাবুষী। হর্ষিয়াতিবি হর্ষ তাবুষী। যঃ সকেতন্ত্রজ্ববং সম্বাদ ১। তথা করোদি। অতঃ ব্রহ্মপ্রশিবনন্দ তথাকামালিনিতি ভাবঃ। বনস্মৃদ্ধীয়া- সমুদায়বেশপানিয়া। বননো দুনো বিভাষলে অন্য সমাং বায়স্কৃত্ত্বপঃ। তথ্য ক্ষিপ্রপঃ
পঠুেব ॥ ৩৬ ॥

অথ তদ্ভিবিচ্ছেদবসায়িলেধায় মেহাঙ গ্রহ্নায়ঃ। প্রগাঢমোহহোংপতীঃ
পূর্বমেব প্রণভায় বচ্চনস্বধবীপাঃ। তলং ন যেহো বিচিত্তে। প্রোক্ত ইতি।
তএ বিভূত সর্বত্ত্বপূর্ববিমুখ যাবৎ কোহুিনির্ভরনেন্দ্রনারঃ। আয়ত্ততমিতিবঃ
কেন এক সনোহর মুঘি আমার সনেক সমধিক সন্তল্প
করিতেছে ॥ ৩৬ ॥

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদবিবর প্রচু তাপে উতিত
এবং মূঘিতা। শ্রীরাধা। প্রগাহ মূঘার পূর্বকী যে প্রলাপ
করিয়াছেন ও সেই প্রস্তু তাহারণ করিতেছেন ॥

চে নখ। যতক্ষণ কোন (সাংগারিক) সন্ত্রাপ হৃদ-

যজ্ঞনয়েন্নতথাক্সে পদে ॥

কহিতে কহিতে রাই চিত্তের সোয়াস্ত নাই বিচ্ছেদবাক
তাপ বাড়ি গেল। সে তাপে দুবিল মন মেহেল উপাশম,
পূর্ব প্রায় প্রলাপ বলিল ॥ ৩৬ ॥

সর্বত্ত্বাপ নাশিবার তুমি প্রত্য রূপ। সে বোল শুন
সে করুণার তুপ। অনির্বাচন কোন তাপ হইয়া। উদয়।
যাবৎ সে চিত দ্বাকে ঘাত নাই দেয় ॥ সে প্রগাহ অতি
বাঢ় নিঃস্মাৎ বসন ॥ যাবৎ না উপজ্ঞন তাবৎ এইক্ষণ ॥
কৃষ্ণক্রমাবৃত্তঃ।

ফ্রান্সিস্কো জিমোন। কৃষ্ণক্রমাববৃত্তে। ভবং তাবকালুচন্দ্র–
চন্দ্রচিত্রপ্রভুগুণঃ মস চিন্দার।।৩৭।।

রাষ্ট্রীয় তৈরি ভিত্তরকৃতসস্নাত্তন"।

doহেতুযাহার এব যোহৎ। নির্দিতকর্থান। পিন্নিরক্তিযাত্রান। মৃত্তকচিত্রতৎ
ধারাতে। তাবকালুচন্দ্রচিত্রপ্রভুগুণঃ তস্ম চিত্রচিত্রাদি ভবং।
মুখচন্দ্র দশ রেশ প্রাপ্ত বারেন্দ্রতৎ। চিত্রপ্রভু কৃতসম্প্রাপ্তার্থতাঃ। মনোলাভতরতাঃ।
যোহাত্রতাঃ। তত্ত্বজ্ঞানভাব মুনিপুলুচন্দ্র ইত্যত। আধা
মাং। বাহু প্রথমোপাপ্তিত অর্থে মস্ত এব মস্ত। ৩৭।।

অথ মাহিনাযুগচিত্রিলিখতি। উপস্থিত মৃত্তিকাশক্তি সৈন্যন্ত মনো-
য়ের পিন্নিরক্তিযায় স্থতকে স্থৃত রূপে ভেদ করিয়া। উপস্থিত
না হয়, আসার চিন্দার। তত্ত্বক পর্য্যন্ত তোমার মুখচন্দ্ররূপ
চন্দ্রতপে বিণ্ডিত হইয়া। অবস্থিত হউক অর্থাৎ কোন বস্তু
লিঙ্গ সম্পত্তি হইতে পূর্বেই চন্দ্রকে আশ্রয় করে, তাহা
হইলে আর তাহাকে তাপ আরি। অবিভূত করিতে
পারে না৷ ৩৭।।

শ্রীরাম। সোহ বশতঃ আরুজ্জিতরূপ হইয়া মৃত্তিকা যেন
উপস্থিত, এই আশ্রয় করত দীপভাবে শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ

যুগন্ধরনে৷ পদ্য ই।

সোহ চিত্র ধার। নিত্য তব মুখচন্দ্র। চন্দ্রচিত্র হৈয়া। তাপ
বাড়িয়া অসম্ভ। আচার্য হুই গুণ করি রাক্ষ চিত্রা। ভাব
এই দেখ। দেই সোহ মনোরূপ। কহিতেই সোহ হই মনো-
ক্রিয়ার প্রাপ手册 হোই মৃত্তিকের রাক্ষ। মৃত্তি ভয়ে দৈন্য কহে অভিশর কাপু। ৩৭।।

প্রাণাধীন নিবেদন এই অবগাহো। বাহু দশমীরদশা,
যাবন্ন সে নবদশা দশশী কুতোহিরি,
লাবণ্যকেলিসদনং তব তাবদেব

দিশার প্রশস্ত বচাচুর্বদাসাহ। মৃতেরমৃন্ত্যুজ্জাতপ্রায়ং তাং বর্ষত্তম তজঃ। বক্তাণ্ডে অক্ষত্বেত্রেন স্তম্ভরং পুরূর্দশৈব যোগ্য।।। যাবন্ন বে দশশী নবদশাতুঃ। মৃতিখুঁত কুতোহিরি রচনাং ছিরাঙ্গন উদেশতি ভবেদেব তব মৃতেস্তুবিস্তঃ লক্ষ্য। সংস্থাপিত সমীতাপ্রভাবাংশৎ।। কিমিতৃত্বাতেকং স্থিতো ঢাক্ষাঙ্গি তত্তাহ। তিনিীহি সত্তর্কসর্বভাবায়ঃ দেহেক্রিয়াদিনিীহিনী। নাহি মৃতিভাববাং দুঃখ তত্তনে কিং। তত্ত করিযঃ। যে বিলঙ্গ করিতেছেন তাহাই অস্বর্ণ। বর্ণন করিতেছেন ।

ছে নাথ। যে পবিত্রত আমার নবদশা মৃচ্ছীর পর দশশীদশা। মৃত্তাক কোন হিন্দ দেখি) পাইয়া সমস্ত জগৎ অন্তকাল করত আসিয়া। উপস্থিত না হয়, সেই কাল মধ্যে আমি তোমার নিচখ লাবণ্যের বিলঙ্গকর্তব্যি ব্যথাপ, লক্ষ্যে-বয়ন্ননবন্তকুরের পদ।

উঠিয়ে প্রাঙ্গনাশা, মৃতেশ্চ তাবৎ দরশাই প্রজ্ঞা।

তব যদি তুমি বল, উৎকৃষ্টতে কেন তুল, ধিকি করহ দরশাই। তবে তার কথা শুন, অজনি বল পুনঃ অভিষেষ বাড়ি যাবে মন।

তিনির করিবে ভাব, দেহভ্রমি নাশ সব, তাতে কৈছে হবে দরশাই। তবে যদি বল হেন, মৃত্ত যদি হবে জান, না দেখিলা তাতে কি দূরণ।

মনে এই উল্লিখিত, চিন্ত হৈল উৎকৃষ্টতে, কছিতে লাগিল। উৎকৃষ্টত। লাবণ্যের কেলি যে, তোমার বদন নে, মুরলীমুখুরধনি তায়।
কৃষ্ণলোকতাত্ত্বিকতায় মূল্যে প্রতিষ্ঠিত 

লক্ষ্য। সমুৎকর্ণতস্তব্যমুখে মুখমঃ। ৩৮।
আলোচনায় বিশেষ করিতে কেলিদাসাঃ-

সৌভাগ্যায়। কীর্তীন তৎ। লাভকরে কেলিসন। তথা উৎকর্ণতা- 
বেণু বিশিষ্ট। তম্মবিশিষ্টবার্তা মন্ত্রনামেন্দ্রিয়। তুঃ। তুঃ-

শ্রীমান চন্দ্রচুড়া সাক্ষাৎ সত্যাত্মকতাত্মক চরিত লিখিত হইয়াছে। যথার্থতাত্ত্বিক মূল্যে প্রতিষ্ঠিত হইল।

তত্ত্বাত্মায় তত্ত্ববিদ্ধতাত্মক মূল্যে প্রতিষ্ঠিত হইল। মধ্যে মন্ত্রন সমাবেশ প্রতিষ্ঠান। ৩৮।

তত্ত্বাত্মায় মূল্যে প্রতিষ্ঠিত 

দেবীরূপে উৎকর্ণজানক এবং বেণুচক্ষু বিভিন্ন। মূল্যক একবার দেখিতে ইচ্ছা করি। ৩৮।

তত্ত্বায় মূল্যে প্রতিষ্ঠিত 

“স্ত্রীকৃষ্ণ এই আসিয়া”

প্রেম দেবী অর্জন। ৩৮।

সে বিদ্বেষ হৃদয়ে না দেখিয়া যদি মরি, দমন অধ্যায় 
 করি নাম। প্রেমাকৃত চিত্ত যার, মূঢ় ইচ্ছা 

এতেক কহিতে রাঈ, মূঢ়। উপাধিত ভাই, ললিত 
 বিশাখা হীরা যাঙ্গ। খৃষ্ণমূঢ় পান তার মুখে কৈল 
 দান, কহে খৃষ্ণ আইলা দেখিয়া।

শুনিয়া চেতন পাঙ্খ, দুঃখতরে আইলাইয়া, যথে নেত 
 মেলিবারে নারে। যায় মূঢ় কহে, সত্য কহ সত্য ওহে, 
 আইলা নাকি খৃষ্ণ মোর পুরে। ৩৮।

সন্ধিয়ে হে, সত্য যদি আইলা নেত্রানন্দ। সে মনিন্দুপুর- 

(১৪)
নীরাজিতানন্দচরণের করুণাময়ীরেঃ।

নাস্ত্যা আগতেহৎ তে প্রিয় পশ্চাদিতি অবধিনার। মানিভাবাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাং।

নৌ দেখন করি এই বিভাগ সতীগাণ প্রেমের বিচার করিয়া এক পরায়ন দশ। উৎপ্রেক্ষা করিয়া এক পরায়ন দশ।

সতী ! এই দেখ করুণামূর্তি শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া।

বন্ধনশত্রষ্ণ পদ।

ধ্রুবি নৃত্য প্রায় যদি শুনি, তবে হয় প্রতীতের বন্ধ। প্রতীতের বন্ধ।

আগতেহ এই, করুণামুদ্র সেই তাহাতেই প্রতীত জনম। তথাপি হ কি জানিয়ে, মোর তাঁহার কি জানিয়ে, করুণা বা না হয় উদ্যানে।

নৃত্য গতি পদ ভাঁই, বেণু ধ্রুবি যথো তান, বলয় কিভিকি-নাড় সঙ্গ। প্রতিনিধাপুর যেব, শর্মণে শুনিয়ে তবে, প্রতীত জনম তবে রঙ্গে।

বিশী গানায়ত তাল, রাধিবার লাগি ভাল, চরণাগ্র দর্শন হইতে। আলোল লোচনপর্ন্যা কেলিহার বিলোকয়, চরণাগ্র নিম্নজাগৃত তাঁহে।

অন্য তাহ। নাহি জানে, জানে ব্রজ নারীগণে, অতুল বিলাস গনোরম। আমি কি দেখিব তাহা, শুনিব কি কহ হাসা, বল সতী করিয়া নিয়ম।
অজ্ঞানি বেণুনিনাদেৈং প্রভিনাদপুৈর—

কিঙ্কিনীনাং প্রভিনাদপুৈৰুৈৰ মূলে তে তৈমি ভিনীতিতৈৰুৈং। তথা আলো-লোচনরুৈৰ বিপ্লবকরেবেহসীদী নিৰ্মান্তীতী তৈৰীযীচ্ছৰনূৰী। তন্মধ্যৰ মূলে বঁশীভাগচৰ তৈৰীতীযী চরণঘৰণাৰ ঋণ। ক্ষী। ব্রজেদীৰ্ীনাৰ নেতৃজীৰি

উপস্থিত হইৰাছেন, ঈহঁৰ চঞ্চল লোচন সৃষ্ট হইতে মধুময় দৃষ্টীরূপ কেলিধার। বর্ষণ করত চরণঘৰণীগুলোকে শেৱিত কৰিতেছেন। প্রতিদ্বন্দ্বিপূৰ্ণ বেণুনিনাদে অত্যন্ত অজ্ঞানীভূত

বহুলবাজাতকুৰুের পথ।

এত কহি উঠে রাই গনেৰ সেৱোত নাই চতুৰ্নিকে কৰি নিৰীৰ্ক্ত। কাহা নুপুৰেৰ ধরনি সবে মাত্র কাৰে শুনি হেথা না আইলে কি কারণ।

অধিষ্ঠা ধূৰ্তঘৰেৰ কুজ রুক্ত কুজৰ্ব্বক কারে সঙ্গ কৰয়ে রমণ। হৰহে বিলাগয়ে তথা এ লাগি না আইলে এধা মৌৰে কৈছে দিয়ে পদরন।

কহিতে কহিতে পুনঃ উমারাদ বাঁটিল মন আইলী কুঞ্জ মনে হেন দেখে। অন্যাঙ্গ নোতোচ্ছিৱ প্রতি অঙ্গ পঞ্চৰিবিৈ অধূৰ্ব্ব নয়ন হৃদয় মুখে।

দেখিতেই তত সতি সেহ কৃষ্ণচন্দ্র প্রতি অতিৰ ক্রোধ উপজিল। তাহা দেখি কৃষ্ণ যেন তারে ছাড়ি গেল।

লুঠঃ শায়ে তাপে ঐতমৃক্ক হইল।

এই হই তাবে সেলী ভাবচন্দ্র কৰি বলি অমর বিক্ষেপ অপমান। ঐতমৃক্ক দর্শন ইচ্ছা অনুগৰ্ভন না কৰে ইচ্ছা শায়েলের ঐত লক্ষণ।

অমর অনুগাত্মণ অসুযোগাবিষয়। ঐতমৃক্কেী

কৃৰ্ক কৰ্ত্তায়। ১০১
রাক্ষসবাহী শরীন্দুরমিনিতানি ॥ ৩৯ ॥
ছে দেব ছে দাইত ছে ভূবনেকবঞ্চে।

সেৰানি। সান্নদ্রাসৈ শুনোমি কিনিতায়। বাছে কদ। কিনতো ধ্যানার্থা ॥ ৩৯ ॥

অথোপাত দিশোংবলোকার অরি সখ্যঃ নূপুরশঙ্ক আরতে স ন লুধ্যতে।
তত্ত্ব কুমজ ক্ষিপি রমমাং শটাহং ভিতরীতি বসন্তঃ পুনর্জগাদেবেশাদনাম্মু সচন্দোগচিহাকিতমাতং পুরঃ পমশ্চ। এঃ প্রত্যর্ধোচ্চাম। পুনর্মরমিব মহা-
মণিষয় নূপুরের মনোহর ধরনি আমি অর্ণ করিতেছি ॥ ৩৯ ॥
তৎপরে উঠিত হইয়া। "অহে সধীগণ! নূপুরের শরীফ

মহামন্তরােকৃতে পদা।

অমৃত। আঃ তিনি। অতিশীর্ণ সচাপল, মোহোসাদ মহাবল, সুন্দরশব্দের এই চিহ্ন। ৩৯ ॥

শুন দেব এথ কেতন তুমি। গৌণাঙ্গনা কৃত্তিভাবৎ, সেই তোমার অভিমত, তথা যাঙ। বিলস্য আপনি। ৩৯ ॥
এইমত বক্রকথা, বাম্পনেতে বক্রমত, শুনি যেন অবতা বচন। পুনঃ যেন কুঞ্জ গেলা, তাতে তাপ উপজিলা, দরশনে শুনক্রায়মন।

প্রাণের দায়িত তুমি, আদর্শনে মনি আমি, পুনর্জাগার দেহ দরশন। ইহা শুনি কুঞ্জ যেন, পুনঃ দিলা দরশন, অনুমন করে অনুমন। ॥

দেখিয়া। অমরাঙ্গঃ, অসূরানদার রাগাঃ, সৌন্নর কহতে বক্রমত। ধীরমোপন সাধারণ, তার মতে কথা কয়, ওহে ভূবনের বন্ধু তুমি।
চে কৃষ্ণ হে চাপল হে করণৈকলিঙ্কে ।

জাতপদচাতপাদোংঘোকাদ্য । ততস্তযো । সখি । তলকরণী । সরোগরো-বিভেদ । ব । সখি । ভাঙ্গাবর্তিত । অধিক্রপাচাঁমনাতে স্যাঙ্গমূলাহতিত।

কালাক্ষম্মোংকূমকৌশিকোংপুশালাভিনির্তিত। তেংবে ভাচাবাঁ-প্রস্তা ভাবাবিলাঙ । তলকণ। শবলবত ভাবানাং সর্বর্ষা স্যাং পরামর্শি ।

তত্ত্বার্পণাঙ অনুভূতৈঃপ্রায়াবিহিৎ । ঔৎসর্পাঙ্গাঙ সত্তিনান-চাপলানি অত উন্নানাবতাত্ত্যাঙ ভাবতস্থিতাভাবাবিলাঙ। ভাবতস্থিতাভাবাবিলাঙ। এলপস্তা । বচো-শুনবদাঙ ।

অন্যান্যনানাঙ জং সত্ত্বার্পণাঙ সহজনিন্দিতার্ত মধ্যংথাঙ ।

শুনিতেছি কৈ তাহাঙ কৈ দেখিতে পাইতেছি ব । এই

কেবল আমার নাথ সর্বসমাধান চাও যাঙ । কর সর্ব সমাধান ৷ । ভূবনের নারীসন, আর যত গোপীজন বেণু গানে কর অন্তর্ভু ॥

পুনঃ যেন গেল কৃষ্ণ যেন হৈল সতৃঙ্গ ঔৎসর্পাঙ অনুগাম মৃদুভাঙ ৷ সেই মত ভাবাবেশ কহে ধনী গবিশেষ তাতে এই সমুদায় তর দূ।

ওহে কৃষ্ণ শামরাঙ। চিত্ত অন্তর্ভু যাই তাতে গোর মান কিবা কায ৷ তৎকাল আসিয়া যথে অল্প দেখা দেহ তবে তাপ নহে হয় ত অব্যাজ ॥

পুনঃ যেন কৃষ্ণচন্দ্রা হাসি কহে মৃদুমহঙ্গা প্রিয়ে । আমি ছিলাম এথাঙ । আমারে প্রসন হও হাসি এক বাণী কও তবে আমি মনে ম্যথ পাই ॥

মনে ইহা বিচারিতে তারে করি অচ্ছাদি তে ঔথা ভাব হইল উদয । অধীরস্বত্বা সূত্র লয়া কহে অভি কৃষ্ণী
ছে নাথ ছে রমণ ছে নয়নাভিরাম

মানিত্য সরব্যং বক্রোক্ত সচোভধি। ছে দেব অন্যান্তি সহ দীর্ঘদীর্ঘি 
দেহমর্মতত্ত্বেবি গচ্ছতার্থঃ। তলক্ষণঃ। ধীরাধীরাত্ম বক্রোক্তৈঃ সরব্যং 
বদিতি প্রিয়মিতি। ততৈঃ বীতীর্ণারপতিম তঃ মন্ত জাতপচানাং 
তর্কনুস্কোনাং। ছে দীর্ঘ সম ং প্রাগরমিততস্য কথঃ তাক্ক্যে তঃ 
পূনাং পর্ণং দেহীতার্থঃ॥

পুনরাগতাত্ত্বনুসন্তিম তঃ মন্ত্রাকুশ্যাস্তযোগোষ্ঠ ধীরাধীরামাণ্যাত্মতয়া 
বক্রোক্তৈঃ মৃগুরং নাহ। ছে দীর্ঘ কৈ দীর্ঘতা ন কেবলঃ মনৈব 
মন্ত্রাকুশ্যাস্তযোগোষ্ঠ কিমুতি তাসা নেতৃ তেনুনামহন্তানাং 
তন্ত্রাকুশ্যাস্তযোগোষ্ঠ তৎসমাধানাং গচ্ছতার্থঃ। তলক্ষণঃ। ধীরাধী 
বক্রোক্তৈঃ মৃগুরং সাহসং প্রিয়মিতঃ। পুনর্গতি মন্ত্রাকুশ্যাস্তযো 
গতানাং তমোয়ো দানায়াদায়াদায়া। ছে কুজ ছে শ্যামনুনা চিন্তাকর্মু চিত্ত ত্যু । হতু 
বলিয়া পুনরুচ্ছ উমাবেদের নায় কহিতেছেন।

ছে দেব! ছে দয়িত! (শ্রীর !) ছে ভুবনের একমাত্র

বনমন্তঠাকুরের পদ্য।

ছৈতা, তার বশে এই গোমোহয়॥

শুনহ চপ্যে রাজ, বলর্বীভজন্যাস্ত, পরবলী চৌর ধূর্জরাজ। যাও যাও এখা হৈতে, চিনিলাম সঙ্গিতে, বুঝি 
লাম যত তুমি কাঞ্চ॥

অবতে জানীয়। যেন, কুজ পুন গৈল। ছেন, মনে মনে 
করেন বিচার। কহিতেই সেই কাল, উপজিল দৈন্ত জাল, 
ভাতে কহে সমোধন সার॥

ওহে করুণার সিক্ত, চুংখিত জনার বক্তু, যদ্যপি হ অপ 
রাধী আমি। নিঃক করুণার বল, দদ। তুমি হকোমকুল, কুপ 
করি দেখা দেহ তুমি॥
হা হা কদা স্তু ভবিবতানি পদং দূরশোমে। ৪০ ॥

কিংম সমন তৎ সর্কার দর্শন দেহীতাবধা। পূর্ণারণ্য ছিল মন।
বহিরাব অষ্টাদশ ন কৃত্তিকা গতি আদিতে তাহমাননামিনি মেহেল এবং শ্বাস মুক্তাকাশ সূরবিমাহ। হে চপল চক্ষুব্রুিবক্ষ পরস্পরের গঠন গচ্ছস্তাভম।
তদ্রুপা। অধিকার পরিবর্তন বিনির্দেশন করিতে। পূর্ণারণ্যন্ম মন।
হেতুবদী, সরাসরিতে হে পুনর্বাস্থান ধীমূল সঙ্কাতু সন্ধিয়া। হে কলিতে সত্ত্বকে।
গিয়া মায়েপ্রিয়মানন্দী তথ্যার প্রাচীন কৃষ্ণাকোলকলামবর্ষণ দেহীতাবধ।
তৎ-পুনর্বাস্থান ছিল কিমিন মন মানন মান কেল্পনা আদিতে মুখনামন্দিব
মন। সমস্তহাস্যবিহীনমায় ধীরপ্রগল্বভুগ্নমায় পুনর্বাস্থান নুসাদীহাম।
হে লাখ বিকৃত্তে নাহানা। তোমাদিনি ক নাম হত্তিয়া মন সমাধিতে।
বিভু হে চপল হে কৃষ্ণার একশত দিশু হে নাখ হে।

যজুন্ননদঞ্চকুরের পদ।

পুনঃ যেন কৃষ্ণ আনি, দেখা দিয়া কহে চাঁদি, প্রিয়ে।
কেনে সিছাম সান করি। কর্ম আগার অতি, কাঠন
তেমার সতি, স্বপ্নস্ম হও সান চুড়ি।

এই অনুনায় শুনি, অন্ধকৃ আস্ত ভনি, অালন উপজিল
আসি। ধীরপ্রগল্বা গৃহাশ্রয়ী, তাতে উদাসনীর সর্ণি,
যোন করিঠার কহে হাসি।

ওহে নাখ ব্রজবাণী, আমরা তস্মাদাসী, কত বা
বিপদে না, রাখিলা। কেবা তখন বঞ্চ হেন, না সত্পার্থি
তুয়া মোন, কিছু জানি ব্রজবাণী কহিল।

তা সবার বাণী মানি, সূনুনস্ততে আছি আমি, এই
লাগি কথা না হইল। এই অপরাধ তুমি, না লেব কহিলু।
আমি, ঠারে ঠোরে ইহা জানাইল।
কৃষ্ণকল্যাণঃ

কিন্তু ব্রজীভূতি প্রতার্থ একাংশে যথা তস্মান্যাৎ মমপ্রথা ইতি ভাবঃ।
তত্ত্বমূলঃ। উদাত্তং কৃত্ত তাের ধীরা সাবধিষ্ঠা চ সাধ্যতে। পুনর্গতিরমাত্র নাম।
মুহূর্তং রেনেশঃ নয়নস্যাতে বেদৈ তাপলোদরমাধা কৃপা পুনর্গতি দাতি
তদ। স্বর্ণম তৎ কুল পুরে হেল হইয়াশ্চেতি সৈন্যোক্ত হই। হে রমণ সাদা মান রমণীরীতি
রমণানীদেশামূলে যথা কুর্ব্বতার্তঃ। পুরাগতিরমাত্র তিরক্তু ভাগন-কাম; তথার অবলম্বনং সংশ্লেষণ;নাস্যত্ত তদার্থেব অস্তি তববিজ্ঞ নৃবৃহদেশে অস্তি; তন্মায় হে নয়নানন্দায় নয়নানন্দ কুর।

হে রমণ! হে নয়নের অহিন্নদায়ক! হা কুষ্ট! হা কুষ্ট!

যত্ননান্তাকুরের পদ্য।

পুনর্বাহ ব্রজচন্দ্র, গেলা হেন মানি ধনী, সনে সনে
করয়ে বিচার। বারে বারে আইলা হরি, এব গেলা
ক্রোধ করি, বৃদ্ধি এথা না আদিবা আর।

এতেক চিন্তিতে মনে, চাপলয় উদয় কনে, তাতে কেহ
যদি পুনর্বাহ। কুর্মা করি আইলে হরি, তবে সব মান
ছাড়ি, ভাঙ্গা কল ধরিব তাহার।

এত কহি দৈন্য সঙ্গে, কেহ চাপলয়ের রঙে, হে রমণ
এই কুঠে আসি। রহস্য আমার সঙ্গে, তুমি কুপানাধিক রঙে,
পুনর্বাহ বেছে বিহিলা হাসি।

পুনর্বাহ আইলা। হরি, সনে সনে যন্নাগরী, আগস্ত্যকামনে তিরক্ষিত।
সহজ উৎসর্ক ভাব, মহাবলী পরভাগ, তাতে চিত্ত আকর্ষণে ধরি।

হুহি বাহ্য পাসিরিয়া আলিঙ্গের যায় ধারালে যবে কৃষ্ণ
লাগ না পাইল। বাহ্য স্তুত পাঞ্জ রাই, কেহে বিক্রিয়
পাই, এই কনে তুমি কোথা গেলা।
কৃষ্ণকার্তীমৃত্যুঃ।

অমুনাধন্যানি দিনাক্ষরাণি

সত্ব দৃঢ়ং পদং গোচরে। তাভিতাসি। হা হা ইত্যবিত্তে। স্বাজনবাঙায় তু শ্রীরাধাসনঃ স্মার্ত্যমৃত্যুমনোবপ্রবৃত্তিঃ তৎ প্রত্যেক্তঃ। গতঃ সত্বা তা সমর্পনাত্মক্যমন্মন্ত্যাখায়োগাং ক্ষেয়ঃ। আর্কান্ত্রাঙ্গস্ত্যায় ভক্তস্য সাধকপুরীনন্দি ভক্তস্বোদয়ঃ। বাঁচে যথারথঃ সম্প্রাণনেন মুদ্রনাদ্যঃ নৃক্ষ্যাদিভারে ক্ষেয়ঃ॥ ৪০ ॥

অথ পুনর্বিরহবিহারলোচ্ছি লতোদ্ধেরাণাঃ কৃষ্ণময়হর্ষায়তুল্যাঃ স্বেচ্ছায় আলপ্তাঃ বচোমুঘবদয়। হে হে অমূনি নিঃসাদ্ধোমোরাস্তানাণি

কবে তুমি আমার লোচনদ্বয়ের গোচর হইবে?॥ ৪০ ॥

পুনঃ শ্রীরাধা বিরহান্ত্রি জালায় উভিষ্ঠা হইয়া। ক্ষণকালে যদ্বন্ননাথাকারে পদ্ধ।

ওহে নয়নাভিরাম, নয়ন অনমস্ত ধাম কবে হে নয়নঃ গোচরে। হাহার। কৃষ্ণ দীনবক্ষু, অপার কৃষ্ণসিন্ধু, দরশন দেহ কৃষ্ণভেরে॥

কহিতে কহিতে পুনঃ, বিচ্ছেদিক্ষ জালা হেন, হইতে উদ্ধেগ উছিলা। যাতে সব ক্ষণগণ, মানে যুগশত সম্প্রদায় বৈকল্য প্রলাপ উপজিল।॥

তাহাতে যে কহে রাই চিতে আসোয়াস্ব নাই, সেই ভাব লীলাশুক কহে। কৃষ্ণকার্তীমৃতকথা, অমৃত হৈতে পরামৃতী, এ যথানন্দনাস কহে॥ ৪০ ॥

ওহে কৃষ্ণ তোমার না দেখিয়া। এই রাত্রি দিবা সাংহে যত্কণ্ড সম্বু আছে, কেহে আমি রহিব কাটিয়া॥ এই॥

কোটিকল তুল্য মনে, হৈল মোর একক্ষণে, তোমার বিনানারি গোঙাইতে। হাহার তোমার দরশন, বিনাভ আমি

(১৫)
হৰে স্নাদলৌকিকমান্তরেণ।
অনাধবেন্ধো করুণৈকীশিকে॥

সম্প্রতি ক্ষণঃ ক্ষণানৈকীতি শেষঃ। অস্মি কোটিবলুকাননঃ নতীনানহিতুমক্ষনানৈকীতি বা। হা কেবে। হন্ত বিশ্বাসে। ত্যজ্যাতিশয়না বীর্যঃ। অন্তরঙ্কনে বিনারূপঃ নৰ্ম্মাণুমিতিবাহ্যানি তন্ত্রেনেবধ। শতৈর্বিদ্যা তত্ত্বস্তৈরন্ত্রয়েণ শিষ্যঃ। তত্ত্বপ্রাপ্তৈহমনুঃ।

লকে যুধ দিন বোধে অতীব চীরভাবে যে প্রাগ করিয়া হইয়া গমনপূর্বক কহিতেছেন॥

হে অনাধের বন্ধু! হে করুণার একমাত্র সিদ্ধ।

ক্রণণ, তুমি বল গোড়ী সে রীতে॥

অধন্ন সকল ক্রণ, বিনা তোমা বিলাকন, এই কাল কাটা নাহি বায়। কেমনে কাটিবে কাল, তুমি কহ সে বিচার, বিচারিত কহ সে উপার॥

যদি বল কামভাবে, তা প্রতি হইলা বেবে, তবে যাহ নিঃশ্বাস তাই। সেই অন্ধেবঙ্গে তোমা, আমা প্রতি দিয়া।

তবে শুন তার বাণী, পতি ছাড়াইলা তুমি, সে লাগি অনাধাগণ মার। তুমি অনাধের বন্ধু, অপার করুণাগিন্দ্র, দর্শন দেহ আর্দ্র হয়॥
ছি হস্ত ছি হস্ত কথং নরামি। ॥ ৪১ ॥

চিন্তাক্কর্ণমূলঃ। সোংগ তবৈব দৌচ ইত্যঃ। নামো কামিনেীকূলঃ। নচু। কামিনেীকূলঃ। চন্ত। এব মনঃ। কথং ধর্মসত্ত্ব তথা তর প্রসোদেভিভ সদৈনমনাহ। ছে করেনেীকূলঃ। কৃপাসিদ্ধার্থঃ ধর্মস্তপুগ্রহনা দীনারোহস্বাহার্য্যেতত্ত্বঃ। সাধ- চসু প্রায়নন্যঃ তথা কীভিতে কথং বিনাদৃষ্টায় সূত্র। বাহার্ষে নম্পঃ। ॥ ৪১ ॥

ছি কষ্ট! ছি কষ্ট! ; ছে হয়ে। এ অবস্থায় কি করি ক্ষণে? কাহাকেই বা বলি, কারণ সমীপগণ আসার ন্যায় দুঃখ্যিনি। তোমার ব্যবহার ব্যতিরেকে অধ্যায় এই দিনকল আমি কি রূপে বাণ করিব? অবর্ত্ত আর আশার প্রেমকৃত নাই, আশায় যাহা কর্ষ্যতে তাহা করিয়াছে ॥ ৪১ ॥

যহুন্নাথ মৈঃকার পদ্য।

যদি বল পতিতেবা, ধর্ষ কেনে উপেক্ষিবা, যোগ্য নহে সে নেব ছাড়িতে। তাতে দোষ নাই সেব, সে দোষ হইলে তোর, মনন্ত্রিত হরিয়াছ যাতে।

তবে যদি বল হেন, অসাম্যতোমার কেন, ধর্ষ ছাড়াইব সন হই। চন্ত। কামিনী তোরা, আপনি হইয়া দিবা, ধর্ষ ছাড়ি ফিরো মোহে হেরি।

তবে শুন তার বাণী, ধর্ষত্বাগী যদি আসি, তবে উদাহরিতে কেব। আর। করুণাসুদ্ধ তুমি, দেখ ধর্ষ-ছাড়। আসি, রূপ। করি করহ উদাহর।

উদেগেতে প্রাণবল্য, হৈল ভাবশাবল্য, তাতে ধনী করয়ে প্রালাপ। সেই ভাব বিভাবিত, লীলাশূক কহে রীত, এ যুবনন্দন হিয়ে তাপ। ॥ ৪১ ॥
কিন্তু কৃষ্ণের কন্যা ক্রমে কৃষ্ণ কৃষ্ণমাঝিয়া

অথবঃ বৃহস্পতি পুনর্ভাবীবালোচিত্যাং অলপ্যতি বদচীত্ববর্জয়। প্রথমমাত্র বেগোলয়াং হে সাহসঃ ইহ পূর্বে তৎ কিং কৃষ্ণঃ। যেন তদর্ণঃ সাং তত্ত্বঃ। অপি বঞ্চ দৃষ্ট। চিদর্ণায়াীঃ কস্য ক্রমঃ। যুরুমপি যুক্তাবহা-এব তদন্তঃ কঃ যেন ভাবক সাং তরুণো পৃষ্ঠা ইত্যতঃ। তদেব তামাচ্ছিদ্য মন্ত্রায়তাবোধায়া মর্মাঃ ছিঃ পরম ছর্মলেজাণিবচ্ছ। অশাম তদায়া যঃ ক্র্যতঃ তৎ কৃষ্ণেবমাননাম কর্তব্যঃ। কিন্তু। তত্তঃ যঃ ক্র্যতঃ তৎ কৃষ্ণ বর্জ্জাং তৎ তত্তঃ

অনন্তর উদরগ্রহ পুনর্ভাবী ভাববিলোচ্যাং উপযোগী হেতু প্রলাপ কারিণী কীর্তিধার বাক্যের অনুবাদ করত কহিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ আবেগের উদর হেতু কহিতেছেন।

হে নাথ! আমি কোথায় কাহাকে তুমি করিব। কাহাকে—

প্রথমে আবেগের ভাব, মনে তেল আবির্ভাব, সেই ভাবে কহে সত্য প্রতি। কহ সত্য এ বিপদে, কি করি উপায় যাতে কৃষ্ণ দর্শন পাই সত্য।

কহিতেছি সত্যেরন্ত ব্যাঘ্র দেখি মনে গুণে, তারে। তারে অপি চিন্তা ভাব হীল। কহলে পুষ্পধ কারে তুমি সকল সত্য আরে, সৌর প্রায় ছর্মবিজ্ঞেল।

সৌর কেব। আছে আর, কারে বা পুষ্পধ সার, কে কহিতে সঙ্গল উপায়। এতেক চিন্তিতে মনে, চিন্তা করি আচ্ছাদনে, সত্যভাব জন্মিল হইয়া।

তাতে কহে কৃষ্ণ আশা, সর্বদিয়া প্রাণ। নাশ, যে কৈল সে কৈল আর ন। কিন্তু যত আশা কৈল, বৃথায়াত্ম তৃণ পাইল, আশা ছাড়ি রাখহ আপন।
কথয়তঃ কথামন্যাং ধন্যামেহো হস্বস্যঃ।

মধুর-মধুর-শ্রেষ্ঠমাকৃত্রে মনোনিনন্তনোৎসবে

তাজতেতার্থম। তৈববাংভূমিঃ রাধাকৃষ্ণ আত্মাং ত্যজ্জান্ত কামপি ধন্যাং পুণ্যাং কথাং কথনৎ। কথষ্ঠহি পাল্লে একাং সত্ত্বী প্রতিভেক্ষিঃ। ভবন্তদ্বশস্তেন হুমি শুং রূপং রূপং শৈলবিভূতিঃ কাৰ্যং মন্ত। তমাজ্জালা ব্রজে- দিয়া নদীক্রমাণ। অহং কঠিং সুরস্যঃ কামঃ শক্রং মারিন্তি কিং কুণ্ডী ইতার্থম। তত্ত্বসম্পদ্ধৈ সহজোৎসুকোদয়শ্চক্ষুন্তীন্তনন্তঃ নঃ রূঢ়ে

কেই বা বলিব? অথবা আর আমার প্রয়োজন নাই, অথবা কোন ধন্য কথা বল? কারণ তুমি আমার হাস্য-নাথ। অপিচ মধুর অপেক্ষা ও মধুর হাস্যমুক্ত, তথা মন

যজ্ঞন্দনংমাত্রকের পদ্ধ।

কহিতে সে ভাব ঝাঁপি, অমর্যা জমিলা কাপি, তাহে

কছে শুন মাত্রিক। অকৃতজ্ঞ কুণ্ডকথা, ছাড়িয়া। অধন্য

নাতা, কুধ ধন্য অন্য স্কর্থন।

এই কালে হুদি মাঝে, ফুটি রূপে কুণ্ডসাজঃ, কামক্ষর

বিদ্ব হীতে মনে। সে ভাবচ্ছদন করি, ত্রাস হীল হিরা-ভরি, বিল্ব পাইরা পুনঃ ভেরে।

অহং কষ্ট কি করিল, কাম বীরী উপজিল, সদাই

প্রতিষ্ঠা আছে হিরে। সদা হিরে বিদ্বে সেই, তিলেক না

ছাড়ে মেই, হীতে উপায় কি করিয়ে।

কিবা হিরে কুঞ্জস্ফুরে, তাহাতে অশ্চর্য বোলে,

বিষাদ করিয়া কছে বাণী। যাহা চাহি ভেয়াগিতে, সেই

স্পিনাচে চিতে, কোন রূপে না যায় ছাড়ি।

তবে তাহা আচ্ছাদিয়া, সহজ ঐৎক্য হিয়া, উদয়

হইল শীত্র আসি। বিষাদ করিয়া কছে, খেদ হীল অতি-
কৃষ্ণকৃষ্ণ কৃষ্ণে তৃষ্ণা চির্য বত লম্বতে। ৪২।

উজ্জ্বলন সৌভাগ্য মধুরতি। বত ইতি খেদে অন্ত তাব্দ্যাগঃ। 
অত্যুত কৃষ্ণে চির্য তৃষ্ণা লম্বতে প্রতিক্রিয়া বর্ধতে। কীর্তিবী। কৃপণাদিপি কৃপণ। উৎক্ষেপণভিধিনীন্দ্রতঃ। কীর্তি শেষে। মধুরাদিপি মধুরঃ স্বভ্রে মনস- 
মাদিভিদ্রুক্রুষ্ণচায়া আকৃতি বর্ধিতা তভিম। অতে। মনোনিযন্ত্রোক্তদেবী- 
যমন্ত্রিন। 'বৈষ্ণব্যাসান পূর্ববধনর্থ। বাহ্যহর্ষ প্রভু। ৪২।

গু নরেন্দ্রের অনন্দপ্রদ তীর্থক্রমে আসার কৃপণ। (দীনাঙ্গু দৃষ্টি 
চিত্রদের জন্য সত্ত্ব হইয়া অভিন্ন হইকে ৪২।

বন্ধুনবন্ধাকুঃকের পদ্য।

শয়ে কৃষ্ণ আছে আপনে মনে বসি।
ছাড়িবার মন হৈলে, অতিভূষণ হইয়া বলে, প্রতিক্রিয়া 
বাড়ি তৃষ্ণাগণ। হৃদভূতং হৃদং হেন, বাড়ি তৃষ্ণা অনন্ত- 
ক্রিয়া, বাঢ়িবার আহ্সে কারণ পালন।

মধুর হীরতে অমধুর, ক্ষের যতে হৃষ্টপূর, কামম্বে 
প্রফুল্ল আকারে। মন নরেন্দ্রের সেই, উৎসব নিবন্ধ যেই, 
কেবা পারে তালে ছাড়িবারে।

এই কালে ব্যাধিভাব, আসি হৈল অবিভাব, তাতে 
অভিপ্রু হৈল অগ্নি। তাতে গ্রামী উপজিল, ধনী চেষ্ট। 
প্রকৃতি, তিন কপোক করিষ। এবম।

হেমসঙ্গ ভূসন পালে, বিশাদ হৃদৈনে কলে, ধনী নিজ 
নয়ন মুদিয়া। আঘাতের সন্ধীগণ, ধৃষ্ট্য কর নিজ মন, কৃষ্ণ 
এব আলিঙ্গিতে সিয়া।

সেই সন্ধীগণে রায়, কহে মনোদূঢ়ে পাই, আপি ত্যজি 
প্রলাপবচন। সেই কপোত পাড়ি এথা, লীলাশুন্ত কহে কথা, 
কহে ভাগ্ন এ হন্তনন্দন। ৪২।
অাইত্যাখান বিলজনার্যামূলচত্বরবিলেচনও বালও *।

অ্যাং অতাত্তিতত্তমন-তানবাটিশযাই প্রানিকৃতা কেহো বিত্সঃ কোৰো।
তথা গোধমত তৃণতৃপ নিপত নেতে নিমিত্ত তদপশ্চিমণিকবিয়বৃদ্ধিত্বায়াম অখুন্মাতৃথতা তথা পরলো দৈর্ঘ্য কর্ণিক্তাবসাসন্তী। সবধী প্রতি নৈরাধ্য ধ্রুপদে ভীমলুপ্রদৃষ্ট। আপোই সাব্যাসসাম্রাজ্যার দয়াষাগত দদগীন দুইতে তাহাজাত বিলজনার্য্যামূলচত্বরবিলেচনা তথা বালও কিন্তু প্রশন্ত সম দৈর্ঘাসমীরা বাক্যগুলাবাদন দুইতে সং নামতোবায়ক্ষর। হন্ত বিষয়ে। বিষয়ে কৃত্রিম অতিশয় মানসিক বাক্ষ জন্ম নূতন দশা প্রাপ্ত হইয়া। যে চেষ্টা প্রদান করিয়াছিলেন, একাঙ্কর তাহাই তিন প্রশন্তিক্ষের বর্ণন করিতেছেন।

হেদিদে! আমার অন্যন্ত সামাজিক তত বহু দুরে, হুতুৎ সম্প্রতি এই বিশারদ লোধনযুগের সহিত আপনার কৃত্রিম আচারের প্রাদ।

সখী কৃষ্ণের যন্ত এনিনা, আগমন হয় সর্বসম্পদ, আইলে না। যাবে মোর ছাব। বাহু নারি তুলিবারে, আলিঙ্গন রহ দুরে, নয়নের নাহি হবে হর্ষ।

কিশোর শেষরাজ, আঁখি আলিঙ্গন কাজ, ভাগ্যরূপ দর্শন সাধন। সেহ মোর দূর হৈল, যাতে মানি উপজিল, সেলিবারে না পারি নয়ন।

বিষয়ে হইল মণ, কহে শুন সধীগণ, বাসনেত্র-অস্ত দর্শন। ভাবোদার্ণী বিলজন, দূরে রহ সে দর্শন, প্রায় না দেখিয়ে পূর্ব জন।

সধীগণ কহে কেনে, খেদ পাও নিজ মনে, এখনি

* অতি অার্জ। অহিত।
কৃষ্ণকলাকারভিঃ

ধাত্যামিপি পরিরক্তু দুরে মম হন্ত দৈবসামগ্রী || ৪৩ ||

* অশ্রুশ্রীমতমূলকারূপাধোঁতিষ

চেতঃ। অধিতি। তত্ত্বপি ধাতোকারীবাহনে ৰাপাত্তে দর্শনভাণ্ডাঙ্গ ধাত্যামিপি
tব জনবর্ধনভাণ্ডাঙ্গ নানাত্তাঙ্গ। ধাত্যামিপি। নরঃত্বেব রক্ষা কিনিয়ি
বিদায়ে ইতত্ত্ব নেছাৰ্মীলেন প্রয়ত্নতী তদনীভাঙ্গ। আভাঙ্গ। স চেতনগতেৰ-
গচ্ছতু নানাং মম পুনর্ভাঙ্গ তদনীভাঙ্গ নানাতোভেতি ভাঙ্গ। মানুষৰ শাব্দঃ তত্ত্ব।
সহ বিলসক্ত ভাঙ্গ। অন্যত মম। বাহারঃ স্পষ্টঃ ৪৩।

পুনঃ বিপ্লবৰকতচৌৰ্যুক্তুঙ্গ। বিষাদেৰুণকায়িত্বঃ আচারিস্থ। সচক্রাঙ্গ। শাব্দঃ

অভিনব পম্মহুল্ল লেচননয় আলিঙ্গিত হউক, ইহাই
আমার একান্ত প্রার্থনা || ৪৩ ||

পুনঃ চিনেজের পথেক মূথ সূচি হওয়ায় িরাড়া যে,
বিলাপ করিয়াছিলেন, অষ্টক্রি তাহাই িরন করিতেছেন।

চে নাখ। আপনার যে বদনকমল সমুচ হাগ্যচর্ক

অমাস সমান পদ।

দেখিবা শায়গেরাঙ্গ। তাহা শুনি হ্রদন্নিয়, যতন করিয়া।
পুনি, নিজনত্ব মেলিবাঙ্গে চায়।

মেলিবাঙ্গে না পারি াথি, তাতে কহে হয়ে হার্থি, যেবে
আইসে তবে আইস হরি । যে দেখিয়ে সে দেখুষ্ট, আমার
কি করে জিউ, াথি আমি মেলিবাঙ্গে নাথি।

সন্ন কৃষ্ণচন্দ্রেৰত্রী, হীতে বাড়ি গেল াথি, বিনটাধ
ওত্তীভাঙ্গ তাতে গেলে, প্রলাপ করিয়া রাই, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে
তাই, এখা লীলাৰুক প্লোক বলে || ৪৩।

কৃষ্ণচন্দ্র শুন আমি কহি যে নিবন্ধ। তোমার মুখাজ-

* অত প্রভূিবৃত্তি। ব্যাখানি মন্ত্রমণ্ডলঃ অধিক্ষণীয় ||

* অত প্রভূিবৃত্তি। ব্যাখানি মন্ত্রমণ্ডলঃ অধিক্ষণীয় ||
কৃঞকর্ণায়তঃ ।

হর্ষার্দ্ধলিপিবিপুলবিলোচনার্ধমুখ্য

বিভ্রাম্যমিত্রিষ্ণুলিখিতসৌভিগীত

বিভ্রাম্যমিত্রিষ্ণুলিখিতসৌভিগীত

জ্ঞানিতি সামভিতবঃ ধাতনেন যায় পরমো পদবীং সত্ত তে ইতিবচন তত প্রতিশ্রুতিঃ

লোলিতঃ বচোহাসবদ্ধম স্তুতি ততো শ্রীকৃষ্ণ তত বলনাযুক্তমর জ্ঞানিনি ন দৃষ্টেব কথাপি জ্ঞানাক্টরেহি হীকৃষ্ণে। কৌশলঃ অক্ষািত্ত সন্ততি শ্রুতি স্মৃতি বিভিন্ন।

ঈষৎ শ্রুতি বা অনুভবঃ অন্তঃকরণো অন্তঃকরণো অনুভূতীপ্রসারণো গ্রামিতেমো ধর্মোত্তে।

অত্যন্ত অরুণাদেশ অরুণাদেশ সৌভিগীত এবং অনন্দভরে বিশ্বলিং গনোজ বেহুগীত সৌভিগীত তথা যাহা বিভ্রমসালি

বিভ্রমনাস্তকারণের পদ্য।

শোভা সৌর নেত্রভূল লোভা এ জগ্নে দেবিতে ভেল অন্ত এী এী

জানকীতের তপ করি আপনার ইচ্ছা তৈরি মূলভাষা করিব দর্শন। সুদী যাতে মন্দ হাসি উগরে আমিয়া রাশি সুদ করে চারে সর্বজ্ঞান স্মৃতি পদ্য।

অরুণ হইতে যাতে ওঠাই অরুণিতে গ্রামিতে অন্তঃকরণ নাশে। এমন স্নায়ু মূখ অথবা নয়ন হৃদ তবে আমি দেখিব হুরিয়ে।

আমার প্রেরণ হইতে মৃদু গান যেই বর্ষে সেই ত মুরলী তাহে শোভা। তাহাতে বিশ্বলিং শোভা কামিনী অন্তৰলোভায় রচন বর্ণ তাহে নহে।

পূর্ব পূর্ব প্রেরণার্থ বিভ্রম লোচন অভি অভিদীর্ঘ অভি শোভায়। তাহার অর্ধেক ভঙ্গি কামিনী সৌভাগ্য

রঙ্গী জন্মান্তরে দেখি ভাগ্য হয়।

শুনি কহে সর্বীগণ খেদ কর কি কারণ কৃষ্ণ আসি

(১৬)
বীষিক্ষেত তব বদনাঙ্গুলিক কর। মহু৷ ৪৪ ॥
লীলামিতাত্ত্ব রসশীতলত্ত্বাং

যখন। মৎপ্রেরিতস্বাভাবিক অত্য বিতানমনোঁক বেঙ্গীতিত যখন যৎ
প্রেরণাং বিভাগমাইপলিভোমায়ূর্ব অং তেন মৃঢ় যৎ। স্বাভাবিক পূর্বকঃ বাহে সমৃতঃ ॥ ৪৪ ॥

অতঃ নীতিত। অরি সংহিতাত্ত্ব যখাৱ ক্রম্যতি তত। তবাপি পূজিতকরিয়াতিতি
সদ্বীতাত্ত্ব সৌভোক্তু পুজত্তু বচোহববাং। স কিষেরন নয়নাঙ্গুলী ত্ত্বাং
লোচনার্থ ঘর। মুখ সেই ভবদীয় বদনাঙ্গুল কেব দর্শন
করিব ॥ ৪৪ ॥

অতঃপর শ্রীরাধাকে অবসম্প্রায়ে দেখিয়। সদ্বীতাত্ত্ব বলি
লিলেন “তুমি অবসম। হইও না, যার জন্য দূঃখ, তিনি নিজেই
আসিয়া দর্শন দিবেন” এই কথা গৃহকর বর্ণন করিয়েছিলেন ॥
করুণাশালী কিষের শ্রীকৃষ্ণ, লীলামিত রসিতল নীল

ষঞ্চনঃ ঘটাইয়া পদ।
দেখিয়ে তোলায়। তাতে তুমি শুভ হবে, তাহাকে
দেখিতে পাওয়া, হর্ষী হবে তুমি নেত্র তাত।
এইরূপ সদীবানী, শুনিয়েই মুখানী, তারে পুচ্ছে উৎ
কথিত হইয়া। লীলাশুক সেই ভাবে, কথিতে লাগিল।
তবে, এক ঝোক অপূর্ব করিয়া। ৪৪ ॥
সখি সেই নব কিষের শেষর। নয়নকমলবরে,
কেবি নিরিক্ষিতে সোরে, এই দশা দেখিয়ে সকল ॥ এই।
এখনি মরিয়ে আমি, কিব। বল সখী তুমি, কেব বা
আসিবে সে দেখিতে। এরূপ নৈরাশ। বাণী, কথি খেল
কের ধনী, যেবা খেল কে পারে শুনিতে ॥
নীলারুণাভ্যাং নয়নাস্যুজ্বাভ্যাং
আলোকয়েদক্ষুতবিভবাভ্যাং

কথা কালে আলোকয়েদ মানিতি শেষঃ। ইচ্ছাপ্রকাশে লিঙ। কিন্তু।
ঈদানি হিরণ কথা বা লোকসমূহ নিরাশ্যাকিৎ। কীৰ্ত্তি--
শুকারদেরে প্রবাহে নীতহাত্তাভ্যাং। তখন তারোনিীতি প্রাত্যাহরুপ্রিয়া
চুকাভ্যাং। স্ত্রীরোমহাপথাতে বিভূদো যেতে তাভাং। অতে লীলাপ্রাচূরামীলে চতুঃ লীলায়েত্তে যে তাভাং। অপরাজী মাং পাশ্চাত
চেজন্ত। হিতো কথা গত ইতি বিস্বর সাহেন্ধমায়। কারণেতে কুপরা সর্ববেদির
ও অতুল প্রভূতিকৃষ্ণভয়োক্তন নয়নাস্যুজ্ব দ্বারা করে।

ন্যন্তপন্থাকুরের পদ্য।

শৃঙ্গার রাসের যেই, প্রবাহ বহরয়ে সেই, নীতল নয়নাস্যুজ্ব
শোভা। তাহাতে লীলিম। যার অন্তু অর্থনিম। আর, পথে নট বন্ধনের লোভ।

লীলাতে আয়ত অংশি, তাহাতে চাপলা সহি !, কবে
তাহে হেরিব আমারে। মুঁজি অপরাধী জনে, দেখিতে
থাকিত মনে, তবে ছাড়ি কেনে গেলা দুরে।

এত কহি বিসর্বিল, কহে যে আছের হিয়া, দেখিতেছ পারে আসি যেরে। সহজে করুণাময়, কুপরা বা দেখা
হয়, সের ভাঙ্গে না জানি কি করে।

কহিতেই মুঝা হেলা, সহীরা সত্য পাইলা, কহে
সথি দেখ আগে তারে। আইলা কিশোর রায়, গজগতি
স্ত্রীরুজ্জায়, অংশি মেল কেনে আর ভেরে।

সথির আকাশ শুনি, সত্যের পাইলা ধনী, যতে নেত্র
সেলিয়া উঠিলা। সর্ব দিশা দেখি পুনি, নাহি দেখে ব্রজ।
কাঙ্লে কদা কারুনিকঃ কিন্তুঃ ক ৪৫।
বহলচিকুতাং বজ্রপিষ্ক্তাষ্টতনঃ
চলললললনেত্রঃ চারুবিন্দাধৌতঃ ॥

ইতি। স্বামীর্দ্ধায়মেনাং কদা লোকেদিতি। বাহুে কদা। কুপাবলোকনঃ
করিষ্ঠাতবঃ ॥ ৪৫॥

অথ পুন যুক্তিঃতঃ সতি উক্তিঃ পশ্চামাঞ্জতঃ কুঞ্জ ইতি সবীনানাখঃ
সতিঃ সতিঃ নেত্রের পতি ইমানানাখাঃ দ্রুষাং রায়ের দ্রুষাং রায়ের
অনুপন্থা। বচেঃঘুর্ষদিতাঃ। হে মথাঃ মুখ কুক্সাঃ ভদ্রেী পরমচন্দ্রনেত্রায়ু
মূলঃ বেশ নয়নঃ মুসুমন্ত শিশুঃ দর্শনং ভাবেঃ। কীৰ্ত্তঃ। বহলসীমু নিবিড়ভিকুতারঃ যশীন। তাহীব বথঃ পিষ্ক্তাসঃ যথাঃ। চলললললনাঃ

আমাকে আবলোকন করিবেন ॥ ৪৫॥

অতঃপর শ্রীরাজ্যকে মুক্ততাপন্ত দেখিয়া। সতি বলিলেন
হে সতি শ্রথ্য হইতে উঠ, এই দেখ শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন।
এই রূপ সবীনানাখার শ্রীরাজ্য প্রতি আনন্দসাধক অষ্টকার
বর্ণন করিতেছেন ॥

আমার নয়ন মুরারির মুক্তবেশে মুক্ত হইয়া কেবল

যথুসনান্তাকুরের প্রল্য।

তাহাই অমেরণ করিতেছে (বেশের কথা। অধিক আর কি
বলিব) যাহাতে কেশকলাপ সংযত ও তত্ত্বপরি মুরার
মনি, সবীনানাখের কাছে লাগিলা। ৪৫॥

সতি ! হে,মুরারির মনোহর বেশ। দর্শন লাগিল। মোর;
অমেরণে নিষ্ঠা যোগ, তৎকাল দেখাও নাগরেশ ॥ এক॥

ঘনমিন্দা মাঝে তার, পিঁষ অবতাস আর, নবায বদে যেন
ইন্দ্রধনু। চন্দননয়নারো, অতিরায় শ্রুতিকোর, সফরি
মীনের গাথি জন্য। ॥
কৃষ্ণকর্ণামৃতঃ । ১১৯

মধুরমৃতলহস্তং মন্দরেদারনীলঃ
মূগয়তি নয়নং সে মূৰ্ত্তবকশঃ মূৰ্তারে। ॥ ৪৬ ॥

পিছের কর্ণভূষণ আবঙ্ক, নেত্রসমূহ অত্যস্ত চপল, মনোজ বিস্ফল তুল্য অধরোচিত তথা হাস্য মধুর অথচ মৃত্ত এবং যাহা মন্দরের ন্যায় নীলবর্ণ ॥ ৪৬ ॥

যজ্ঞনবানঠাকুরের পদ্য।

তাতে ওঠ বিষ্ণুধর, মৃতহাস্য সহু চৌস, গাত্রীয়-ক্ষোভক লীলাগনে । মন্দর পরপর যেন, স্নিগ্ধ সিক্তা স্বরস্বচ্ছন, করিয়া হরিলা রহিতন।

হরিয়া গাত্রীর তেন, মধ্যে আমারে যেন, কুঞ্জলীলার বেশ হুমদর। ধর্মরত্ন হরি লয়ে, শুন শুন সুধি। অরে, দরশান্নো দেখি সে হুমদর।

সখী কহে আইল। হরি, তোহে পরিহাস করি, কোন কুঞ্জ লুকাইয়া রহে। চল তাতে অম্বেদিয়া, দেইখানে বিলাক্ষিয়া, শুন ধনী সখী-সেনে যায়ে॥

তুলসী মালতী জাতি, মাধবী সলিলকায়ী, লতা তুষি-গোষ্ঠ পশ্চা পশ্চা স্থানে। কৃষ্ণকথা এখন করে, তার সঙ্গে প্রস্থন্তে, প্রলাপিয়া করে নির্ভারণে ॥ ৪৬ ॥
বহলজলদেবের চৌরং বিলাসঘরালসং

নায়কেরূপে বাং পরিহরণ, কাপি কুঞ্জে নিলীনতিইতি তদা গঙ্গাত তন বিষ্ণু পশ্চাদ ইতি সখীনা সিরা তাঁতি সমষ্টিক; অনুপ্রতি সিঁজিংয়ে ভ্রমনীক্ষ। বিষ্ণুপুর্ণিমাঃ অগ্নিনেত্র-পথিতাদিবিৎ সিঁজিংয়ে অন্ধকার। তেহুঃ আরচুঙ্গুত্তে তাহ এতি অভ্যন্তর-বিষ্ণু বচোঘ্বরগীয়। নাপ কিম্বদন্তম ইব রাহু অন্যত তথ্যাবিহিষ্কামাহ। বিষ্ণু নামাশ্চি চৌরাসাপানাঃ তঃ কমলি বং মৃগায়াহেৎ। ন অন্যত এব রূপ ছুটিয়ে কথ্যতাং। অতঃ শুধুমাত্র কাপি কুঞ্জে গোপাল। রামমাত্রিনিতি অধেষ্ঠাৎঃ তু লাভাস্তৈব তলিবর্ধাঁ ততৎ সচরাচরবহেলামাহ কল্পনাতি। লম্ব্যাগঃ স্বরাগন্ধে গোপালে।

অতঃপর স্থিত বলিলেন “এই দেখ শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন এবং তোমাকে উপহার করত কুঞ্জসখে কোথাও বুকানিত রহিয়াছেন” ইত্যাদি সাধারণের বাক্যঃ এই কৃষ্ণ বর্ণন করিতেছেন।

আমি এমন কোন এক অনির্বচনীয় ব্যক্তিকে অভিষেক যজ্ঞনন্দঘাতকের পদ্ধ।

তরুথতা। কহে যে, তোমার উত্সাহ হেন, রাত্রে কেন অহিয়া বেড়াও। আকার গোপন করি, তারে কহে স্নাত-গরী, শুন সবে এক সন হও।

নাম লীলাতে নামি তার, নাম চৌরায় যার যার, তারে সবে করি অমৌৰ্গণ। তোমরাই জান তারে, দেখি থাক কহ আর, তাতে কিছু আছে প্রয়োজন।

তারে যেন কহে তারে, তেঁহ সহাশঙ্কবে, কোন, কুঞ্জে কোন গোপী লীলা। রমণ করয়ে স্নেহে, অম্বেষ লাঘব তাকে, থাক সনে নির্মিত হইয়া।
মদনবিধানীলেক্ষনং মনোজ্ঞুত্তমঃ ॥

রমনা জ্ঞাতস্মার্থেনোর্বন্ধং হস্তা গতোহং তদেব প্রাধান্ত কিং নক্ষত্রৈতি ভাবঃ। নস্তা শীলে কথং চৌরাপবাসং দদক। তত্ত্ব সহস্রাদ্ধুনামাহ।

বহলেভি। বক্ষ্যায়শঃত্রাদায়কাং নিবিডঢ়লদানামপি ছায়। কাঁতি বজ্রোঁর কিমুভালানাং নো মনোজ্ঞুত্তমাতি ভাবঃ। তথা মন্থনিত। মধুরিমাং পরিপাকে। যেমন তে মধুরিমপরিপাকাং অরেখায়শচমঘসুমুখীনী পলবন্ধ।

দেহং উদ্বেগঃ শক্তং তথা বেদান্ত মাধুর্য্যাণং চৌরিমিতার্থঃ। মধুরং সরবং শাম প্রিয়েসু ইতি বিখঃ। একেকিবেকে কথায় একঃ স্যায়ংমেহসৃণি বেদিতি বিখঃ। নথেবঃ চেদে হৃদয়তীন্দ্র কথং একং ভক্তং তত্ত্বং সদতি। পিঞ্চমুঠান্তুর

করিতেছি যে, শ্রীহার কাঁতি নিবিপ্ল জলদকাংশিকে অপ- বহুনন্দনান্তকুরের পদ্য।

এত উট্টিকেতা ! মনে, কহে গর্ব ভাব সনে, লক্ষ্যাপাসং

নামে তেঁতু জ্ঞেড়। সে লক্ষ্মীর সেবা হয়ে, মনের গৌণী

সংজ্ঞা হাঁচে, রমণ করিবে সে চোখে।

তাহার সচে মনে। সবার, কিব কাজ আছে আর, মনযোগে

যে চুরি করিলা। তাহার লব তাহার ঘন্টন এলাগিয়া অন্ধমে- যণে, ফিরি সবে হৈয়া। সহধ মেলে।

তবে যদি বল হেন, নথির্ষ্ব শীলেরে কেন, চৌর্য অগ- বাদ দেও সবে। তাহার কথা শুন কহি, সত্য জান বাক্য

এহি, মনে সবার চিত্ত অন্ধভাবে।

বজ্র ইন্দ্রধনু আদি, যাতে আছে নিরবধি, হেন যে

নিবিড় জলদর। তাহার কাঁতি চুরি কৈলা, তাহাতে অবল।

মেরা, মনোরত হরিতে কি ভর।

* উট্লিকে-উপাষন করি নে।
কমলিপি কমলাপাঙ্গোদগঃ প্রলগঃ জগ-কৃষকরায়তঃ।

তেজিপি দৃশ্যা তদন্ততি তাবঃ। নম্ম তেজিপি ধাবিতনষ্টতে তরাহ।
বিলাসেতি তদর্শনালবঃ ন শীঘ্র গন্ধরসভ্যতামিয়ব।। নম্ম সন্তমনি
কুঞ্জে নিলীয় হিসাবতি তরাহ। মনোকল্পতি। কোটিচন্ত্রব্যাপনোং মুখার্জুন যন্ত
তৎকালিকেষুশৈলীটিকা ভবতিতায়। নম্ন। নম্ন প্রাতর্জ এব তৎ লঙ্ঘনে
তদন্তর্ণান্তঃ গ্রাহঃ সবলোহসোরাত্রিঃ কদাচিত্রেহমভূম বঃ চারায়ঃ। নির্কর্ষর্ণ
তত্ত্ব আধ্যানমুখ্যঃ। ভদ্র্যাঃ। কমলানাং বর্ত্তীগামাসামগ্রেেো যঃ
প্রসন্নেন জ্ঞস্য কিমুপি কর্তুর্মশক্তিনিয়ত্র।। কমলাতীবসর্জিতিরি বিনা
প্রাত্তদীয়মঃ গৃহস্তিরবিো প্রভুক্তিঃ। হে স্থায়। আঙ্গুচ মেনোমাদিতেঃ তম
হরণ করিতেছে, যিনি বিলাসভরে অলস, মদসত। ময়ূর
গণের পিচ্ছসহ বর্ণার কেশবন্ত্র, মুখার্জুন মনোজ, কমলার

জহনন্দং তুকুরে পদা।

অী শুন মধুরিমা, পরিপাক মনোরমা। চন্দ পদা সংসর
মূগ কাম। পল্লবাদ্‌ শক্ত। করে, এ সবার মালায়রী হরে, তেঁতু
চৌর-চক্রভর্তী নাম।।

বৃন্দলতা। কহে যেন, যদি তেঁতু চৌর হেন, তবে তেঁতু
আছে দূর ধামেন। লাঙ পাবো কোথা তার, কিবা অন্যে হ
আর, দীর্ঘ ধরি ধ্বাক নিজ মনে।।

পুন কেহ শসনগরী, তেঁতু শিক্ষিপিছাইী, দূরে হজে
দেখা পাও তার। লতাগুণ কহে তবে, ধাঁচ পালাইব যবে,
তবে কেছে লাঙ পাও তার।।

কাউঁ কহে অতিশয়, বিলাসে অলস গায়, চলিতেই শতকি
নাহি স্তরে। লতা কেহ যনকুঞ্জে, রহিব তিনির পূজে, নিজ
তমু গোপন আকা রে।।
মধুরিসপরিপাকে দেহের বায়ু যুগ্ময়াহ হিঁ। ৪৭ ॥

যেমনঃ। নাশ কথা রাখো লন্ধায় তাত্ত্ব পল্লব বিশেষদৈঃ। নাশ প্রাপ্তে কথার মায়ায় তত্ত্ব। কলা শীৰ্দ্ধ অন্যায় ভুক্ত প্রকাশ নাম আঁকি জীব তথ্য সঙ্কা নবমে হীর্যত্ব। ১৯০ঃ পঞ্চ। ৪৭ ॥

নেভাস্তের প্রবণে যিনি জড়ও, অপিচ যিনি অনিয়ত শোভা পারিপাকের উদ্দেশ্য গ্রুপ ৪৭ ॥

হঙ্কন্দং নাবুধালের পাদ।

রাই কেহ ম্যোদ্ধ অতি, কোষ্ঠিকন্ত যিনি কাঁক্তি, হেন যুক্ত যদি শোভা যার। সেই কাঞ্চিগণ তাতে, দেখাইবে অন্ধকারে, ইহাতে সন্দেহ নাই আর ॥

কিন্তু যখন লতা বোলে, কালি প্রাতে রজনী, লাগ পারে লীল নিজ ধন। রাত্রিকালে তেঁতু ফিরি, দেহ পাঁচে করে চুরি, তেঁতু কহ হও নিন্তুন ॥

রাই কেহ বর্ণার্থি, অপঙ্গ অলঙ্গ তারি, জড় প্রায় তন্ন নন হয়। তেঁতু আমি সবাকারে, না করিতে পারে আঁরে, নিজ রত্ন লইব হেলায় ॥

উমাদ দশায় ধনী, ভেন কেহে কত বাণী, এইকালে কুজ্জন সমীপে। স্কুর্তে দেখে আইলা হুরি, পুনঃ স্ফূতে নাই হেরি, তাতে ধনী বৈকল্যে বিলাপে ॥

সম্বন্ধ কেহ কেনে, খেদ পাও নিজ মনে, এখনি না দেখিলা তাহারে। সবার আখান শুনি, তা সবাকে কেহে ধনী, এলাক লহন হুক্তেরে ৪৭ ॥

(১৭)
পরামর্শ দুরে পথিক পথিক মূনিনাঙ্গ ব্রজধূ- 
মূলামূল্য শস্ত্রজাতুজ্বলনে নীহারিকারদুরান্ত ন।

অথ কচিৎ কুঞ্জবাট্টে পূর্বী। তৎ দৃষ্ট। পুঃঙ্গ তুষী। বিচ্ছিন্ন দৃষ্টেভীরী। কিশোরী বিচ্ছিন্ন ইত্যাদিসত্ত্বে। সন্তোষে প্রশংসা সুলভ তদ্ধনং রস বচ্ছিন্ন বহনানাম। হে সত্যুং তদৰে কৃষ্ণপ্রএ কৃষ্ণ তদা দর্শনুশোধো ভূম বাঘপূর্ণো পশ্চাদি। ততঃ হেতু। দর্দনলিতো বিচ্ছিন্ননৈতি। অতে। মূনি সুদর্শনাঙ্গ। ব্যাসার্দীনাং 
বাচাপালাসুম্বুলামনীষ্টুকুক্তুকুলনীষ্টুবিষিদি। বক্ত্যুমপাশকানিত্যখ। 
অনিষ্কুলারাজ্ঞিতি পাপে অনিষ্কুলারাজ্ঞিতি বাচাঙ্গ রাজতীনামপ্যানম নামুম্যাঙ। বিশ। নাম তৈবিয়া কথামু ক্ষুদ্রতि। তত্ত্ব, অথলদিনমান্ত্রিক্ষ 
পৃথিবত্ব তন্তোর তন্তোর ভাবমাত। মূনিনাঙ্গ বচ্ছিন্নামূল্যাঙ। নবমেব চেতা অগ্নি কখান।

অতঃপর কোন কুঞ্জ গীতীকের ক্ষুদ্রিষ্ঠি হয়েছে। পুনর্ধ 
বিচ্ছিন্ন গীতী কথাত কথিতে করিলে সুখ্যাগ অভাব বাক্য ভৃতিতে 
ছেন, এক্ষণে তাহাই বর্ণন করত কহিলেন ||

মূলিঙ্গ ধানন্তরেও বাহাকের বহুদুরের অবলোকন 
করেন কি ন। এমনি তেজ ব্রজধূগণের নেতৃকাব্যে করিতে 
বহুনামগণার্যের পদ।

স্থি হে কৃষ্ণাবাসু কিশোরের শেষক। বাঙ্গ। ভরি নেহাচ 
রিনী, পুঃঙ্গ পুঃঙ্গ রশ্ন পাইয়ু, মুখ ব্রজাক্ষ মনোহর৷ এই ||

নীলোৎপাল দলকাস্তি, ঈশ্বর বিকাস সত্তী, তাহা নিজ 
কাছি মনোহর৷ ব্যাস আদি মূলিঙ্গ, যতেক কবীন্দ্র হন, 
বচনের দূর রূপধর হি।

সুখ্যাগ কহে হরি, সদা রথ হর তোরি, এখনি দেখিবে 
চিন্তা নাই। ছন্নল্লভ সাংবীরা রাই, কহে সদৈ রুষ নাই, মূলি 
বাক্য অগোচর নেই।
অনায়াশ্চ বাচ্চ। মুনিগুদ্যানামপি কদঃ  

বিদ্রুক্তে তজ্জহ ব্রজাতি। বকালঃ বহুক্ত বহুক্ত তজ্জহ তম্মিল স্নায়ে এবং লাগনে। কিছু নাছ। কালে এক্সিন ইনা ক লভজো হায় তত্ত্ব তথাপি কথায় তারুতি। মুরোমিহাগ বনে অশ্বিনু হরিসুপাস সত্ততে ধ্রুতস্মৃতি। ইত্যাদিধিশ। মুলীনাং দর্শনে জুড়োপক্ষা প্রভাবিত। 

ধ্রুতস্মৃতিনাং বহুক্ত তজ্জহ পলকীয়ুগাং পথি পথি পরায়ুশা তজ্জহ দুরে 

দুরে দুরাদেবৈবিষ্ট ইত্যাদিশ। যান্ত্রিক পায়াম সমানস্বরূপ: প্রভাবিত। দেব 

ননরা সহ তথ। ক্রিয়ায় তত কদ। দরীফুশে পুনঃ পুনঃ সাফকাং পশ্চানি অন্ত 

তথা ভাবষাবিশ্বাস থাকে। তত তথা হেতু দুরতি। পুনঃ সত্তীন্দ্রাস্তাহ অনুবিষ্ট। মুলীনাং বাঙ্গালচরসৎ ইতি নিষ্ঠায়তো- 

দুর্শ্বাক্কার বদন ত্রিদ্বুত্বেন সমাহঃ যাহাঃ নিখিল মুনিকরণেও বায়ূপদে অগোচর হতরাং সেই নীলোৎপল 

কান্তি প্রভুকে কি আমি কোন কালেও পুনঃ পুনঃ দর্শন 

বহুনন্তাতঃকুরের পথা। 

তত্তব যদি বল এতচে তুমি তা দেখিবে কেইতে দেখিতে 

লালসা কেনে কর। তত্তব শুন বর্জনারী নেত্রভুর্সশ মদা 

হুরি। তা লালসা দেখিতে আশ। বড়। 

তত্তব যদি বল থাকি দেখিয়ে তাহারে সত্তা একে তার 

দেখা পাবে কোথা। তত্তব শুন পক্ষণ মৌন দেখে অনু 

ক্ষণ দুরে পরায়ুশা কেহ যখা। 

অন্তুরান করি এই এথাইন আছে সকাদ পথে পথে 

তাহার দর্শন পাঁচা তত্ত্ব মৌন উপ 

জ্যা ততে তারা সবে মনো ধরে 

কংতিতেই পূর্বে যেন অন্যে অন্যে দর্শন নে সময়ে
কৃষ্ণকর্ণায়ত।

দরিদ্র্যে দেবঃ দরদ্বিতনীলোচ্যগলকুচিং || ৪৮ ||
লীলানন্দে জগদিনামুদীক্ষমাং

মূর্তিহি। পুনঃ সোংকর্তস্ম রতিব্রহ্মনীতি। তথা মুনীনাং দূরেগঙ্গষেষঃ
বাগগোচরঃ ব্রজবধূ দূর্মূলীপত্যাগতস্বর্যঃ || ৪৮ ||
অথ পূর্বপ্রেণকালোচনোন্যনকর্ষন্তিকঠং তাং স্পৃষ্টতা বচোৎসংবদনাং।
হু তোং সখ্যস্ত নয়নো দরিদ্রতা দেবঃ ক্ষীৰাষ্ট্রো কনা ভ্রাতৌলোকির্যো।
স সাং সুচে প্রেণগোধী ক্ষুদ্রাত্যাহসগু তঃ তদন্নিকারকাঙ্গনং

করিতে সমর্থ হইতে পারিব || ৪৮ ||

তত্ত্ব পূর্বকার প্রেণকালীয় পরম্পর সন্দৰ্ভ আরন
করত শ্রীরাধা উৎকৃষ্টত। হইলে সখীগণ যে আখান
করিয়াছেন, এমনকার তাহাই বর্ণ করিতেছেন॥

ঝাঁহার বদনকল্প নীলপর্ণ ও চঞ্চলভাবে ইতস্ততঃ

নন্দননন্দকুরের পদ্ধ।

মৃত্তি হৈয়া গেল। তার দরশন লাগি, চিন্ত হৈল অনুরাগি,
উৎকৃষ্টতে পুষ্টিতে লাগিল || ৪৮ ||

সখি হে আমার দায়িত শ্যামরায়। সেই ক্ষীৰাষ্ট্রুক
কবে, অনেক অনেক দেখা হবে, হেন দিন হবে কি
আমার || ৪৮ ||

মোরে কুছে পাঠাবারে, কুছি নিরক্ষিবে মোরে, আমি
তাহা। অনুকুল কাঞ্চ। জানাবার তরে তারে, হেরিব কি
সখী আরে, কবে রাসমণ্ডলীর মাঝ॥

নানারস উদগারি, মুখভাস মনোহারি, নিরক্ষর সম্ভবত
ভঙ্গি যাতে। অন্ধ্যর্থে লোচন তথা, উর্ধ্ব চালনে যে কথা,
কহ্যে সম্ভবত কুছে যাইতে ||
নর্থাণি বেণুবিবরেয়ু নিবেশয়স্তং
দেলায়মাননয়নং নয়নভিরামঃ

dেবং কদা নু দয়িতঃ বাতিলোকিয়েভে ॥ ৪৯ ॥

cদা রক্তাণি। কৌশলঃ। পীলা। ননাভাবোদাধার্যক্স নিরক্রস্ক্রসভূক্তনং
ভল্লী জ্ঞাত্তুরামনার্থঃ বদ্ধ। অধীরঃ যথা তথেগীক্ষমাং উর্মনেনচলনং
নং কুঞ্জে প্রেরিতং। অতোহৃষ্মজ্ঞানবিভী। দেলায়মানে নয়ন যথা তথা
নর্থাণি সংস্ক্রীতক্ষততৰ্পণী। বেণুবিবরেয়ু নিবেশয়স্তং। অতে নয়নভি
রামঃ যান্ত্র্যধাযঃ তং কুঞ্জং নেতুন মং সংগ্রামক্ষত্তাহত্তিপি নর্থাণি পার্থিং
অন্যা সমঃ। বংশে কুঞ্জালোকন তং সমাপি বিশ্রাবলোকন ॥ ৪৯ ॥

নিরীক্ষণ শীল, যিনি বেণুবিবরে নিবিল নর্থ (পরিহাস)
কে বিনিক করিতেছেন, বাহার নয়নযুগল দেলায়মান
এবং যিনি নয়নের অভিরাম, সেই প্রিয়তম দেবকে আমি
কেব সমধিক রূপে দর্শন করিব ॥ ৪৯ ॥

যাহুনন্যং নাভৃতকের পদ্য ।

অন্য গোপাঙ্গা। ভয়, যেন সে কৌশল ময়, তাহাতে
দেলায় মান অঞ্চি। তথা নর্থ বেণু বিধৈ, শক্র্তি রূপের
বদ্ধ, শক্র্তি পাঠায় নর্থ তাভি।

নয়নের অভিরাম, সেই গোর ধন্নাদান, সেই পীলা সর্ব
রসনয়। কেব অধুন অন্যে দেখা, হব সেই প্রেম লেখা,
কেব হবে মগল সময়।

এতেক কহিতে রাই, মাধুর্য্যসমৃদ্ধে যাই, সর্বক্ষিত্র সন
ধি রহে। পুনর্মোহ উপজিলা, দেখি সব সখী
মেলা, কেহ সখী গাত্রহ তাহে।

গণেক বিমূর্ত হইয়া, হঠা কর নিজ হইয়া, কেনে চুংখ
পাও মৃতি করি। তাহা শুনি কহে রাই, পাসরিতে শক্তি নাই, এত কহি কহে তা বিবরি। ৪৯।

সতি হে পাসরিতে নারি যে গোবিন্দ। মৌর চিত্ত বদ্রে যেন, মঞ্জিথা রাগের হেন, লাগিয়াছে কি করি প্রবশ। ৪৮।

পুনিম চাঁদে ও মুখ, সেবিতে নয়নস্থল, তাতে হাস্য চন্দ্রের সমান। এফুল অধর তাতে, রাগমুক্ত মনোনীতে, খুঁত অংশ অরুণ বন্ধন।

কৈশোর বয়স তাতে, নানান চাপলায় যাতে, সতি তাহা পাসরিতে নারি। তবে কহে সতীগণ, অন্য কাজে রাখ মন, কোন স্থানে অবলম্ব করি।

রাই কহে কি করিব, মনে কত ক্ষুদ্র দিব, সেহ মন মৌর
বছর নয়। লম্পট সন্ধাদার্জ, তার বিপরীত কাজ, পরধন এসেডীল হয়।

অথবা বারাক সন, ইহারি কি দৌষ গুণ, কৃষ্ণলো সর্ব আক্ষরে। কৃষ্ণাঙ্গ মাধুৰ্য্যগণে, কেবা কাম। দিবে গণ, এই লাগি পাসরিল নহে।

সেই যে মাধুৰ্য্যে মন, ভুবি হৈল অচেতন, পুন মৃত্যু শক্ত। হৈল মন। সবী প্রতি কহে ধনী, বিষাদ প্রলাপ বাপি, এই দেখা। তোমা সবাগনে।

এত কহি মনে হৈল, কৃষ্ণ সঙ্গে বাহা কৈল, সবীগণ নিকট নাটিবে। অনুদর আদি যত, আক্ষরে কৃষ্ণ কদ, 'নথষ্ট ভঙ্গি মনোহর রীতে।'

তাতে রতি ফল হয়ে, মাধুৰ্য্য সমৃদ্ধাশয়ে, তাহা স্ফুরিতি...
* অহিমকরকরিকরমহুমধ্যসূক্ষ্মী-
সরসতমসরসরূপপদশ্রুতশ্চ দেবে।

cuzকৈলেভারচাপল। বাহে বানু প্রভুকিং। ৫০।

অথ তঃ তন্মাধুর্যঃ সন আদিনাম লয়েন মুখ্য্যাং পুন মৃত্তিকাভিঃ সম্মত এতাবানে ভরসীভিঃ সহ সম্ম ঈতি প্রলম্বাণ। বচোংহথবদৃষ্ট জিতিভি শেষৈকাঃ। অথ প্রথম কুটিলা বিভাক্ষিবেষ্টুয়ান। অথবাভিঃ সহ তন্ম কঃ ক্ষুকাকর্ষণমাত্রলিমাত্রাভিঃ ঋষিকীতিকলহার্থাচার্য্যাং ধূত্তা। তথ মন আদিলয়েন প্রলম্বাণ। বচোংহথবদৃষ্ট অথ দেবে মনোক্ষণাড়াবিজায়ারীপারে শ্রীকৃষ্ণবিশেষাণ তার্থে যঃ তন্মাধুর্যাঙ্গে ইত্যানোঃ। লীনে লীনা।

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যঃ সন আদি ইন্দ্রিয়গুণ মঘ হইলে শ্রীরাম। মূর্খাহারুৎ সরণাভিঃ সম্মুখীন প্রতি প্রলাপ করিলে তাহাদের আশ্বাস-বক্তা সত্ত্বকর বর্ণ করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের লোচন অহিমকরণ অর্থঃ সূর্য্যদেবের কিরণ দ্বারা যাহার শোভা মূলিত, তাদৃশ অতীত সরস পদাক্রমনন্তবােকের পদে।

হেয়া গৈল মনে। ভাতে মনেদ্রিয়গুণ, ভূবিয়া রহিল যেন, তিনি শ্লোক কহে প্রকাশেন। ৫০।

সবি হে কৃষ্ণলীলা। মাধুর্য্যসিদ্ধুতোহ। ভূবিয়া রহিব আমি, নিষ্কাস জানিন তুমি, এই দেখা তো সব সম্ভিত। এঃ।

বজ্রযুবতির সংস্কর, যে রতি কলহ রক্ষ, তর্কিতে বিজয়ী লীলাকাজ। ভাতে যেই সদোমস্য, সংস্ক মূখ্য্যাং হয়, লীন হব সে মাধুর্য্য মাঝে।

তথাসূর্য্যকাস্তি চয়ে, অল্প বিকৃতিত হয়ে, প্রভুকিং জানে।

* অথ ৫৩ পদ পূর্বে অতীত গুরুর্বণাধিত্যািোপি। অহিমেতি শন্তো-বিশেষ। তস্তুঃ ছদ্দোমঙ্গর্ষ্যাং। বিশালিতবন্ত লয়ুরচলঙ্গতিরিহ।
ব্রজ-মুমিত-বিকল্প-বিজয়ি-নিজলীলাম-
সমাধুদিত-বদনশিশি-মধুরিমণি-লীলাম।

ভবামি। কীর্তৃপাল। সচ্ছলস্তিভি:। সচ্ছল বিজয়িরা বিজয়ি নিজলীলাম। সনমন্ত্রকুল কার্যকটি নারায়ণাদিক পরিকল্পনা, সহ মধুরিমা মোচিত ভবামি। কৃত্তিকার বিভিন্ন দিকে প্রপঞ্চ প্রস্তুত মধুরিমা মোচিত ভবামি।

দলের ন্যায় এবং যিনি আনন্দে বিকারিত-বদন, বিকারিত নিধিল মাধুর্যের নিবাসবর্গ, স্তরাং এতোদূষ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজযুবতিগণের রতিকলের বিজয়ি নিজলীলাম। শোভা পাইতেছে।

অতঃপর, সম্ভিত বংশীধরের মূঢসভায় সম্প্রতি পূর্বতন গ্রেণ স্মরণ করত গ্রন্থক্রিয়া শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যের যেন অর্থে অমর। হইয়াছি। এই রূপ বোধে শ্রীরামে প্রলাপ।

দেই মনোহর। তার শোভা জিনি দেই, গোবিন্দের পদ হই, সে মাধুর্যে ডুবিত সময়।

কহিতেই পুনঃ কৃষ্ণ, হৈয়া অতি সুভঙ্গ, সেমনুমুখে বংশীধর ধনি করি। অপনার আকর্ষণ, কুটির হৈল দেই ক্ষণ, যাতে লয় প্রাণিত হরি।

দেই কথা সবি প্রতি, কহে হৈয়া অতি অতি, তাহা শুনি দেই মন্ত্র কথা। সে ভাবে গমন হৈয়া, লীলাভুক বিবরিয়া, কহে এক গলাক মনোরত।

(১৮)
করকমল-দল-কলিত-ললিততর-বংশী-
কলনিন্দ-গলদয়ত-খনসরসি দেবে।
সহজ-রসভর-ভরিতদরহসিত-বীর্মী

অথ সমিতবংশীশনিকতপৃষ্ঠপ্রেরণফুর্জ্জ। তন্মধ্যে এলীন-মিবাসানং মদ্য এলপায়। বটোৎ হয়সাহ। দেবে এলীনরঘে ভরুক্তে পূর্ববরহ লীয়। কীদৃশে। করকমলদলে কলিত ললিততরাচ বা বংশী তস্যং কলনিন্দ এব গলদয়তানি তেহাং খনসরসি মাতঙ্গসরোবর। যন্ন সাক্ষে দৃষে দাচরে বিতারে লোহিতবরে ইতি বিষ্ণ। তথা সহস্ররসভর-ভরিত পূর্ব দরহসিত তস্য বা বীর্মী ধারা সরিকি তস্যাং তত্ত্বা বা সততভ করিতে থাকিলে একশ্চর তাহার বরন করত কহিতেছেন॥

করকমলে অবলম্বিত বংশীর কলনিন্দ রূপ বিগলিত অমৃত অর্থাৎ জলের বা জ্যাহার যিনি নিবিড় সরোবর এবং ইঞ্জ। হইতে নৈসার্গিক রসপূরিত ঈষৎহাস্যণ্ডেণী দ্বারা। অনবর্জিতভাবে বহমান তাদৃশ মৃত্ত মুখরূপ গণির নিকিল মাধু-যজ্ঞনন্দনাকুরের পদ।

লীলাকর গোবিন্দের মাধুর্য সাগরে। পূর্ব প্রায় লীন
আমি হব মনে ধরে॥ হস্তগ্রাস তলে শোভে যে ললিত
বংশী। তাহার মধুর নাদ গলে স্ন্যারাশি॥ সেই সাঁখ
সরোবরে লীন হব আসি। কহিল না পারিত সব
স্থির তুমি॥ সহজ রসের তাব ভাবীয়া বাহাতে। মৃদু মনে
হাসিয়া। নদী সাধুরীতে॥ পদাঙ্গরগসি-শোভ অরুন-
অধরে। তাহার কিরণ স্রষ্টা সদাই উগরে॥ কহিতে এ
সত্তোগাম্বতালীন যে লীলা। গোবিন্দ সাধুরী চতু স্ফুরিত
হয়া গেলাং। তাতে লীন। প্রায় ধনী আপনাকে মানে।
সতত্ব-বহ্দধরমণি-মধুরিমণি লীলীএ ॥ ৫২ ॥
কূল্মশর-শর-সমর-কুপিত-মদগোপী-
কুচকলস-বুঝগুরু-লসহৃষমি দেবে ॥

বহন প্রসরধররপ্রনোধমণে মধুরিমণি যদী। যাঙ্গদ পাঙ্গাঙ্গ পূর্বব্য । বাহারিঃ স্পষ্ট ॥ ৫২।

অতঃ সতঃগোকালীনত্বাযুর্বর্গুলী তত্ত লীরমানিসবামানং মব্ব।
এলস্তা। বেঞ্চাৰময়ান । দেবে এতঃকৃষ্ণপূর্বকে শ্রীকৃষ্ণ পূর্বব্যদহী
লীলে। কৈলেশ কূল্লশরণে শরেণ তদায়াতেন সমরে রতিয়ুতে কুপিতা-
মুখমণে মধুরিমণহেন বা যুক্তা যু গোপী তদ্যাঃ বহস্তে শ্রীগ্রহায়েনের
লয়ে। যঃ কুচকলসগুরুমণহেতে জন্ম উরে। যদী। তত্ত্বস্তান গোপীতি

দ্যের যেনি নিলয় অর্থাত বাসস্থান স্বরূপ ॥ ৫২।

অতঃপৰ্যন্ত, সতঃগোকারের ভাব সম্ভাবন করত "সেই ভাবে
যেন আপি মৃণি হইল বইহি এই বোধে বিলাপকারিণী শ্রীরাধার
বাক্য গৃহীত বৰ্ণনা করিতেছে ॥

কূল্লশর কামদেবের শরস্বীনে কোপার্থবিতা গোপাঙ
ক্রন্দণের কুচকুলসের কুঞ্চকরসে ব্যাপার বক্ষ্ময়ল উল্লিখিত

যুক্তমণল্লিনীর পদ্য ।

প্রলাপ করিব। সেই কথেন বচন ॥ ৫২।

সখি হে এই ক্রিয়াপর শ্রাম্যরূপে। ভুবিয়া রহিবি
আপি কহিল স্বরূপে। মদনের শরাঘাত রতিনুষ্ঠুত মাঝে।
তাহাতে কোপিতা ভত কামদ সাজে ॥ তাতে মধুপানে
সনা গোপাঙস্মান। তার কুচকলসে কুঞ্চক লপন ॥
আপন আত্মায় তারে আলিঙ্গ দিতে। লাগিলা কুঞ্চক
কুচকলস সম্ভিত ॥ তার রন বিলগের বক্ষ্ময়ল যাহ।
কৃষকরামুঢ়

মদমুদিত-মুদুহৃদিত-মৃদুতি-শশি-শোভা
মহর্ষিক-মুখকমল-মধুরিমণি লীলায়। ৫৩।

সামান্যান্তরঃ। বৈদ্যতা তথা মদনে। মুদিত তদ্বারাধিকারী। মুদুহৃদিত তেন মৃদুতি। শশি মন তারুণ্য শোভার কাণে কর্ণে অধিকার মুখকমলগুলি মধুরিমণি যুগ। সদা। তারুণ্যহীনতায় মৃদুতি শশি যজ্ঞ তয়। শোভনা। মুদুহৃদিতকে তত্ত্বাভাবক মুখকমলের শ্যুতি যুদ্ধে। বাহার। প্রবে ও ধার। ৫৩।

এবং মদমুদিত (অনন্দ বিভাবরণ) মৃদুহৃদে যিনি শশি-ধনের শোভাকে অপহরণ করিয়েছেন, আর যিনি পুনঃ পুনঃ সমধিক ভাবে বর্ধমান মুখকমলের মাধুর্য্যের নিলোচনা বর্তমান। ৫৩।

অতঃপর মৃদুহৃদ। শ্রীরাধার প্রতি সন্ন্যাস প্রদান দিলেও ঐত্যক্ষার্থি ভাবলগ্নর ও প্রলাপকারিনি শ্রীরাধার বাক্য অনুসারে বর্ণন করিয়েছেন।

যতনশ্রেষ্ঠকের পদ্য।

আমি লীলায় সেই মাধুর্য তাহার। সামান্য গোপিকার নাম কহিলা যে রায়। বৈদ্যতা হইতে বস্ত আগন্ন জানাই। তথা। আর কাগজে উদয় পুস্তক। সেই গোপাঙ্গনগণের দেখিয়া সর্বসুব্ধ । তাতে তার মৃদু হাসি তার শোভা হইতে। পুর্বীতি। শশির শোভা হেন শোভা যথে। ক্ষণে ক্ষণে বাচ্যে মুখকমলমাধুরী। তাহা তে বুঝা আমি কি আর চাতরী। এতেক কথিতে রায় মৃদুহৃদ হইয়। সাহিত্য এতি কথে প্রলাপ করিয়া। ৫৩।
ঝঞ্ঞকর্ণামুঘট।

আনন্দামৃতকে রূপচিতামৃতকীণপ্রকাশকে
স্বালোমনুৰুচিতা নর্যনয়োরান্ত্রিং মুদো জ্ঞাতিতে।
আতিশ্বামধ্যমুক্তে সদকামমগ্নিবশীতনে।

অথ মুখ্যঃ সর্থীতি প্রবর্ধিতায় অত্যন্তন্ত্রা তন্মাধুর্য্যকৃতী।
নীতি নিপত্তি নেত্রে নিমিলাইয়া তাং প্রতি প্রলপ্তাঃ বচোহতুনুদরাহ। অহো এতানুঠদাসাহি মনো লোচনঃ ব্রহ্মিশ্চঃ কিশোরস্য মুখ্যঃ আচার্যঃ জিগুঃ আকার্ণ্যঃ। অথ রাসা কে দোষঃ। রত্নে জগতামুহিনী। তন্ত হেতুমাহ শ্যামনরুতোরাত্রিং কুটিলা। অঙ্গীণেু পালকান্তুরো উপচিতাঃ সমুদ্রিতীয় প্রতিক্রিয়াসম্পদপ্রকাশাদ্যাদিত্যঃ। মধ্যযুগৰাগযুক্তরো।

সেই ব্রহ্মশু শ্রীকৃষ্ণের জগতমোহিনী মূর্তিকে আমার
লোচন নিয়তই আশা করিতেছে, যে মুখ্য ঈশা নন্দ, কৃষি-
বর্ণ অবৈবলে উপচিত, সূলতং, পক্ষাঙ্গকে ঈষৎ চক্ষ, 
অনুরাগশালী যুবক যুবতির মুহু মুহু পরিহাস বাক্যে আলোচ্য।

ব্রহ্মবন্ধকৃতের পদ্ধ ।

সখী হে আশীৰ্য দেখিল সব আমি। এতাদৃশী দশী 
তুঃ তারে ভাবে প্রাণী॥ ব্রহ্মকিশোরের মূর্তি দেখিবার
তরে। আমার লোচন হই কাহই আশা। করে॥ অথবা লোচন
হয়ে দোষ নাহি দিয়ে। জগতমোহিনী রূপ যাতে তার
হয়ে॥ শামসুরুক অন্তর কুটিল অভিশ্চ। বনপ্রকাশকৃতপুজু
অথিলা যাহাই॥ তাহাতে চঞ্চল হই নর্যনয়ন্ত্র। মো বিষয়ে
অনুরাগ যুকু মনোহর॥ এগারিত পাখা দুই উঘরিবার
তরে। পণ্ডরস্ত খণ্ডরীট যেন স্বচ্ছলে॥ অরুণ অদরামুত
নেত্র মনোহর। মুহু মুহু কথা তাহে অতি বহুকলাল॥
অন্ত্রু মুলী গান মধুর মধুর। কামসম উদগারে গহিন
কৃত্তিকামূলক ।

বিশালক্ষেত্রে মন লোচনে ট্রাজীশিশোপুষ্পিং জগদ্যোহিনী অঙ্চ কৌশল কৰ্মকালে তৎকৌশলের তস্ক বক্তা বিবিধন।

নরনয়ারোহলাং প্রসারিতপ্রসারিতায়মুড়িতীরু বদ্ধখলাযোগ্যচর্চকলাং।
যুগো জরিতে আর্যাং অধরামূলে অতাত্রায়কারণাং অন্নানিবধিবন্দলো মসকলাং সন্নদেশপীরণ গন্তীরামিত্যতঃ।

বসবল বর্ধিতা বাঁ। দশার্থৈর মূখমোহেব। ৩৪ ই।

াহিমকেলি-হোক্করযুক্তং তত্ত্বায়হুবাঁদুঃ।
তদত্ত্বায়কালাদিকেলি-পন্ত্ব বচাঁচখুবন্ধন।
তৎ কৌশলে তত্ত্বায়কালাদিকেলি-মূখমোহেবি দেববতীহি দর্শায়-ইকৃতপ্রবিষ্টদেবসমূহেবি দুর্লভস্মিততি সত্তাং সত্তাং।
তথা তৎ কারণং ভেত।

স্বতঃ, যাহার অধরযুগল ঈষৎ তাত্ত্ব রক্ত বর্ণ এবং নুপুর্ব বংশীগুলি বিষয়ে জগদ্যোহিনীর কলধরনি বিষিদ।

ত্রিকৃষ্ণের মাধুর্য্যমৃত্তিতে তাহার অগ্রাধিক প্রলাপবিন্দু পুরনী ত্রিকৃষ্ণের বাক্য পুরনীর বর্ণন করিতেছেন।

ত্রিকৃষ্ণের সেই সমস্ত কৌশল, সেই মূখপন্য, সেই

বজ্রাকুলের পদে।

প্রচুর।

কামস্তল সদাই বান্ধ তুরে হে। তাতে।

ইহাতে সে লোচন চাহে কি দেখিতে।

কহিতে কহিতে রাই চেষ্ট।

বাঢ়ি গেল।

তাহে তাহে পূর্বে যেহে মাধুর্য্য বর্ণন।

সে মাধুর্য্য না দেখিয়।

কওয়াল্‌ হইল।

তাতে হেতে বিলাপিয়া।

কহিতে লাগিল।

ত্রিকৃষ্ণের ত্রিগোবিন্দের সে মূখ কমল।

বীকৃষ্ণের দেবধর্ম হুল্ল বেল।

এই সত্য সত্য অগুর কুহীলাউ সব।

সে কার্য্য সে লীলার কটাক্ষ হুল্ল।

সে সৌদর্য্য সেই সাধ্য স্বপ্ন শোভাগণ।

বীকৃষ্ণের দেবধর্ম হুল্ল দর্শন।
তৎ কার্ণ্য তেহ লীলাকিংকাণ্ডঃ
তৎ সৌন্দর্যং সাধ মনস্মৃত্ত্বেঃ

লীলাকিংকাণ্ডঃ (চূর্ণ ভাষা) তথা তৎ সৌন্দর্যং সাধ মনস্মৃত্ত্বেঃ।
যদিও মনস্মৃত্ত্বে তাহীরহোলীলাদিকং হর্ষঃ তত্ত্ববোধিতি ভক্তিপ্রসূনত্ত্বা কৃতকার্যং বামোক্ত-নেত্র-চূর্ণিতে পন্ননমুহুুৎ তত্ত্বাগামাণিতেনরাশেনোপালতামানায় বচোহস্তবদমাহ। হে দেব তদ্রশনঃ নৃচকাণ্ডঃ তে তাবণি তৎ-কেশোরাং তথ্যাবর্তমানঃতথ্যাবর্তমানঃ। পুন হৃদ ভদ্রে নহ ভাগ্যস্য হৃদ ভদ্রে ন বাচাং। তাহার সত্যাং যথা তথাং হৃদ ভদ্রে ভদ্রে ভদ্রে। তাবণি-চেদুলভ তথ্যাং কদানাং বরাকাণ্ড কিসুত ইত্যর্থঃ। তদর্শনমগুি হৃদ ভদ্র।
চেতনা সর্বজ্ঞত্ত্বেঃ যেত মদ্যে রেতে তৎ কার্ণ্যা যে মদ্য রহ শ্রেষ্ঠতে কার্ণ্য, (দয়া) সাহিত সমস্ত লীলানায় কুটাঙ্কু সেই সাহিত সৌন্দর্য এবং সাহিত সাহিত নিবিদ্ধত হাস্যরশোভা, অন্যম শক্তনন্দনাকৃতে পদে।

যথা সাহই কেশোরাণাং কুঙ্গ আদি লীলা। পুন মোহে সে দর্শন হৃদ ভদ্রে হইল। এই মতে বিলাপ রাই করিতে করিতে। বাম উক্ত হৃদ নেত্র স্পন্দে অচিতে। তাহাদের অতিরিক্ত নৈরাশ হইয়া। কহিলে লাগিল। দেবে উপালস্ত দিয়া। অহে। দেব গেীবেন্দ্র মাধুরি দর্শনে। মঙ্গলসূচক ভাগ্য দেখাহ সবন। তোষারি হৃদ সেই কেশোরাণাং লীলা। আমারে বা দেখাইতে কি শুভ সুখিল। কোন বা বরাক ভাগ্য দসা তুমি হীন। তুমি কি দেখাও মোহে শুভ দশা চিহ্ন। গোবিন্দ দর্শন তোমার সবাই হৃদ। 'আমার হত দেব তুমি কি দেখাও সব।' সর্বত্রাঙ্গ মোহ সঙ্গে যে রহিল। হরি। করুণা কুটাঙ্ক তোমার হৃদ ভদ্র বলি।
গত্যং গত্যং দূর্লভং দীর্ঘতেহপি || ৫৫ ||

বাদ তে লীলাকান্তাশ ঘুর্ণা। এব এবং মা সৌন্দর্য্য কেলিবিশেষ স্বেচ্ছায় মাং মৃত্যু যাত্রা ঘুর্ণার্তী। সাতাতি দূর্লভ তৈরি। ঘূর্ণার্তী তন্য সহ বিলসম স্বয় তৎ সর্বত্মিত। বাদে তত্ত্ববাৎ বিঠোর রমনানাধিকরণী দীর্ঘনোদেশনন। রান্না প্রকাশিত। দীর্ঘস্তীয়তি দেবঃ শ্রীনারায়ণের। বার্থে তন্দীরত তৎসমুদ্ধহি। নন্দ তেহি নিত্যক্ষেত। এব তথা তৎসাক্ষাভব নর্থিতমিত। অন্যান্য সম্বন্ধ রহি।

পুনঃ পুনঃ গত্যং করিয়া বলিতেছি যে, এ সমস্ত দেবগণেরও ঘুর্ণার্তি রহি। ৫৫ ||

হন্তন্তরাকুর পদ্য।

তাহা হইতে ঘুর্ণার্তি সরতাস্ত শোভা । তাহা হইতে ঘুর্ণার্তি সেই স্মৃতলোভ। কেলি বিশেষের লাগি মোরে নিজ বেশ। করয়ে দেখিতে তাহা ঘুর্ণার্ত অশেষ। তুমি কিবা এরূপ সকল প্রকাশিত। দর্শনের যোগ্য তুমি কঙ্কি তার সহ। এতেক কহিতে তৈল স্বর্তির সাক্ষাৎ। তথা হইয়া গেলা চিত্তে নাহিক সোয়াস্ত। সেই স্বলে অতিষ্ঠত নৈরাশ্য হইয়া । পড়িলা পৃথিবী তলে সহায়তা পাইল।

তাহা দেখি সর্পিগণ কহে বিশ্বয়র। এখনি আসিরে কৃপালি বিদ্যুতে তেঁতুে। তুমি কএক বিপদে তীব্র। রক্ষা নাহি তৈলা অকলমা কেন পথে দেখি না আইল। এই শ্বে যাক্য শুনি সেই গুণগণ। গান করি পূর্বক কথা কহেন তখন। বিভজলে রক্ষা তৈলা বাত রুষ্টি হইতে। দাবানলে রক্ষা তৈলা আর নানা ভীতে। ইহাকে সর্ব পথ করে নির্দীশ্নে। গোবিন্দের স্বর্তি কথা কহে সর্পিগণ। ৫৫ ||
বিশ্বাসপ্রবশননৈকবদ্ধদীক্ষঃ
বিশ্বাসপ্রবর্তিতেহত্তোষঃ জনানাং।

অথ ক্ষুদ্রসংক্রান্তং কার্যং পঞ্চি। তত্ত্বভিত্তিনিরাশ্রয়ন: পুনঃ মূৰ্ছুষ্ট।
অধি সঠিক কারণেন তেন কর্তী বিষয়প্রাপ্তির রক্ষিতঃ হযঃ। অতঃপুনঃ
ক্ষষাং কেনাপি কথায় ন: স্বধর্মস্থিতি সত্বীয়ত্বায় বিষয়প্রাপ্তির প্রমাণচতুষ্টয়লোক্য তত্ত্ব তত্ত্বাদৃশ্য। অধি: অধি কথার্কস্ত।
বিচিত্রান্যবিদ্ধভাষ। হে সথঃ: মূর্ছঃ: পরমপ্রমাণবস্ত্র তথা শৈশবঃ কৈশ্চোরঃ
তথ্যাদোন্যাবিশ্বাস্থানি পথি পথি পর্যায়ঃ: কুঞ্জঃ: প্রাগদীর্ঘতি নদয়াঃ। কৈশ্চোরঃ
তথ্যাদোন্যাবিশ্বাস্থানি পথি। কুঞ্জঃ: প্রাগদীর্ঘতি নদয়াঃ।
চিরাঙ্গ। একর্ণেণ শুদ্ধিঃ: প্রাকৃতিনাং কথে কথে নুৰ্নিৰ্দ্ধে যে
চিরাঙ্গ বিশ্বাসবেশন নুৰ্ব্বকিত অর্থঃ এধুলেচতো। ভজ্জানন্দের
বিশ্বাসপ্রবাহ অর্থঃ সঠিক বিশ্বের উপস্থাম ( শাস্ত্রী ) বিশ্বে
পদে।

সথি হে মূর্ছঃ: মূর্ছঃ: কৈশ্চোরঃ: মাঝুরী। পথে পথে নির্দিষ্ট সৌন্দর্য চাহুরী।
একর্ণে জলধারা শুভস্রী মনোহর।
ক্ষণে ক্ষণে নব নব কান্দি মনোহর। সে কান্দিকে কল্পনায়
যাতে সদাই কমল। তাহো নিরক্তিব আমি এ সাধ অন্তর।
তথা বিশ্ব উপাধ্যে শাস্তিক করিবারে। ব্রজবাসী প্রতি যেহ
তত্ত্বকীর্তি হরে। সব ব্রজবাসী জনে নিশ্চিত যে করে।
বিশ্বাস নুৰ্ব্বক যার আছিয়ে অন্তরে। সেই অনু রিভে নুৰ্ব্বক
এই সে নিশ্চিত। শুন শুন অহে সথি। নিশ্চিত। কথু নয়।
তাইলে দেখিব আমি এই কুঞ্জপথে। আমাদ নয়ন সন সু
মঙ্গল যাতে। এইকালে কুঞ্জপথে আহিলে যেন হরি। ক্ষুর্ভু
হৈল নব নব গোবীন্দগাথুরী। নিজনেত আগে হেন
( ১৯ )
কৃষ্ণকর্মিকাভিনব।

প্রশাসন-প্রতিনিব-কান্তি-কন্দলার্ধ

গৌরিন্দ শচিন পথি পথি শৈশবে মুরারে।। ৫৬।।

বেদান্ত রহস্যময়ী সরক্ষণ তথ্য বিরাম।

কান্তিকন্দলার্ধের তথা জনানন্দ ব্রহ্মান্ত। প্রধান সর্বনাশ নিরামল কৃষ্ণনামের বিভাগ।
বিশদ সর্বে লেখন পার্থ। মূল কন্দলার্ধের।
তথা। কন্দলার্ধের। ভক্তি বাহু তুল। সম্পূর্ণ মন্ত্রনিষ্ঠার সত্য সর্বত্র তত্ত্ব।
তথা প্রজ্ঞা। তত্ত্বে গৌরিন্দের কান্তি বিশ্বাসযুক্ত। জনানন্দ ভক্তিতে।
তথা ভক্তিতে সত্যের প্রপঞ্চ। যত্নে সত্যিত্ব। চ যাত্রাযিতে।
অভ্যয় সর্বত্র তথা তৈরি যত্ন মন্ত্রনিষ্ঠার তত্ত্ব।
অন্তর্য্যসম্মত। ৩৩।।

অতঃপর কৃষ্ণায়নামাল্প শরীরে অথ অথ অথ অতিপন্ড নব-নব-তম্মাধার্য়-স্ফূর্তিতে।

যে একজন দীক্ষাগারী সেই শ্রীকৃষ্ণের অভিনব কান্তি দ্বারা কন্দলিত অনুস্মরণ এবং অস্ত্রোত্তর শৈশবকে আমি কি পথে পথে দেখিয়ে পাইবেন ।। ৫৬।।

অতঃপর “শ্রীকৃষ্ণ যেন কৃষ্ণপথে আসার অগ্রে আসিতে-ছেন” এই বোধ তদ্যুর নব নব মাধার্য্য স্ফূর্তিতে আশ্চর্য্য

বন্ধননন্ধায়নের পথ।

গৌরিন্দ মানিয়া। পার্থদ্বিতীয় কহে সেই সব দেখিয়া।
লীলাময়ী দেখি ভাবে কহে সেই বাণী। বাহুধান্তেহে৷
লীলাময়ী কাহিনী। মধুর নিকটে যাইতে স্ফূর্তি সব
ঠাই। সাক্ষাত কৃষ্ণের যেন দরশন পাইি। সামী বৈমন্থেরে
পুচ্ছ ঐচে কী তীব্র করি। অমুষ্ট্রান্তেহ রহে সখীবেশ
ধরি। ৫৬।।

অতীত সখি কিশোর শেখর চাই জান। চাই কৃষ্ণ পথে
কেবে। একই বরণ। সন্ধ সন্ধ চলি আইসে বিলাস গরন।
বর্তমান চিত্রবিমূর্তিহৃদয়সন্ধিঃ বালে বিলোলে দৃশ্যঃ।
বাচঃ শৈশবশিলায় মদ্ধলক্ষ্মীয়ায় বিলাসিন্ধিতি—

বন্ধনপূর্বক তৎ মন্ত্র পার্থিবাং সৃষ্টি পৃষ্ঠত্বঃ। বচ্ছুচর্বুর্দ্ধসাহ মোলিরিত। অর্থে বালে নিশ্চিতহস্ত এক একবৰ্ত্তেঃ। কথন মন্ত্র মন্ত্র বীণাং কৃষ্ণবীণাং গাহতে বিলাসিন্ধত্যাক্রমে নগরীতাং। যদ্য মোলি শিক্ষণমুক্তঃ বা চক্রকে ভুঁষাস্বর্ণ মন্ত্রঃ। বন্ধন চিত্রে। বিযুক্তত্র সে হাস্যকেন সমুহঃ। নৃত্য বিলোলচনে বাচঃ শৈশবেন কেশোরেণ শীতলঃ। তথা গত্যা বলকরকলালিনাভিলাসিন্ধি মদ্ধগভীরপি শ্রীতাঃ। পুনঃ কীর্তীনাঃ। সমুদ্র পশ্চাতঃ। মনোমূগ্ধতাতিতি সুখোরাঃ। ঔভাদিক উচ্চ প্রস্তরঃ। তথা সর্বপ্রাণান্ত লিঙ্গ বাহিতাতেন বিশেশবিন্দুঃ। মোলি সর্বপ্রকাশ মধুধূর্বিতাঃ। সামূদ্রিত্যাঃ। তথা কুর্মৈ। পার্থিবশিল্পি প্রভুঃকি। বাহিষ্ঠে সমুদ্রাণ প্রভুভিঃ ক্ষুর্ণতাঃ। অর্থৈ ইত্যাকঃ সৰ্বময়ন। ক এ সমুদ্রব্রহ্মাঃ

বোদ করত সখীগণকে শৈলাপ জিহ্বাস। করিলেন, সেই বাক্য ঐশ্বর্য বর্ণন করিতেছেন

আহার। বাহার মন্ত্রে মন্ত্রে ক্ষুদ্রিণ ভুষিত, শীর্ণ মরণ ( শীলকান্তগণি ) স্তম্ভের নাম অভিরাস ( মনোভাষ ), মূঢ় স্তম্ভ চিত্রিত এবং মনোহর হাস্যে সমুহ, লোচনবর্ণ চঞ্চল, বাক্য সকল কেশোর হেঠ হৃদ্যীতল এবং যাহার বিলাস স্বীতি মদ্ধম জগবাজের ন্যায়, সেই এই কোন পুরুষ সমুদ্র—

যজ্ঞনমঃ তাকুকের পদ্য।

যার বিশে চন্দ্রক ভূমিষ হরমোহন। অঙ্গ মরকত স্তম্ভ হীতে অভিরাস। চিত্রমুখে সন্দ হাস্য সাধুরী স্বীতাঃ। কেশোর বাক্য। সথে পরশুর শীতল। মৃদুহস্ত চালন প্রতি স্ত্রীতি সনোহার। মদ্ধজ প্রতি শ্রীতাঃ। করয়ে সমূহ। সমুদ্রে সখান করে এইব
গাহতে। যদি দীর্ঘ বালে ব্যবহার দেয়া হয় তবে এটি দেওয়া হলে চালু করুন। অন্য করে পুনর্বাক্ত করুন।

পুনর্বাক্ত শ্রীকৃঞ্চের অতিশয় মাধুর্য্য-কৃষ্ণিতে প্রলোপকারিণী শ্রীরাধার বাক্য আশ্চর্য করিয়েছেন।

অহং এই বালকশ্রী তেজোরাশির কি অনির্বচনীয় প্রভাব। দেখ, পাদপদ্ম বাদ (বিভিন্ন) দ্বারা। পত্রন্দন ন জন করিয়াছে, হৃদয় পদ্মালয় লক্ষ্মীদেবীর আশ্চর্য ও বেণু-

কৃষ্ণকার্তীকের পদ্য।

কারণ। পুনঃ তাত্তে হইতে হৃদয় অতিশয় কৃষ্ণি। সংশয় প্রলোপ কেহ মহাবাণী আত্মচুর।

সত্য। হে, আমার কি এ উভয়ের শাসম। মহাকাশিপুঞ্জজগৎ। যার দৃশ্যমান। চরণকুলবায় শোভা মনোহর। বাদ নিজে পদ্মবন শোভা এ সকল। লক্ষ্মী অবলম্ব করে তাহা ত্যাগিয়া। বেণু অবলম্ব কেই প্রণয় লাগিয়া।

পর্যাপ্তি শিল শোভা যেই দুই করে। তাহাতে ধ্রুবিয়া।
বাঙ্গা দোহাদাঁজন মূগদূঢ় মাধুর্য্যধারাকিরে
বজ্রং বায়ীভাবিলজিজ্ঞমহে বালং কিমেতমহঃ ॥৫৮॥
এতত্ত্বাং বিভূষণ বচনমৎ বেশায় শৈলেরলং

দোহাদাং সর্বভূতজ্ঞ ভাগঞ্জ পাং যৌ তথায় বজ্রং বায়ীভাবিলজিজ্ঞত
ভজনির্ধরনির্মিত্যধর্মঃ। যদি। নির্মিত্যসাধুধারকৃত্তবাহু। এতবাহুঃ
কিং কীৰ্ত্তন মূনান্তঃভাবরক্তাদিশার্থমিত্যধর্মঃ। প্রিয়বিশিষ্টভাবূত্তাঃ কন্দুপুং
হাতাঃ। আহো বলং কিল্লের মেহৎ। সমাধিপ্রিয়কৃত্তাঃ মাধুর্য্যহোমাদাঃ
অস্য পাদবী ততাশি বাদেতি পূর্ব্বৎ। দশা প্রস্থন্তে মূগমাং ॥৫৮॥

পুনর্নিবৃদ্ধিশেষে মূগমাধুর্য্যকৃত্তাঃ প্রলঃক্যাং। বচনাৰ্ব্ববদবাহ। এতত্ত্বেকং

নি৭নাদন অর্থং বেতুৰ্ব্বাদন বিষ্যে প্রণয়ী এবং নিথিৰ শিল্প
বিষয়ে প্রীৱীৰী, বাঙ্গলো চুঁটী ব্রজানাং গণের অভিলাষের
আবাসসূচি ও মাধুর্য্যধারা অর্ঘুপ, তথা বদন বায়ু পাত্রের
অগোচর অর্থং বর্ণনাতিতীল ॥৫৮॥

পুনস্ক রতিবিশেষে শ্রীকৃষ্ণের মূগমাধুর্য্য ক্ষুদ্রী হওয়ায়
প্রলাপকারিণী শ্রীরাধার বায়ু গ্রহকার বর্ণন করিতেছেন॥

কিল্লারকৃত্তী তেজঘগুঞ্জের যাহাই এই বিভূষণ বর্ষিত

যধুনান্তঃকুরে গুদাং

আছে বেগুন মনোহরক। তথা বাঙ্গলী হয় শোভা মনোহর।
করণে মাধুর্য্য-ধারা যাতে নিচক্ষু। এই ত কারণে বাঙ্গ
মূগদূঢ়গণে। সর্বভূতজ্ঞ পাত্র হয় অতি মনোরম। তথা
মুখপ্রথ শোভা অতিবিলক্ষণ। বায়ুকের গোচর নহে এতে
মনোরম। কহিতেই পুনঃ তাহা। অভ্যন্ত বিশেষ। সে মুখ
মাধুরী-ফুট্টি হইল অশেষ। তাহাতে প্রলাপ করি কহিতে
"লাগিলা। সেই বায়ু লীলাশূলক তাহা একাশিলা।" ॥৫৮॥

সথি। হে, এই লাগি গোবিন্দবদন। নানাবর্ণ-মণিগণে
কৃত্তিকার্যামত্যঃ

বসন্ত বিতরিয়াশক্তিশালীবিষয়াধিকরাং
শিল্পীরন্ত্রিয়াগময়াধিকারি বিবেং শৃঙ্খলভঙ্গিয়ঃ

নাম প্রাক্কাশী। বেশীর সহজত বিভূষণ। শেষে নারায়ণিনং এরল পর্যায়ং।
নাহ নারায়ণীনার্সর্বিশালাং শোভা বিষয়ং স্তান্ত্র্যং। তো বা জো বা
বিশেষ যদিও তাঁদুর্বী বা কমিটিহরী ভর্তী। বিষয়ের ধনোধর্য যথিন।
শিল্পীরন্ত্রিয়াগময়াধিকারি ইতি বিষয়। ক্ষেত্রঃ।
পুনমাধুর্যাতিষ-
শ্রান্তসংঘাত শোভিতপুঞ্জসূত্র যুত্ত। সক্রাপাদবসন্তকৃষ্ট তথাকথ ভূমিততাত্তশ-
ভবাং সংযোগীয়। ইতি মহানালিপিটিক্রিমণ যুদ্ধলগ্নাং পুনস্ততদোঁড়ব-
কৃষ্ট। অত্যাশ্চর্য্যায়। কলাভিত্তিকুরাপিন্দে শিল্পীর যন্ত্র শষারভঙ্গয়া॥

হুইল তাহাই যথেষ্ট, কারণ যে বেশীর অনন্তদিনেও অন্ত
করিতে অক্ষ, কেবল বদন চুই তিনটি বিষয় কান্তিলহরী
বিষয়ে ধন্যতম অধ্য হৃদেশোত্তিত, অল্পবুদ্ধ জনগত

হইতে হৃদেশ অতিশয়, স্কৃতি আবির্ভাব হয়, এই চিত্র
কৃষকর্ণমূত্রঃ।

চিত্রঃ চিত্রমহো। বিচিত্রসমাহো। চিত্রঃ বিচিত্রঃ সহঃ। §59।
অথ সমাগ্রিতঃ কামপি কেলিলক্ষ্মীঃ-

ভূষণঘোষমূলঃ। অথ বিচিত্রমিদঃ। তত্তাতিগৃহর্ষণফুলঃ ত্বাঃ।
অথ ইদঃ চিত্রঃ বিচিত্রঃ সহঃ কীর্তুশঃ তৈঃ। অন্তর্ভুতঃ সত্ত্বাদিনাম্।
গমনানিরোধে যেষাঃ তৈঃ। সন্নাক্ষাঃ অথবা ইতি বকৃত্যে অথবা। ইত্যাদি।
ধশাখোঃ স্থগমঃ। §59।

ততঃ সাঙ্কেত তঃ মহী। ভাগ্যাতিশয়প্রমাণান্ত কিন্তু নতুনমিতি স-
বিচারঃ প্রলোপঃ। বচণীশ্বরস্বাম। অথবা সমুপঃ কামপি কেলিলক্ষ্মীঃ সমঘ-
যাহার বৈভবঃ জানিতে সম্পূর্ণ হয় না। তাদৃশ শিল্পঃ সমুচ্ছ দ্বারাঃ
শুঙ্গরভাগ্যঃ অর্থাৎ ভূষণঃ ভগ্নঃ লতারঃ চিত্রঃ চিত্রঃ মহাচিত্রঃ
এবঃ বিচিত্রঃ ও মহাচিত্রঃ। §59।

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণের সাঙ্কেতোকার বোধ করত আপনার
ভাগ্যাতিশয় মানিন। "এ কি?" এই বলিয়া। সবচারঃ প্রলোপ-
কৰীন্তি শ্রীরাধার বাক্য অনুবাদপূর্বক কহিলেন ক।

আত্মার অথবা শ্রীকৃষ্ণ কোন এক অনির্ভরচন্দ্রীয় কেলি-

ছন্দনন্তাকুলে পদয় অনির্ভরচন্দ্রীয় পদয়।
বিচিত্র মাধুরী। অল্প-বুদ্ধি-বিধি-আদি, অগম্য বৈভব সাধ্য, 
ছন্দ চিত্র মাধুর্যের ধূরি।

এতেক কহিতে রাই, সাঙ্কেত মানিয়ে তাই, সৌভাগ্যাত-
তিশয় মনে করি। কিনা। এই সত্য হয়, হুবিচারে প্রলোপ, 
লীলাঙ্কুর কহে কোষ পড়ি। §59।

সৌর আগে কোন কেলি শোভা বিলম। ইহা কঠি
পার্থে নির্ধি কহয়। অন্য দিগ্গ গঙ্গে দেখিয়ে সেই
শোভা। এক দিকে কেনে সর্বত্র মনোলোভ। এত
মন্যান্ত্র দিক্পাপি বিলোচনমের সাফ্কি।
ছ। হস্ত হস্তপথমূলকে। কিমিত—

বিতি সম্যক্করোভি। অতঃ সত্যমেব পুনঃ পার্শ্বত। পৃতিভন্নালোকায়।
অন্যায় দিক্পাপি তথা তত্তজ্ঞ কথা সর্বশ্রেষ্ঠ ভবত্তিষ্ঠ সংশয়া সপ্তরায়মায়।
বিলোচনমের সাফ্কি প্রত্যক্ষমের দৃশ্যাতে কথমনোগ্রাহী স্মৃত্ত মূল্যপূর্ণ নিধান-রয়ামীর্থি বাহু প্রস্তর। তত্তত তত্ত গন্ধ। তত্ততোপি দূরে তথালোক। সর্বান্ত-মাহ। হ। হস্ত হস্তপথদূরর হস্তগন্ধানুভূত এক পরিদীর্ঘি সর্বতর্কমাহ। অহে। কিমিত-তৎ কথা ভূম্য সমন্যর্থজানন্যমাহ।

অব ইত্যাদি আছে বিষাদমোধনন।

লক্ষ্যেকে সম্যক্রূপে প্রকাশিত করিতেছেন, তৎপরে দেখিলোন সত্যি কথো, পুনর্নিঃশ্রেষ্ঠ পার্থ্য ও পশ্চাদপ্রদেশে দেখিয়া অন্যান্যদিকেও যে, সেই শোভাই দেখিতেছিল।

বসন্ত কি বল এক বসন্ত সর্বর্কত্তে কি রূপে সত্যবিদ্যাত পালে, এই বলিয়া সমুদ্রধ্বে সংশয় হওয়ায় প্রত্যক্ষের সহিত কহি—

কহি সংশয় মনেতে উপজিল। সপ্তরায় রূপে কিছু কহিতে লাগিলা। বিলোচন সাফ্কি মোঃ সর্ববিদ্যাত দেখিয়াছ। এই সত্য হয় ইহ। অন্যান্য না হয়। হস্তে করে পরিশিষায় করিয়া নির্দিষ্ট। কহি বাহু প্রস্তর যাহা ধরিয়াছ। যাহার ভয় তত তত দূরে দেখে তারে। তা দেখি বিষাদ করি কহে বারে বারে। হায় হস্তপথ-দূরে হাতে নাই পাই।

নয়নে দেখিয়া ঐহং কষ্ট দেখি নাই। এতেক বিতর্ক করি কহে বিমিসির। কি আশ্চর্য হয় এই সন সোহলিয়া।

আকাশ চাহিয়া কহে পুনঃ ওই হয়। কিশোর হইল মোঃ মতিত্বনয়। এইরূপে গোবিন্দের লাগ না 'পাইয়া।
কৃঞকর্ণীয়ত।

দাশাকিশোরসময়ে জগন্ধন্ত্র মে॥ ৬০॥
চিকুরং বহলং বিরলং ভাগরঃ
মুখলং বচনং বিপুলং নয়নঃ।

আশা কিশোরসময়ে জগন্ধন্ত্র মে মাতঃ। দশানুষ্ঠানে স্বগম॥ ৬০॥
অথ তদীয়াঘোষরায়ীং পাতিতঃ পুনস্মৃতাঃ ভূমো নিপত্যা মুচ্ছ্যত্যাঃ

লেন, আসার লোচন এই বিষয়ে সাক্ষী, ইহা কি প্রকারে অন্যথা হইবে। যাহা হউক আমি স্পর্শ করিয়া নির্দেশণ করি। এই বলিয়া বাঙ্গালীর প্রারম্ভের তথ্যান্ত গমন করিয়া।
দেখিলেন সে স্থান হইতে আরও দুরে গমন করিয়াছেন।
তখন গবিষ্যাদে কহিলেন। হা কষ্ট! হা কষ্ট! ইহা যে হংস
পথের দুর্বন্দ্বী হইলেন, এই বলিয়া। সতিরকে কহিলেন
“আহে একি! এই বলিয়া। কণকাল বিচারপূর্বক দৈনের
সহকারে কহিলেন ‘ওমা! আমি যে সকলকিছুই ত্রিভুজ
গণ্ডে কিশোরময় দেখিতেছি। ৬০॥

অনন্তর শ্রীরূপের অলাভ হেথা সগুরার বীণায় পাতিত
হইয়া। পুনর্বার সগুরার ভূমিতে পাতিত হও মুচ্ছত হইলে

যথনানন্তকুরুর পদ।

পড়িল। কামিনী তথা অচেতন হইয়া। সক্তি কহে “এখনি
মাধুর্য্যপন্ত তার। নয়নে দেখহ যাতে শোভা মনোচর।”
ইহা শুনি চেতন পাইল। স্রোতামায়ী। কুশলীলা। অন্ত সেবা,
না পাইল। হর্ষী। হুই নেত্র মূলি কহে প্রলাপ বচন। সগু
রার পথে পড়ি লীলাশুকের সন। ৬০॥

সক্তি! হে, কবে দূঃখ্যরণ শুভদূ। মিলিচন্দ্রা হেন
(২০)
অধরঃ সম্ভুরঃ বদনঃ মধুরঃ।

অধুনৈবাদে তত্ত্বাধুর্যাসমূহবিখ্যাতিতৈ স্থৈর্যঃ এতবাদাতাঃ। নিদ্রান নিশ্চিত্তৈ। কুজে লেলাবসান সময়ে তুঃ শেষতত্তৎসবাধ্যায়াত্মকিভূত্রঃ। তুঃ এতি প্রকরণঃ। বচ্ছোহাববিহার চিত্তে। নৌতো। সৰ্ব্বঃ বিচ্যোত্রে শূরাধরসাবমধুরঃ চিত্তে কহঃ। চূড়ান্তে মথুরাধবী শেষঃ। এবমেনিঃ কৌতুকে বহুলাঃ সিদ্ধিনিবিড়ঃ। তথ। করত লাকানকুকু কন। উল্লাসধার। কৌতুকে বিরলাং অলিগুজীত্ব পৰ্ব্ব। পৃথ্ব পৃথ্ব শিভতঃ। মুখার্থ বচনং কন। শ্রোত্যাঞ্জি।

এখনি আগমন করিবেন আপনি তাহার সেই মধুর্য্য অনুভব করিবেন। নৈসের স্থৈর্য কর্তৃক এইরূপ প্রকাশিত হইবে। নেভ্যাদি নিশ্চিতে করত মুলী লিলাবসান সময়ে তাহার মধুর কুটকু কদাচিত। স্থৈর্য এতি। প্রাকাশকারীয় বাক্য অনুমূলণের কথিতেন॥

হে স্থৈর্য মাতাহার কেশপাশি বিরল অমরামলার তুল্য। বচন মুখ, রসন বিপুল। অধর সম্ভুর, বদন মধুর ও চরিত্র বজ্রনন্দলকুরের পদ।

বাক্যে চিত্র। অল্পকালি শোভা। তালি বিরল বিরল। কন। তৃণপাক্তি বন্ধ করিব সোশর। কন। সেই মুভ মুধ বালী মনোহর। শুনি শুনি আতিংক করেন অন্তর। বিপুল নয়ন কন। দেখিব নয়ন। কন। পাচ অধর মধুরামৃত পান। কন। কন। বদনচন্দ্র করিব চূড়া। চপল চরিত কন। অমূধাবি সন। এইরূপে বাজার আর্তে অতিলজ্জচয়। বাক্যের সমাদী নাবি। এলা। সিল। কন। কন। উচ্চ বৃন্দাবনে বায়ি-বার কালে। মৃচ্ছ। গাঙা গড়ে ধনী পুন সেই ক্ষ্যল।
চপল চরিত্রক কদাচি হু বিবুঝো । ৬১ ॥
পরিপালনঃ কৃপালত্ত্ব সক্রুক্ষগৃহিতসার্বভাঙ্গঃ ॥

বিপুলং নরনং কদাচী মহুমধুরমুখরমং কদাচি পশ্যামি মহুরমু বলনং কদাচি চূপিকামি চপল চরিত্রক কদাচি হু ভবিষ্যতি গাধার্থী। লজ্জা চ রাগসমাপ্তিঃ।
ধর্মপালঃ স্বস্মন ॥ ৬২ ॥
ততঃ কপালখচ্ছ বৃদ্ধবন্ধ গচ্ছন। এতজনস্য তস্যাঙ্গ চূর্ণিতাঙ্গ তত্ত্বধনী অন্যঞ্জয় অবলম্বিত্য কীভাবে তদৃস্ববধর্ম স্বাযঃ। স্ব ভোঃ স্বায়ঃ হে কপালে এত্ত নোন্মানঃ পরিপালন ইত্যায় ন বহুজিতাঙ্গ মধ্যে সক্রুক্ষগৃহিতসার্বভাঙ্গ তথা ভবিষ্যতি নিরস্ত্রাক্কামাকৃত সংসারসমর্থ। ত্রিস্তুঃ মূলীভূষণবন্ধনাযঃ মধ্যে কদাচি
চঞ্চল, সেই বিচ্ছিন্ন শ্রীকৃষ্ণের এই সমুদায় কবে গর্ভন করিবে ॥ ৬১ ॥
অনুষ্ঠান তৎক্ষণাৎ উপন্য হইয়া। বৃদ্ধবন্ধ গমন করিয়া চেয়ো একন সময়, সেই পূর্বকাল বাক্য বলিয়া। মৃদু হইলে উতাহার স্বীকারে যেন প্রাপ্ত করিয়া তেছে, এই স্বীকারে হইলে প্রশংসকে কহিলেন ॥
স্বীকারঃ “হে কপালে। তুমি আগমন করিয়া আমাদের সকলকে রক্ষা কর। আমাদের এইরূপ বহু বহুনিন্ধনঠাপনের পদ্ধ ।
তাহা দেবি স্বীকার অন্য অন্য কহে। এই ত প্রাপ্ত স্বীকার লীলাশুকে হয় ॥ ৬১ ॥
স্বীকারঃ কপালচরি কেবল মুরারি। আম। সবাকারে দেখ। দিবে কৃপা করি। অনেক জলনে যেবা তাহারই দিবে তার মধ্যে অনর্থ যে জলনে তারে দিবে। মুরারি গাছের মধ্যে যেই স্বখলিঙ্গ। কবে করে প্রবেশিবে তার একা
কৃষকর্মমৃত্যুঃ

মুরলীমুখলসনস্তরে বিদ্রুপর্কর্মিতা কথা না নয় ॥ ৬২ ॥
কথা না কথিয়া না বিপদ্ধাশায়।
কৈশোরগদ্ধি করুণান্ধুষি নরে ॥

আকর্ণিতা শ্রোধাতি তত হেতুও। অর্থন্তি কৃপালয়ত্বসক্রিয়িত গাঠি। হে
কৃপালয় ইতি সক্রিয়লিত। দশাসঙ্ক্রমণে স্ত্রয়ন ॥ ৬২ ॥

নায় অগ্নিবিপণমসহিন্য কৃপালুবর্ষ শ্রীকৃষ্ণ এবান না পালিয়াভিতি
কৃষ্ণচিন্তাকাং সদন্তস্বা স্নায়বন্তীন বচচঁহি মুখসনাযাঃ। স করুণান্ধুষিক, কথা
না কমিন্তে করে ইত্যাদিবিকায়া কথিত না বিপদ্ধাশায় বিগুলায়তাভায়া

জলনার মধ্যে একটি জলনাও সর্বক্রকা সমর্থ অস্তিত্ব
শ্রীকৃষ্ণ মৃদুলির কোমল শমনের মধ্যে কবে অণু করিবেন ॥ ৬২ ॥

অহে ! বলনক্রে বিপত্তি সমুহ অথবিষুক কৃপালু এই
শ্রীকৃষ্ণ অগামন করিয়া। আনাদিগেক পালন করিবেন এই
বায়কের অনুরাগ করত কহিলেন ॥

কোন সময়ে কোন বিপদ্ধাশায় কৈশোরগদ্ধি অর্থাত

করেই মৃচ্ছগত সথে পাইবে চেষেন। কৃপালিশিক্ষা
জো কহি এই সে কারণ। শ্রীজন বিপন্নতির অগামিত
হরি। এলাগি কৃপালু নাম আছে ক্রি-ভরি ॥ নিজ
কৃপালুকে নাম পালন করিতে। অবশ্য রাধিয়ে সথে এই
বিপদেতে। ঐহে বায় কোন সথে কহে প্রলাপিয়া। লীলা-
শুক গেই চেল পচে আরও হৈয়া ॥ ৬২ ॥

সথে ! হে, কবে শ্যামসনের শখে। ঐহে বিপন্নতার
কালে হৈয়া কৃপালক। বিপুল আতা নেত্র গোচর বিধিয়া।
বিলোচনভায় বিপুলায়ভায়া-
মালোকয়িম্যাণ্ডিয়ম্যাণ্ডিয়ম্যাণ্ডিয়ম্যাণ্ডিয়ম্যাণ্ডি-বিষীকরোতি || ৬৩ ||
মধুরসম্বুদ্ধবিশ্বে সংগৃহীৎ সম্পাদনা

বিলোচনভায়ামালোকয়িম্যাণ্ডিয়ম্যাণ্ডিয়ম্যাণ্ডিয়ম্যাণ্ডিয়ম্যাণ্ডিয়ম্যাণ্ডিয়ম্যাণ্ডি-বিষীকরোতি বড়গচ্ছিন্দকরিভায়। ইত্যাদিপি
বিপুলমূর্ধত্বেরাম। কৌরুক। কৈশোগভিত্তি। সশ্রেণীতে ইচ্ছা সমাধিসঞ্চি। নবকৈশোর
ইত্যাদিভ্যঃ দশাহরে স্নানম || ৬৩ ||

অথোপভূতে কাহার উপবিষ্য নেত্র নিমিলয়ের সত্যু প্রতি সোঁকরথ
পৃচ্ছন্তি। বচোহুং বিবর্ণনামাহ। হ ভোঃ স্তথায়ং মরক্তমণিীলং বলং কিশোরং

নবকৈশোর কুকুরাস্থীত বিপুল ও আয়ত লোচনস্যুগল
দ্বার। কুপাত্তগলে অবলোকন করত নেত্রপথের কি পথিক
করিবেন? || ৬৩ ||

অনস্তুর উনমের ন্যায় উঠিয়া। উপবেশনপূর্বক
কীর্তিত। নেত্রধর মুদ্রিত কালিয়াই সবধীণের প্রতি উৎকোচ্চার
সহিত জিজ্ঞাস। করিতে খাকিলে উহার বাক্কুর অমুঠাস
করত কহিলেন।

হে সত্যোয়! যাহার অধরবিগ্রহ অতি সধৃষ্ট ও সন্ধ-
হায়া মনোহর, যিনি মুরলীতে পীতল অযুত তুল্য শক্ত

যজ্ঞনাট्यাকুরের পদ।
কবে সে করিবে অতি দয়া। উপজায়ি। কৈশোর শুটকা
যেই সেই সর্বক্ষণ। কুপাত্তে করিবে কবে ইহা দর্শন।
তাহ। শুচি উঠে রহাই নয়ন মুদ্রিয়া। সত্যি প্রতি কহে রাই
উৎকৃষ্টতা হয়। || ৬৩ ||

সত্যি হে মরক্তমণি নীলকাঁথি। কৈশোর শঙ্করবর,
মুঘুড়া তপহর, কবে নিরখিব সে মুরতি। || অঃ ||
শিশিরময়তনাদে শীতলান দৃষ্টিপাতে।
বিপুলসর্গনেত্রে বিশ্রূত বেণুনাদে।

আলোকমে কল কঙ্কালীতার্ক। কুদ্রাণ অধরবিশে মধুর মনহালে মঙ্গল অমৃতনাদে শিশির। দৃষ্টিপাতে শীতলান অর্ধনেত্রে বিপুল বেণুনাদে।

করেন, যাহার দৃষ্টিপাতে বিজ্ঞ শীতল হয়, নিষ্পত্তি বিপুল ও অর্ধনেত্রে মনোরাজ্যী তথা বেণুবাদ্য বিষয়ে বিখ্যাত এবং যিনি সরকাত অর্থাৎ ইন্দ্রনীলনগরীর তুল্য

বাঙ্গালী স্রোতে জিনি, মধুর অধর বাণী, মৃদু নব পল্লব জিনিয়া। সদাই এক্ষুল্লত অতি, যাহাতে মেহের মতি, কবে নেত্র জুড়াবে দেখিয়া। তাতে মন্দ মন্দ রং হাসি, উগরে অমৃত রাশি মার সঙ্গু লোভ। বিলক্ষণ। সদাই অধর তাতে, স্নান করে অহংকার, তা দেখি জুড়াব করে সন।

তাহাতে অমৃত বাণী, কর্ণ মন রসায়নী, অভিনিঃস্ব হরষাধুরীময়। তাতে পরিহাসভঙ্গী, তুল্যীর প্রাণগী, কবে তা শুনিব কর্ণদর্শন॥

লোচন চাহি তাতে, কবে প্রেমসম্য যাতে, অতি মূলনীত গদ। যেই। বক্ষিত চাহিনি অর, অপাঙ্গ ইত্যতঃ তাহ, কবে অঃখি দেখিবে সদাই॥

তাহাতে অরুণ অঃখি, বিপুল আরত সাঙ্কী, তাতে ঘন পক্ষের পদম। যাহ। দেখি যাতে নারী, কে কহিবে সে সাঙ্কী, কবে সে দেখিবে মনোরম॥

তাতে বেণু গান হৃদ, যে করে অমৃত মুখ, অজনায়ী
কৃষ্ণকর্ণামৃতঃ  ||  ১৫৭  ||

মসরকতমণিনীলঃ বালমালোকে নু ॥ ৬৪ ॥
মাধুর্য্যাদিপি মধুরঃ সম্বন্ধতাতাত্ত্বিকিপি কিমহি কৈশোরঃ ॥

বিশ্বাসঃ । দশাসনান্তরে স্থানম নু ॥ ৬৪ ॥

অথোকায় ইতনতে তোহিন্দৃষ্টঃ সধীবিরুক্তলে গৃহীতা। সধি কিরিত্যামৃতাসিচৈত্য্যামৃতিঃ।
ধৈত্য্যামৃতি এীগীয্যমালঃ। সধীবিরবি ব্যোমনীভসমান। সম্বন্ধতাত্ত্বিক মনোসাগীিতাত্ত্বিকভিঃ।
মনোসাগীিতাত্ত্বিকভি সমগুলো দ্বিধও কাঞ্চন জনবীতিমঙ্গায়ে জনককর্ণভূতাত্ত্বিকঃ।
তস্য কৃষ্ণস্য কীমপি নির্বচনিনীলঃ কৈশোরঃ চেতনহরি হস্তৈ ঘুম কিং কৃষ্ণ। তত্ত হেতুমাহ ঃ।

শ্যামাঙ্গ সেই কিশোর শ্রীকৃষ্ণকে কবে দর্শন করিব ॥ ৬৪॥

অনন্তর উতিত হইয়া শ্রীরাধা ইতনতে ধান্যান্ত্র হই তেহুষলেন সধীগুলো ভার অঙ্কলে ধারণ করিয়া কুহিলেন সখি ! তুমি কি উম্মতা হইয়াছ ॥ ৬৪॥

শ্ৰীরাধার ধারণ কর, সধী-

নক্ষণাবলীকের পদাঃ ।

চিত্ত যেই হৃদে। সে বেণু শুনিব কবে, হেন নাকি দিন হৃদে, ভূবায়ব অর্থীত অন্তরে ॥

এতেক কহিলে রাই, অনন্তর হ্রাস্য নাই, উম্মাদ বাঢ়িল অভিযো। উপাসনা ধারণা যার, সা কেহ হায় হায়, সধী-

গুলো ধরিয়া রাখে যায় ॥

তারাঃ। কেহ গুলো সখী, উম্মাদ বাঢ়িল নাকি, ধৈর্য্য অব-

লম্ব কর তুমি। সখী প্রীতিস্থানী বোল, ছাড়ি অতি উত্তরেল, ধৈর্য্য অধ্যাত কেহ কিছু বাণী ॥ ৬৪॥

সখি হে গোপিনদের কৈশোরের বয়ল । অনির্বাচয় সম্বন-

ধান, সম্বন্ধ বিলক্ষণ, হৃদে চিত্ত কি করিমু শেষ ॥ এ ঃ ॥
চাপলায়দিতচপলঃ চেতোবতহরতি হস্ত কিং কূর্ষঃ।

কৌশঃ মাধ্যমাং তফলপর্ব্বধি মধুরস্ত লক্ষয়িতাতিমূখিতঃ। নবরিয় মুষ্টে কস্যাশেভা ন হরতি কান্ত। নবিবর্মায়তি। তৰাহ কৌশঃ চেতঃ
চাপলাকজ্জপর্ব্বধি চপল তদসো দৌ। ইতঃ। বধ। তসি কুর্মসা মর্যথচেষ্টাং বাগো মনো হরত্তাত্বায়ঃ। কালীধেওতাতসুষ্মধেও ইতি
দ্বিতীয়া। কিষ্ঠ কৈশোরং কৌশঃ সম্মত। তৎস্রুগঃ। অপ্রত্য শায়ং সমান
স্বরূপাং প্রভবতি। বাক্যে সত্ত্বনান্ত প্রতি। ॥ ৬৫ ॥

দিগের এই বাক্যে প্রবোধিত। শ্রীরাধার সদ্ধীর্য্যের ন্যায়
বাক্যের অধুবদ করত কহিলেন॥

দেই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য হইতেও সধুর কোন এক অনিক-
মন্মথীয় ময়মত। এবং কৈশোর তথা চাপলায় অপেক্ষাও
চপল, এই সকল আগার চিনত্তে হুরন করিতেছে হয়।
এখন আমি কি করিব ? ॥ ৬৫ ॥

যথনন্দনঃকুক্তার পদ্য ।

শুনহ কারণ তাত, মাধুর্য্যে মাধুর্য্য সার, প্রতি অস্তে
অক্ষ ততো। চঞ্চল হইতে অতি, চঞ্চল করায় নতি, তাতে
নারি ধর্য্য করিবার॥

যদি বোল মুখ। তুমি, শুন যে কহিয়ে আমি, কার চিত
না হরয়ে লে। তুর। হেন উনমতা, না দেখি শুনিয়ে
কোথা, পরমণে লোভ কর হরে॥

তবে তাহ। শুন কন্নি, মের কিছু দোষ নাই, চিত্তের
নাহিক দোষ লেশ। চাপলায় কৈশোর ধর্মস্ত, চাপলায় তাভার
কর্ষ, চাপলায় করে চিনতেশে।

স্তোন কেহ তাই হৈল, কেলেক ধর্য্যতা কর এখনি দেখিহ
বক্ষঃহ্রলে চ বিগুলং নয়নোৎপলে চ
মন্দস্রয়েতে চ মৃদুলং মদজলঃ দেখলে চ ।

নদুল্লৈব ত্ব প্রকাশি ক্ষণে দৈর্ঘ্যং কৃতিং পুনস্তৈভি: গবোধিভাবঃ

অহে ! তুমি এখনই তাহাকে দেখিতে, পাইবে, ক্ষণ-কাল ধীর হও, এই বলিয়া পুনর্বার সীন্দ্রিয়ের কর্তৃক প্রবোধিত শ্রীরাধার মলালস বাক্য অনুবাদ পূর্বক কহিলেন,—

বদননাটককুলের পদঃ

তারে তুমি। সীনির প্রবোধ পাঞ্জ, লালসা বাঁচিল ছিলা,
তাতে কহে অভিসিত বাণী || ৬৫ ||

থাকি! হে, কৃষ্ণ নবনিশ্চিতকৰ্ণে শুবিলাস মহানিধি,
রদে নির্মিত বিধি, কবে দেখি জুড়াই অন্তর || ৩৪ ||

বক্ষঃহ্রল পলিসর, দর্শন হৃষ্টাধর, তরণীর হিয়া লোভে যাতে। শৃঙ্খল হুকোমল, অনঙ্গের তাপ হর, কবে আমি
আলিঙ্গিন তাতে।

তৈছে নীল�东方লক্ষ, পরম বিদীর্ণময়, অতিদীর্ঘ অতি
সুচাপল। কমল উপরে যেন, নাচে খোঁজান্নট হেন, কবে
শোভা দেখিয়া তরল ||

তৈছে মৃদুগঙ্গা হাস, পুল্লদ্ধ পরকাশ, সদাই প্রসন
মুখচন্দ্র। কবে নির্ধিয়া আমি, জুড়াইব নুরানিনি, কবে
আথি ভাঙ্গিবকে অদ্ধ ॥

বচনে মৃদুতা হেন, অমৃত উগরে যেন, অর্থ বাণী অবৃতে
পশিলে। কুল ছাড়ে কুলবতী, সদা হয় উনমতি, কবে তা
শুনির ভক্তিমূলে। ||

( ২৪ )
বিশ্বাধারে চ মধুরং মুরলীরবে চ
বলং বিলাসনিধিমালকলং কদা নু। ৬৬।
আদ্রীবলোকিতধূরং পরিন্দনেন্ত্র।

সলালং বচোহঃস্বদরাহ। হু ভোঃ স্মাধতং বিলাসনিধিং তৎসমদ্রং বলং
নবকিশোরং কদা আলোকে এক্ষান্ধীতায়ৎ। কীদুঃঃ। বক্ষঃস্মালঃ চ নয়নং-
পলং চ বিপুলং বিকৃতায়। সন্ধ্যীমিতে চ সদাস্মিতে চ মুছঃং। বিশ্বাধারে চ
মুরলীরবে চ মধুরং। দশাস্তরভয়ে স্রোতমঃ ৬৬।

অধীতিীয়ীন্দ্রমো সন্দেধং তদর্শনকারিগোধিভিন্নঃ। বচোহঃস্বদরাহ।

অহে সখীগণ! বাহার বক্ষঃস্মাল ও নয়নংপল বিপুল,
মন্দহাস্ত্তও সদাস্মিত মুছঃ। এবং বাহার বিশ্বাধার মধুর ও
মুরলীর মধুর, সেই বিলাসনিধি বল অর্থৎ কিশোরকে
আমি কবে নিনীক্ষণ করিবে? ৬৬।

অভিশয় দৈত্যের উদয়ে হেতু সদেশ্নে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন

বিশ্বাধার মসম্হৃত্র, উক্তারে রসের পূর, অরুণ বরণে হিমা
মাধ্য। কবে নির্কথিব আমি, কহ দেখি সখী তুমি, এই
গুরুধারে হবে দেখ।

মুরলীর রবে তেন, মাধুরী বিষয়ে যেন, অমৃদঃ ঝরয়ে
দশ দিশ। অবে শুনিব কবে, হেন কি হৃদিন হবে, পূর্ণ
হবে এই মোর আশা।

কহিতে কহিতে অতি, দৈন্য বাঁধি গেল মতি, সেই
কৃষ্ণ দেখে যেই জন। তার ভাগ যে বাণিজ্য, তারে কহি
ধন্য জনে, লীলাশুক্ক করয়ে বর্ষন। ৬৬। ১৬।১।

সথি হে পুরুষের শ্রেষ্ঠ সে গোবিন্দ। কৃতি যেই
কৃষ্ণগুণা, পুষ্পগুণ সহধন্য, সেই দেখে তার মুখচন্দ্র। ৬৬।
কৃঞ্কর্ণাম্যুদঃ

মাবিক্ষুত্তমিতঃস্থানমধুরাধরোঁষ্ট।

আদ্যাং পুমাংসবতং সিতবর্ষি বহি বহি

আর্জিবলোকিতেত্তাদি। তথা দ্য পুমাংস পুনঃপ্রেঃ কৃত্তি: কৃত্য পুণ্য- প্রবন্ত তথা বালোক যস্তি। আকর্ষণীয়ং পাঠে তাস্ত্রূঃ যে শৃণু স্তি ত এব ধন্য:।

বিমূর্ত যে পশ্চাদধরোঁষ্ট। আদ্যাং প্রেমবজং নিনাদার্থাং ইতি বা। কীৰ্ত্তি:।

প্রকৃতিগুরুণী আচরণং চুদ্ধ তয়ঃ কামিক্ষু। ততদিশেবে পরিমহ্প যুক্তে নেত্রে

থায় অবিক্ষেত্ত যত স্বতিত্ত তাদেব নানা। তরুতা মধুরাধরোঁষ্টী যন তথায়

কারিণী শ্রীবাদার বাক্য অভিনন্দন পূর্বক কছিলেন।

থাহার নেত্রে আর্রু দৃষ্টিভারে অলিঙিত ও প্রকাশিত, মধুর হাসৰূপ স্নাত্তারা অধরোঁষ্ট মধুর্নেই মধুরপিচ্ছারী আদ্যাং

বসন্তলেনাতকস্ততের পর্য

সদাই নয়নে যার, করুণার সহ অবতার, আর্ভু অবলোকে

অতি ধুরি। তাহাতে প্রণয়ক্ষ, বাক্যে তাহী নহে উভ,

তাহী দেখে ভাগ্যবান্ধার।

অধরোঁষ্ট স্বপ্নাযুধু, যাতে গ্রিত স্বগ্ধাপুর, সদাই বিলাসে

তাহী সেন। তাহী যে বা নিরীক্ষ, ভাগ্যবান্ধে গেই হয়,

ধন্য রহ তাহ হুমুননে।

চুড়াতে মষ্টম্পুচ, তাহী বেড়া পুঞ্জ গুচ্ছ, তার যেই

শোভা পরিপাটি। গেই কৃত পুণ্যগণ, নিরীক্ষে অনুক্ষণ,

ধন্য রহ তাহ অথবি হুট।

আমার ছুর্ণায়ত্তগণ, কোথা পারে দাসন, তৈহে ভাগ্য

কল্প করে নাই। কহি স্থীরগন সঙ্কে, কানে বহ পরবন্ধে

অভিষ্মুক্তকথার নি রাই।
মালেকোয়ান্তি কৃতিত্বঃ কৃতগুণ্যপুজ্জাপঃ ৬৭ ॥
মারঃ স্বয়ং মু মধুরবিবিষিকগুলং মু

বত্সগিরানি বহুরং বহুলেন যেন তৎ। দশাত্তরমেয় স্বগমং ৬৭ ॥
অথ শ্রীরাধাবঃ প্রবিষ্টে তাহিন লীলাঘটত্রীকারকার্তিতি
তাং তাসাং মধ্যে অবিষুক্তশ্রীলাবিশিষ্ট এবত্মাত্যগ্রেহপারিহৃৎ ৷ সচ তৎ

পুরুষকে যাহারা পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য করিয়াছে তাহারাই দর্শন
করিয়া থাকে ৬৭ ॥

অনস্ত্র লীলাঘটক বন্দবনে প্রবেশ করিলে “শ্রীকৃষ্ণ
শ্রীরাধা প্রভুতি গোপীগণের মধ্যে আবিষ্কৃত হইলেন” এই
লীলাবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ লীলাঘটকের অগ্রেই যেন। আবিষ্কৃত
হইলেন, তিনি তাহাকে অবলেকন করিয়া। শ্রীরাধার
ভস্ম স্বর্ণ উপস্থিত হওয়ায়, আসাদের শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের ভাগ্য
নাই, সখীদেরের সহিত এই কথা বলিয়া বলিয়া
অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণকে দূরে অবলেকন করিয়া প্রলাপ কারিণী
শ্রীরাধার বাক্যের অনুবাদ পূর্বক কহিতেছেন ॥

প্রথম দর্শন মাত্রেই বিহারবিস্তীর্ণ। শ্রীরাধা কণ্ঠরঞ্জ
ভস্ম সভায় কহিতেছেন। হে সখীগণ ! যিনি অগ্রে হইয়া

যশোনন্দনঘটকের পদ্য ।
অকস্মাৎ এইকালে, কিছু দূর পথে হেরে, কৃষ্ণ দেখি
অতি ভস্ম হইল । তাহাতে প্রলাপ করি, বলে যায় সখী
গণী, লীলাঘটক দেখা যেন পাইল ॥ ৬৭ ॥

সখী হে কে দেখিয়া যে সম্মুখে আমায়। কিবা কাম
মূর্তিসান, দেখ এই বিদ্যমান, দেখি শঙ্কা না হয় কাহার। মঞ্চ॥
সাধুর্ব্যমেব হ্য মনোনয়নায়ত্ত হ্য।

বিলোক্য স্বয়ং জাততত্ত্বেতিওপথি তদ্যাং শ্রীরাধয়াং অথবা কাৎ তদন্তনায়ত্ত নাস্তোবিহি। স্বঃভিঃ সহ রূপস্তাং অক্ষাীং কিংকান তবে বিলোক্য ভ্রমবাহুন এলপস্তা বচোহুষ্ঠন্তাহ। প্রথম দর্শনাদেব বিরহবিক্রম কম্পনভূত বিষয়মাহ সত্ত্বনাং এব জগন্নারায়ণং স মারঃ শ্রীমাগতঃ কিং হু বিষয়তে পুনর্বিদয়াসহঙ্গুর সাক্ষ্যবিশ্বামাহ। স তাবদীরূপথুবেুরো ন ভবতি।

তদিন্ত মৃদুদ্রাহানৈনাং মণ্ডলং হ কিং পুনরত্তাশ্চর্য্যমাহ। ন তথ্যদত্ত কিং সাধুর্ব্যমেব তদন্ত এব পরিণতঃ সরোগঃ কিং। পুন মনোনয়নারায়নভূত্ত কা।

জগৎকে মারিয়া থাকেন, সেই মার অর্থাৎ কন্দর্প কি যুদ্ধ অগ্নিতে করিলেন । পুনর্বার সাধুর্ব্‌য অমুভব করিয়া অশ্চোবেুর সহিত। কিহিলেন, কন্দর্প ঈশ্বর সথু হইতে পারে না, তবে একি মৃদুদৃশ্যান্ত সকলের মণ্ডল, পুনর্বার অভ্যন্ত অলিক্ষ্য।

বহুধরন্তাকুতুরের পদা।

কৃস্ণক রহিয়া কহে, সথি এই কাগ নহে, দূর্য নহে সেই কাগরাজ। জগত মারয়ে সেহ, তারে না দেখিয়ে কেহ, এতদৃশুতি তার নহে সাহ।

সাধুর্ব্য মণ্ডলহাতি, কিবা হৈল মুচ্ছিতিতি, সেহ নহে গতি হীন তার। কিবা সুসাধুবী দেখি, যাতে সেই ধর্ম সাক্ষী, তাহার না হষ যে আকার।

সম সন লোচন, সথী করে অলক্ষ্য, সন নেত্রনমৃত এই কিবা। অব্যব দেখি পুনঃ, সংরাম হইল হুন, তবে আর দেখি এই কিবা।

সোরে বেণিপুঞ্জ যেই, সমুদ্রে বা দেখি সেই, কিবা কান্ত আইলা শ্রোষ্য হইতে। এতেক কুষিতে রাই, সম্যক্
বেণীমূজে নু সম জীবিতবলভেতো নু

সন্তোষাহ। মনোনয়নযোগ্যতা তজজপতি নু কিং। পুনর্ববয়স্মৃত্যুর সাম্যমান্য। বেণীমূজে নুবেণীমূজে মাছ্বী উন্মোচনার্থহীন বেণীমূজে গোবিন্দঃ গোবিন্দঃ গোবিন্দঃ বালনার্থ নবকিশোরঃ নবকিশোরঃ নবকিশোরঃ নবকিশোরঃ

বোধ করিয়া কহিলেন ইহা তাহা নয়, কিন্তু মাধুর্য্যই তক্ষণ-রুপে পরিণত হইয়া। আগ্নেয় করিলেন কি! পুনর্ববয়স্মৃতি সাম্যমান্য। ইহা কি মন ও নয়নের শুণ্তসাধন সম্প্রদায়ে কহিলেন, বেণী উন্মোচনমান্য বিদ্যাধর কান্ত-ইনি কি সেই? পুনর্ববয়স্মৃতি সাম্যমান্য অবলোকন করিয়া। আনন্দের সহিত কহিলেন, অহে সৰ্য্যাগন! ইনি আমার জীবিতবল্লভ বাল অধিৎ নবকিশোর আমার লোচনকে আনন্দ দিবার

যজ্ঞনন্দাভূতের পদ ॥

নিরিখে তাহই, দেখ সেখা এই না সাক্ষাতে।

অমার জীবন পতি, নবনি কিসোরাকৃতি, আগ্নে আর্য্য উদয় হইলা। তাপিত আমার আর্য্য, জুড়ায় তরে দেখি, প্রেমের মোরে দেখি দিলা।

এইরূপে রাধিকার, যত সৰ্য্যাগন তার, কৃষ্ণসঙ্গে মিলন হইল।। তাহা দেখি লীলাশুক, অস্তরা পাইল হৃদ, বাহু-স্ফূর্তি তব হি ভৈরগে।

তাহার সাহুরী হেতে, অকর্ষে ইন্দ্রীয় চিত্তে, সম্ভব
বাঁলাহয়মায়াদায়তে সম লোচনায়। ৬৮।
বাঁলাহয়মালোল-বিলোচনেন
বক্তৃণ চিত্তীয়িতদিছুঢ়েন।

ব্যাধোয়। বাহেহেসি স এর্কন। নিশ্চয়ংসরোহলাভনায়মলকারঃ। ৬৮।
আখ তলা দাহম্ব সহ মিলিতঃ সাক্ষাদে। জাতনারূপৃচ্ছিন্নচারুচ্ছিন্ন:
সর্বস্ত্রিয়ঃ সাঞ্চ্যত্বযুক্তাৰ্ব্ব। তস্য সর্বত্রিয়ানন্দনঃ সত্যিঃ শীুকে।
বর্ণনঃ প্রথমঃ নয়নানন্দসৃষ্টি দ্বিত্যত্যঃ। অয়ঃ বালমঃ কহিবেরীঃ বক্তৃণ বেশেন
চ নৈৃষাঙ্কঃ নয়নরূপক্ষয়ঃ হুঁখা প্রপুলোরতি। বক্তৃণ কীৰ্ত্তনঃ। বাণীজয়ভেদেন
নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন তোমরা অবলোকন কর। ৬৮।

অনস্তর দিঘো সখিগণের সহিত আগত শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ
দর্শন করিয়া। বাহুফুলি হেতু তদিতীয় সার্থুপদার। সর্বক্ষিঞ্চ
অর্কট হওয়ায়, সাক্ষাং সমস্তের সম্মতরূপঃ-শ্রীকৃষ্ণের সর্বক্ষিঞ্চ
স্বজনের অনন্দ সতি ক্লোকে বর্ন করত প্রথমতঃ নয়নান-
ন্দন দ্বী ক্লোকে কহিতেছেন॥

হে সখিগণ! যাহাতে নিজের অপরাধ ভয় ও এক কালীন
সকলের দর্শনেহুই লোচন অতিচণ্ডল এবং ঈশ্ব হাস্য-

মনমুখু রূপ রাশি। সর্বক্ষিঞ্চানন্দন, সতি ক্লোক বর্ন, করে
হর্ষামৃত রসে ভাসি। ৬৮॥

দেখু। জায় কিশরের সাধুরী। বদন নয়ন আর, কোষ
অতি মনোহর, নেত্রত্বস পুরো মে। সর্বাৰি। ৬৮॥

নিজ অপরাধ ভয়ে, রাধা আতিশীতোষ্ণে, এক কালে
দর্শন লাগিয়া। সমাকৃৎ চঞ্চল জীব, সেই ভাবে সেই
সাঙ্কী, সব হৃদি করে নিরখিয়া।
বেশেন ঘোষচিহ্নিতভূমিণেন
মৃদুন্ধে চুং নামনোৎসবং নঃ ॥ ৬৯ ॥
আন্দোলিতান্তর্জ্জু কুললোকনেত্র—
মুখপং সর্বসাঙ্গ দর্শনেন চ আ সম্যক্লোলে বিলোচনেন যব। তথা স্নিত-ধরাশিদ্ধারাভিচিত্রিহিত কৃত্য দিশামূখে মেন। বেশেন মৃদুন্ধে যোগে। ব্রজনূপলোকানাদি ভূমিজনি যত্ন অতে। মৃদুন্ধে ॥ ৬৯ ॥
কাচিং করাণ্যসং পোল্লিতায়ীয়বিং তাতি। নি। লিঙ্গ। নৃত্যেনবিবাহিণ্য নিঃবিত্ত অধরাদির কাঠিন্যমূহদ্বার। দিকু সকলের মুখের চিত্রীয়ত অর্থাৎ চিত্রের নায় করিয়াছে এতবাদৃশ বদনধার।
তথা ঘোষচিহ্নিত অর্থাৎ ব্রজযোগচ বর্ধ ও গুল্প। প্রশস্তী ভূমিবিশিষ্ট মনোহর বেশধার। এই বাল অর্থাৎ কিশোর আমাদের নয়ননোৎসবকে পূর্ণ করিয়েছেন ॥ ৬৯ ॥
অপর হে স্থবিগণ! গোপীদিগের অগ্রসরিষ্ণি নিমিত কম্প এবং সৃষ্টা গতিবাদ। রাহার ভূমির অগভী আন্দোলিত এবং করুণাবশতঃ রাহার লোচন চঞ্চল। তথা আদ্রাভুত

বদন মাধুরী অতি, নিমিতকাস্তি ধার। তত্ত, তাহাতে অধারকাস্তি ধারা। চিত্র কৈলা দিশাদূর, অথবি-নয়ন-হৃদ, মুখ কৌটিচর্যাহর।
ব্রজযোগে বেশ অতি, বহুগুল্প। অলক্ষিত, তাতে আর মনি ভূগণ। অতি মনোহর শোভা, দরশে নয়ন লোভ, কহি করে লোক উচ্চারণ ॥ ৬৯ ॥
দেখ সাধি! অধিষ রসায়ন। হালিতে হালিতে, আগে, আইনে এই অনুরাগে, যতে বিশ্ব করে জুনন ॥ ৮৯ ॥
কৃষক মিত্যুঢ়কনাবৃত্তি নামক অংশের বিশ্বাস করা হয়েছে।

শিখিরাণীর বিশ্বাস করা হয়েছে।

তখন লোক যে নোচি তাদের চোখ মানে না। এক্ষণে এই লোকগুলি বিপুল হয়েছে। কিন্তু এই লোকগুলি দৃশ্যমান করা হয়।

আর্থিতি এর বৈশিষ্ট্য বা অপরাধ হয়নি। যদি তারা সমাজের অংশ হয় তা হলে তাদের ভাব প্রশংসা করা অসম্ভব।

শিখিরাণীর বিশ্বাস করা হয়েছে।

কর্মী ও শিখিরিণীর চোখে দেখা হয়।

বছর কান্তিকে ছিল, মূলত হৃদয়ের কান্তিকে ছিল। দৃষ্টিতে শিখিরাণী চোখে তেমন কান্তি ছিল না।

কর্মী নূপুর আর, কিন্তু নূপুর আর কিন্তু নূপুর আর কিন্তু নূপুর আর।

এতেক কথাটি পুঁথির দেখানো হয়, বিশেষ গোষ্ঠী বিভিন্ন। অক্ষরাশাসন দিয়ে, যেন কোনো উপজীব্য নেই, কেন কথা সবাই হাসিয়া।

( ২২ )
শীতল বিলোচনরসায়নমজুরীপৈতি ॥ ৭০ ॥
পশুপাল-বাল-পরিষিদ্বিভূষণ:

নানী যাঁই কষ্ণনুগ্রামালিকুচালা তেজস্কিত। অনন্ত শ্রোতানন্দনং চোক্তঃ।
শিবিপৈতে খেচরী বর্ধনা ॥ ৭০ ॥

অন্ধ পরিতন্তী দৃষ্টি চক্ষে গোপীপরিসকলতে বিভূতিতাদি লীলাবিশিষ্ট
তঃ বিলোচ্য সহর্ষবাহ। এই শিশু কিশোরঃ স্বীকৃঃ সূর্যাসাম্পি বিশে-

শীতল বিলোচননীয় রসায়নমরুপ স্বীকৃঃ আমার সমুখে
অগমন করিতেছেন॥ ৭০ ॥

অনন্তর স্বীকৃঃ চতুর্দিকে সখীগণ এবং লীলাবিশিষ্ট
স্বীকৃঃ কারুকান্তি করিয়া স্বীরাধার বাক্য লীলাশুক
কহিতেছেন॥

হে সখীগণ! যিনি পশুপাল বালা অর্থাৎ গোপিকৌশল
রীতিগের সভার বিভূষণমরুপ এবং বাহার বিলোচন অভিষয়

ঝুঞ্জননাথদের পদে।

ভালার উত্তর দিতে, কষ্ণ হৈলা হরিতে, তাতে রূপ
শোভার মাধুরী। লীলাশুক কহে ভালা,শুনিয়া অনন্ত বাহা,
মধুময় শোভীক উচ্চারি॥ ৭০ ॥

সখী হে, এই যে কিশোর কষ্ণ অঞ্চি। মুখচন্দ্র মন্দ-হাসি, রাধা আদি গোপী রাশি, মের হৃদি ব্যাঘ্যে করে
সখী। ॥ এ ॥

সখী এর অধ কোপ শুনি, তাতে মৃদুগঞ্জ ধানি, তাতে
আর্দ যেই মুখচন্দ্র। তাতে যেই প্রেম উত্তি, তার জ্যোৎস্না
পুজ্জয়ক্ষি, সেই ব্যাঘ্য হয় হৃদি কষ্ণ॥
শিশুরেষ্য শীতলবিলোললেচিনঃ
মৃত্যুলসিমিতাস্বদনেন্দ্রসম্পদা-

বতো মদীয়াং উদ্যুঃসহ্যীরাধাললিতাধীনঃ কৃত্যমেত্যোক্তীত্যাদিবিনাৰ্যতুৎকোপঃ ব্রাহ্মণবর্ণং যুদ্ধদ্বিত্তি তন্নাদ্রেী। যোদনেন্দ্র- সত্য মথুয়ি সংহরঠাকানি ন পারঘোহারিতাদিপ্রেমজীকৌমুদীপ্রম্প্রম্প্রম্প্রূণায়া। সম্পত্তান্তঃ
যস্যনয়নঃ বিগৃহনি ব্যাপঃ তীতাতঃ। তদীয়ঃ। মম সংহরঠাকুজীপুরা
পুণ্ডরিকবলানাং গোপাকিশোরীপাং পরীক্ষাং বিভূষিততাতি। তথা তং সত্যেব বিভূষণ জন্যোতি বা। তথা সেতুতো বভাবিতাতঃ। অতএব রাষ্ট্রপোহরেত্তানেী
দ্রোহপালদমিতাত্তত্ত সূচীতাতাদী তথা বিন্যস্তঃ। এমতেহন বলণপরিষ্ঠিতি বক্তব্যো বলণপরিষ্ঠিতাত্তত্ত। যথা। পুণ্ডরিকবলানাং বলণ যদ্যাং সা পুণ্ড
পুণ্ডরিকবলাস। সা চানো পরীক্ষিতি কর্মধারয়ে পুরাত্ত তৈ কিং। তথায়
শীতল, সেই এই কিছু শ্রীকৃষ্ণ সকলের এবং বিশেষতঃ
অন্যান্য অর্থ শ্যামাধূম্ব শ্রীরাধা ললিতাপ্রভৃতির হৃদয়ে
“অহে! আমাদিগকে ইহাই বল” ইত্যাদি বাক্যে অর্থান্তি
নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণ আদরধর্ম হইয়া। “তোমরা অসূয়। করিও

ঘননন্দনাকুরের পদ।

পুণ্ডরিক নারীগণ, তৃষ্ণ যে মনোরম, হেন সাতে নীল
মণি বেন। নায়ক সোসর শোভা, যাতে হয় চিত্ত লোভা,
মোর হিয়া ব্যাপ্তে রস তেন।

শীতল লোচন তাতে, সদাই করুণা যাতে, সেই নেত্র
ব্যাপ্ত হৈল হিয়া। তিন সোসর সাম্ভ কাহি, কৃষ্ণরূপে হুমক
পাই, মোর প্রাণ এসব কহিয়া।

কৃষ্ণ কহে এই আমি, এই আমি হৃদাবাণী, তাতে গোপী
ঈর্ষা। পঙ্ক কলে। বিসাদ লালসা পুঞ্জনদী উচ্ছলিতে ছন,
লোক বাড়ে কৃষ্ণের অন্তরে।
সদয়ন্দীয়হৃদয় বিগাহেত ॥ ৭১ ॥
কিমিদমধরবীথীকুণ্ডলশ্রীনিনাদসং
গৌণিনাং প্রতিপ্রেতযোগে যত্ন সং। তচ্ছয়। বেশেন ঘোষেচিত-তৃষেনেতি। সামান্যবস্তবস্তুত ঈতঃপুর্ণ একরস্বাবগাং ॥ তথা পীতলে বিলোপে চ লোচনে যস্য ॥ ৭১ ॥
ইতি লোকতরায়। সামান্যসহন হঃ নির্বাণ তথ্যর্বে জ্ঞাতবীত্বথীতি। বর্ণনন্তর এথম তাসাং ন পারসহস্রহিতত্যাদি। নরপিকাং তারসমাধী বনপকে না। ইত্যাদি বহুবিধাবাক্যরূপে কৌতুকীসমুহে আশঙ্কবিধান করত প্রবেশ করিতেছেন ॥ ৭১ ॥
এই একাকৃতি তন লোকে সামান্যরূপে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ করিয়া, তিনি আসার নিশ্চয়ই জীবন এই বর্ণন করত প্রথম সেই সকল গৌণিক ( নপরায়ণেহ হঃ নিরবণ সংযুগং ) ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের বাক্যমুথতাদী। ঈর্ষ্যরূপে নরপিকাং তীক্ষিতলিখিত অনুবর্ণন মধ্যে পুনর্বার বিলাস লালসারূপ তরঙ্গিনী অর্থ নদীকে উচ্চিত করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণের বর্ণনায় রঙ্গিনী বিষ্ণুর হয় “এ কি বস্তু” এই বলিয়া। সংশয় করত পুনর্বার নিশ্চয় করত কহিতেছেন ॥
চে সখি। এ কি বস্তু, যিনি আসারে নয়নহরে কোন

বহুনন্দনসকাকৃতির পদ্ধ।
বংশীণানাতন্তবর্বে, কৃষ্ণমেধ অতিহর্ষে, অতি প্রেমানন্দ হইল তাহ। একি একি ঘন বলি, লীলাবুক কুতুহলী, পুনরুক্তি এক ঘোষক উচ্চারিত ॥ ৭১ ॥
সখি চে কিব| বস্তু আগে যে দেখিয়ে। যাতে নিহতে
কিরিতি নয়নয়। নং কামপি প্রেমধারাং।
তদিদমরবীধীবল্লভ ছুর্বত্ত নঃ-  

অত্যন্ত পুনর্বংসমল্লস। তরণিগী মুহূর্তলিঙ্কু বংশীনাদামৃত বর্ষিত রূপঃ  

dনেন বর জাতিরামনারায়ণেকে। কিমিতি মিলিত সংশয় পুনর্নির্দিষ্ট কিমিতি বন্ধ যাঙ্গি নয়নয়েঃ। কামপি প্রেমধারাং কিরিতি। ক্ষণে বিমৃথা  

dি বিভিন্ত তেব্যসুধাং দেবত্যসুধাং। পুনঃ সশ্চ কিমৃত্ত দেবত্য বলভদ।  

dনঃ প্রণয়ঃ। কিমৃত্ত বলভদ জীবিতঃক কথঃ জাত। তত্ত্বাদ। অধরবীধাং  

এক প্রেমধারানিকেপ করিতেছেন অনস্তর কণকাল বিচার  

cরীত কহিলেন আ। জানিতে পারিলস, ইনি আমাদের  

cেবত। পুনর্বংস সাম্প্রতঃ কহিলেন, ইনি কেবল দেবতা নহেন,  

tাদের বলভদ হয়েন। পুনর্বংস সাম্প্রতঃ কহিলেন, ইনি  

ey কেবল বলভদ বিশেষে তহাঃ নয়, ইনি আমাদের জীবনও  

dয়েন, যদি বল কিছুপ জানিতে পারিলা, এই অভিপ্রায়ে  

cহিতেছেন, ॥

শুধুনন্দনাঙ্গের পদ্য।

মে সবার অঙ্কি বহে প্রেমধার, কোন প্রেম উপজায়  

dায় যায়। ॥ ॥  

eত কহি কৃষ্ণ এক, বিমৃথা পরতেক, কহে হয় জানিল  

dনিল। মে সবার দৈব দেহে, দেখ আগে আইলা তেহে,  

tই অঙ্কি নির্ণয় কহিল ॥  

পুনঃ সংশ্লিতে কহে, কেবল দেবতা নহে, দেখ আইলা  

dলভ আমার। পুনঃ সাম্প্রতে কহে, কেবল বলভদ নহে, প্রাণ  

tাৰ আইলা আমার সবকার ॥  

বদিশ্বল কি লক্ষ্মণে, জান তার আগম্যে, শুন তার কহি ।
কৃষ্ণকর্ণমূর্তি।

শ্রীভূষণকন্যায় দৈবতঃ জীবিতঃ ॥ ৭২ ॥

তদিদমূপনতঃ তথালনীলঃ

কৃপাচিতমূল্যিৎ যা বংশী ভূষ্য। নিনাদে যত অতৌহমরবৌথ্যাং শরেশ্রেণ্যাং তথ। অপি বা চূর্ণং। অদ্ধরুত্তন্তেষু কসন্নেত তথ। মদ্যতেরাবসিদ্ধিয়াে ভাগামিতি ভাষা ॥ ৭২ ॥

রায়োলসবঃ সংবৃত্ত ইত্যাদিবঃ পুনরত্বধিলাবারস্তিং তৎ নিশ্চিতত্বাৎ।

তদিদঃ যত জীবিতঃ উপনতঃ সমুপিরাগতঃ। কীর্তিঃ। বিলাসি রায়-

ইহার অধরশ্রেণিতে আশ্চর্যরূপে অর্পিত বংশীর নিনাদ

উদগত হইতেছে। অতএব দেবশ্রেণিতে এই বংশীরব অতি-

চূর্ণভ, স্ত্রঃ ইনি ত্রিভূষণ-স্নদ্র। অহে ভাগ্য! আমার

নেত্রগোচর হইলেন! ॥ ৭২ ॥

পুনর্বার শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলাপূর্বরিণ্ড করিয়াছেন নিশ্চয়

করিয়া লীলাশুক কহিতে লাগিলেন ॥

তথাঃ সংবৃত্ত ইত্যাদিবঃ পুনরত্বধিলাবারস্তিং তৎ নিশ্চিতত্বাৎ

করিয়া লীলাশুক কহিতে লাগিলেন ॥

চে সথি! সমুদায় গোপীমণ্ডলের বদন দর্শন নিদি

ভূনুমন্তাকুরের পদ্ধ ।

বিবরণ। অধরে বিচিত্র বংশী, তরুণী পরাগেত্যি, তার নাদ

যাতে স্থধাকণ ॥

দেবতাগণের যে, চূর্ণভ আইল। সে, ত্রিভূষণ কসন্নেত

রূপাঃ ! তেহে মোর নেত্র আগে, দেখিয়া আশ্চর্য লাগে,

তেই মোর ভাগ্য মহামূল ॥

এতঃ কহি দেখি পুনঃ, কৃষ্ণধর্মী হইয়া হুন, রাসলীলার

আরম্ভ করিল।। তাহ। দেখি লীলাশুক, অত্রের পাইয়া হুন,

লোক পাড়ি কহিতে লাগিলেন ॥ ৭২ ॥

সত্য! হে, আমার জীবন কৃষ্ণধর্ম। নিকটে আইল। এই,

দেখ বিদ্যমান গেই, রাসলীলার করিয়া আরম্ভ ॥
তরলবিলোচনতারকাভিরামঃ
মুদিতমুদিতব্যক্ত চন্দ্রবিলম্ব
মুখরিতবেণুবিলাসি জীবিতং মে ॥ ৭৩ ॥
চাপলায়ীচর চলিয়াছেন বৈকুণ্ঠের মুখ

লোচনন্দয়ের চঞ্চলতারকাযুগে যিনি অভিরাম। বঁচার
বন্ধে উত্তম চন্দ্রগুলোর ন্যায় প্রয়োভ এবং যিনি শুভত্ব-বেণুর বিলাসঘুর্ণ, আমার জীবনপ্রাং সেই এই তমালনীল প্রীতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৭৩ ॥
রাগমধ্যে প্রীতির বিগ্রহণকারী চাপলা অবলোকন করিয়া।

শুধুমাত্র বেণু যাতে, অথবা তরুণী মাতে, অমৃত মাধ্যুরী
সদা গলে। হেলতা গোপীগণ, সাম্ভাল অতি মনোরম,
দীপ্তিমান তমাল ঝুলীলে॥
সবকুশীলীধর, মুখচন্দ্র মনাহর, সবকুশ ধর্মন করান।
তরল লোচনন্দয়, তারকাভিরাম হয়, তাতে অতি ফুল মনোরম ॥
তাহাতে একবল মুখ, চন্দ্র বিহোদয় হৃদয়, আনন্দ আনন্দ
ময় যাতে। এতেক কথিতে পুনঃ, চাপলায়া দেখে হৃদ, রস
সাঙ্গে হৃদশিক্ষুরীতে॥ ৭৩॥
সদিত হে মের প্রাণ বিকৃত শেখর। রাস সাঙ্গে নৃত্য
চার্চার্গীর চাতুর্যায়ন নিশ্চিল্লীম।
সৌরভায়িন সকলাদুর্গেতেকলীম।

দৃষ্টাহ। ভূতিং মন জীবিত্র চল্পলাদীন তোঘাং সীমাঃ বর তত্ত্বাদিত্বাশ্রম।
কাদুশগোপীৰ্ষ্ণী বিকান্তিক বিলোক্যান হ। সহ নীত্যচুক্তায়ন চল্পলান্নাভাগ্নাং প্রকাশ্য নীত্যাদ্রুশিনীভূদ্বয় নীতর্ক্যান সীমাঃ। 
সৌরভায়িনিদ্বয়ের অপন্তর্তিতুত্র শক্তিমাত্র। তৎকালিক দৃষ্টাহ চাতুর্যায়ন তুল্য।

লীলাঙ্ক আশ্চর্যাদিত্ব হোত এথেন নৃত্যগতির নায়ক
(শীতরতি) দর্শনে কহিতে লাগিলেন।

হে সখি! কি আশ্চর্যঃ! ইনি চল্পলান্নের একমাত্র সীমাঃ।
এই সকল চল্পল। গোপালিদিগের যে অখত স্পর্শ হইল স্থানান্তর
তোঘার একমাত্র সীমাঃ, চাতুর্যায়ন সীমাঃ, চাতুর্যায়ন বিধাতার
শিল্পের একমাত্র সীমাঃ, সৌরভায়ীর সীমাঃ, সকল আশ্চর্যঃ

গতি, দেখ মহাভাষ্য অতি, সীমা যাতে পরম চল্পল।

গোপাঙ্গনগণ মুখ, চুম্বনাং মহাভাষ্য, স্পর্শ আদি স্থান অনুভবে।
নৃত্যগতি সঙ্গে এই, চল্পলাভ সীমাঃ নাই, তাহার না জানে অনুভবে।

সেই সেই চাতুরী করি, আলির্গে ব্রজনারী, তা দেখি
কহয়ে গুনকর্ম। চাতুর্যায়ন সীমা হুরি, এক এত ব্রজনারী, 
সদা আকর্ষণে বার বার।

গোবিন্দ সৌন্দর্য দেখি, পুনঃ কহে হৈয়া স্থখী, দেখ
সৈক কি রূপ ব্যক্তন। বিধাতার শিল্প সীমা, দেখ এই মুনো- 
রমা, তুল্য দিতে নাহি যার মান।

দৃষ্টিতে গঞ্জ পাঞ্জ, কহে আনন্দিত হৈয়া, সৌরভের
কৃষ্ণকর্ণায়তং।

সৌভাগ্যসীম তদিঃ ত্রভভাগ্যসীম। ৭৪
সাধুর্মেণ বিগুণশিষ্যং বন্ত্রচন্দ্র বহস্তি।
বংশীরীবীরীবিগলধযতষোত্স। সেচরস্তি।

চতুর্মাণন্ত্য বিশেষ শিল্পায় সীমাবত।
দূরাং সৌভাগ্য লক্ষাহ সৌভাগ্যাতি।
তৎকলিপরিপাটী দৃষ্টাহ সকলনি।
ব্রজদেবীনাং তৎপ্রসারে সৌন্দর্যঃ
ধবল্যাদিকং দৃষ্টাহ সৌভাগ্যাতি।
ক্ষণ বিস্মিত ন কেবলমাত্র বশস্যামি
ভাগ্যায়ত সীমাবত। ৭৪।

তালুশত্রু সাক্ষ্যাশরণনন্দন সৌভাগ্যাতিরিয় মরু সাক্ষ্যাশরীর।
অহে আশ্চর্য মৎস্যাদিবান পরিতচ পরিপাকবহং মধ্যএতঃ সমস্ততে
কেলির সীমায়, সৌভাগ্যের সীমায়, অধিক আর কি বিবর
রুদ্ধইনের ভোগের একমাত্র সীমাস্বতম। ৭৪।

সেই লীলাশূন্ত শীর্ষকের সাক্ষ্যাতে জনিত মহানন্দে
আপনার অতিশয় সৌভাগ্য সাতিয়। আশ্চর্যাশুধিকে কহি-তেছেন।

যজুন্ননঠাকুরের পত্ত।

সীমাস্তু কৃষ্ণ অঙ্গ। কেলি পরিপাটী দেখি কহে নিদ্রা হয়।
অথা অদত্ত কেলি সীমাগ্র।

যত ব্রজদেবীগণ, প্রেমসর অহুক্ষণ, সৌন্দর্য্যাদি দেখি
পূুঃ কহে। বৃজস্রী সৌভাগ্য যাতে, প্রেম পরবীণ তাতে,
তিলেক বিচিত্র যাতে নাহে।

ক্ষণেক বিমর্শ কহে, গোসপিভূত্য কেবল নাই, ব্রজস্রী
ভাগ্য সীমায়। আপন সৌভাগ্য কহি, দর্শন-অনন্দ-মহী,
পূুঃ এক স্থলোক উদ্ধার ল। ৭৪।

সখৈ! হে আশ্চর্য যোর পূর্ণ পরিপাক। গোবিন্দের
(২০)
মধ্যালোচনা বিহরনপদ মন্তব্যাগ্রান্তা জঙ্গ

সাকার্যকর। অহে সম তাহামিতি ভাব। কীৰ্ত্তিন। বক্তু চক্র বহুস্ত। কীৰ্ত্তি।
তঃ বঙ্কিমচন্দ্রের মাধুর্য্য বিপুলশিখরির। তথা রঘুনন্দনের উন্নতিতের বিষয়ে গল্প যানযুক্ত অনুরূপানি তৎপ্রবাহান্তর রাজ্যের স্ত্রী অঙ্গ সৌচ প্রেম। তথা মধ্যালোচনা বিহরনপদ বিহারহাও কর। কীৰ্ত্তি। মন্তঃ

বিষ্ণুরাত্রি শীতল মুখচন্দ্রকে ধারণ করিয়েছে এবং বংশীর চিন্ত্রপথ হইতে বিগলিত সমধুর নিন্তরূপের অমুকপ্রবাহক্ষুদ্র। রাজহীনপিণ্ডকে, জগৎকে এবং প্রেমন্তরূপে গৌরবগ্রাম শালী মন্তোর কাক্ষাপথকে (রন্ধনবেলে) সেচন করি-

ধন্যনিরন্ধারকের পদ।

রীরুকে যে মুর্তি, নির্দিষ্ট শীতল হইলেও মাধুর্য্যবশত মুখচন্দ্র, সকল আনন্দকর, যাঁতে হীতে নেত্রের সাকাত।

বায়ুর শীতল মুখ, তরুণী নয়ন হৃদ, যাতে তার মাধুর্য্য হইতে। বিষ্ণু শীতল শোভা, মার লাগে নেত্রে লোভ।

আদর্শন তাপ নাশে যাতে॥

যাতে বংশীরা দিয়া, ঘন পড়ে বিগলিত, অমুক প্রবাহ কত কত। রাজহীনপিণ্ড আর, আমার অন্তরে আর, জগতে সেচনে অবিরত॥

এই মোর বাণীগণ, লীলানথে মনোরম, কীছে তাহ।

শুন মন দিয়া। তাকে বর্ণবারে মতা, যতে প্রেম উনমত, আছে সৌভাগ্য ভাঙ্গিয়া।

অথ রাসে নৃত্য গতি, দেখিলেন শীত্র অতি, এক অঙ্গ বহু গোপিগণ। হিয়ার মাঝার হীতে, অধ তিল অর্জিতে কান্ত্যাচিন্ত্যে প্রবাহোচ্ছেল॥

এমতে গোবিন্দ দেখি, বর্ণিতে লাগিল। লোধী, ঢাক্ষর্য।
সংগৃহ্যানাং পরিণতিরহে। নেত্রয়ঃ সবিধতে || ৭৫ ||
তেজসেহস্ত নয়। ধেনুপালিনে গোপালিনে।

শ্রেমত্যাঅক্ত তৎসৌন্দর্যবিদর্ণনাং সৌভাগ্যবান্ধব যা তাসাং তথ্যাতে চ সমুস্ফুট। শুক্রা ইত্যাদি। || ৭৫ ||
অথ নৃত্যগলিতাবেদনেকন বপুশ্রাত্রের গোপীনাং জ্ঞাতাং
• কষ্টধার্যপরগত। অবিভাব্যকতাপ্রবাহোচ্ছলিত তং বিলোকন নিবক্ষু মসমর্ধঃ। সাশ্রয়কেলং নসমর্থে নৃসু হায়ঃ। অসুচি কৈচিন্ত তেজসে
তেছে, অহে। আসার নেত্রয়ের পরিণতি (শেখাব্যাঢ়া) কি আশ্চর্যবতী হইয়া সমিহিত হইতেছে। || ৭৫ ||
অনন্তর „রাসে নৃত্যগতি লাল্বধার। এক শরীরে গোপী-
দিগের হৃদয় হইতে কণ্ঠকলঙ্ক অপগত হয়েন না।” ইহা
অনুভব করিয়া। কান্তিপ্রবাহে উচ্চিলন শ্রীকৃষ্ণে অবলোকন
করত বর্ণন করিতে অসমর্থ হইয়া। আশ্চর্যের সহিত কেবল
নসমার পূর্বক লীলাশ্শু দুই প্লোকে কহিতেছেন।

যিনি শ্রীরাধার সন্যুগলের উৎসঙ্গ (ক্রোড় শায়ি), যিনি

ধননন্তঃকরের পদ্ধ।
কহয়ে দুই প্লোক। কেবল প্রত্যাপ করি, শ্রীতিপুণ্যসাত্ত
বলি, লীলাশ্ব হইয়া অশোক। || ৭৫ ||

সখি! হে এই সতই কৈলা তেজোরে। নসকার রহস গদা]
কহিল তোগার। রাধিকার পয়েৱর উৎসঙ্গে শয়ন। করিবার শীল যার মরত্যুরোত্তম। তার কাছে কৃষ্ণ গাছে ভাব্য
চিষ্ট। ঐতে চিন্তা যার নিস্ত তায়ে রহস জয়। কহি
• আর পুনর্বাচের দেখে চক্ষুদিশ। কহে অহে আশ্চর্য হে
সেহ নােধ শেষ। দুই নারী কুচোপরি নিকটে রহে।
রাধাপোষধ্রোতসঙ্গশায়িনে শেষশায়িনে ॥ ৭৬ ॥

তঃপঞ্জরূপায় নদেহোন। কীৰ্ত্তি। রাধাপোষধ্রোতসঙ্গে শর্য্যং নির্যস্তরূপা তাপিকায় হাতু শীৰ্ণ বসা তথ্য। তস্ত কম্পনপাণিগমধানেতাত্যাৎ। পুনঃ পরিতু বীৰ্য্য সাক্ষরিমা। তান্তারাজুশেষ্যে সমতৃগৌলীসত্তুঙ্গকৃষ্ণ শায়িনে তরাকুটভিত্তায়। নরসঙ্কা কম্পনতৎসমন্বিতি বিষুলন। বৃষ্মমোহনলীলাস্তুর্বৃন্দায় নেত্রকাশ্যামিত্যাহ। এক সুব্যক্তিকরমলমিত্যাহি দিশা দেহেশ্বরামলায় একেন ব্যাজবেননস্তুগৌপলোকতাপায় অপি লোকালিনে লোকং অনন্তক্ষুদ্রগামি তত্তপায় তত্তজ্জহৈল। কিব। অকৃতে বিকুঞ্জ অল্প বিভজ্জলেী কীৰ্ত্তেলকানোত্তপারায়। ॥ ৭৬ ॥

দেবনাগরের উপর শরন করিয়া থাকেন, যিনি দেবনু ও সমস্ত জগতের পালন করিলেন সেই কেন এক অনির্বচনীয় তেজেকে নমস্কার করিল। ॥ ৭৬ ॥

হস্ত্রনন্দনঠাকুরের পদ্য।

তাহে বহু বহু নিতি করিব কি আহে। যদি কহ এক সত বহু গোপনারী। সবাঙ্গে কেমনে বা রহেয়ে বিহারি। শুন কহি অমলামোহি যার হেন লীলা। এক দেহে গোপচয় বৎসচয় হৈল। আর শুন কহি পুনঃ লোকপাল নাম। যে অনন্ত ভঙ্গ এক পালে তার ধাম। বৈকুণ্ঠেত বিকৃষ্ণত সে বৈকুণ্ঠলোক। সদা পালে সর্বকালে হেন যে সংকাল। তার বহু গোপবধূ-সঙ্গে বহু দেহে। হস্তবিলাস পরিহাস কি কাজ সদেহে। কহিতেই দেখে সেই গোবিন্দের অঙ্গ। গোপী-কৃষ্ণ-কৃষ্ণমেতে চরিত্র হৃদয়। বেণু বায় অঙ্গ-হাতা নাচে মনোহর। সবিশ্বয়ে দেখি কেহ পড়ি গ্রামকবর। ॥ ৭৬ ॥
খুশকর্ণায়তঃ ।

বেদগুপ্তদায়িতানসন্ন্যাসলীলাকৃতকৃতজ্ঞতায় ।

অতঃ তৎকৃতকৃতমনোক্ষিৎকিং অপূর্বেবং বায়ন্তং তঃ বিলোক্যা সমাচয়মাহী। আমৈ নমো নমঃ। আদরেন বীদা। কৌশীলে তৈগাং সনমুদ্ধিত্ত্বস্বমং স্মাং যৎ কৃতকৃতকৃতমনোক্ষিৎকিং তন সনাথা সরলা অতুংকুরাং কাম্পি রংগা। সহজকৃতকৃতগ্রুদ্ধবর্ণান্তঃ তাজাং কৃতমুদ্ধিত্ত্বস্বমাং সৌভাষ্যকাঠামোস্ত্রক্রাপ্তা তথা ধনুর্দ্বন্ত। বিরহে স্নাসাং কাক্ষে তালিনীদার্শ্যান্তঃ কৃতপূব্রহ্ম সনাথত্ব। তথা বিদ্যাত্স্থিতিরিক্তাং বেণুগীতগীতীনাং কুলবুদ্ধে পুত্তস্বত। তুল্যকৃত সরলশ ইত্যাদি কীলশালেন যুরুলীত। কথস্যা তত্ত্বধৰ্ম্মিতি বিমৃদ্যন পূর্ব-অনমন স্তৈরাধার কৃতকৃতকৃতমনোক্ষিৎ কাস্তিও অপূর্ব বেণুগাদনে তৎপর স্তৈরাধারকে দর্শন করিয়া বিমৃদ্যন সহিত লীলাশুক কহিতেছেন।

যাহার কাস্তিই খুশকর্ণায়তার অর্থাৎ স্তৈরাধার সন্ন্যাসলীলার ধন্যতম কৃতপূব্রহ্ম। একীকৃত এবং যিনি বেণুগীতের যজুনন্দনঘাতারের পদ্য।

গৌণে আহে এই কৃতে নমস্কার মোদে। গৌণে রুদ্র কৃতকৃত কৃতপূব্রহ্ম ভোরে। তার স্বস্ত রহিষ্ক্ষণ ধন্য যে কৃতকৃত। তার নাথ তার গতি তারে লভি ছন। সহজেত গৌণে যত কৃতপূব্রহ্ম কাস্তিই। অঙ্গ গদ্ধ তারে বন্ধ কৃতকৃত স্থিতি। তাতে হৈতে কৃতকৃত সে ধনী যবে আইলা। বিরহাঙ্কো পাইলা কাস্তে অক্ষুরন্থ হইল। বেণুগান অনুগাম্য বিধি স্থিরদে। গান গতি সোহে মতি প্রথম স্থিরে। কহিতেই বিমৃদ্যন ইকৈছে হেন হয়। পুনঃ কহে আন নহে। এই সত্ত্বময়। ব্রহ্মসাধ্যো। হীনি শ্রুতি। মোহিবারে। চতুর্ভুজে ব্রহ্ম।
বেণুগীতগতিমূলবেধসন্দ্রবর্তিক।
ব্যুৎপত্তিন্তু ভদ্রোহিন:।
নম:।।৭৭।।
মুদ্রকরণ:।

বিধাতাস্বরূপ সেই অর্করাশি তুল্য নহঃ অর্থাৎ ভেজকে পুনঃ পুনঃ নস্কার করি।।৭৭।।
অনন্তর রাসকেলিঃ অবলম্বন করাইয়া। বেণুবাণ্ড করিতে

ষুভনন্দনঙ্গুচঃ।
পুঞ্জে যাতে ত্রয় করে। বিধাতার বিধিসার কি আশ্চর্য্য হয়ে। তেইত তত্ত্বাতি গোর নিতি গোবিন্দের পাতে। অর্থাত পর হর্ষতর পুনঃ ভয়ে মনে। রাসকেলি ঘটামেলি আইসে নিজ স্থানে। বেণুগান সহ তান দেখিবার তরে। পুর্বে যাহা বাঁধে তাহা কাঙ্কে আতি পুরুে। দেখে শ্রীম হুর্দ্যম আইসে এই রীতে। লীলাশুক পাইয়া হুথ লাগিলা কহিতে।।৭৭।।
সথি। চে, আমার জীবন কুঞ্জসূত্র। রাসকেলি একাঁচায়া, সর্ব গোপাঙ্গনা লৈয়া, আইসে এই পরম আনন্দ।। এ।।
নঃ বেণুগীত গান, সৃষ্টি করি পুনঃ পুনঃ, সৃষ্টি করি
বালেন পাদাঙ্গুলিপরলোকেন।
অনুম্রনমঞ্জুলবেণুগীত-
সায়াতি মে জীবিতগাঢ়কেলি॥ ৭৮ ॥

সহর্ষ তরাগমন বর্ণয়িত চতুর্দিকঃ। ইদং মে জীবিত অষ্টকেলি যথা সান্ত্রথ আয়াতি। কীৃুশা। মঞ্জুলবেণুগীতসম্ভবমত নবনববেণুগীত ত্বরাঙ্গ স্বারাং সুদীর্ঘিতায়। পাদকৌমুদী সেবেহসনতুমা। অহো বত পাদাঙ্গুলি- পরলোকনায়িত। সীুশা। বালেন কোবলেন। তথা মূহ কণ্ডুপূর্ণ তত্ত্ব গীত- অরণমঞ্জুলচিন্তুৎসত মহর্ষে যতেন॥ ৭৮ ॥

করিতে কৃষ্ণ নিকটে আগমন করিতেছেন দেখিয়া লীলা- শুক কহিতেছেন॥

যিনি মুহু মুহু ভাবে শষ্ণযামনা নুপুরজ্জীবা। মন্ত্র এবং আঁহার পাদপদের পল্লবগুলি অভিনব,তাদৃশ আনার জীবনই যেন মনোহর বেণুনাদকে অনুম্রনণ করত কীুশা। করিতে করিতে আগমন করিতেছেন॥ ৭৮ ॥

যজ্ঞনন্থকারের পদ্য ॥
করয়ে গায়ন। নব নব কণেণ কণে, যাতে স্থি বিরহণ, কি অপূর্ব্ব দেথি মনোরম ॥

মুছ পাদাঙ্গুলৰ-তল, পল্লব হৈতে স্থ্যকোরল, হঁচ তাতে 

tেকেছে চলি আইসে। মোর নেত্র পল্লবগোপরি, ওই পাদাঙ্গুলি 
ধরি, আনু জানি কোথা লাগে পাশে ॥

তাহাতে নুপুরবর, মুছ শব্দ মনোহর, সুষ্পস গমন অনু- 

gানি। গানাদি স্রোবণ হৈতে, চিত্ত্যজ হৈল তাতে, এই লাগি 
মনোহর গতি জানি ॥

অতঃপর পূর্ব যত, ছাত্রাং। করিলা কুক, কবে কৃষ্ণ 

dেখিব নয়ন। উৎকৃষ্ণ। সকল হৈলা, কৃষ্ণ দরশন পাইলা, 
হর্ষে পূনঃ কহে মনোরম ॥ ৭৮ ॥
সোহায় বিলাসমুরলীনিনদামীতেন
সিঞ্চন দক্ষিণদিক সম কর্ণ্যুৎঃ
আয়াতি মে নয়নবদ্বুদ্ধরঞ্জনবধঃ
রাণন্দকল্পলিতকলি কটাঙ্কলক্ষ্ণঃ || ৭৯ ||

আভাঙ্গ বিলোচনাবজ্জি সৃষ্টিতে পূর্বক্ষর দশনাং কঙ্কালসাধনাং পূর্ণ: সহর্ষমাঃ। সোহায় মে নয়নবদ্বুদ্ধরঞ্জনবধঃ কীৰ্ত্তাঃ মে অনন্যবধঃ নার্ত্ত্যত্বঃ বসু বর্ধঃ। কীৰ্ত্তাঃ আনন্দ্যে কল্পলিতঃ প্রকৃতি যঃ কেলিকটাক শত্যা লজ্জা শোভা যজ্ঞাঃ। তথা সম জ্ঞায়ুৎ বিলাসমুরলীনিনদামীতেন সিঞ্চন।
কীৰ্ত্তাঃ তৎ উদিতঃ তচ্ছে তুষুম্বুরঃ || ৭৯ ||

"ছুই নেত্রধার। কবে দর্শন করব।" এই রূপে যে পূর্বে আকাঙ্গ। করিয়াছিলেন, সেই দর্শনের কাঠার সিফাল হঠ- যায় লীলাশূল পুনর্বার সহর্ষে কহিতেছেন।

ঋষিকের কটাঙ্কলক্ষ্ণী আন্দরবশতঃ কল্পলিত, সেই নয়ন- বসু ভীরু মাদৃশ বসুধীনজনের উন্ট কর্ণ্যুৎলকে বিলাস- মধুলিত মূরলী নাদামীতে অভিষিক্ত করিয়াই যেন আগম করিতেছেন || ৭৯ ||

বহুনন্দবকুরের পদে।

সেই ছে সেই কুঁট আইসে বিদ্যমান। আমির নয়ন বন্ধু, যা বিন্দু না। অন্য বন্ধু, তেহেো আইল হৃদমোহন ঠাম। ক্র ||

আনন্দ প্রস্ফুল্প অতি, হৃদেঃ কটাঙ্ক তত্ত্বি, তার শোভা যার বিলক্ষণ। ওই শোভা দেখিবারে, মোর দিচ আশা ধরে যে লাগি তাপিত অনুকুল বি

তৈরিচে বংশী গানমাষ্ট, অযুত হৈতে পরামুত, সিঞ্চে মোর এই কর্ণ্যুৎ। যে ধ্যান অর্থবণ লাগি, সদা কর্ণ অনুরাগী,
দূরায়িলোকবৃত্তি বারণকেলিগামী
ধারাকুঠাকড়িরতেন বিলোকিতেন।

অথ, আলোকযোগ্যবিষয়বিভাগীয়তাযী ব্রোংকথাসাকল্যাং সানন্দতাম।
সোহম্য দেবঃ দূরায়িলোকবৃত্তি বিলোকিত। মানিতে শেষঃ। রাধাং
রা। কীর্তিঃ। ধারাধ্বাবহৃণ। দে কটাঙ্গাতৈঃ ভাবিতেন পুর্ণেন। স কীর্তি।
বারণবৎ কেলিগামী। তথা আরং নিকটে উপনৈতি। কীর্তি। খুবর্ষন্মা
যে বেণুনাগী স্ন্যায় বেণী পরমার। তথ্যক্ষয় বন্ধনূক্ত তেন উপ-

অনন্তর আমি অভিজ বিভ্রমশালিন লোচনদ্রোকায়া। কবে
শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিব, এইরূপ পুর্বকার নিজ-উৎকৃষ্টার
সাক্ষালুত লীলাশ্লুক আনন্দের সহিত কহিতেছেন॥

ছিদ্র হায় সবিলাস গমনশালী শ্রীকৃষ্ণ কটাঙ্গ ধারাপূর্ণ
দৃষ্টিগ্রহণ আমাকে আবলোকন করিতে করিতে বেণুনাগ ও
যজুন্নায়কুরের পদ।

দেখ তার লালস। পুরুষে॥

এত কহি পুনঃ দেহে, পুরুষ উৎকৃষ্টা যাহে, দরশে বিভ্রম
লাগে অর্থি। তাহার সাক্ষালুত চৈল, মনে এই অনন্ত, তাতে ব্লোক পড়ে হর্ষ সাধি॥ ৭৯॥

স্বাভী। হে, লীলাপর সেই কুঞ্জবঙ্গ। দূরে হৈতে নিজ-
দিতি, দেখে রাধা অতিমন্থি, দেখে সখি। নয়ন-আরাম্ব। এমঃ॥

কটাঙ্গ প্রবাহধ্বুর্ণ। ধারাপূর্ণ স্তূণ রৌপ্য, রাধা প্রতি ক্ষেপে
অনুশীল। যাহে দেখিবার তরে, উৎকৃষ্টতে অর্থি মরে
তাহা দিয়া। রাধিলে জীবন॥

মদনম গজজিতি, মন্ত্র মন্ত্র গতি, নিকটে আসিয়া। উপ-
স্থিত। অমৃতপ্রাপ্ত হেন, বেণুনাগ মনোরম, সেহ যেন
( ২৪ )
আরাধূপৈত হৃদয়গম্ভেরুনাদ-
বেণীমূখেন দশনাংশুভরেণ দেবং ॥ ৮০ ॥
ত্রিভূবনসরধার্য্যাং দিব্যলীলাকুলাভ্যাং

দক্ষিণে কীৰ্ত্তি সহভূজিতেন প্রসূষণ সে দশনাংশুভরস্তত্ত্বভরেন। যত্নিন্দে তত্ত্বভরেণিপলকিতঃ। কীৰ্ত্তি। তাদৃশবেণুনাদঃ
কলেরালুকুরবীণি তৃণমূল যেন। তত্ত দ্বিকাক্ষাধ্ব-কাভিধারা গহায়লুঙ্গা-
সরস্তো জেগাঁ। ॥ ৮০ ॥

কিমিপি বহতু চেতঃ কুঞ্জাদান্দ্রঞ্জ্যানিতাবাহিষ্ঠঃ কষ্টালাকাশ্যাং গোলাগান-
দস্তাংশুগুপ্ত বেণী অর্থাৎ গঙ্গ। যথুনাও সরস্তী এই ত্রিবেণী-
যুক্ত বদন ধারণ করত আয়ির হৃদয় সম্বস্ত যেন প্রেরণ করিতেছেন ॥ ৮০ ॥

অনস্তর উৎকোষ সাক্ষায়েতে অল্লাসের সহিত লীলাকুলে সহিত কহিতেছেন॥

যুধ্যননঠাকুরের পদ্য

ত্রিবেণীর রীত ॥

বেণুনাদ নিজহিয়ে সহজেই মদল্পিতে দশন করিণযুক্ত
কিব। বেণুখুকি বুকলোলে, যুক্ত হৈয়া ধারবলে ত্রিবেণীর
মুখে ধরে কিব। ॥

দন্তকাংস্ত মন্দাকিনী, কটাঙ্ক যথুনা খানি বিন্ধ্যালুব
কাত্তি সরস্তী। এই ত্রিবেণীর ধারা, মুখে বহে শ্রদ্ধ-পারা মিষ্ট কীল মোর নেত্র অতি। ॥

কহিতেই কুঞ্জাপদে নেত্রপাদে অতিসাহে পূর্বের প্রার্থনা-
গণ্য যত। সাত্বস্য হিল খানি নিজসাহে প্রাণায়মানি কহে
শ্লোক সহায়ত মত ॥ ৮০ ॥

এই না আইসে প্রীতের বিন্দ। অদৃত চরণময় ত্রিভূবন-
দিশি দিশি তরলাভ্যাং লীলা নুপুরাদরাভ্যাং ।
অশরণ-শরণাভ্যাং শঙ্করাভ্যাং পদাভ্যাং- ।

যাহা ত্রিভুবনের অনন্দস্রোত অথবা শূঙ্গরস সঙ্কুল,
যাহা দিবা লীলায় সাগাকুল, যাহা ইত্যতঃ প্রত্যেক দিকে চঙ্কল, যাহা নুপুরাদি অলঙ্কারে সমাপ্ত এবং যাহা অশরণ ।

নন্দনন্দনঃ তাতে চলি আইসে মন্দ মন্দ এই ॥

কিষ্কো যাতে শৃঙ্গসর, রসাকালিত সার, সে ত্রহ চরণ
আইসে চলি । দিবা বেই লীলা অর্থি, মন্ত্রনির্দিষ্ট গতি,
তাতে পূর্ণ যে পদ ক্রবলি ॥

দেখ নৃত্যগতি যাতে, দিক দিক চলালয় তাতে, কিষ্কার
ধূশে ধূশে নব নব । উজ্জ্বল চরণব্য, চূষণ নুপুরাদয়, সে
চতুরার আদরান্নুব ॥

ত্যক্তগৃহী গোপীগণ, তাহার আশ্রয়স্থান, সেই পদ
চলি আইসে গথে । এই হেন পদনেড়ে, কৈ চলে চল এই
স্বর্ভ, হিরাপদ্ম দেই ওস্তাতে ॥

নুপুরের ধনি অর, নৃত্যগতি পদ তার, অনুসারে বেথু
গান যা । কিন্তু নিরুপে গান, বেথু অর্থ অনুগাম, তেঁহো ।
কৃঞকর্ণমূৰ্ত্তি

মরময়সন্নক্ষণুষ্ঠেৌণুরুযোযাতি দেবঃ □ ৮১ □
সোহাঙ মুনীদ্রজনসাদাপাপহারী
সোহাঙ মদ্রজব্ধুসনাপহারী।

অক্ষরকৃঞ্জেন্নূষ্ঠানিং পাদতালয়ামু তলনাদারেণ কুন্নু বেূ গৃধা। অন্ন-
নিরস্তরং বা। □ ৮১ □
সাঙ্কাতদর্শনোপায়। পরমানাম, সাঙ্কবিষাণাঃ। মুনীঙ্গো তে জন। তক্ষাঙ্গ
tেতাং নারদাদিনামাপি মানসভাবমেব সদ। ধ্যানে কৃত্তিঃ। হর্ষঃ শীলঃ সগা
সোহাঙু। তার্থাৰোপি মদ্রুকু গবেষণ ভঙ্গসংস্থে। যে ক্ষত্রকৃথ হর্ষের বৃন্দপ-
হারী যু সোহাঙু। তথা তৃতীয়কুজুনলৈকা গিরিবৃত্ত্বঃ। পরশ্রব্দ দণ্ডহারী যৎ।

গোপীজনস্মুহের শরণ অর্থাৎ আশ্রয়, সেই চরণফুটলব্ধির
eই দেব শ্রীকৃঞ্জ আগন কারিতেছেন □ ৮১ □

অনস্তর শ্রীকৃঞ্জের সাঙ্কাতদর্শনে প্রাপ্ত হয়ে। লীলাষ্কু
পরমানন্দে। নিসর্গ হোত অশ্চর্যের সহিত কারিতেছেন।

সখি। সেই এই মুনীষ্টাঙের মানসিক তাপহারী, সেই

যুগনন্তাঙকের পদ।

আইসে আগে ত আমার।

তবে ত সাঙ্কাত তার, দর্শন-মানসং-গার,সে আনিলে সম্য
মন হই। কহে লীলাষ্কু বাণী, কৃঞ্জকর্ণ রসায়নী, শুন সবে
চিত্ত মন দেই। □ ৮১ □

সখি। সেই কৃঞ্জ দেখি বিদ্যাগান। মুনীষ্টাঙ আর ভক্ত-
জন, নারায়ণের বেই মন, তাপ হের করিলে ধ্যান। □ ৮১ □
মদ্রুকু গোপনারী, যারে তৎসং গবস করি, তা সবার
বাস বেই হের। সেই কৃঞ্জ আইল। এই, যাতে চিত্ত স্থখ
দেই বিদ্যাগানে দেখহ তাহারে।

সরস্বতি ইত্যাদিরাব, গিরিবৃত্তি কৈলা খর্ক, সেই এই
আইল। সাঙ্কাত। গোপী হৃদু পম্মহারী, আমার চিত্রনুজ-
হারী, সেই এই আশ্চর্য এ বাক।
নোহাঙ্গ তৃতীয়ভূবনেশ্বরদর্পণারী
নোহাঙ্গ মদ্যীয়হুদরায়লুক্তাপার্থাৰী ॥ ৮২ ॥
সমর্জনস্তে চ নোহাঙ্গ চ সাভর্নভূমিসিদ্ধ সহঃ।

নোহাঙ্গ নৌশোংপি মদ্যীয়ানামাং মহেৰ বা হুদরায়লুক্তাপার্থাৰী যঃ সোহাঙ্গ-মিত্যাভ্যায়া ॥ ৮২ ॥

পূর্ব্বঃ যথা যথা স্পৰ্শ্বতঃ ঐথা বিধস্তন নাবিবৃত্তাং রাঃ তাঃ হুদরায়লুক্তাং।
সর্বজ্ঞতায়। লীলাবিবিষ্টলনে সহজগরমৈশ্বর্যাৰেলেনসম্বন্ধনাং
মূলতারাসুতাহুচ্চাবাসক্রিয়ায়োংহুক্তুংনবং সংহাঃ। পূর্বতাল্পিঙ্ক মহঃ নন্দন নিবিশ্বঃ।

এই ব্রজবধূদিৰের বসনাপার্থাৰী, সেই এই চতুৰ্ব্বনেশ্বর
ইন্দ্রের দর্পণাপার্থাৰী এবং সেই এই আনাঙ্গুৰ হুদরায়লুকের অপহরণ
কারী মেঠুৰক ০ ৮২ ॥

অন্যতর পূৰ্ব্বে ধৰ্মোনি আলাদায় প্রাধিত ছিল তদৃশপূর্বকে
আবিবৃত্তাং ঐথা রাঃ গৌণীগীৰ্ণ হুদরায়লু পূৰ্ব্ব এবং
সর্বজ্ঞতার লীলায় আবিভুত, অমূল্যিক পরমেশ্বর্যাদির

যুক্তনন্দঞ্জালির পাদ।

অথ পূৰ্ব্বে যথা, নিজ প্রাধিত তাপু, কৃষ্ণচন্দ্র কৈলে সে
বিধান। অর দেখিয রাস সাঙ্গে, তব্যাঙ্গলৈ চিত্ত সাঙ্গে, যাহা।
বাংশে তাহা কৈলে দান ||

সর্বজ্ঞতা লীলাবেশ। সহজ যে পরমেশ্বর, অন্য সম্বোধনে
হৃদে যত। যুগ্মতা দৰ্শন হৃদে, অনন্দ বিভ্রান্ত চিত্তে, ঐক্যে
কেহ বাহত ০ ৮২ ||

সত্য। সত্য, কৃষ্ণ অঙ্গ কায়ি। মোহ আঁখি সাঙ্গে দেবতা।
গৌণীগীৰ্ণে অতি ॥ আঁখি পথে যাঙ্গা চিত্ত পরস্ত অনন্দে।
বাছন হৃদে সুভিশ্বয়ে স্বাক্ষ করে অঙ্গ। আমারন্ত না সর্বজ্ঞত। প্রেম
নির্দিষ্ট্যনঃ হস্ত নির্বাগাণপদমবৃত্তে || ৮৩ ||
পুনর্বৃক্ষতৎ পুনর্নৃত্যশোভাঃ।
সুফেতরঃ শোচরাণায়মুখেনদুঃ।
তথ্যে প্রবিশ্য নির্দিষ্ট্য পরমাণবত্তু পদম হস্তমবৃত্তে ব্যাপারি। বিশ্বলোচন অস্ত্র করোতি। হে! ইতাক্ষির্যে। কীৃষ্ঠঃ। সুকৃত্তে মোক্ষচতু সার্ক্কোটুমতি-শ্রীজীবনিয়য়ে।

পুনর্বৃক্ষশোভাঃ। শত্রুষায় কৃপেৎ কৃপেৎ বর্ণিষ্ট্যমূলদৃঢ় সর্ববিষ্ণু-মহাত। এতৎ বিষ্ণুনিগ্রহণিনীঃ। কৃপাহরণ মন স্বাভিত মুখেশ্বরদুঃখর সে তৃক্ষামৃত্রাশিং নিম্নুক্তিরকারি। কীৃষ্ঠঃ। উক্তেতরঃ হির্মানশো গুণ-অন্যন্যসন্ধান এবং মুখস্তার অন্বভব হেহু অনন্দ বিষয়ে ব্যাকুদল হইয়া লীলাশূল করিতেছেন॥

আহঃ! যাহি সর্বজ্ঞতাত ও মুখস্তার অর্থ্য সৌন্দর্য বিষয়ে যাহি সর্ক্কোটুমতি অর্থ্য সর্বনিশ্চিত সেই এই মহঃ (তেজঃ) আমার ননন মধ্যে প্রবেশ করিয়া। নির্দিষ্ট্যপদবী লাভ করিতেছে।

পুনর্বৃক্ষাঃ শ্রীকৃতের মুখশোভাঃ। এবং নিজনৃত্যার কৃপেৎ কৃপেৎ বর্ণিষ্ট্য অন্বভব করিয়া। বিশ্বয়ের সহিত কহিলেন, যজ্ঞনন্দনন্তাকুরের পদ্য।

মহাশয়। রূপ পুঞ্জ মনোরঞ্জ তৈত্তে শ্রেষ্ঠ হস্ত। কহি পুঞ্জ দেখে কৃষ্ণ রূপমুখে শোভ।। নিজ তৃষ্ণ বাঙ্গ সদা হস্ত মনো-লোভ।। তাতে অতি বিভ্রাণিত সন হেল তার। ক্লোক পঞ্চ হর্ষভরি চতু পুনর্বৃক্ষ। এই অনির্বাচ্য কৃষ্ণ নাম। সেী প্রাণ রূপধাম দেখিতি বিদ্মান॥ মুখচন্দ্র চন্দ্রায় উত্তর হইতে। সেী তৃষ্ণা।
কৃষ্ণকৃষ্ণুষারিষ্ট বিদ্যুৎীকরণতি
কৃষ্ণধামে কিঞ্চ জীবিতং মে ॥ ৮৪ ॥
তদেবতাদত্তামবিলোচনশ্চ

dয়তে পুনরক্ত বার্ধক্য যা শোভ তাং পুনঃপুনঃ। প্রস্তুতিমধ্যে।
ইন্দ্রঃ শোভ বার্ধক্য পুনরূপোশোভনত্ত্বতায়। কিম ভূতা।
গৃহঞ্জনীনাং তদধর্ষানেত্রিতাং শোভ ভূতাং দৃষ্টাং তদর্থেন পুনঃ
রক্তাং বার্ধক্যাং শ্বাশ্চ শোভাং পুনঃ পুনঃ দৃষ্টাং করিতেছেন ॥ ৮৪ ॥

নবা ভাববিশেষায়বার্ধক্যঃ পুনস্তু জাততৃষ্ণঃ সালিলসামাহ। তদ্ভিক্ষে

c্যক্ত-নাসাং আমার কোন এক জীবন অর্থাৎ আসার এক
সাত্ত্ব জীবনশ্রুতি সুদীর্ঘ পুনরুত্ত শোভাকে এবং
আমার মুখের উদরসমুহের গেয়ে করিতেছেন, তথা
আমার ভূতাকৃতি অন্ধুরাশি কে (সমুদ্র) দ্বিমুক্তি করিতেছেন ॥ ৮৪ ॥

আপনার ভাববিশেষের আশ্রয়েতে পুনর্বার তাহাতে
জাততৃষ্ণ হইয়া সালিলের সহিত করিতেছেন ॥

dশুদনন্দনঃক্ষের পথ।

gঙ্কুদুশ। কৈল বিগ্রহীত। চন্দ্রাধিয় শোভাচ্য ব্যথ কৈল
যাতে । পুনর্বার শোভা তার উচলয়ে তাতে। কিম ব্রজ
নারী তার অদ্ধনে মানী । কৃপা করি শোভা তার পুরুষ কৈল।
পুনি ॥ অতিশীত মৃথ্রীত তাপ করে নাশ । মোর হিয়া
মুখের। কৈলা পরকাশ ॥ পুনি নিজভাব ভ্রজ বিশেষ আশ্রয় ।
হৈতে হৈল তৃষ্ণাকুল লালিলাতে কয় ॥ ৮৪ ॥

স্থিত। তেহ মুরারিক মুখাজ সুস্থর । মোর মন পুনঃ পুনঃ
সন্তাবিতাশেষবিনাটকর্ণং।
মুহূর্ত্রোরে মধুরাধরোঁষ্ট্টং
মুখাস্ত্রুজ্ঞ চূম্বতি মানসঃ সে মে ॥ ৮৫ ॥

বত বদনায়ুক্তি ভালো পুরুষাদিত্বেত্যহুসারে সুখাস্ত্রুজ্ঞ মে মানসঃ মুহূ- রুজ্ঞ মৃতে নেত্রভূষ্ঠারানয়িতি নিত্যভাবনাসারে বিশেষ যত্নে।
কৌরুশং। মুহূর্ত্রো অধরোঁষ্ট্টু যত তথা আত্মাও ভুরূষকালীনয়ে বিলোচনতে যা।
শ্রীঃ শোভা কুঞ্জকালীনসিংহস্প তথা সন্তাবীতো বিষ্নুঃ অশেষবিন্দ্রাণাং
ভঙ্কাময়কনামাদা সাঙ্ঘে সৌভাগ্যগর্ভে ॥ মেন ॥ ৮৫ ॥

আহৃ। যাহাতে মুক্তির অধরোঁষ্ট্ট বিদ্যমান, তথা
অরণ্যবর্ণ লোচনন্দনের যে শোভা অর্থাৎ কুঞ্জকালীনসিংহ
সম্পত্তি তদীয়। অশেষবিন্দ্র অর্থাৎ ভঙ্কাম এব আমাদের
সৌভাগ্যগর্ভবতীত হইতেছ, মুরুরির সেই মুখাস্ত্রুজ্ঞ আমার
সানস চূম্বন অর্থাৎ নেত্রভূষ্ঠার পান করিয়া। আশ্রয়ন
করিতেছেন ॥ ৮৫ ॥

যুক্তনন্দাকরের পদ্ধতি।
চুম্ব নিষ্ঠুর। নএ পথাঢ়ী। চিত করে আশ্রয়ন। নিজ
নিজ ভাব জীববিশেষ লক্ষণ। স্বধূর ওষুধির যাতে বিরাজ্জ।
ত। অরণ্য লোচন তাতে শোভাময়। কটাক্ষাদি কুঞ্জকালীন
নিধি সম্পদ যাহাতে। নেত্রভূষ্ঠার স্বধূম প্রকাশে তাতে। যত
ভঙ্কাম অনুরক্ত আর ব্রজনার্য। সংস্ফোচ্চ্চ প্রথমে বাঞ্চি
তা হেরি। সেই সেই অর্থাৎ নাই সার্থোকান্দিগণ। তাতে মুখ
চিতে লুক্ক নাহিক চেতন। প্রেমানন্দে অনুবস্তে সকল
পালিয়। কুঞ্জস্থ রাধা পার্শ্বে নিজ কৃত্তি স্বর্ণ। রাধাওতি
কেহ অভি আনন্দ আচরি। কুঞ্জস্থ পুণ্যাগ্নি উপনা
না হেরি। ৮৫।
করৌ শরদিজ্ঞানুক্রমবিলাসশিখাগুর 
পদে বিবর্ধপাদপ্রথমপল্লববল্লভিনৈো।

তননস্তসাধূর্যাবিষ্কিতঃ প্রেমানন্দবৈজন্যং সর্বোপি বিশ্বতা পূর্বক্ষয়ক্ষয়নাযঃ। শ্রীনৃবর্ধনবৰ্ষনীয়ঃ পার্থ্যায়ক্ষ্যন্তু। তং প্রতি। বাহেতু 
অগামিনং কিংকিং শমিং প্রতি। লীলায়বীর্ণং লভতে ঘরমারিবিং ন্যায়ক্ষয়ত তদন্তামুপমানজ্ঞানশ্রিদ। অতঃ প্রশংসা। ইতঃ পুরুষাদিয়ানাং মহঃ পূর্বক্ষয় কাশ্মীরপুর বিলোকন। কীৰ্তীন। বিলোচনস্তেষ্যমূলুত। তস্তত্ত্বজ 
সম্পর্ক। ক্ষণ নিব্বত্ত সংবিধমান। ইতঃ শিশুত বৈশ্বেরত্ত্বং। সাধারণের 
তার্কেণ। যদুপুঞ্জ কীৰ্তীন। তৌ শরদিজ্ঞানুক্রম কৃত্তেন পরল 
পাঠায়। যে বিলাঙ্গ সেষ্যং শিখাগুর। তথাস্থ পদে কীৰ্তীন। বিবর্ধপাদ 
প্রথমপল্লবমণ্ডিতাং প্রথমপল্লববল্লভিনৈো। তননস্ব পুনর্ববত্ত শ্রীমতী শুঙ্ক। পুনরূপে কাষ্ঠীর কাষ্ঠীর কর্তিক অপনার মিত্রের প্রতি কহিতে লাগিলেন ||

দেধ সন্ধি! আশ্চর্য্য গোবিন্দ। কাঠিন্যপুষ্প সনেরঞ্জ 
নেত্রামূৰ্ত্ত বন্ধ। কিশোরাঙ্গ নৃত্যরঞ্জ মনোহর ভাস্তি। নীলনির 
কান্তি জিনি অগ্নি শোভা অতি। শরতার প্রথম বর কর্তা সুব 
লাগ। শিখাগুর হস্তধর সর্ব মনোলাস্ত। কলঙ্কাঙ্গী মনসামিত 
প্রথম পল্লব। পদধায়ে তাল মজায়ে কিব অশ্ববং ত্রিতুলেন 
দুদব উপমানে শোভে দুবর্দ। বিনয়ের তালে জিনে শ্রীমুখ 
সম্পদ। পুনর্ববত আর অন্তর্দশ নাশি। কাম লোভ ( ২৫ )
দৃষ্টে দলিতদুর্বলদণ্ডেহৃতসামন্তশ্রেণী
ধরিন বিলোচনমুতস্তহৃত মহঃ শৈশব ॥ ৮৬ ॥
আচিন্তাবিপ্লবভাসনহৃতনাকারানু বিহারক্রমান্তরাঙ্গনকদুর্বলতীন্দ্রম্যার্থমিতার্থার্থশ্রেয়া ॥

তথায় দৃষ্টে কীৰ্ত্তিতুঃ। ধরিন তত্ত্বধরিন তিনভূবন যায়ি প্রদীপঙ্কি উপ-সাং যেহ ভীত শ্রীরাম তালুকিন মৃৃ ৮৬ ॥

পুনর্দশারস্মিতঃ আরসদী সাং পাদকার্য্যার্ধায়ানি নাঙ্গননেষ্ঠেবদো- নাহ বীরাহ হস্তম্ভ শরৎকাল জাতিপুরুষ যথা থে ক্রমে বিলোচনমাত্রে শিক্ষার্থু হরণ বিবৃথু পাদে অর্থ কল্প-রুক্ত সকলের নৃপস্বরে বক্তিন করিয়াই, এবং যাহার নরমুজল মুক্তনবেন যাত্রায় পালাটি উপমান আছে তৎস্বাদায়ের শূল অহংকারকে বিদিত করিয়া ধ্বং শোভা বিদ্যা করিয়া চতুর্থে শ্রীরূপের সমুহের এই দৃষ্টমানে সহি অর্থ কান্তিপুঞ্জ যাহী লোচনের অমৃত তুল্য তপ্ত্রজনক গেই শৈশবে অবলোকন কর ॥ ৮৬ ॥

পুনর্নবী বাহাদুর ও অস্তারস্তারস্মিত ও কন্দর্পর লাল-সার উৎপাদক শ্রীরূপাদের দর্শন জনিত আনন্দে নিমগ্ন হইয়া শ্রীরূপকে কন্দর্পরাণে কহিতেছেন ॥

উপাদক রূপ শোভারাশিঃ ॥ দর্শন মুখ্যম মন্ত্র মনস ॥
গত আনন্দে কহে ছন্দে আনন্দ প্রকাশে ॥ ৮৬ ॥

সাধি হে সন্ধ্যাকারে রূপচন্দ ॥ ক্ষণে ক্ষণে বনবিন্তা
গ্রাহে যেই মোহতা, প্রকাশে পরম আনন্দ ॥ ৫॥

যত মুন্ন নারিগণ, সন্নতাতি সনেরম, তাহার স্বথৎ স্থান
কৃত্তিকায়ুর্তঃ ।

অতিশ্বাসনন্যন্যানয়নশ্রাদ্ধায়ামন্যায় দশা-।

নমঃ সাধারণ আচারানিষ্ঠ। তদেহত্যাগ আনন্দ আ সামাজ্য আনন্দে৷ যথায়
তদানন্তর তজ্জন্ত সং উঞ্জুমতে। কলঙ্কে কলঙ্কে নবনবেষেন প্রকাশতে। পরিতৎ-
পর্যায়ঃ রাধাপণ্ডিতারাসঙ্গারিনঃ শেষশারিনঃ ইত্যতঃ তৎ দৃষ্টাহ। ব্রহ্ম-
সন্নদ্রীগঃ তন্নত্ত্ব এ৷ সাক্ষ্যায় সৃষ্টশাহনঃ পদা তাসাং। যথা। তাস্তা সাহায্যায়
বস্তুতি বা৷ তদৈব তাদৃশতেহ কৃত্তিকায়ুর্তঃ। অতঃ কামাগুপ্তাঙ্গেন
দশাৎ কোটিক্রোধধর্মীনাং আত্মানাং একত্রয়ত্যঃ। মাধুর্য্যসমস্তা-বিভাগীত্য-
সন্নদ্রীগঃ তন্নত্ত্ব এ৷ সাক্ষ্যায় সৃষ্টশাহনঃ পদা তাসাং। যথা। তাস্তা সাহায্যায়
বস্তুতি বা৷

ব্রজনন্দরীগঃ তন্নত্ত্বে সাক্ষ্যায় অর্থায় সর্ববিধিত্যন্ত্রী-
রূপ। লক্ষ্মী প্রতিদিন স্বায় বিহার করা বিষ্টার পূর্বক অরুক্ত-
তীর দুর্যোৎকৃত সথিতু হাতের অর্থ শোভাবার।

ব্রজনন্দরীগঃ তন্নত্ত্বে সাক্ষ্যায় অর্থায় সর্ববিধিত্যন্ত্রী-

ফত্রু। কিন্তু কুচচত্তগণ, কৃষকের সৃষ্ট স্থান, তাহাতে স্থলত
হয় না৷

এইত কারণে কিন্তু, কোন অনুপদশ নহি, কোটি কাম
সুখে তাহাতে। প্রক্রি করুন যাহাতে, দেখি সুখে তাহা
তাহী কিবা স্থির না বাড়িয়ে চিতে৷ ফত্রু।

অনন্ত মাধুর্য্য দেখি, সবে সৌর ছুটি অঞ্চলি, তাহে কিবা
দেখির গঠনীদ। কোটি নেত্র হয় যেব, কৃষক অঙ্গ দেখি
তবে ছুই নেত্রদিল বিধ সন্দ্রু।

সাহায্য সাহায্য যেমন, অপনে পুরুষ মানী, তাহাতে
কহো আর বলর। পুরুষের দৃষ্টি নহে, অপন মাধুর্য্যচরে,
সাহায্য সাহায্য হয় তাহী৷
সামান্য নারীর হীন, ও মাধুর্য নাহি মিলে, এরূপ বিচার করি মনে। কহম সদৈন্য করি, বিনা যত ব্রজনারী, না দেখিয়ে যে অন্য নয়ন॥

ব্রজনারী আঘাতগণ, ক্ষাব্য পাঞ্চ অমুকগণ, দর্শন করিয়ে যে মাধুরী। কহিতেই পুনঃ সেই, বিলাসে সৌষ্ঠব মেই, দেখিয়া কহয়ে বলিহারি॥

প্রতিদিনে প্রতিক্ষণে, প্রতীক নিমিষগণ, মুখ্যস্ত বিহারের ক্রম। পরিপাটি মনোহর, জগতের তাপ্তচর, নির- স্তর করিয়ে স্বজন॥

তবে যদি বলে হেন, তবে কেন অন্য জন, লোভ করে
রূঢ়কর্ণামৃতঃ

তথুচ্ছসিতৌবণূ তরলশৈশবালক্ষতঃ

সদাচরিতলোচনঃ মদনমূলহাস্যমৃতঃ

পুন লালসায় সহর্ষমায় তালিক মামকঃ চীরাঞ্চ অর্হতি সরোৎকর্ষণে
বর্ষতে। সরোৎকর্ষণতঃ বিশেষণে। ন কেবলমূলক্ষতা অপিতু অগ্নি
জ্বলঃ মোনহরঃ। উচ্ছ সিতঃ যৌবনঃ তৎপূর্বাবস্থা যমিনু। তথা তরলঃ
গহরঃ কিঞ্চিদক্ষিণঃ শৈশবঃ যত তেনালক্ষত। বিশেষণায় কিশোর

পুনর্কার অন্তর্লালসায় সহর্ষে কহিয়েছেন। বাঁধার
যৌবন উচ্ছলিত, যাহ তরল (চঞ্চল) শৈশবের অলঘত
অস্থি যিনি কিশোর, বাঁধার কন্যার্গঙ্গে লোচন উচ্ছলিত,

তহা দেবিবারে। তৃষা চাওঁয়া রস, মাধুর্য মহাত্মন
বদন তথ্য শুন কহি যে টোমারে।

উপালম্ব মতে কহে, ঐছে তার স্মৃত নহে, পরম কোমল
শোভাময়। অনুক্ষণ্ত আদি সত্তি, হংসন অন্বোছ অতি, তবু
রাখে আপনা আলয়।

কহিতেই নিজস্ততে, লালসা আদিয় ধরে, অতিশয় হর্ষ
মানি সনে। কহে মহাভাগবত, লীলা অভিমত, সাক্ষাৎ
গোবিন্দ দরশনে।

এই যৌবন কৃষ্ণচন্দ্র। আয়ুর্বুদেষ্য সদা, সরোৎ
কর্ষণে প্রেমপ্রদা, রাস মাঝে কিশোর নাটেন।

ন কেবল অরুধতি, সত্তি-সন হয়ে নিতি, অজগর মনো
হারিবেশ। প্রথম যৌবনার্গ, কিশোর সংপূর্ণ দক্ষ, তাহাতে
মোহিলা সর্করদেশ।

কিশোর বনন সার, প্রতি অঙ্গ অলঘত, এক অঙ্গ শোভা।
কৃষ্ণকণ্ঠমৃত্ত।

প্রতিকণ্ঠবিলোভনং প্রণয়পাতিতবংশীমুখঃ
জগত্রয়নন্দনহং জয়তি সাধন্তং জীবিতঃ ॥ ৮৮ ॥
চিত্তঃ তদেতচরণারবিঞ্ঞ

নিত্যকৃতঃ। অতঃ প্রমদেন্মুখঃ রিতে ব্যাপে৷ লোভনে যদু। সদনো মুখে ৷ বস্তীয়
তামূলধা বহু এবংমুর্ত তত্ত্বাশিন। অতঃ প্রতিকণ্ঠবিলোভনং। কষ্টিতি লুট।
প্রণর্ণেন পীতঃ চুলিতকঃ বংশায় সৃষ্টিগায় মুখে যেন ॥ ৮৮ ॥

পুনর্ব্যতান্ত্রাথযথক্ষ্যুক্তীর্থ। সাঙ্গীত্যনাতি ত্রাণন্ত্রাধুধাভায়-
বাঁহার হায়।যুতে সদনও বিমোচিত হয়েন এবং বাঁহার
স্পর্শে পীতবংশীমুখ ক্রন্দে ক্রন্দে লোভ জ্ঞা।ইতেছে। সেই
ত্রিজগত্যনন্দনহর সদীয় জীবনরুপ শ্রীকৃষ্ণ জয়মুক্ত হুতন ॥ ৮৮ ॥

পুনর্ব্যতার বাঁহার প্রত্যাঙ্গের অনন্তাধৃত্য সূক্তি হেতু


পুঞ্জ হেরি। জগতের নারী যত,কে রাধিব। দৈর্ঘ্য কত, শতঃ
ধাত্রী হইল বালিনী।

তাতে কাম সদগণ, ব্যাপে আছে দ্বিনয়ন, তাহাতে
চক্ষ তার গতি। কোটি কাম মোচিকন্তে হাসন হাসন যেহে।
ধরে, গেম হরে অমূতের রাধত॥

প্রতিকণ্ঠে মতি লোভা, হেন সে মাধুর্য্যা শোভা, ঘাড়
প্রতি তমুতে বিরাজ। শুক না বংশীর মুখ, চুলিত যেহে। পায়
স্থি, প্রণবে পিবয়ে এই কাঁজ॥

কাহিতে কাহিতে তার, প্রত্যাঙ্গ মাধুরী সার, স্থিরতি হেলা
আসি নিক্ষয়ে। আচার্য্য কহনে বাণী, কৃষ্ণকৃষ্ণ রসায়নী,
লীলাগুলক কোল উচ্চরণে ॥ ৮৮ ॥

সধি হে এই কৃষ্ণ চরণারবিঞ্ঞ। পূর্বে যা প্রাধিন ৷ কৈমু,
চিত্রঃ তদেহভ্যনারবিন্দঃ
চিত্রঃ তদেহভ্যনারবিন্দঃ

মিত্যাদিনী। প্রথিতেতেত্তলা চরণারবিন্দী চিত্রমূর্ত্তি। তথা মূর্তি অগ্নোহিনীনিতাদী। প্রথিতং তদেহভ্যন্ত বপুচিত্রমূর্ত্তি। করেশসঃ মনসঃ মে বিজ্ঞানাতিমাত্রাদী। প্রথিতং তদেহচরণারবিন্দঃ চিত্রমূর্ত্তিতরঃ। তথা এক্ষুলোচনাভাবাহিনীদী। প্রথিতং তদেহভ্যনারবিন্দী চিত্রমূর্ত্তিতম তদৈহাং সংরক্ষ মন ৰূপাঞ্চঃ জাতকিমি চিত্রঃ অতিমাত্রক্র- আশ্চর্যঃ বিষ্ট হইয়া কহিতেছেন॥

বহাঙার চরণারবিন্দ অস্ত্র, বহাঙার বদনারবিন্দ অস্ত্র, এবং বহাঙার নয়নারবিন্দ অস্ত্র, অধিক কি বিলব বহাঙার

যজুনমনঞ্চকৰার পদ্য।

এই যে সাক্ত পাগুণ, কি অস্ত্র পরস্পর অনন্দ॥

এই কৃষ্ণ মুখপাদা, সকল অনন্দ সন্মা, বড়ই অস্ত্র হয় আর। পূর্ণবাঞ্ছা যত নোল, পূর্ণ কৈল ভাগ্য ভর, দেখিলাম মুখপাদা সাধ।

তাহ। হইতে এই আর, অস্ত্রতত্ত্ব তার, অায়ি পদ্ম মনো- হর শোভা। পুরুষে প্রার্থিল আমি, হেন রুখি মন জানি, দর্শন দিল চিত্রলোভা॥

তাহ। হইতে অতিশয়, অস্ত্র তবময়, এই না গোবিন্দ অঙ্গ আগে। যেই কাঞ্চি সুগাধুরী, বেশেবধিক ভরি, প্রার্থনা করিল অনুরাগে॥

পুনঃ দেখে কতদুরে, রাই কৃষ্ণকেলি করে, গোবিন্দের চূহে আলিঙ্গনে। ক্ষণেক বিশ্ব পাঞ্জ, কহে সনে বিচারিয়া,
চিত্রা তদেতত্ত্বপুরাণ চিত্রা "৮৯ "
অধিকতথােকত্বুষ্ণসাধিক
স্তৃষ্টজলধিহিতৃকৃষ্টকুষ্টা।

তমন। বপুরায় ইতি পাঠে। অতি ইত্যান্তর্ভূতকামাশ সথাধোনা। "৮৯।
পুনঃ কিয়াদূরে ধ্যম্। তাভিঃ সহ চুস্বালিক্ষনাদিভি বিলাসকাঁ তথালোক্যা।
বিশুদ্ধ ক্ষণ বিচার্য্য অদ্য নৈতিকত্বর্মীত্যাহ। তাপুশামণ বন্ধে। ন
কেবল ব্রজনারসাং কিংত্ব অধিলাঙ ভুবনানাং এব শ্রেত্ত নীলমণিপূঃ
চুণ্ড তথা স্বত্ত্ব। তথা তুরান্ধ। শ্রীমণ্ডলেন। তৈলপাক্ষীযুগীয়া নেপথ্যাচির।

সমস্ত শরীরেই আশ্চর্য, "৮৯।
পুনর্ভাব কিয়াদূরে ধ্যমি শ্রীগ্রন্থনাড়ীগারের সহিত
চুন্ব ও অধিলাঙনার। বিলাসশীল শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন
পূর্বক বিশ্বাস হইয়া। কণঞকাল বিচার করভ ইহা আশ্চৰ্য্য
নহে এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন।

যিনি অধিক ভুবনের ভুষণসমুহেরও একসাত্ত্ব ভুষণ, যিনি

ষননঘনানাকৃতের পদ্য।

এ অতি আশ্চৰ্য্য নহে মনে। "৮৯।
দেখ দেখ বিচারে নাহিক প্রয়োজন। এই কৃষ্ণরূপ
রাপি, যাতে নিকে কোটীশ্বরী, বন্ধ মাত্র না যায় বর্ণন। ইত্যাদি
সর্ব ব্রজকাল। হার লতা সাপে মনোহর সম্ভাত মণি
স্তুষ্যাক। কেবল ইহা নহে, আর দেখ দেখ এহে, সাক্ষাত
আছেয় পরতেক।

চৌদ ভুবনের শ্রেষ্ঠ সুকলের মহাইষ্ট, নীলমণি ভুষণ
আসার। যত ব্রজনারীগণ, নিরুপম গুণগণ, বঙ্কশ্চলে বসতি
যাহার।
কৃষ্ণকর্ণামৃতঃ । ১৯৫

ব্রজযুবতিহারবল্লী

নীলরসপদিত। তথা অধিভূতিত। বিষ্ণুপদিত। পাদস্তায় নররান্তগাত্র লক্ষ্মীগাঙ্গ রাধামস্তে কুচকুস্ত। যেন। আসাং সর্বনাশন নায়কগণবৎ কণ্ঠ-চিহ্নিতমিছামিছায়। যথা। নবীনঞ্চ প্রকাশভেদেন নৈতিকচিঙ্গ ভবভিশিলান্ত

• বৈকুণ্ঠানামেক ভূষণ ব্যবম তত্ত্বজ্ঞানে তত্ত্বস্থিত । তথা অধিভূতিত।

তত্ত্বপ্রশাসনীনাং লক্ষ্মীগাঙ্গ কুচকুস্ত। যেন। কণ্ঠ বিষ্ণু নৈতাত্ত্বকাস্তভেদে

ইত্যাদ। আসাং একন বহুবিদ্ধ নায়কগণি তত্ত্বজ্ঞানে নৈতিকচিঙ্গ কার্য্য নয়। বিচারমিতির্য অথ যদ্যপি শ্রীরত্নচরিতঙ্গ: নায়ক শিষ্যো- 
যদরভিরূপেন তামারকার অধিভূতিতুষ্টিতু বিচারহিতাঙ্গায়—

জলধাতাত্র। লক্ষ্মীদেবীর কুচকুস্তের ভূষণ এবং যিনি ব্রজ- 

যুবতিদিগের অন্তগাতের চারলভাবরূপ, সেই সরলত নায়ক—

ধননন্ধনঠাকারের পথ ।

জলধিঙ্গিতা যত, লক্ষ্মীগণ আঘে কুম, বিভূতপূর্ণপে পাদ 

স্মারিয়ে। নিজপাদ স্পর্শে তার, কুচকুস্ত মনোহর, সেই 

তার সদাই বহুয়ে ॥

অক্ষল বৈকুণ্ঠগণ, প্রকাশাদি মনোরম, বিভূতিপূর্ণে যে 

করে বস্তি। তাহার প্রেমীতি যত, লক্ষ্মীগণ অবিশ্বত, তার 

কঠো মণিরূপে নিয়তি ॥

বিভূতি লক্ষ্মীগণ যত, যে আকর্ষে অবিশ্বত, বেনুগান করি 

মনোরম। তার কুচকুস্তে সদা, তাপ দেন অবিশ্বতা, তারে মুহু 

করাই বস্তন। ॥

অতঃপর রাধামন, আর গোপাঙ্গনা সদা, করে কৃষ্ণ- 

লীলী সম্মিতিত। সে শোভা দেখিয়া। লীলাকাঙ্ক অতি-ব্যক 

(২৬)
কঙ্কনীরাগত ।

সরকাৰীনায়কমহাসিংহ বন্দী। ৯০।
কান্তকুচেহ্নবিধানবাড়ি- ।
কোণারাগনবর্জিতসমালোচনার।

তাপিতে ভাষায় কুচেকাঁকে দেখে। উত্তর দানে। ২০।

অত শ্রীরাধার সর্বমাতা। কুতলীলা বিশেষভাবে তখন শোভাবিশেষ বিলক্ষণ সহস্রাবধি। কৃষ্ণদেবে কীর্তন কুচে কিংবা গুল্লিতি মাধুরী হুমনে। সাঁঘাল গুল্লিতি। কীর্তন। নাটকালাতাসাং বা বালিস্কুতুনাথনাথগানার্থ বৎকৃচে- ।

gাহার। তদৃষ্টিতে হইতে। নানা সমাধিতালাম নানা শীতলালি সৌভাবিশেষ সন্দর্ভকরিতে তাহার শুক- ।

শীতলালির অনন্ত শুক কহিতেছেন।

যদি কান্ত। এবং ব্রজবন্ধীরের কচেহ্নস্বতুপ্রতি বিবেচে অর্থাৎ যুদ্ধে জয়লক্ষী লাই করিয়াছেন হ্রদাতাং বাহার লুটন 

পাইলা হর্ষবরে কোণা উচ্চারণ। ২০। ১৫-৩১।
ফীরোজের এই কুচেহ্ন। কোন সুগভীরু ফুলে মালা।
গায়ি মনোহরে দর্শনে কে নহে অনুভ। মেল।
চূনালিঙ্গনাভ, পান লাগি কুচেহ্ন, কাব্জিকুচে করিতে এহাঁ। করে কর পারে রাইকুটিজ ভাব পাই, তাতে যুদ্ধ হই হ্রদাতাং।
কিন্তু রাই জিতিপারে বাক্য কেহ মনোহরে বাক্য।
মালা গায়ি মনোহর। কহিতে দেখে আর অগ্রাগ লাগে তার অগ্নিমিজ্জু অগ্নিমিজ্জু তৃতী।

* ভাববিধ: হ্রদাতাং দিচ্ছিলাম কুটিজ কহে।
গণশ্লীয় মুকুরগথলখেলমান—

ধর্মাচরঃ কিম্পি গুস্ততি মুক্তেবঃ ॥ ৯১ ॥

যে৷ বিএধতেম লদ্বা৷ শ্রীমদলেখে য়ে তেত্ত লদ্বী৷ শোভা তনু৷ কৃষ্ণ মথাপা৷
লেখে৷ সম্বাষঃ ৷ ধূষঃ ধূষধূষ তস্যাতিনাস্বা৷ দিষ্টু৷ রক্ষু৷ মুকুরগথলখেলমানকামনাধ্য—
গ্রাম্যঃ য়ে নবাপু৷ দুঢ্ঢতি অতোঢ্ঢতি মঙ্গলু৷ শ্রীবর্গু৷ তেন বিণঃ লদ্বা৷ য়া
লক্ষীমূ৷ তদ্ধস্তক্ষেণ পূ৷ চর্চু ধুঢ্ঢতি য়ে কুলু৷ নিজালীলা৷ স্থেং ল৷
নবাপু৷ দুঢ্ঢতি য়াক্তামঙ্গলু৷ শ্রীবর্গু৷ ত্রি৷
ততু গণশ্লীয় মুকুরগথলে
য়েং খেলমান৷ ধর্মাচরঃ অমে৷ প্রবেদকলাং বস্য ৷
ষষ্ঠু৷ ততু৷ নরস্থিতি
ততুং জেত্তূং নর্মপ্রেলিকাদী৷ রিজ ধুম গুস্ততি ॥ ৯১ ॥

অগ্ররাগ ধুঢ্ঢত হী৷ মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে এবং
বিহার গু৷ ও উদ্যয়ে ধর্মবিন্দু চঞ্চল ভাবে অবস্থিত কারার
বোধ হইতেছে যেন কৃ৷ করিতেছে, সেই শ্রীকৃষ্ণেব
ধর্মবিন্দুচূলে যেন কোন এক অনিৰ্ব্বচনী৷ মুক্তামালাই
এমন করিতেছেন ॥ ৯১ ॥

ফুধনন্দঠাকু৷ পদ্য ৷

একুং কলুচ কেলি, ক্রু৷ হস্ত ঠেলাঠেলি, তাতে কান্তা
উরোঞ্জ কৃ৷ কৃ৷ সীতা৷ চন্দন যত, ধূ৷ ধূ৷ নবাপু৷ কৃ৷ অঙ্গে লাগে মনোহর ॥

গোবিন্দের অগ্ররাগ, কৃ৷ কৃ৷ চন্দন দাগ, লাগে যত অঙ্গে
রাধীকার ৷ রাই অঙ্গে ও অগ্ররাগ, হুঁ ছিন ভিন্ন ভাগ, এ
শোভার না পাইয়ে পার ॥

রতিযুদ্ধ ষ্ট্রেল, তাতে হুঁহ কলেব, ধর্মাচর গু৷
খেলে সনে ৷ গণশ্লী মুদ্রর্ণ, তাতে ধর্মবিন্দুগণ, মাধুরী
কৃষ্ণকণ্ঠামৃতঃ

সধুরং সধুরং বপুরস্য বিভো-
সধুরং সধুরং বদনং সধুরং
সধুরগ্নিঃ মৃতৈশ্চিত্বমেতদহ।

তাদূশানন্ততজ্জাদুর্ধ্ববিশেষমহূম্ময় সাংচর্যামাহ। অস্য বিভো বপু-
সধুরং সধুরং অতিঙ্খার্ধামিতায়ঃ। পুনঃ শ্রীমুখ্যালোক্য সশিষাচালনমাহ।
বদনত মধুরং সধুরং মধুরং অতিধার্ধামপ্রিয়ঃ। তত্ত বিস্গতমহূম্ম শশী-
কারং তথিদেশকতকর্ণীচালনাপুরুষকরমাহ। এতস্তু দৃশ্মিন্ন মধুরং মধুরং মধুরং

তদীয় তাদৃশ অনস্ত সাধুর্যবিশেষ্য অনুভব করিয়া
অশ্চর্য্যের সহিত কহিতেছেন॥

এই বিভু শ্রীরূপের বপুঃ মধুর মধুর অর্থাৎ অতি হৃদয়, পুনর্বার শ্রীমুখ্য অবলভ করিয়া মস্তক কমপনের সহিত
কহিলেন শ্রীরূপের বদন মধুর মধুর মধুর অর্থাৎ অতিশয়
হৃদয়। অনস্তর সেই বদন ঈশ্বর্ধাব্য অনুভব করিয়া শীঢ-

বহুনাৰ্থঠাকুরের পদা।

gৃহণ মনোরঞ্জে॥

এইরূপ অস্ত নহে, বিশেষ্য সাধুৰ্য্য তাহে, দেখিয়া অশ্চর্য্য
কার কহে। করণমূর্ত কথা এই, অমুভূত হীতে হৃদা যেই,
সুনি কৃষ্ণকণ্ঠ হৃদী যাহে॥ ৯১॥

কৃষ্ণ অস্ত অতি মনোহর। মধুর হীতে স্মৃধুর, বহে চন্দ্র 
জ্যোতিৱ। পুরু, ত্রিভূবন যাহাতে উজোর॥

কহিতেই মৃথচন্দ্র, দেখি পুনঃ হাদে মন্দ, শির চুলাইয়।
কহে বাণী। মৃথ অতি মনোহর, তাহা হীতে স্মৃধুৱ, তাহা
হীতে স্মৃধুৱ মানি॥
কৃঞ্চকর্ণামূলত।  ১৯৯

মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং ॥ ৯২ ॥
শৃঙ্গার-রসসর্বস্ম শিখিপিঙ্গলবিভূষণ।

মধুরং অতিভাং স্নমধুরিনিত্যং। কৌবুং। মধুগুণ্ডি মধুসৌরভকুং মুখাং
যস্য। নকরনরসনিত্যং সর্বমাধ্যকনিত্যং। সূরতে কৃতমধুরিনিত্যং তদী
যাগস্যি বা ॥ ২॥

তস্য তদ্রসার্বেশঃ বিগোকাং ইদং শৃঙ্গারঃ কাঃ রসরাজঃ রসাং
সর্বস্ব বদনঃ শ্রদ্ধাং বদনঃ। নস্ত স তাবধমূলক্ষত্রতাহ। ভূবনঃ তত্ত্বজীবণঃ আশ্রযঃ।
যদা তাদৃশোপাপাগামিততে নরাকারঃ যেন। নরাকারঃ ইতি গাতে। বীর্যতে।

কারের সাহিত তমিদ্দেশক তর্জনী চালন। পূর্ব্বক কহিলেন
শ্রীকৃষ্ণের এই মুখহাস্যং মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং
অভ্যন্ত হস্তমধুরং ॥ ৯২ ॥

তৎপরে তাহার তদ্রসারে অবলোকন করিত। কহি-

কহিতেই দেখে স্মৃতি অলৌকিক তাহ রীতি, স্মৃতি কথা
কহন ন। যায়। মুখাং বহয়ে গঙ্গ, যাতে গোপনারী অঙ্গ,
কুঞ্ঞমুখ রূপাধার্য্যময়।

কহিতেই কৃঞ্চবেশ, দেখে ওহোনাদেশ, তাহা দেখি
কহে পুনর্কার। কৃঞ্চকর্ণামূলতঃ কথা, শুন ছাড় অন্য বার্তা।
যাতে সর্ব মাধুরীয়ের সার হই ॥ ৯২ ॥

এই যে শৃঙ্গার রসরাজ। যত অচে রসগণ তাহার সর্ব-
স্বধন, আশ্র লাইনু এই কাজ। এই ॥

কেবল যে সেহ নহে, আর কহি শুন ওহে, অমনিল
ভূবনে জীব যত। তাহার অশ্রুয় যেই, তাহার হইয়। তাহী,
নরাকার হীল অঙ্গীকৃত।
আঙ্গীকৃতনবাকারমূর্ত্যে ভূবনান্তঃশর্যঃ ॥ ৯৩ ॥
নাদ্যাপি পশ্চাতে কদাপি নিদর্শনায়

নূতনকারো বেন তত্ত স এবাং মূর্তিমানিত্যকঃ। তথজঃ। শুঁতি মূর্তি-মানিত্যন্ত্র। কীর্তিৎ শিখিপিত্তিবিভূত্যকঃ। যদ্য। শিখিষ্পিত্তিবিভূত্যমূম্বাদের।
কীর্তিৎ শৃব্দকরণ্যশীর্ষকঃ সদা গৃহীত৷ নরাকারো বেন। তত্ত হেতুঃ।
ব্রহ্মযোদস্তে তৎশৃব্দকরণ্যশীর্ষনাং তত্তশীব্দকরণ্যশীর্ষনাং
তত্তশীব্দকরণ্যশীর্ষনাং। তদুপমি শুঁতারস্য এব সর্বভট্ট্যযুদ্ধ।
তাদুশঃ তত্ত সকর্ষ্যযুদ্ধ। ॥ ৯৩ ॥

অথ ব্রহ্মাত্মেষ্টত্ত্বজ্ঞ তাদুশ শুঁত সোম সাঙ্গায়ৰশিনিপ্রাণোদিতঃ।

নূতনকারো বেন তত্ত স এবাং মূর্তিমানিত্যকঃ। তথজঃ। শুঁতি মূর্তি-
মানিত্যন্ত্র। কীর্তিৎ শিখিপিত্তিবিভূত্যকঃ। যদ্য। শিখিষ্পিত্তিবিভূত্যমূম্বাদের।
কীর্তিৎ শৃব্দকরণ্যশীর্ষকঃ সদা গৃহীত৷ নরাকারো বেন। তত্ত হেতুঃ।
ব্রহ্মযোদস্তে তৎশৃব্দকরণ্যশীর্ষনাং তত্তশীব্দকরণ্যশীর্ষনাং
তত্তশীব্দকরণ্যশীর্ষনাং। তদুপমি শুঁতারস্য এব সর্বভট্ট্যযুদ্ধ।
তাদুশঃ তত্ত সকর্ষ্যযুদ্ধ। ॥ ৯৩ ॥

অনন্দর নিজসামাজিক তাদুশ শীর্ষকের সাঙ্গায় দর্শন

নবাকর শেদে কেহ, নূতন আচার ময়, সর্বভক্তে শীর্ষকের যাহার। কেবল নবন রূপ, সদা নব নব ভূপ, মূর্তি-মান চূল্য নহে আর।

শিখিপিত্তি বিভূত্যকে, গোপেশ্বর হ্যথেন, ব্রহ্মার মোহন
কিল যে। অনন্দ বৈবেশপ্রভ, ব্রহ্মারুক্তপ্রভ সাথে, ইন্দ্রাদির
একুশ্চ্যর সে।

এতেক বৈবেশ্বর যার, নিকটাগমন তার, দেখি লীলাশুকের
অনন্দ। উত্তর হইয়া বলে, অনন্দসাগরে ভোলে, অভ্যাশ-রিয়া করিয়া নির্ভর। ॥ ৯৩ ॥

এইচ এই করণা তোমার। ব্রজধূ নেত্রাত্রণেল, দৃষ্ট}
চিন্তে তথ্যগুলিতে স্নৃত্ত সহজ্ঞ।

সং চিন্তন যন্ত্রমাধ্যমে পদায়ন

সাধারণ তবে পৃথিবী। হে বাস্তু নৃত্যবধূদ্রুপ মিথ্যারাজা অনাদরের পৃথিবী কথা হু কপরু মম সন্ত্রস পদায়ন স্মরণ হয় হু অনিশ্চিত।

নহ পুরুষের কষ্টেরে তত্ত্ব বিদ্যমান। চিন্তনমাধ্যমে দৃষ্টিবিনা।

চরণ্যুক্তলাত বাপ্ত তথা স্মৃতি নিবিদ্যমান। নহ সত্ত্বের শোভা নানা গচ্ছন। বিষয় তব তাত্ত্বিক অভাব। কিন্তু চিন্তনমাধ্যম। অনেকে পুরুষের দেহাঙ্গ বিশেষ বোধ কেবল ধৰ্ম মন্ত্রিতর্ক।

নহ ভবন্ততে পুরুষগুলি। তেন কিং

প্রাণের আনে উন্মত হইযা। আশচর্যের সাহিত তুষারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যথা।

হে বাস্তু! সহজ সহজ আলোচনাগুলি অবিদ্যমান। অনেকে কোন তাত্ত্বিক দর্শনেও দর্শন করিতে সুখম হইলেন।

ফিরিয়া ফিরিয়া পাঠ।

তুমি নিরস্ত, তোর নেত্রা আগে দেখা। তার। এ এ।

এত কথা চিন্ত যেন, পুরুষ বৈচিত্রে বিচ্ছুর বলেছে, তৈহি কষ্ট দেখি কিছু আমি। পুনরঃ কথা সেহ নহে, বহুকাল ব্যাপি রহে কেই বুঝি কৃষ্ণ আইল। জানি।

নন্দকের আইল। উত্সঃ কথা। অধি হর্ষ পাঞ্জা, আড়ে কৃষ্ণ যদি বল হেন। অন্য নেত্র দৃষ্ট নহি, তুমি সহজ ভাবে বান, তেহি তোঁরে দেখায় হেন।

তবে শুন তার কথা, পুরুষের হর্ষ পাঞ্জা, তোর দেহ এই বিদ্যমান। "পুরুষের হর্ষ পাঞ্জা, এই রূপ দর্শন, এই লাগি হয় কষ্ট তার।

* উত্সঃ কথা বিচার করিয়া।
না, সেই আপনি আমার এই নয়নপদবীতে কেনু কুপাগুণে সম্বহিত হইলেন ? ॥ ৯৪ ॥

যদুন্দুনঠাকুরের পদ্য ॥
তবে যদি বল হেন, পুরুষ দেহ নও কেন, তাহা তেই ক্ষোভ হৈল কিয়ে। গোপীভাবে যেই ভজে, তারি দৃষ্ট আমি ব্রজে, তবে শুন তথ্যত দিয়ে ॥

বক্তি করি শির চালি, কহে ন্যায়নাথ বলি, শুন শুন ওই বজখন বেণুনাদ মত যত, ত্রিভুগতানীর কত, তথা কভ মুরীক্ষন্যাগণ ॥

সহস্র সহস্র কত, ধায় যেন উনমত, তোমা দেখিবার মন্দ কর। সাক্ষাত তোমার দেখা, ধাকু তাহ পাবে কোথা, চতে হ না পায় দেখা শারি ॥

যথা উপনিষদাদি, সহস্র সে ভাব সাধি, অদ্যাপি ন। দেখে এইরূপ ॥ তবে যদি বল সেই, অকুর্তি সকল যেই, কেমনে দেখিবে সেই রূপ ॥
কৃষ্ণকর্ণমূত্রঃ

কোন কাঠিয়ে কেশব জন্মুক্তং নদ্বেদনেঃ

পুনর্বাচার শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ শ্রীমুখকান্তি ও কেশগৌণ্ডব দর্শন করিয়া তাহার বর্ণনা করিতে উদ্যত হইয়া তদবধিয়ে আরক্ত হেতু চসংকার ও সংখয়ের নাহিত জিজ্ঞাসা করিলেন ॥

হে কেশক্ষ ! "হেমার কি অভিরক্তনীয় মুখকান্তি এবং বহুলকালের পদ্ধ ॥

কহি শুন তে করান্ত, যত গোপাঙ্গনগণে, নরনের দৃশ্য তুমি সদা ॥ তবে যে সংকাত হোলা, কিয়া কুপ একাকালিয়, কহ মোরে সে নিয়ম কর ॥

এই মতে পুনর্বাচার, দেখে শোভা মনোহর, গোবিন্দের শ্রীমূখকিরণ ॥ মোগল বর্ণিতে চাহে, বর্ণনা সে নাহি হয়ে, সংখয়ের পুরুষের সেই ক঩ ॥ নৌ

কেশব তব মূর্দ্ধ কেশচূড় ॥ এ তব মুখেন্দরকান্তি, কি এই মোহন ভাঁজি, কিবা এই বেশ হরসহ ॥ যদি বল পূর্বে তুমি, বর্ণনা কারিয়া জানী, সেই নুকচন্দ্র সেই বেশ ॥ তবে শুন তাহার কহি, এই কাণ্ডে বেশ যেই, অনির্বাচ্য বাণী লেখ ॥

যদি কহ বর্ণিতে নার, মনো নেত্রাচ্ছাদন কর, তাহে শক্তি নাহি তাহা শুন ॥ সৌর নেত্রবী নহে, গোপী গদা

( ২৭ )
কোহং বেশঃ কাপি বাচামুক্তিঃ।
সেং সোহং ব্যাদতামুল্লিন্দে

ইয়সময়কাপালিক্রমবচামুক্তিঃ নেমো তলেকারচরিত্যাং। বধঃ। ইয়ঃ
কাপালিক্রমবচামুক্তি। অংক বাচামুক্তি। নাম বর্ণে শক্তি নচেতিরি চক্ষুমনো-
ভামাসাধারিত। তথা চিকীর্ষা ক্ষুঙ্খলাঃ। সনিশ্চয়মাহ। সেতি সা নাড়ায়-
পীতাদিরীতাসাধারী। শীতুমশক্তা । গোণীদিগিতেবাণাদী। ইয়ঃ অসং স তাত্ত্বঃ
ব্যোমবায়াতাদীন নীহস্তবর্ণনাবাদনাযাঃ। প্রয়াজনানতে নীহস্তবর্ণনাদীন

কি অনিবাচিনী বেশ। এইরূপে “সেই এই, সেই
এই” ইত্যাকারে আপনার রূপাঙ্গী আমার রুচিকর হউক

যুনন্ধনষ্ঠাকুর পদ্য।

অষ্ঠাদেঃ, মুখকাস্তি বেশস্থলে হুন।

আপনি আমাদ কর, মোর বুদ্ধি হৈল জড়, বর্ণা আমাদে
ষেই আশ। তাহাতে নানাইক কাও, তোমাকে তাহার কাব,
রহু পুনঃ পুনঃ নতি ভাস।

কিষা তোহে নস্করি, মোরে বহু কৃপাকরি, যদি আসি
দিলে দরখান। তবে মোর নেত্র গান, আমাদ করাএ ক্ষেণ,
পুনঃ পুনঃ করি নতিগণ।

অসং পর কৃষ্ণচন্দ্র, নিজকাস্তায়ুত বৃদ্ধ, লীলাশঙ্ক করেন
বর্ণ। অদর্শনে হুঙ্ক দৈন, দর্শনে অনন্ত জন্য, উনমাদ
শ্রলাপ বচন।

তাহ। পুন শুনিবারে, কৃষ্ণচন্দ্র সাধ করে, অভিশাপ আন-
লিত হইয়া। লীলাশঙ্ক বর্ধিতে নারে, নস্করি মোচনধর, কৃষ্ণ রহে সে রীত দেখিয়া।

শুনিবারে সে বর্ণ, সমুদাদি বিলক্ষণ, তার লাগি তার
ক্ষুদ্রকৃত্বায় ।

হার্জ্যঃ হার্জ্যঃ হার্জ্যঃ নমস্তি ॥ ৯৫ ॥
বেদনেন্দ্রবিনিঃজ্ঞঃ শশী

হার্জ্যঃ হার্জ্যঃ হার্জ্যঃ নমস্তি । কিন্তু তত্ত্বঃ সত্ত্বাত্মায় । তু মহানবলঃ মুহূর্তঃ নমস্তি ইনৌ যাধতঃ মহিমতি শেষঃ । অনন্তিভাবে ক্ষেয়ঃ । যত্নস্য বায়ুর্বায়ু ভবতঃক্ষ । কুর্বত্তায় ॥ ৯৫ ॥

অথ তত্ত্ব প্রকারমুক্তারূপায়বাদরং ধানন্তরাননামজাতৃং প্রলাপ প্রবণঃ
এবং অধিও আপনাকে বার বার গুরুকার করি ॥ ৯৫ ॥

অতঃপর, নিজ কর্তার আমৃতস্রুপুক্ষুকথা তদায় রূপ-

যজ্ঞনন্দঘাতকের পদা ।

সনে শান । ঈশ্বরান্তর ভজন, সন্দ সব প্রার্থন, ভাব নিষু। করে উদ্঵াস্তন ॥

এইরূপ বিবাদ করি, শাপি নিজ বাক্যাবলি, ক্ষুদ্রনাথ, সেই লীলাগুরু । কহয়ে বিবাদ মেই, ক্ষুদ্রকৃত্বায় সেই, শুন সবে পাবে প্রেমস্রোত ॥

সে সব শ্লোকের কথা, অমৃত হৈতে পরায়ত্তা, শুন সবে এক সন করি । একান্ত লক্ষণ যাতে, নিষু । হয় শুভ্রতে, সহন বাণী অতি লোকাধীন ॥

প্রথমে কহয়ে হরি, শুন লীলাগুরু বলি, চন্দ্র পদ্ম আদি করি যত । মোর মুখ বপু যত, বিনিঃ উপমা কীত, এবে কেনে না বর্ণ দে নত ॥

ইহা শুনি লীলাগুরু, অন্তকে পাইলা হথ, ক্ষুদ্রপদ নখ নিরীক্ষয় । সে শোভাতে মর্ন সন, এক্ষারম্ভে যে বর্ণ, সেই-রূপ শ্লোক পড়া ॥ ৯৫ ॥

ছে দেব ।, এই তোমার মুখচন্দ্র কামে । অথবা নির্ম-
দশধা দেব পদম প্রপদ্যতে।

নদনি তর্কনাশক্তি, নমস্তয় মোগনান্তন তঃ দৃঢ়। পুনন্তজ্ঞকিন্তুহমৃপ্যা।
অমূল্যাধিপন ঐশ্বরিকতহস্তহার প্রাের নাদ্যা। জ্ঞেয়া তোৎ ঘাপনায়চ।
প্রেমনিবিদিকমুন্নাট্যতিং বিবিধাণেন শোকেন সহ বিবিধাণেন সৃষ্টিধর-মোক্ষেহ। তথ প্রথম অরি শীলাভক, চন্দ্রপ্রাঙ্গণময়ত্তয়। খিনিতি

দশন, তজ্জন্য অনন্দ, ইত্যাদি ভাবাভ্যালভ উন্মাদে শোকের
বর্ণে অসমর্থ হইয়া, আজ্জা প্রার্থনায় জন্মই যেন শোকের
সহিত বিবাদ করিতে প্রস্তত হইয়া। "কেন তুমি চন্দ্রাদির
সহিত আমার মুখার্দি উপসা। দাও" এই রূপ শোকের
উত্তরই যেন প্রাপ্ত হইয়া। চন্দ্রাদি উপমানবস্ত্তকে ধিকার
dিয়া। এস্যকার কহিতেছেন ॥

হে দেব! চন্দ্র বদনচন্দ্র কর্তৃক বিনির্জিত হইয়া চুই চর-

যজুনন্দনঞ্জকের পদ্য।

লোচ্চ্যু, উদয় চন্দ্র সবিকল, তব মুখে জয় দেখি লাজচ।
দশখান করি ভঙ্গ, সেবে নথপদচন্দ্র, প্রসন হইয়। দশ-
রূপে। অদ্যাপি তব পদে, সেবা করে অবিদে, দেখ এই
করণার ভূমে ॥

রুষ কহে ভাল এবে, শাঙ্কিল্য করি তবে, পদনখ কর
হে বর্ণে। তাতে কহে নহি নহি, সুন আমি যেই কহি, নথ
তুল্য নহে চন্দ্রণ।

তোমার কর্ণ। হৈতে, বহ শোভা পাইল যাতে, সে
শোভতে এ চন্দ্রের শোভাল। নথেন্দু নির্দেশায়, এই চন্দ্রে
দোষোদয়, ভেঁই তার সম নহে শোভাল।॥
অধিকাং শ্রীয়মন্থ তেজতাং

নমুনায়ামঃ ন বর্ণসীতি তদ্ভাব্যাং কং বিমৃশা, লীলাবর্ষেরসং লভতে জ্যোতির্ভিতনাং অযোগ্যাং। সত্ত্বা শ্রীরূপার্থিতে দৃঢ়ং কম্পনং কৈমুক্তে ভঙ্গীপুরবক্ষমাঃ বদনেন্দুরিতি। তে দেব অর্ন্ত শশী অথাৎ নির্মসার্লং জলভূমধ- ন্ত্বেনেন রূপদৈর্যমভ্রাং সত্ত্বা শ্রীরূপার্থিতে দশাভাষ্যাং কৃঃ। তে পদঃ প্রণায়াণ্ডে অদ্যাপি নেষতে দেবস্য তব পাম বা। নহু তত্ত্ব নকাশেন্ত তথা বর্ণযোদ্ধা হুনি নহি নহী তাং অধীতি। অত সংকারুণাহিং শবকুলুণ্ঠিতাং শ্রীরূপ তত্ত্বলুণ্ঠনভিসত্তাং মূচ্ছ। প্রাপালীন্তর্তর্থ। নায়ন্ত্রিণ্যে নির্দোষ- সদোষহেন মহৌসম্ভাঙ্গ। নমুনাত্স প্রণিতের মস করুণেতি শঙ্করমাঃ। ইতঃ

নে দশাং নখুরপে দশভাবে বিভক্ত হইয়া। অদ্যাপি আপনার চরণে নখুরপে সিংহ করিতেছে এবং সে কহিল আপনার

দেহনদন্তাকৃতির পদ্যঃ

তবে যদি বল হেন, আমার করুণা যেন, অতিশয় সমুদ্র আকার। তার কিয়ে এই ফল, তবে শুন কহ বোল, এ করুণা অতি অল্পতর।

এ লাগি গর্ভ শশী, সামাজিক অযোগ্য বাসি, এই অমি কহিল নিয়ম। এই রূপে কৃঃসনেন, কথি বাদ বাণীগণে, হীয়া
অতি হরিত সন।

কৃঃ কং শুন ওহে, তুষিত অবিচ্ছ যাহে, দর্প কথি কর
এই বাগি। বহন যাতে হয়, এক দোষে দোষী নয়, মূঘাকে
কি চন্দ্র দোষ গণি।

চন্দ্র বা পদের সম, মূঘ না বর্ণহ কেন, তাহাতে বা
কিবা দোষ হয়। এত শুনি কৃঃসনেন, বিবাদ করিয়া তণে,
তব কৃষ্ণকর্ণের বিহৃতে কিয়ৎ ॥ ৯৬ ॥
তত্তেনুমূখ কথমিবানুজস্তুল্যকক্ষে

তব কৃষ্ণকর্ণীকু নান্দ বিহৃত্তে কিয়ৎকল্প তংকল্পিতকরোভেক্সম্ম। অতে যোহাম কহশশী সতে না সামেভারোগার ইতি ভারন ॥ ৯৬ ॥

নবর্দ যঃ বানরেনি। এক হি দোষে খুল্লামি জাতিস্রিদাতেন সামায় তৎস্তুল্য পন্থ সামনোন বা মন্নুষণ কিং ন বর্ণসীতি।

বর্তিত ভারণেরালে যে কেন্দ্র তাহা যেন্দ পারি না। ৯৬

আর্যগুরু তুমি অন্ত, দেখন চন্দ্রের এক লক্ষ বহুগুণে নিঃসরণ যেমন একার দেব বহুগুণে আচ্ছাদিত হইয়া। থাকে, ইহাতে চন্দ্রের দেখ একার ধারকেও তাহার অগায়, মূল্য তাহার সন্ত মূল্য মূল্য নেহ দেখ কি? এই রূপ কথা। যে নাম স্বীকার বলিলেন, এই ভঙ্গীতে বিবাদ করত ঐশ্বর্কার “মূল্য নিরুপম, চন্দ্র নিরুক্ত” ইহাই সম্পাদন, করিতেছেন।

বদ্ধনবন্ধকুরের পদ্য

ভঙ্গি করি মনোহরে কয় ॥ ৯৬ ॥

ওহে রূফ তব মুখচন্দ্র। উপরা দিবার নাই, পণ্ড তুল্য কিব। তাহী, ইন্দু তুল্য কহি অতি সন্দ। এ ॥

প্রতি আমাব্দায় পাইলে, চন্দ্রে যেব দেশা ফলে, সে কথা কহিতে নাহি চাই। সর্বকল্প হয় সৈষ, কাণ্ডী লেখ তাতে নাই, এই লাগি তুল্যে নাহি গাই।

চন্দ্রের চরণআবাতে, পণ্ড যায় অধ্যাতে, সে পণ্ড কেন্দ্র মূণ্ডকাল্য। এই লাগি জানি অনিঃ কহিল সকল বাণী, তব-মূণ্ড উপায় অতুল্য।
কৃষ্ণকর্ণমূল্যঃ । ২০৯

বাচামনাচি নন্দ পদ্মনি পদ্মনীদুঃঃ।

তৈব সহ বিদমানো ভঙ্গীম। তলুক্করমঃ তন্ত্র্যস্বং অগ্নিঃ তুল্যকর্ণামঃ
গদ্য তাদৃশ কথা তথ। নন্দ কিরণে দূরবিনিন্তায় চক্রস্বরূপঃ সন্দ্রশন পদ্ম
মুখার্তিতরাং দৃষ্ট্রিত। পদ্মনি পদ্মনি দর্শে দর্শে ইন্দোরভূতা তন্ত্রাচারণাচি
শ্রুতি সংখ্যায় দলালাহাস্তিবেহি কৃষ্ণ ন যোগামিন্তঃ। যদীবোধোয়েব তথ। তৎপাদায়ৈবীতিবর্তমান শ্রুতি কথাঃ তুল্যসমামায়িত ভাবঃ। নন্দ নভবতু তৎসামায় বর্ণাং চৈত তহি করণাপরেণ মৃত্যুবস্তু সন্দর্ভঃ ভাবিত। কণ্ঠ বিমূখ্যের
আঃ অপর তৈবে ব্রহ্মালিগিতঃ সংস্থাপর সংস্থাপাং মুংস কিয়দেব নোচাতে তৈ।
সু ভোঃ আমিন্ ইন্দ্রদাননননননন সংব সংব তৎ কিং কৃষ্ণে কথমেতুৎ কণ্ঠ-
রামী তন্মুং মৃত্যু বক্তু ন শ্রক্তে ইত্যাদি। নন্দ কিং বিভিন্নোহসি তুল্যকর্ণের
মুক্তেব কান্তাবিশ্রামে সহসারিত রবুং হেতুন্ত হুদি বিভাগা একনাদল
সকরাদজিন নীচচারাঃ। ইত্য তানন তবনৈকাকান্তে বেদিব বর্ষ নূত্রনাং। এতথা-

আপনার মুখচন্দ্র নিরুপন, পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের সঙ্গিতও

যজ্ঞনন্দামুকৃতার পদাঃ।

কৃষ্ণ কহে তুল্য নহে, ন। হইক শুন ওহে, বর্ণিতে বাসন। যদি হয় তৈ। তবে অন্ধে। দিয়া, বর্ণ মুখ মনদিয়া, শুনি কণ্ঠে মিষ্টিয়া। কয়।

তবে ব্রহ্মবিলাসী যে খ্রুপাঃ অভূত সে হয় হয় জানিল জানিল। অপর খ্রুপণ্ড, কত আছে স্ববধন, তার তুল্য বলহ বুঝিল॥

শুনহ গোসামি কহি, তব মুখ তুল্য নহি, বৈকুণ্ঠ নাথ গুণালয়। আমি তুল্য দিতে নারি, দেখ তুমি স্বচিচারি, তব মুখতুল্য কে আছি।

।
তৎ কিং ক্রুবে কিসপরঃ ভুবনেককাঙ্গ্তে
বেণুবদ্ধানন্দনেন সম্ম নু যৎ স্যাতঃ ॥ ৯৭ ॥

হপুর্বাক্রমেন নেহু নাপ্তি সমায় কিং কর্কখারনিতাখঃ। শষ্ঠ। তত্ত্বাধায়নাঙ্গেদূরঃ
অন্যথা সমায় যৎসাংক। তৎ কিং ক্রুবে কিং শ্রবণি। কিসপরঃ শ্রীমূর্য্যদি বহুঃ-
চাতে অনেনাপি সমায় যৎসাং তথহঃ কিং ক্রুবে যত ঈদ ভুবনেককাঙ্গ্তে-
বেঃ অপর শস্ত্র স্যানাঙ্গ যঃকিংসির্দ্ধে কুঃ ভুবনেতি বিশেষণস্য বৈর্যাঁঙ্গ সাং-
দর্শেন দর্শে ক্ষ্যাতী চাল তৎপুল্লজিনসমাং। নির্মুণ্যপ্রায়নাং
কেন তুল্যঃ বদানন্দন। ॥ ৯৭ ॥

তাহার গণনা হৈয় নালো রূপ বাক্যপথের অগোচর, হন্তরাঙ্গ
ভুবনের এক ভূষণ ও বেণুবদ্ধ শীলমুখের শেষাং। আর আমি কি তপস্ত করিব তা? ॥ ৯৭ ॥

ব্রহ্মনন্দন কেঁদুকের পথে।

কৃষ্ণ কহে ওহে তুমি, কিছু হেন দেখি আমি, সে মুখ
এমূর্থতে এক তুলু। তবে কেনেতুল্য করি, নাই বল বিচার করি,
কি হেতু ভাগ্নাত কর তুলু।

শুনি কহে হেতু শুন, যে হেন না হয় উন্নত, কাহীন হদয়
বিভাবন। মন্দর সাঙ্গনি। গবে, ধীর ধীর করি কহে, তব মুখ
তুল্য কেহ নয়।

এ তোমার মুখ অতি, মনোহর হজর হয়তি, ভুবনের কম-
দীর ঠাঙ্গ। তাহে বেণু বিলাদে, সদা হজর। বরিসে, এই
লাগি তুল্য নহে আন।

কৃষ্ণ কহে যদি হেন, তবে করিগণ কেন, চন্দ্রপদ তুল্য
বলে মুখ। তুমি কেন নাহি বল, বিবাহেই সদা গেল, শুনি
হুমি কহে তুই স্লোক। ॥ ৯৭ ॥
পূর্বেরপূর্ব-কবিতা না কর্ত্তকিত যৎ।

এহে! যদি চন্দ্রাবি স্বর্গচাহী হইল, তবে কবিগণ কি প্রকারে আমার মুখের হাস্যচিত্তে সাময়ি সময় করেন এবং তুমিই এ কিচিপ্পে বর্ণন করিতেছে ? এখানে লীলাসুক তুই কোথেকে গাঢ় ও পরিহাসের সহিত কহিতেছেন।

হে বিদম্বশেখর! আপনি যদি শুনিতে চাহেন তবে

যুধিষ্ঠিরকের পদ্ধ।

শুন অহে বিদম্বশেখর। শুনিতে যদি ইচ্ছা রহে, সাবধানে শুন ওহে, পূর্বে যত বর্ণন কবিবে। এ পদ্ধ।

কটাক্ষ না করি তারে, কেবা তারে চিনত ধরে, চন্দ্র পান্না তুল তব মুখ। এ সব বর্ণিয়া আছে,এসই কথা। কেবা বাছে, শুন কহি কারণ অনেক।

এই যত চন্দ্রকণ, তুমি মুখনিম্নন, করি দূরদেশে কেলাইতে। প্রদীপের তুল্য বলি, যে সেই বচনাবলি, দীপতুল্য কহি এই মতে।

এ তোমার সম্বন্ধে, সকর্বা শালবি জিতে, জায়গুক সদা বিক্রেত। অখণ্ড নির্বিকৃত, প্রবাহ আনন্দ যশ, দেখ দেখ এইরূপ সাঙ্জে।

(২৮)
নীরাজনক্রমধূর্তঃ ভবদাননেদো—
নির্বাচনহীন চিরায় শিক্ষাদীপঃ || ৯৮ ||

পূর্বক অন্ধাত প্রাচীন এবং ইদানীন্দর কার্যকাল কল্পিত প্রাচীনান্ধাঁ 
পূর্বায় যাহা কাৰ্যকাল হয় না তাহা অথবা আপনি 
প্রাচীনান্ধাঁ পূর্বক ভর্ণ করণ, || চর্চারূপ প্রাচীন আপনার 
নান্দনচন্দ্রের নিরাজন ক্রমধূর্ত। অন্ধক নির্কৃষ্ণন পরিপাতী 
তার চিরকালের জন্য নির্দিষ্টাঙ্গে যোগ্য হইতেছেন 
অন্ধক আপনার বদন নির্কৃষ্ণন করিয়া দুরে নিক্ষেপ করিয়া 
বোধ হইতেছেন || ৯৮ ||

বহুকাল অশ্রুত্বিনি, নাকার করিতে খুনি, যে স্মৃত 
বিকত্তুক করি বলি। এইত স্বভাব যাহ। হেন স্মৃত কাতে আর, 
উপমা দিবারে শক্তিরথি।

পুৰ্ব্বসিদ্ধ রসে যেই, হেন স্মৃত যাতে জরী,সত্য সাধুর্য 
রসামদ। তাহার পরম কাঠা, সর্বসাধারণে নেত্র ইত্যাদি, সদা 
কেহ না হয় নিব্যা।

কৃষ্ণ কুহ কত কত, রসিক মধুর যত, লোক সাধে সদা 
নিরসন। হেনে তাহা সদা ছাড়ি, যোগদেহ বিবাদ করি, 
মৌর স্তব কর অভিযিন।

ইহা শুনি সেই গণে, অবজ্ঞা করিয়া ভূতে, কৃষ্ণপ্রতি
আখণ্ডনির্বাণসপ্রবাহঃ
বিশ্বশ্রুতিশেষরসস্তুতরা।
অষ্টিতোষীরামসুন্দরবানি
জ্যোতি শীতানি তব স্মৃতানি। ২১৩।

যাহো অখণ্ড নির্বাণ রস হীরা অন্যান্য রসকে বিশেষত
করিয়াছে এবং স্থানীকুর প্রতিষ্ঠ নির্বাণে ধূঢ়কার প্রদান
করে, আপনার সেই মৃত্যু মন্দ হাস্যাকৃত জ্ঞানুক ছটক। ২১৩।

ঝুংকর্ণমৃত্যুতের পদ্য

সবিনয় বাণী। কৃঞ্জর্ণমৃত্যুতকথা, অমৃত হেতু পরামৃত,
শুন সবে সর্ব রসথনি। ২১৪।

চেহ দেব শুন আমি কহি সত্য বাণী। তব সঙ্গে, সত্য
আমি বিবাহ নাহিক জানি, সৃষ্টিকরি না কহিয়ে আমি।

রসিকশেখরগণ, লোকে কেবা চেহ জন, সহস্র সহস্র
ঈশ্বর। তার মধ্যে তুমি অতি, মাধুর্য্য ক্ষরাজ্য সতি, অন্য
নহে কেহ তব সঙ্গ।

সত্যবাক শুন হরি, রমণীর হরমাহুরি, তুমি সেই সকলের
পার। সর্বাধিক তুমি সেনে, সর্বাভিধ রসগণে, সহজেই
বিবাহ কি আর।
কামঃ সন্ত্র সহার্ষীঃ কতিপয়ে সীমায়-ধৌরোয়কাহঃ
কামঃ বা কমনীয়তাপরিমলখারাজ্যবন্ধনতা।

নামু কতি কতি সরসমধুরশেখরা লোকে পন্তি। ক্ষিপ্তি তালু হিড়া

ময় বিবদনাঃ। বোকিমেব হাপন্য মাধবতুঙ্ক্য। ভৌতিকি তালু

প্রতি সাবেলং তথা প্রতি সর্বনিমাহ। হে দেব সারগাধৌরোয়কাসারসতান

ভারবাহিনঃ। সহার্ষীঃ কামঃ সন্ত্র তেষাং মধ্যে কমনীয়তাপরিমলবাঞ্জ্য

বন্ধনতাঃ। সূর্যাতিকমনীঃ বা কতিপয়ে কামঃ সন্ত্র তে ভেন সন্তীভোদঃ

অহে! লোকমধ্যে কত কত মধুলশেখর্কথিতে কেন

তাহাদিগকে ব্যাখ্যা করিয়া। আমার সহিত বিবাদ করত

নিজের বাক্যকে স্থাপনপূর্বক অহঃকাতিতে আমাকে তথা

করিতেছে, শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্যে তাহাদিগের প্রতি অবহেল।

করিয়া। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সবিনয়ে কহিলেন হলেন।

হে দেব। রসবিয়োগুন্ধুরসার (অগ্রগণ্য) ব্যাখ্যা, সহার্ষ

সহার্ষ ঠাকুন, এবং রসনীয়তা অর্থসৌন্দর্যরূপ পরিমলের

যজননদন্তাকুরের পদে।

পূর্বে আমি কত কত, বর্ণিতামি যত যত, ইদানী সফল

হইল তা। আমার কবিতাগণ, সাফল্য হইল জ্ঞান, এত কহিঃ

ধোকাকে কহে কথা।। ৯৯।।

শুন নাথ এই সত্য বাণী। তুমি যদি শুন তাহার, তবে

মানি ভাগ্য ইহা, বিশেষ উত্তম তাহে মানি না এখা।

লোর এই বাণীগণ, যাতে মধুবিরণ, সন্ন্যাস পাথনি

মনোরমে। তথা স্থানে যায় যেব, কুম্ভ ধন্য হয় তবে, তাল

ধুব্য তোহে পর্যাপ্ত কামে।।
নৈবেদ্যঃ বিবদ্ধামহে নচ বয়ঃ দেব প্রিয়ঃ ভ্রমচে

ফ্রান্সিস্কোর নামঃ।

নচ তব প্রিয়ঃ ভ্রমচে। অসদগুণাদ্যাগারেপোশ্চাদ্ব ন সোনি কিং সত্যনেব ক্রমচে। যঃ যাহে যা রামনীয়তাপরিপূর্ণ সা শ্যাম

স্নীয়রাজ্যে বঙ্গদত্তে সহস্রা ২ থাকুন কিং অমরা নিন্দিশে । ভাবে বলিব যে, সত্য সত্যই চে ভুজ। আপনাতেই রম-এনননাতকুরের পাদ।

আমার কবিত্বগণ, অসদগুণ অধ্যায়ন, পূর্বের অতি সংক্ষেপে ছিল ই। ইদিনী তোমার স্থানে, গেল হীল ফুলমনে, অসহজ অনুস বর্ণিল॥

জনমে চাপলা জানি, সানি ছিল মৌর বাণী, এব অতি প্রফুল হইল। এতেক কহিতে কাঁচে, দেখে গোপনারী আছে, হাতেই কহিতে লাগিলা॥

কেবল বরাক বাণী, জম ধন্য হীল জানি, ইহা নহে শূন কহি আর। কিং গুণরূপ রাগ, অভিশয় পূর্ণভাগ, গোপী জন্ম ধন্য ধন্য সার॥

কুঞ্চ কহে গোপীগণ, নিজ নিজ পতিশ্বে, তাহে জম সফল তাহার। তেঁহো কহে তাহা কহি, পূর্বের তুয়া নাহি পাই, পতি কোলে দেখ তায় যার॥

তোমার বিশ্বে প্রেম, দেখু দশবাণ হেম, তাতে তার নত্র অনুকুণ। তে কারণে স্থঞ্চল, ত্যাদু লজ্জা স্বধিষ্ঠল।

তেঁই জম ধন্য গোপীগণ॥

এই কালে বৎস দেখি,' সম্বেদন বরে অঁধি, কহে এই কৈশোর বয়স। ইহার সফল জম, তব স্থানে শ্রবি সর্স, কাম নদে স্ফীত অহনিশ॥
শত্যঃ রমণীরতাপরিণতিন্দ্রনেত্রে পার্গ গতা॥ ১০০ ॥
গলেমীরাজালালমদনবিনতা গৌরবনিতাঃ

পার্গ গতা অবধি প্রথা। অতঃ সত্বরোক্তা। নায়ং বিবাদনতি বের্তি ভাবঃ॥ ১০০ ॥

কিন্তু পূর্বব্যত তে ময়া কৃষ্ণ নি বর্ণিতঃ সন্তি কিছুদানি মৎ কবি-
ঘৃণিকঞ্চ সমং যত্নিতি সহর্ষমাহ। মাযাদশাং গিয়া গুরু এখনাতি
বসি স্থানে অতঃস্থে বংশে বর্ণিতঃ কচিচ্ছত্ত জাতে ভূতে নতি
অব সহর্ষং দদেতি। উক্তসমারথামূল্য সংগৃহীতেশ্বরুকঃ
নিত্যব্যাপাদিত প্রতি পুনরাত্মনের কৃতার্থমিতি ভাবঃ।
২০০মূলমাহ। কৌশলঃ গিয়া গুরু মাযাদশাং মূলকির্তি মাত্রে মিত্যব্যতঃ।
কৌশলঃ সমাগত্তা স্বতঃ রহিঃ। পুরুষমদ্রকাপাদান সর্বনাং সমৃচিতঃ।

শীরু ভাবের পরাকাষাং বিদ্যামান রহিয়াছে॥ ১০০ ॥

অপি পূর্বকে আনি সেই সেই কথায় না বর্ণন। করি-
যাচ্ছে, কিন্তু একবে সেই কবিস্তাদি সকল হইল, এই বলিয়া
সহর্ষে কহিলেন॥

গৌরবনিতাংগুন মদন বিনত ও চঞ্চল হইয়। লজ্জাশূন্য

বহননন্দনঘুকুরে পদয়।
ক্ষুদ্র কহে অন্যগণে, দেবতাদিগন্য জনে, কৈশোরে কি
সাকল্য না হয়। শুনিকহে তাহ। শুন অস্ত্র যাহাতে পুনঃ,
রাজকুণ্ডলীলা নাহি তায়॥ ১০০ ॥

এতেক কহিতে তাহে, নৃকৃষ্ণ চঞ্চল রীতে, তাহে
দেখে চাপলের ঘুরা। চাপলা মানস আর প্রেমাদি মাত্রে
সার, তাহে দেখি কহে অতি হয়॥

একাংশ অশেষ নারী, পার্থ-স্বিতি মনোহারী, গোবিষেষের
কৃষ্ণকর্ণমূল্যতঃ

মদনভৈর্ত বীর্ত কিমিপি মধুত্রং চাপলধূত্র
সমুদ্রঃ স্ত্রাক্ষুভূমিভিন্ননির্ধারিণাং মাদৃশ্বগীরাং

ইদ্যানুি অতি সহজাতপ্রবধিতাহৃদ্যতঃ। কীর্তা জনকুরাণ গদারঃ পূর্বেত ভাষ্যভাষ্যা বাখ্যমে। তদৈব তৎসমীতী গোপীবাল্যাং এতাং পরমে ভাবমুহুর্ত ইত্যাদিতে বৎ সম্মুখায়। ন কেবলং বরাক্তোগ্যমূল্য শুদ্ধ এব কিং গুণগামীপুরোং।

শীল্পাৰ্বনিতা অপি তথাঃ জনসকলঃ ধৃতি নবাশাং স্বত্বতাতিমূলান্ত জনসফলেবতি নেতাহ। পূর্বে তদগৌণ্ডে দেহত্যাগাং নিষ্ঠিত্বাত্মৰুপমতি রাগারূপতে কায়ীত্ব তথা দর্শনং বলুতনানাং। মনোনমে বদকৃত্বায় মিশ্রেবেতে বিনতা নন্দ তং পুরুষং ইত্যাদি। তথাহি পুরুবে গোপারাজাদৃং কাম ইত্যাদিমূল প্রীতিমিততুতলে। অতে লোকান্ত ত্রায়ণ্যে চঞ্চাং সহক্ষে। বা। অতে পুণ্যপ্রবালকালকালানন্তরে কিশোরামারুণ্ডাং বীৰ্য্য সন্নাত্তায়কীয়মাইন্ত বয়ঃ ইতি বিবুঝ গীতায় প্রবৃত্তি সংগীতাদুমাহ। ইদং কিমিপি বয় ইত্যাদি।

তথা জ্ঞে সফলং দধািতি তদেব ব্যাপ্তিঃ। বীর্য বাল্যাঙ্গে বিগতপ্রায় নবতাত্বাপাঙ্গে কর্মপূর্ণেন ধীতি নিবেলবাবাত্তাং তৈতাতেরিত্বায় কিশোরমিতাদি। নন্দ তাদাত দিবনিপুঞ্জিকৌশরেবু সফলেবতাত নেতাহ। পূর্বমন্ত্র এহুস্তূপেরাৎ লুলভলীলাদায়া পাণ্ডা চ। স্বর্থস্তৱ চ বর্ণনামূল। অতএব কিপুলোপারে।

গোমধুপ কিশোরবর্মূ-রেখা। মায়ামাহুদুহৃদান। রেমে তীর্থসাঙ্গুলচুস্তে ইত্যাদি।

হইয়াছেন, কখন এক ভাবে গমন ও মদনভৈর্ত নির্মল ভাব ও মধুর মাদৃশজনের মাধুর্য্যস্বরূপী বাক্যশ্রেণীর গুঞ্জন প্রশংসালী

খণ্ডনমন্ত্রঞ্জকৃতে পদঃ

নৃত্যগতি রঙ্গ। পরম মনজ্জ ঠাম চাপলঃ সাফল্য নাম ব্যাখ করে ছেন পরবর্তে।

অতএব ন কেবল মোরবাণী গাথা ফল, কিসন্ত গোপী কেশোর চাপল। নবারি সফল জ্ঞে, জানিল কহিল মর্দ,
নিয় স্থানে যাতে দধিত চপল্ল জন্ম সফল। ১০১

তথা রসায়নিক। বাঁচা। হচ্ছিরকরীরতিকলাপ্রাথগল্ভয়। রাধিকা, বুড়াকাকিকলোচনাং বিরচয়েভল সধীনামেন। তথ্যকোন্ধিরাথকেলিসকরী-পাণিতাপার্গ তথা খেলায় যফলিকৃতি কলামু কৃপণ বিহরাম হরি-রিত। তন্য বৃহৎ চাপালয় তৃপত্ত হাচ। চাপলাবুরা চঞ্চলাচিত্তরাম তথা। নব্য, সম্পাদনঃ প্রবনামে সাপি পূর্ণ নেভায়। মধুর একেন বৃদ্ধা অস্থায়নাপান্ত্রে- বিভিন্নাদিন। মধুরা অভিনন্দনা। তথা হী সাধারণসমীক্ষা। তথ্যে হল যুগ্মীহ নৃত্যং সৈরাব, দৃষ্টি নিধিগণগীতিপ্রার্থনা। পরিষ্কার: বাদসুচতুগতি লীলাগগ- গোমিং তথারী দ্বিতীয় কর্মকেশ্বত্র সং যথা ব ব পারে উত্তর। পুরুষ তালুর- প্রাচীন চণ্দ্রপক্ষ। করি ব্যাপারে প্রাণে মিছু গুদা ন করে। সফল। কক্ত খেলায় গোলাগোলাঙ্গনাঃ অপি ১০১।

বর্তিত এবং অপনার গমনকালে আমাদের চপল জন্মও সাফল্য ধারণ করিতেছে। ১০১।

স্যুদনন্দনীর পদ।

উদাহরের তব প্রাণিফল।

অষ্টাদশ ভাবোদাবণ। প্রা-চ হরিহর লাভ অতিমণ গিশালে বচন। পুনঃ কৃপ শুনিবারে খোজ তুভ অন্তরে বাচে, তাহা লাগি কহে হর্ব মন

শুন। ওহে লীলাশুকষ, কি কহিযা পাও হর্ব সর্ব ভুতে শে ঈশ্বর আছে। তাহার ভজন ছাড়ি সদা স্তব কর গোসী, গীতাশাস্ত্রে গুণ গাইতেছে।

গোয্যালের পুত্র আমি সর্বোত্তম করি তুমি সদা কেনে করছ বর্ণন। শুনি হর্ব হর্বৈগমে নিজাহস্ত সচলন, কথে বাণী অতি মনোরম। ১০১।
ছুবন্ন ভবন্ন বিলাসিনীশ্রী-
স্নয়নীয়মরসাঙন স্মরণ।

ভবোন্নাতি হর্ষব্য প্রদীপ্তীতি মিশ্রিত হয়। পুনঃ স তথ্যঃ শোভা কৌশুকী তমরবর্দ্ধ। নবীন্ধর সর্বভূত্তান্ত বর্ধন ইত্যাদি। তদব প্রতিপাদে বোধ্যাদির গীতাদিশালীগুড়োককিভূষনীয়ীবর্ণ হিত কিন্তু গোপকুমারের মানব সর্বভূতগুরুরোপণ স্নয়নীয়মরসাঙ তত্ত্ববিশেষ বিবরণ সহস্ত চালনায় ভূবনভূবনমনিত্যাদি। হে বিভটাকে সর্ব্বজ্যাতারি যখন যথেষ্টে ভূবন ভবন্ন সর্ব্বজ্যাতি মিথুন দ্বিভাষায় কর্মচর্যাদাত্তাদ্বারা শ্রীমান্য তদীয় মেঘলাসায়নরচিত চিত্রমুক্তমঃ। যন্ত তপন্তি ত্রিক্ষিতং তায়ূর্বে ভবতীতি কে। নাম বিবর্ণত। তাপিতী ইতিদু চিত্রমুক্তমেব-ত্যস্ত। এতদ্রোপণী জ্ঞেয়ঃ। নবীন্ধরচন্তি ক্ষুদ্রশৈবশং কর্মনান্নামৃতান্নামায় সমৃত তানব ভেট্টি সম্বিততহায়। যত্ন স্নয়নীয় ইত্যাদি। পরিচর্যাপ্রময় অস্ত্রাদ।

অচে। সকল ভূতের অন্যের ঈশ্বর বিরাজমান আছেন, 
উত্তারই শরণাগত হও, ঈশ্বরের গীতাশাস্ত্রার্থ ভজনীয় 
ঈশ্বরকে ভাগ করিয়া কি জন্য গোপকুমার আমাকে সর্বে- 
স্নয় সান্ন্য। আরোপধার। সত্য করত আশ্রয় করিতেছে।

চন্দ্রনাথাকুকুরের পথ।

শন এততু সর্ব অবতির। সর্ব অষ্ট্রাভাবি যেই, ভূবন- 
ভবন সেই তাহার আশ্রয় তুমি হরি এই।

তাহাতে চাই। তব, অনস্ত ঈশ্বর সব, দৃঢ়মানে অস্ত সকল। নেত্র রসায়ন যত, উত্তম চরিরু কত, চিত্র প্রকার 
সমৌরম।

কৃষ্ণ কহে যদি হেন, দৃঢ়সান্নির্মাণ, বিষ্ণুবামনাজিনি 
তাদিগে। কত কত মহাবুদ্ধি, চরিরু প্রকার পূর্ণ, তারে 
ভজ হয়। এক মনে।

শুনি সন্নাত্তি কহে ইত্যাদি দেবতাচ্যে, তার। পরি-

(২৯)
পরিচারপরম্পরাধরেন্দ্র

ইত্যাদি। তত্তাহি যুদ্ধাদিয়ামানকেলিগ্নাপ্তােহুচ্ছিতাচরিতাদিদিম চন্দ্রচিন্ত
মুখীয়ষ্টিয়ামর বিচিত্রময়ত্তং। নাম যুদ্ধাদিয়ামানগর্তঞ্চ পুরূৰ্দ্ধ- ।
অত্যধূমেনচালনমাহ। যত্ত তাম্রসাধনে বেভা তন্যতত্তাহি স্থায়ী- ।
কেলিগ্নাপ্তিতাকুহুচ্ছিতাচরিতাদিদিম মুখ্যরসাময় অনুপাদিতময়ত্তং।
নাম। যঃ মুখ্যরসালক্ষেত্রতত্তাহি তৎপরস্যোজ্ঞশ্চল্পীশ্চল্পীশ্চল্পীশ্চল্পীশ্চল্পীশ্চ।
তত্র তীরেক। বিলাসিনীতত্তাহি মুখ্যরসময়াদিতিসকুহুচ্ছিততরা- ।
লীলাশূল এইরূপ তত্তারে বিভব হইয়। হস্ত চালনার
সহিত কহিলেন।

হে বিভো ! ভুবনই আপনার ভবন। বিলাসিনী লক্ষ্মী,

যত্তনন্দনমুকুরের পদ।

চর্যায় নিপুণ। যুদ্ধ অদি ভয় যত, পালনাদি কার্য কর,
তাহা হৈতে তব বর্ষণ।

মুখ্য ঐশ্বর্যমায়, উত্তম চরিতচর, সাঙ্কেত আচ্ছে দৃশ্য- ।
মান। শুনিয়া গোবিন্দ কহে, যুদ্ধা দিবি বিমূৰ্ধ নহে, গর্ভোদক
শায়ী পুরূঢ় থাক।

ভজন করহ তাহ, সর্বকে তজে যারে, এত শুনি লীলাশূল কর।
অধোনেত্র চালনায়, কহে করি হয় হয়, তার
প্রতি চতুর্জ্যুখ হয়।

তাতে হৈতে স্থীতি অদি, কেলিরূপ ভূমে সাদী, সর্বকে- ।
কুহুচ চরিত্র তেরাম। মুখ্য রসায় যত, লীলাস্থিত অবিরত,
দেখ যার নাদি হয় পার।

শুনি কৃষ্ণচন্দ্র কহে, ভাল জানিলাম হচ্ছে, আদিরস
রসিকে ভঙ্গ তুমি। তবে পরবামেখ, ভঙ্গ লক্ষ্মীনাথ বর,
নিশ্চয় কহিল তোহে আমি ॥
শুনি উর্দ্ধভূর চালিব, কহে তাঁর পদ্যাবলি, তথা এক লক্ষ্মী বিলাসিনী । তা হৈতে মধুররস, ময় তব সুবিলাস, কোটি কোটি বিলাসিনী ॥
কৃষ্ণ কহে হেন যবে, আরার ভাষন তবে, রূপ্যগ্রামি রমণী যে হয় । শুনি পির চালিব কহে, সৌন্দর্য্যাভ যাতে হয়ে, কাম আদি দশ দশ তুলয় ॥
প্রতি মহিষীতে হয়, দশতল আদি ময়, মহিষীনে কেলি আদি হৈতে । অস্তুত তোমার রীত, পরক্ষয়া তাব-নীত, বৃত্তাকার কিশোরীকুল সাথে ॥
রাস আদি লীলাগণ, চিত্র সর্বোত্তমমোক্ষম, যাহা নাহি অন্য রূপগণে । অন্তর বিচিত্র কুত, চরিত্র মহাদুঃখ, মধুর ঐর্ধ্য ভঙ্গি মনে ॥
দেবষ্ট্রেলৌকী সৌভাগ্যগ্রহণ রীমকরাশুরঃ।

নন্দ নাতা অর্ণবীলৌকী তেজশ্চিবতা ভূলপ্পিন বালভূল গোপোগোসুদেশে স্ত ইত্যাদীকে সাহাবমান তর্কন্য। নিদ্রিষ্ণি ভঙ্গীত। অন্য দেবঃ রাসকৃত্তিত্বায় কিন্তু শ্রেষ্ঠঃ শিশুঃ রীমকরাসুর পরিবার মায়োনারিতার্থে। অন্য কিন্তু শিশুঃ লৌকিক তেজশ্চিবতা ভূল ভূল গোচরণা দিলীপলতী সজ্জনবৃহস্মাহ। রীমকরাশুর অনন্তৈশীতি গালিতঃ সংবর্ধা মহুরীরুতে। বিশ্রবা বিলাসে যগ্ন তারূষু।

অহে! জানিতে পরিলাস ব্রজলীলাই তোমার অভীক্ষ, ভাল, আমারও বালা পোগো লীলা। আঘাত, এই অর্ধ উদ্ধিতে লীলানুক স্ত্রনের সহিত তর্কনীলার। নির্দেশ করত ভঙ্গীসহকারে কহিলেন।

ত্রিলোকীর সৌভাগ্যগ্রহণ কন্তুরীর মকরাশুর বিশিষ্ট ও

যথনন্দনপুষ্পের পদ্ম।

কৃষ্ণ কহে হয় হয়, ব্রজলীলাতত্ত্ব তোমা, ভাল ভাল ভজ ব্রজলীলা। এথা বালা পোগো আঘাত, সে ভাবেতে ভক্ত নাচে, লীলানুক ত শুনি কহিলা।

সাথে তর্কনীলায় নির্দর্শন ভূলপ্পীতে, কহে শুন শুন সহাস্য। কৃষ্ণকরামৃত কথা, অনুত হেতু পরামুত, ভাগ্যবানু সদা আখ্যায় । ১০২।

এই দেব রাসকৃত্তিত্বায় জয়মুক্ত হও সদা, সর্ববৃহত্তি বিরাজিততা, কিশোরে যে কেবা অনেকে আর। ঐ। কৃষ্ণ কহে হয় হয়, সেহার কেশোর লীলাময়, তোমার অস্তি দেই হয়। ভাল তবে গোচরণ, লীলা আঘাত মনোরম, তাহ। তুমি করহ আশ্রয়।

এত শুনি ভূতলগ্নে, কহে মেহে। গোপীগঙ্গে, অনন্ত
জীবান্ত জঙ্গনান্তকেলিলালিতবিভমঃ || ১০৩ ||

প্রেমলঞ্চ মে কামসঙ্ক মে

কৃষ্ণকর্মায়তঃ । নেত্রভাসূচিত হুল্লভ । নায়কপি ইত্যাদী আপয়ি তথাকোতি
ইত্যাদাঃ । সত্য কিংকু তাপুখোপিন্থি ভবান ০ নেবলম মথৌ ত্রিলোকাপি
সৌভাগ্যাচরণকত্ব রীমরাজাত্বকদানস্বামায়ের তৎকলিত তজ্জুর ইত্যাদ। । তৎ-
কৃষ্ণমুখে হাম মূলভঃ করোভতি ভাব । ১০৩

পুনঃ সমিতঃ কিমাপি বিবং তত বীর্যাপ্রথঞ্চ্ছঃ সম্ভ্রমঃ সৈন্যোনামাহ।

ব্রজঞ্জনাদিগের কশ্চিদেবলি লালিত বিভ্রমশালী দেব জয়-
মুক্ত হউন । ১০৩।

পুনর্বার ঈশ হাসের সহিত কৃষ্ণকে কিছু বলিতে

যুধিণন্দাকরের পাদ ।

কেলিতে হলিতে । তাহাতে মাধুৰ্য্যপূব, বিলাস মৌহন
ভোর, আমি তাতে হৈন্তু অকাশ্বিতে ।

কৃষ্ণ কহে এতে আমি, প্রথমে কবিলা তুমি, এই স্থল
হল্লভ তোমার । শুনি কহে তাহা শুন, সত্য সেই হৈল
পুনঃ, কেবল তুমি না হও আমার।

ত্রিলোক সৌভাগ্যপূব, কস্তুী মকরাভূত, হেন তোমার
রূপ মনোহর । তোমার করুন। হৈতে, তোমাকে হলভ-
রীতে, মিলায় কবিল শুনি চল।

পুনঃ কৃষ্ণ সন্দহাসি, কহে অন্যমেত ভাবি, অগভিষু
হৈল লিলাশুক। অতিশয় সম্ভ্রম, সৈন্যে বচন কমে,
কহিতে লাগিলা পাঞ্চ হুর । ১০৩।

রাসালিলা পর যেই দেব। সেই অশ্রুনিয়া মৌর, কেবল
সে কৃষ্ণা তোর, তব কৈশোর বিনে নাহি দেব । এ ॥

রুষ্ককর্মায়তঃ ।

জীবান্ত জঙ্গনান্তকেলিলালিতবিভমঃ || ১০৩ ||

প্রেমলঞ্চ মে কামসঙ্ক মে

কৃষ্ণকর্মায়তঃ । নেত্রভাসূচিত হুল্লভ । নায়কপি ইত্যাদী আপয়ি তথাকোতি
ইত্যাদাঃ । সত্য কিংকু তাপুখোপিন্থি ভবান ০ নেবলম মথৌ ত্রিলোকাপি
সৌভাগ্যাচরণকত্ব রীমরাজাত্বকদানস্বামায়ের তৎকলিত তজ্জুর ইত্যাদ। । তৎ-
কৃষ্ণমুখে হাম মূলভঃ করোভতি ভাব । ১০৩

পুনঃ সমিতঃ কিমাপি বিবং তত বীর্যাপ্রথঞ্চ্ছঃ সম্ভ্রমঃ সৈন্যোনামাহ।

ব্রজঞ্জনাদিগের কশ্চিদেবলি লালিত বিভ্রমশালী দেব জয়-
মুক্ত হউন । ১০৩।

পুনর্বার ঈশ হাসের সহিত কৃষ্ণকে কিছু বলিতে

যুধিণন্দাকরের পাদ ।

কেলিতে হলিতে । তাহাতে মাধুৰ্য্যপূব, বিলাস মৌহন
ভোর, আমি তাতে হৈন্তু অকাশ্বিতে ।

কৃষ্ণ কহে এতে আমি, প্রথমে কবিলা তুমি, এই স্থল
হল্লভ তোমার । শুনি কহে তাহা শুন, সত্য সেই হৈল
পুনঃ, কেবল তুমি না হও আমার।

ত্রিলোক সৌভাগ্যপূব, কস্তুী মকরাভূত, হেন তোমার
রূপ মনোহর । তোমার করুন। হৈতে, তোমাকে হলভ-
রীতে, মিলায় কবিল শুনি চল।

পুনঃ কৃষ্ণ সন্দহাসি, কহে অন্যমেত ভাবি, অগভিষু
হৈল লিলাশুক। অতিশয় সম্ভ্রম, সৈন্যে বচন কমে,
কহিতে লাগিলা পাঞ্চ হুর । ১০৩।

রাসালিলা পর যেই দেব। সেই অশ্রুনিয়া মৌর, কেবল
সে কৃষ্ণা তোর, তব কৈশোর বিনে নাহি দেব । এ ॥
বেদন্ধক মে বৈববঞ্চ মে


cে দেব রাসনীলাপ্প: মদ সৈবত্তমাণ্ডলীয় ভঙ্গিলোরেখার দপর ন।
চ এবারে নেবলাভ্যস্ত। মহু কোহর হেতুততি তঃ প্রচষ্টায়। প্রেমক্ষক সেহের
ন এমবলস্থিপি যোজায় নষ্টত্তপ্রাপ্তিতে ও প্রেম স্বশরেভতায়। মহু
কোমারোপেপশ্চবেলাপোলাহমশি প্রেমদলমান্ত্রণ তথ্যাঙ। কামদক্ষে মে তত্ত্বাত-
ত্ত্বীয় প্রেমদাঙ বুঝেন। অত একলাইকবিবর্ণাণ কিশোরশেখরাণ বুথপরন।

ইচ্ছেক দেখিয়া অনাহিৎ হওত সক্রিয় ও দৈনীর সহিত কহিলেন॥

চে দেব! তুমি আমার প্রেমদ, কামদ, বেদন (জাতী)

বষুননন্দাকের পদ্য।

কৃষ্ণ কহে হেহু কবা, তাহা শুনি সেই কব এত শুনি
কহে শুন নাথ। তুমি সোর প্রেমদাতা, তুমি বিনে নাহি
ধাতা, এই লাগি চাই তোমার নাথ॥

কৃষ্ণ কহে তাল তবে, আমি কহি শুন এব কোমার
পোগাম লীলা সোর। তার প্রেমদাতা আমি, মাগ বর তবে
তুমি, শুনি কহে সে বাসন। দুর॥

যেই বাংশী রাধি আমি, সেই কামদাতা তুমি, সে জাতীয়
প্রেম তুমি দিল। যে তাব বিষয় হেতে, আনন্দ উপজে চিতে
অন্যান্য নাহি হই মোর॥

কেবল এমন নও, বেদন আমার হও, পরিপাটী শিক্ষা-
শুনু তুমি। কিন্তু আপন ভজিবার, বল যদি তবে আর, সে
আপন বেদন মোর তুমি॥

কৃষ্ণ বলে আমার যদি, অনন্দর নিকেল মতি, বৈকুণ্ঠক্ষণ
তবে চাও। শুনি কহে শুন তাহা, কি কহি যাহা যাহা,
জীবন্ত স্বতন্ত্রতা মে
মেদেন্ত মে দেব নাপঞ্চ। ১০৪ ॥

বৈদ্যব, জীবন, জীবিত এবং দেবত, অপর কেহ নহে। ১০৪ ॥

যুবনন্দনঠাকুরের পদ্য।

সে বৈদ্যব তুমি আমার হে হে
যে বল বৈদ্যব কথা, তাহা না পাইলে তথা, জীবে সবে
প্রাণ নাই যায়। তুমি না পাইলে আমি, না জীব দেখেছ
তুমি, অতএব জীবন তোমায় হে

তুমি সে জীবন ও মৌল, তেঁতু তুমি জীবন বরে, যে
জীবনে সেই সে জীবন। তুমি বিনা অন্য নাই, তোমারে
লসে কর, কেন মৌলে কর উপেক্ষণ।

কৃষ্ণ কহে লীলাশুক, দূঢ়তা পাইলে সুখ, সাধু সাধু
তোমার জ্ঞান। আমার দর্শন সে যে, বিফলতা নহে কাজে,
বর্ধমাণ দিব সর্বধাহ।

এইরূপে কুৰ্মারাজে, কৃষ্ণ কহে মন্দশিতে, তাহা চন্দ্র
তেঁতু বর চাহে। কৃষ্ণকর্ণমৃত কথা, শুন সবে মনোরঞ্জনে
শুনিলেই প্রেম লাভ হয়ে। ১০৪ ॥
মাধুর্য্যেণ বিবর্ধস্তং বাচে। নস্তব বৈভবে।
চাপলোচন বিবর্ধস্তং চিন্তা নস্তব শৈশবে॥ ১০৫ ॥

ততঃ সাধু লৌলাঞ্চ সাধু সূদ্ধূরিত্যা প্রাতবক্ষি তন্মাধুর্য বিফলং ন স্যাত।
প্রাথম্য বাছিলিতিভঃ। বেজিতে প্রাথম্য। প্রার্থিত্যাহ। তব বৈভবে বালিষ্ণুতীতে সৌন্দর্য্যবিলাসীয়মণ্ডলো নোহস্মান্ত বাচে। মাধুর্য্যেণ বিবর্ধস্তং তন্মাধুর্যীর্বন্ত সমর্থঃ ভবিষ্যতি ভব। তথা তব বৈভবে কৈবৈস্তো হয়েয়াদ্ভেদাদিতালঙ্গিনি নন্দিষ্ঠ। প্রাঙ্গুৎকঠিয়া তীক্ষ্ণনাং চাপলোচন বিবর্ধস্তং আসনেশে মে বর ইত্যাদি॥ ১০৫ ॥

তদনস্তর শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, লৌলাঞ্চ! সাধু সাধু
তোমার দৃষ্টিতায় আমি প্রথম হইলম অতএব আমার দর্শন
বিফল হয় না, তোমার বাছিল প্রার্থনা কর, ভঙ্গীসহকরে
শ্রীকৃষ্ণ বারঘার এইরূপ বলিতে থাকিলে লৌলাঞ্চক্ষ নয়
ভঙ্গীসহকারে প্রার্থনা করত কহিলেন।

হে কৃষ্ণ! আমার বাক্যসমূহ আপনার বৈভবে মাধুর্য্যের
সহিত বর্ধিত হউক এবং আপনার শৈশববিশেষ জীবিত চাপলোচনের সহিত আমার চিন্তাও বর্ধিত হউক॥ ১০৫॥

শুন কৃষ্ণ বর দিবা যবে। সৌন্দর্য্য বিলাসীয়মণ্ডলো, বাগী
আগে অমাধুর্য্যা, বর্ণিতে সামার্থ্য হউ তবে। তথা তব
কৈবৈস্তো রঙ্গ, প্রাঙ্গুৎকঠিয়া পরবর্ষ, মনে সোনার সদা যেন
রহে। তাহারি স্বপ্রাপ্তি লাগি, মন হউ চিন্তারাগাই, চাপলোচনে
বারুক বর মেহে।

কৃষ্ণ কহে যেই তোর, হয় বুদ্ধি স্বগোচর, বর মাগ দিব
আমি তোরে। এত শুনি কৃষ্ণ সেই, তবে দেহ বর এই,
কহি এক লোক পাঠ করে॥ ১০৫॥
যানি তচ্ছিন্তাযুক্তানি রসনালেখানি ধন্যায়নাং
যে বা শৈশবচাপল্লাল্যতিকরা রাধারাধা:ধোমুখাং।

নবিন্দ তে সহজ্জনের তবিশেষঃ প্রাথমিকতাত্ত্বিকারাহ যানি তচ্ছিন্তাযুক্তানি।
শ্রীরাধা সহ নিকুঞ্জরামলালাদীনি তানোর নন্দনানীভাবাং।
যে হুদয়ে ধরারাখিকরা প্রবাহবণপেন বহন্তঃ।
কীর্তিশালী ধন্যায়নাং
রসনালেখানি শ্রীকৃষ্ণরাণীরায়াদীনানি।
তথা যে বা চার্চ বা শব্দঃ।
যে শৈশবচাপল্লাল্যতিকরা: কৈশোরচাঙ্গালাবিষ্টারা: তে এব তথা বহন্তঃ।

অহে ! এত তোমার সহজ, বিশেষ প্রাধান্য কর, এই
শুনিয়া লীলাশুল্ক কহিলেন।

হে কৃষ্ণ! তোমার যে চরিতসমূহরূপ অমৃত ধার। পূজাভাবের অন্ধের রসনার অমরাদো।
শ্রীরাধার অবরোধোমুখ যে সমস্ত

গ্জনননাথকুরের পদার।

কৃষ্ণচন্দ্র এই বরে তুমি মেরে। যে তুমি চরিতামৃত
রাধা সহ অবিভক্ত, রাসকুঞ্জলীলা মনোহরে।

গেই সেই লীলাশুল্ক, সেই হিয়ে অনুভূক্ত, রহরক এখান রূপ হীরায়।
শুধুবদেব আদি যত, রসনায়ে লেহে কুহল, আম্বাদের যাহা হুঁ পাঞ্জা।

কৈশোর চাপল্লা যত, রাধাকে রোধন মনে, দানঘাটী
পুক্ত তোলাকালে। তাহাং সদারূপ কাজে, দাখায়ে উৎকলা
সাজে, তার ধার। বহু অম্বে।

মুখাজ তোমার তথা, কাম মদ্যপাতারিমিতা, তার ভঙ্কি
বিশেষ যে আর। তথা বেগুনীত গতি, নব নব জমায় রতি,
নিভারিত মাধুর্য্য গিশাল।

(৩০)
যা বা ভাবিত্যবেনুগীতগতয়ে। লীলামূঢ়ংস্তোরুহে
ধারাবাহিকমায় বহন্ত হৃদয়ে তান্যেব তান্যেব সে ॥ ১০৬॥
ভক্তিরসীয় স্ত্রীরত্র। ভগবন্ত্য যদি থা- ।

কৃতুষঃ। দানপুর্ণায়রবত্ত্বন্যালেী রাধায় যে হরোধ বুদ্ধেধুং সম।
তহৎকঠীবস্ত তাত্ত্বয়ঃ। তথা যাবতু মুঢ়ংস্তোরুহে লীলামূঢ়োঙায় বিশ্বে। যত স্বাভাত তথা বহন্ত।
কৃতুষঃ। ভাবিতাঃ যমামূঢ়ং-
মিত্রীরূতো উৎপাদিত বা পুনর্গীতস্য নুভূতগতয়ে যাভিত্ত্ব আঃ ॥ ১০৬ ঃ।

নথু পুনঃপুরীভূতঃ। পঞ্চপুরীন্তমন্যঃ প্রেমফল মাঙ্ক সাধাত প্রাঙ্গঃ।

শীষব চাপল্য তথা যে সমস্ত লীলাময় মুখপথে উচ্চারিত
বেণুর নাগরতি সেই সমুদায় প্রণালী ধারায় আমার হৃদয়ে
নিয়ত প্রবাহিত হইতে থাকুক। ॥ ১ ৬ ॥

আহে। পরুষার্থ চুত্তায়, প্রেমফল এবং আনি সাধাত

যজ্ঞনষ্টাকুপের পাদা।

এই এই লীলা যত, হিয়ে রন্ধ অবিরত, অভিশয় ধারা-
রূপ ধরি। কৃষ্ণকরণায় এই, সদা পান করে বেই, তার
প্রেম হয় হিয়া ভরিঃ।

কৃষ্ণ কহে ধর্ম্ম অর্থ, কাস্মোক্ষ পরুষার্থ, জিনিতাঃ আসি
সে, প্রেমফল। সে গোরে সাধাতে পাইলা, মোরে ছাড়ি
মোর লীলায়, স্বর্থ লাগি কেনে মাঙ্গ বর।

ইহ। শুনি লীলাশুক, কহে সনে পাঞ্জ। হৃদে, ভাবি
নিদ্রঘুণ উতকিয়া। সাধাতুরী ভঙ্গী কথা, কৃষ্ণকরণায় মতা,
শুনলে এক মন হয়া। ॥ ১০৬ ॥

শুন আহে ভগবান দর্পণ কৃষ্ণচন্দ্র। যে প্রেম লক্ষণ।
কৃষ্ণকর্ণমহত্তম । ২২৯

কৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমুর্তি ঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুক্তিবলঞ্চি সেবতেহস্মান-।

হিরণ্যচন্দ্রকুর্মিঃ বিধত্তি প্রার্থনে ইত্যাদি বক্ষিনীগৃহে টিক্কনপূর্বকঃ
চতুর্ঘোত্রঃ ভক্তিঃ কর্ষ্যন্ত ভক্তিঃ ত্বমিচ্ছতি। তথা ভগবদ সবর্ণ যদি
সাক্ষাৎ তাত্ত্বিকঃ স। তথৈ ভক্তিঃ স্ত্রীরহন্ত যুদ্ধ।
মুক্তিঃ মুক্তিবলঞ্চি যথা সাক্ষাৎ মং পৃথিব্যুহাণ্ডি বদন্তিমান। সেনভতে
প্রাপ্ত এই সকল তাঙ্গ করিযঃ আমার লীলাক্ষে পতি কি নিমিত্ত
প্রথম। করিতেছ ঍ মুত্রাকের এই জিত্যাদায় ভক্ষিনীগৃহের
উল্লভ পূর্বক স্বয়ং চতুর্ঘোত্রে সঙ্গকরে কহিতেছেন॥

হে ভগবদ। অপনাতে যদি ভক্তি স্ত্রীরহন্ত। হয় এবং
দেববশ্যে সন্দি কিশোরমুর্তি ফলবতী হয়, তাহ। হইলে ধর্ম্ম,

বহুলনীন্তাকুরের পদ্য।

হইতে, লীলাকৃতি হয় চিত্তে, ভুমি সাক্ষাৎ হও মে
প্রবন্ধ। এ॥

সেই প্রেমবলকে যথে, গোতী প্রহর রহে তবে, ভুমি যে
কিশোর মূর্তিসাগরে এইরূপে পাব আমি, ইন্থ অন্য নাহি
জানি, নহে ভুমি হুল্লভাদ্য স্থানে॥

তবে যদি মুক্তিগধ্য, কথে আঞ্জলি বন্ধন, মোরে লও
মোরে লও কহে। ধর্ম্ম অর্থ কাম আদি, ইহার পশ্চাতে
সাধি, কহে সুশি ফিরিয়া না চাইয়ে॥

অতেব কিবা কাজে, বর দিতা করি ব্যাঞ্জে, ছবি কথা
করহ প্রকাশ। ছাড় সব কুটিনাটি, বধনার পরিপাট, নানা-
মত অন্য পরিহাস॥
ধর্মার্থকাসগতঃ সময়প্রতীকায়ঃ ॥ ১০৭ ॥

জয় জয় জয় দেব দেব দেব

ধর্মার্থকাসগতয়ঃ পশ্চাত্তন্ত্র। কদাচিদঃসানীঃকতে বেতি সময়প্রতীকায়ঃ
প্রতীকায় ভবতি। তো কুকিভাসানীঃ বরেণ সাং ছন্দয়াপ্রিয়তি ভবঃ। ১০৭
ততঃ অরী লীলাশুক মৎস্যমৃতরাপ্তি রূদ্রনয়নরামপ্রলিঙ্গচরণমারভ্যঃ
কেরঃ কান্তিরিতাতনি অন্তঃভিন্নতানি ক্রৃত্যে পুনর্গত্রোতুকানেন মধ্য।

অর্থঃ কান ও গোক্ষ এই পুকুরার্থ চতুষ্টয় সময় প্রতীকায়। করতি
কৃতাঙ্গি পুর্তে আমাদিগেকে সেবা করিবে ॥ ১০৭ ॥

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন অহে লীলাশুক! রূদ্রনয়
ঞ্জুত্র মঙ্গলচরণকে আরস্ত করিয়া “কেরঃ কান্তি” এই
পর্যায় আমার কর্মায়তর যাহ। বর্ণন করিলে তাহার
শ্বাস করিয়া পুনর্বার শুনিবার নিমিত্ত তুমি উচ্চালিত হই
যাহ, সেই এই তোমার বাক্যবিজ্ঞান রচনা। আমার কর্মায়-

কান কহে লীলাশুক, আমি বহু পাইল হৃদ, আদ্যে
পাইতে যতেক বর্তিল। তাহার শুনিবার কাজ, এই কথা,
কহ ব্যাজ, তব বালী কর্মায্যত হৈল।॥

এতেত সরেশ বাণী, গোবিন্দের মুখে শুনি, লীলাশুক
গাইয়া হরিসে। কহিতে লাগিলা পুন, অতি মনোহর শুন,
সেবা কৃষ্ণকাম্যতানিনে॥ ১০৭ ॥

হে দেব জয় হে দেব জয় হে দেব জয়। পরম আনন্দ
বাণী পুনঃ পুনঃ কর। ত্রিভুবন মঙ্গল দিব্য কিঞ্চিৎ মুরিতৈ।
মনোহর নাম অতি গ্রোগাহন কান্তি॥ কিঞ্চি দেবদেব তুমি
কৃষ্ণকর্ণাস্তৎ।

ত্রিভূবনসমঞ্জল দিব্যনামধেয়।
জয় জয় জয় দেব কৃষ্ণদেব
অব্যমনোনয়নামূতাবতার। ১০৮॥

সমুদায় তিলাভেনি তদিন তথদৃশ। বিজ্ঞানলিঙ্গ সংকর্ণামৃতনামধেয় থেমে সেমাধুর্য্যমার্গন জানান্তি সর্বোৎপত্তি সত্ত্বেহৎ হ্রদুরবাক্য পূর্ণ বিদ্যানাসাহিত্যং সমাধুর্য্য জয় জয় জয় দেব জয় দেব জয়। অত্যাসর্বনাশক্যাণ্ডী নীলপ।
তিনিবন্ধন সংকল্প দিব্যমনোহরনামধেয় যস্য হে তাধুপ ॥ কিষ্কি। হে দেব দেব দেব মন্ত্রপ্যুক্তমণ্ডল পঞ্জুলক্ষ্মং পারিষদং হে তদেব তদীয় সর্বোৎপত্তি যমোভৎ দৃঢ়ীরুৎ ক্ষয়ে। হে দেব ভদ্র হে কৃষ্ণদেব জয় অব্যমনোনয়নামূতাবতার। একাক্ত যস্য। হে তাধুপ।

মৃত নামক হউক, তুমিই আমার সাধুর্য্য বর্ণ করিতে জান, শ্রীকৃষ্ণের এই সম্প্রদায় মধুর বাক্য অব্যন্ত করত অনলে উচ্ছলিত হইয়া কহিতেছেন॥

হে দেব ! হে দেব ! হে দেব ! আপনার জয় হউক, জয় হউক, জয় হউক, আপনার নাম ত্রিভূবনের উৎকৃষ্ট মঙ্গলস্বরূপ । হে দেব ! জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন হে কৃষ্ণদেব ! আপনার অবতার অভিধ, মন, ও নয়নের অবতার অর্থত একাক্ত স্বরূপ ॥ ১০৮॥

যজ্ঞনমনঞ্জাতুকের পদ।
তার দেব দেব। তাহাতে মঙ্গলবিদ রূপ সর্বভেদে।
হে কৃষ্ণদেব জয় মনসলোচন । অমৃতাবতার জয় একটি শোভন ॥ পুনঃ কৃষ্ণ স্মার্থুর্য্য অভিশয় হেরি। অনলে উচ্ছল?
চূড়ান্ত নির্দেশ হর্ষবর্ধনবিবর্ণাশ্বেশকা কাতিবর্বাং
ক্ষুদ্রচাপলুভিতেতু হৃষেতাং ভাবে নির্দিশেন।

পুনর্ব্বার গৌরীনাথপুরাণাদিভাবেনন্দ্রনাথল। তথ্যরিতুকামেন তদন্তকা
সমর্থনেবর্তী গোবিন্দনন্দরপুরাণঘনতাময়ান। কৌচকেন বিবর্ণানেন তেন সহ
বিবর্ণমান আহ। কৈশোরকীর্তিরাচার্য্য মহাসেনাপ্তপুরাণায় জুড়াল
সময়। নমু তয়িতাধীয়ময় বর্ণ শ্রেষ্ঠকীোমিষ্যা তাহাং। কৌশলে বাঙ্গ।
গুরুবর্ণ ক্ষুদ্রতী ধানি মাধুর্যপাপ্রে তেন্যাং প্রধানাবর্ণ। নন্দোরে চৌহার।
বিভাষার তাহাং। মনসায় তাপুরাশপ্রবিধাওয়াদ্ব্যবহৃত। নন্দু বাঙ্গলেন।

পুনর্ব্বার পুরীকের সাধুধর্মার্থর অন্যভবচতুৰ্দ্ধাত্মান তাছাদে
উত্তর হইয়া বর্ণন করিতে ইচ্ছ। করত পুরীকের অন্তর্ব্বে ও
নামকারিগরার উপসংহার করত অন্তকোষ্টকে বিবাদধার
পুরীকের সহিত বিবাদ করত কহিলেন।

প্রতিপাল অনন্তধর্মে বিবরণ আবেশবস্তু প্রবৃক্ত ভাবে
গুরুরনন্দনকে পদ।

হেল বর্ণে বাঙ্গ। তাহ। বর্ণিতে না পারে পুনঃ করেন
প্রাপ্ত। কৃষ্ণনে কলসে কথা বাদসংহরণ। ২১৮।

অনিবার্যচ সাধুর্যান্ত পুঞ্জ শুন অহে হরি। বর্ণিতে না পারি
অচে রূপ জগজোনে মোহে, অন্তঃব নামকার করা। মূল।

কৃষ্ণচার কলসে অহে, সাধুর্যা মনে মোহ হয়ে, বর্ণ শুনি
ইচ্ছ। বড় হয়। শুনি কলসে বর্ণন নচে, বাঙ্গার সে দুর হয়ে,
সে মাধুর্য্য সিকুলসন নয়।

কৃষ্ণ কলসে বাঙ্গার নচে, মনে মনে বর্ণ হয়ে তেনু মোর ত্রষ্ণা
লাগে মন। শুনি কলসে সেহ নচে, মানসের দূর হয়ে ভাবে।
বিষয় সুগহন।
কৃষ্ণকর্মায়তঃ । ২৩৩

শ্রীমদ্গোপালকুলসমাধান মনসং বাচাঙ্গ দুরে ক্ষুর- 
মাধুর্যাঙ্গ কর্মহার্ষ সহস্তে কৈশোরচিলাক্ষ্মী নমঃ ॥ ১০৯ ॥

রঞ্জাহৃব্যে কস্মাপি গোচর এব নাথি তবমাত্র । স্বর্পতাং তৎপ্রেমবিশেষভাবায় তাবে ভাবাখানাচিত্রে নির্ভরিতে কৃকাশ্চীলায়। কৌশলে নির্ভূ- 
হর্ষাঙ্গ যথায় তেন বিশা শেষ তে চাবেনে স্বগুরোপিতকাপ্তাঙ্গ তত্ত- 
ক্ষুর্দ্যে। মুড়মাটিবন্ধ যানি গুয়ছাপলালির তৈ তুষ্টিতৃষ্ণ যে তেসু নমু 
এতেন কিং নিরাকারনন্দেন মাঃ নির্মলবিজ্ঞে নেত্রাহ। গোকুলস্য মন- 
নায় মধুরাঙ্গনলন্দিমবিজ্ঞাপ্তায্য অতঃ কেবল ভূতাং নমমোহত্বিহর্ষ: ১০৯ ॥

আবিষ্ট যে চাপল্য তচ্ছায়া বিভাবিত (অনুমিত) পুন্য- 
অদিগের ভাবে যিনি প্রকাশমান যিনি গোকুলের একমাত্র 
ভূষণ, বাহার মাধুর্যাঙ্গ বাক্য ও মনের বচ্চুদূরে অবশিষ্ট, 
সেই ভঙ্গুরুদ্ধ কোন এই সহর অর্থাৎ ভেজজপুজ্জকে পুনঃ 
পুনঃ নসকার করি ॥ ১০৯ ॥

হজুন্ধনঠাকুরের পদ্য ।

কৃষ্ণ কহে বাণী মন, অগোচর যদি হেন, তবে বৌল 
কাহার গোচর। শুনি কহে যে যে জন,গোলে ভঙ্গে তিন্মুন, 
তাহার গোচর তুমি ধর ॥

কৃষ্ণ কহে সেই কেবল, বিধি সঁ সে যেখান, তাহাত শুনি 
কহে লীলাশুক। নির্ভূর ত্রিপি বর্ত, বিচ্ছ যে অহনির্দেশ, 
তাহাতে চাপল্য ক্ষুদ্রি হৃদু ॥

কৃষ্ণ কহে তবে কিয়ে, নিরাকার ভঙ্গয়ে, নিরূপম 
করহ অন্যায়। তেহ কহে নহি নহি, গোকুলসগুন মহি, 
নীলমণি মুক্তিমান বরে ॥

কৃষ্ণ কহে লীলাশুক, সের কর্মযুতমার্গ, যত শব বর্ণনা।
ঈশ্বরনদেবচরণভূরণেন নীবী-
দাপ্পোদরদিব্রূয়সনাস্বভক্তোনেন।

তত্ত্ব অধ্যয়ন করলে মর্মপ্রতিকৃতি কহিতেন প্রাপ্যবিহীন করিতেন। এই কঠিন রসসমাবহিত তথাকথার পূর্বে প্রকাশ করিতেন। কিন্তু এই সাক্ষাতকরণের পূর্বে প্রাধান্য প্রদান করিয়াছি। কেননা এই সাক্ষাত না হয়ে থাকিতে পারিত। ঈশ্বরনদেব তোমাদের মধ্যে কর্মশক্তিতে অধিষ্ঠাত্রী হয়ে থাকেন।

অনন্তর অয়ে! লীলাগুলি! আমার কর্মমূলক তোমার বাক্যবাদ। আপাতে তোমার হইয়াছি, পুনর্বার তোমার কি অভিলাষ তাহা প্রার্থনা কর, কৃপানৈর্ধোেব এই বাক্যে, লীলাগুলি, কেন দেব! আপনার সাক্ষাত দর্শনে আমি পূর্ণ হইয়াছি, আর কি প্রার্থনা করিব তথাপি ঈশ্বর আমাকে অর্পণ করুন, এই অভিপ্রেয়ে কহিলেন।

যদিও ঈশ্বরনদেবের চরণের অভিধর্মপ্রতিয়ে এবং নীবীদাসের-

নীরুনমন্তরী চিত্তের পদ্ধত।

তোমার। তাতে আপাতে আমি, বর কিছু নাগ ভুগি, অভিলাষ যে থাকে সবে আর।

লীলাগুলি কহের তবে, কিব বর চাহিব এবে, সাক্ষাত তোমার দর্শন। সর্বপূর্ণ হইল মোর, যাতে অতি কুপাত।

tোমার, তথাপি এক বর মন। ৫৯৯।

চেহুক্ষুদেব ক্রোড়াগত। এই আমি লীলাগুলি, অপর পাইয়া সঠিক, বর্ণিলাম তব কর্মমূল। ৫৭২।

কল্পনাত অন্তরেহ তব ভক্তি রসিক যেহ, তার চিত্তে ভরকু
কৃষ্ণকৃষ্ণীয়তা। ২৭৫

লীলাশুকেন রচিতঃ তব কৃষ্ণদেব
কর্ণীয়তা বহুতু কলশতু স্ত্রেহুপ্ত॥ ১১০॥
ধন্যায়নঃ সরসামুদ্রাপকভূগোলীপিরভায়ভায়মভায়তাং

শিরস্বরয়াপ্রণয়িনি বস্তে তেন অত পক্ষে চূনাং কৃষ্ণরূপাং প্রশংসায়াপ্রোঢঃ।
তথা নীবীমোদরস্য নীবী দাম উীর যদ্য কার্তিক্যাৎ খৃষ্টিয়া শ্রীরাধায় কাঙ্ক্যাং বল্লভার্যা।
তথাহি। শঙ্করাত্রযস্য লীলার্বন্ধনচক্ষু:। সক্ততাকরে চূতে প্রধঃ সরঞ্জ্ঞা রাধঃ আচরত্য অকুটাং হিীণারসনাদায়।
নির্দোহঃ ষং কার্তিক্যাং জনেকুহেীতোীস সংবরূ প্রস্তাবনাপূর্বকং চাঁটুনি প্রথমঃ
মাঁধুঃকং ধায়েতে দামেীরত্যি। যথা যম নীবীমুলধনরূপঃ হামাদরশ্চ তনস্ত যব: হিীণাঃ শং বকোীখানায়নঃ কৃষ্ণস্য সং স্তেীর উচ্ছেী বিভূঃ
অন্নকেীন। তেন ঈশানশ্চ যশোতাতি নীবীমোদরোয়া। নাীতাপিত্রাবিশ্ববে চ কেীচালঃ॥ ১১০॥

তথ্যাং অতঃ চায়ের মাস প্রজ্ঞীণাং সরসামুদ্র মহর্ষনাঙ্ক বগুন 

দরের হঃসির পন্যজ্ঞানি স্তবকাঠুত, হে কৃষ্ণদেব! মেই লীলাশুক (বিল্লশুল) কর্তৃক বিচিত্ত এই কৃষ্ণকৃষ্ণীয়ত 
 শত শত কল্পে বিদ্যামো ধারকুক ॥ ১১০॥

তত্ত্ববদ্ধ অয়ে! আমার, ব্রজস্ীত রীতের প্রলোচয়-

ন্তনন্ততাকুরের পদা।

প্রাচ্যাঃ। নয়োর যে গুণ রাই, আমার নে গুণয়ী, 
তার চিন্তে বহুক ধারা হৈয়া।

তথা দামারে ভিত্তে, সদা বহুক ধারার্থে, রাধানীী 
দামে যার ও র। বকো হেলা মানকাজে তাতে খৃষ্ট কীর্তি 
মো নাম যার রাধাদামোদর ॥ ১১০॥

স্বেক্ত করিয়া। হুরি, সে স্থানে অনিীত নারী অবতৃত 
হেলা রাই প্রাণে। গুণয় সংকে রাই, অষ্টু করিয়া তাই।

(৩১)
কর্ণানাং বিবর্ধে৷ কাব্যপুরাণিং চূহামং মুখঃ।

এব তৈত্তরেং কর্ণমোহারমুষ্টমেব তথাপি মণিগুরুপীয়মঃ নির্বিচিত্তং তত্ত্বং তত্ত্বমায় বিন্ধ্যেষু ধর্মায়নামোনাথ। ইতি নৌস্যাকাংবচাসং নিঃস্তিতং দেবস্য তত্ত্ব কর্ণমৃতমিতাভোদধাগমিতি ভবঃ। তথাপি কৃষ্ণসা সকলকেলিকলাগণের সরস বিদন্ত আসার ভূরণের বীজং হেতুঃ তুমি এই কর্ণবের অমৃত্যুরা। তথাপি আমার বাক্যবর্তা। ইহাত্ত্বক এই নিজনা কেয়র তত্তৎ স্বথ্রপ্রদশ্চ চিন্তা করিয়া বিমুখর ও আনন্দসহ্কারে লীলাশুক কহিলেন॥

যাহা ধন্যতমদিগের কর্ণবিবাহ শত শত কল্পকাল

ধনননঠাকুরের পদ্য।

হিরণ্যরসন দামগণে। ভু।

উদর বাণিজ্য। যথেতভাবে কর্ণচন্দ্র তবে কহয়ে কার্তিকের পুত্র মাসে। জননী উৎসর্গ কৈলা বর প্রার্থ প্রাকাশিলা সে লাগি সংকেতচূত্বারে বসে॥

এই স্থিত যখন তোমার আমার পূর্ণত্ত সার সেই তোমার নাম ধামেনদ। অতএব তব করণে মধ্য এই অঞ্চলবর্ণে কল্পশত হইয়া বিমুক্ত॥

এতেক কহিতে মনে বাণিজ্য আনন্দগণে বিদ্যায় হইল এক ঠাই। গোবিন্দ শ্রবণে আর সর্বত্রোপাপীকার জানি এই হয় হৃদয়ী॥

পুন সনে নিজ মনে আমায় কবিত্তে মথো সনে প্রাকােশে আনন্দ। এত জানি লীলাশুক অতঃপর পাইয়া স্বখ পড়ে এক প্রকার পরব্রহ্ম॥

আমার চন্দ্র এই বেদ কর্ণমুখত সেই কি ভাগ্য আমার অভিষয়। কেলিকলামঃ যুদ্ধে৷ রসিকেরীকে ভোর হেন
কৃঞ্জকর্ণাযুতং । ২৩৭

বন্ধুগৃহে নবভূতিতে মনোনয়নে সর্গস্য দেবস্য নঃ

চতুরঃসিদ্ধিপূর্ণঃ। নবভূত্তিতে বিরহের সংবেদন প্রলাপগ্রন্থাত মর্যাদারীভিঃ
চিত্তগতিঃ চেতনাং হ। বিধৃতাঃ বিরহে মনোগ্রাহে সংবেদনে নন্দনরামবস্য ভর্তক
প্রলাপগ্রন্থাত হটেক্ষরোচাভিঃ। তথাপি বন্ধত্তাং বন্ধনীক্রিয়াবৈবেত—
ক্ষ্যানাং প্রায়শ্চিত্তিক্রিয়াঃ বন্ধনী নানাপ্রকারে কিঞ্চিৎ বিশ্বাকর্ষি
যাপিতঃ কোন এক অনির্বচনীয় গরুণ আলাপের তরঙ্গের সৌভাগ্যানীর শ্রুত্রূপ্তি বর্ণনা করে এবং শ্রীকৃষ্ণের মনোগ্রাহের প্রশ্ননন্দনতাকুরের পদয়।

কৃঞ্জকর্ণাযুতম। । ॥ 

তবে যদি বল হয়ে, কর্ম্মূহুত সবে কেন, এভাবে যাহার বর্ণন। বিরহ সংবেদন জানি, প্রলাপ সংবেদনবানী, সে কি নিহে কর্ম্মূহুত সব ॥ 

তবে তাহ। শুন এবে, সমস্ত গরুণ সবে, সংবেদন বিরহে
যেই হনি। মানুষে নন্দন লাগে, সংবেদন প্রলাপ ভাবে, সরক্ষিত্র হরিতে সে বলি ॥

তার কোন স্থানায়, সোর এই বাণী হয়, কি আশ্চর্য
এই স্থান কথি। আহার চিত্ত লাগে সোরে, সোরার যে ভক্ত
বরে, তার কর্ণে হয় স্থানায়ী।

বৃন্দাননন্দনবানী, যত গোপনগুরুগুনী, ধার বৈদিক
কমল। পার্থে। তার কর্ণে সোর বাণী, প্রমুখতায় তেই
সানি, অতীচিত্র সোর ভাস্য চয়ে। ॥

যদি বল গোপনানালী, অন্তরে সে স্বত্ব তাহি, শুন কথি
তাহার কারণ। অণ্ডত সরস্ব বাণী, শ্রবণের রসায়নী, তেই
যুক্তি কর্ম্মূহুত সব ॥

তাহার বিশেষ এহি, মধুরভাষ ভক্তিমরী, গুনঃ গুনঃ সেই
কর্ণাঙ্গ বচনাং বিজ্ঞ্যত্তমহে। কৃষ্ণ্যা কর্ণাঙ্গুতঃ॥ ১১

কর্ণাঙ্গ বিবরেষু স্থধাতুসং জ্ঞহাং একপ্রযুক্তত্ত্বান্তু চিন্তা। যদা বস্তঃ এল্পি সাম্যায়াঙ্গাষ্ট্রে ন কেবল কিন্তু স্বয়নেভীতাঃ।

ধন্যনাং ভবিষ্যবেষৈষেবতমপি কর্ণাঙ্গ বিবরেষু তথ্যুক্ত। ইতি চিন্তমিতি তাবঃ। নস্ত রেষামৃতরসসরসবর্ণী। প্রধিবিজ্ঞায়কে তদা যান লহর্য প্রাযঃ।

নূরে ভুজ্জলাঙ্গ। মুচ্য্যাঙ্গন তন্ন যাং। লহর্য প্রাযঃ।

পূর্বে ভুজে তথ্যুক্ততামিতি তাবঃ॥ ১১।

নয়নকে স্বন্দ্র অনন্দ সমুহের বন্যাতে মথি করিতে সম্ভব, তথা সেই শ্রীকৃষ্ণের করছে ও বাক্যের নিকট বর্ধিত অমৃত-বৎ কৃষ্ণকর্ণাঙ্গুতের অভাবাচর্য কমত। দিন দিন বর্ধিত হউক॥ ১১।

যহন্নন্দনঠাকুরের পাদ।

ভায়াভাগ। তাহার লহরী গম্ভীর গান, গোপী বাক্য পরবর্ত্তি, তাহার অন্তর সে বায়ীভাগ॥

এত শনি কঠোর কহে, শুন লীলাঙ্গু ওহে, সত্য এই তোমার বচন। বিশুদ্ধ প্রশংসা প্রেম, যেন দশরাণ হেম, তাহার বিলাস স্পর্শবীণ॥

এইরূপ অনুরাগে, মাহার হদয়ে জাগে, তার মূল্য আমি সাত্বে দেখিব। সোনে বশ করিবারে, এই রাগ বলে ধরে, আমি তাহে ভেজিতে নাশ কি॥

কিন্তু তুমি এইক্ষণে, আইলা এই রন্ধাবনে, কত দিন এইরূপ দেহে। রন্ধাবন বন্ধকলি, হৃদ অনুভব মেলি, কত দিন চিনে ধরি মোহে॥

পাছে অবিলম্বে অতি, এই রন্ধ লীলায় মতি, প্রবেশ করিয়া নিরীক্ষিবে। এইরূপে আংশাস করি, নবকিশোর
কৃষ্ণকুণ্ডতঃ ।

অষ্টুগ্রহ-মহোত্ত-বিশাল-লোচনৈ-

তত অনি লীলাশুক সত্ত্বত অধিষ্ঠ প্রাচীনপ্রাচীন বিধানং বিলীনিতে বৈবিধ্যে বঙ্গ। ইন্দুগরগাঙ্গালয়ের মুনী সিদ্ধি প্রাচীন ভুলিত এবং কিঞ্চি ত মুনীনায়াগুলোঃ। তথাচ দেহায়া আত্মাবালবলবলকৰ্ম্মানি কতিচিদিনিনি।

তদনন্তর অচে লীলাশুক! বিশ্বভূত প্রাচীনপ্রাচীন বিলীনিত এই তোমার বাক্য সত্ত্ব কিষ্ট এই পুরাতন অনুমোদনের আসিম মূল্য, অতএব আসি তোমার বশীভুত হইয়াছি, কিন্তু তুমি এখনই এই স্থানে আসিয়া হরতাং এই দেহ প্রাপ্ত হইয়াই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রনাথ ও অবলোকন স্থষ্টিকল ক্ষতিগ্রাম দিন অনুভব কর, পশ্চাৎ শীত্র এই লীলাতে প্রবেশ করত নিজের অন্তর্ভুক্ত বিধিযুৎ সেহপূর্বক শ্রীরাধার সহিত কৃপাবলোকনকারী শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া। তদর্শন

যথেষ্টনন্দনাকুরার পদ।

কিশোরী, ইচ্ছা তীহল অদর্শন হবে॥

রাধাকৃষ্ণেন্দ্র অঞ্চলি, কৃপামূল্যতা সার্থে সাজ্জী, দেখি লীলাশুকের বন। তাহা দেখি লীলাশুক, বিচ্ছেদ কাতর মূর্খ, সৈন্যে তরল তন্ত্র সন॥

অদর্শনে দিনগণ, গোঙ্গিব কেন সন, তাহার উপায় পুঢ়ে তারে। অর্থনা করিয়া কোহে ভাগি অতি স্বাসনে, এক গ্রেগ্রেগ সেই ক্ষণে পড়ে॥ ১১১॥

রাধে কৃষ্ণ নিবেদন করে। তুমি পায়। সেহার দর্শন শোভা, এই ধন গোরে দিবা, তিলক বিচ্ছেদ যেন নয়। জ্ঞে

যেখানে যেখানে মোর, পড়ে লোচন জোর, সেখানে

যেখানে যেন সদা। কৃপাতে বিশাল অঞ্চলি, মৃত্তবংশী ধনি

সাজ্জী, সংখ্য দেখা দিয়ে সে সর্বোপাধ্য ॥
রনুসরণম তুমুললীরবায়ুতঃ 

অন্তর্ভুক্ত পল্লাদচিত্রায় মেকতালীঘর এবং শ্রীকান্তাসাগর দিয়ে সংগ্রহ-পূর্বক শ্রীরাধা সহ রূপবলকৌন্ত তৎ বীর্য তদর্শনবিয়োগাতিবিবলঃ।
সৈকাউন তদন্তভিখারণোপায় প্রাধারণাঙ্গ। হে দেব যতো যতঃ যত যত মে
বিয়োগে অভিযানকুল হইয়া তৎসমুদায় দিন যাপনের উপায় 
প্রার্থনা পূর্বক কহিলেন 

হে দেব! অতঃস্ত আগ্রহসহকারে বিশ্বাসিত ও বিশাল-

বহননন্দঞ্চকুরের পদা 

দৌীহার সৌন্দর্য্য আর, বিলাসবৈদ্যুধ সার, ইহার বাহব যত যত। আমার অন্তর সেন, এই ছুই বিলোচনে, কৃত্তিন রূপ হউ অবিরত 

এই বর দেও মোরে, সদা যেন দেখু তোরে, আর কোন নান্দিক বাসন। সেই স্নেহ ধন দিবা, আপন নিকেত নিবা, তোরা সিলায তোমার করুণ। 

এবসন্দ বলি কৃষ্ণ অস্তর্গ্ন হৈল। লীলাশুক কত দিন তথাই রহিল। তারপর কৃষ্ণ তারে নিকটে আইল। ভাব রূপ দেহ পাঞ্জ সেবাতে রহিল। 

প্রার্থনা। 

শ্রীকৃষ্ণচেতনা প্রভু, তুমু না ভজিন্ম কৃষ্ণ, মাই অতি অধোরের অধুন। তুমি কৃপাকর মোরে, নিজগুণে নীতি তোরে; 
রূপান্তর তুমি দীনদন। 

শ্রীশ্রীরামসন্ত রূপ, অথবা ভক্ত ভূপ, নিজগুণে দয়াকর 
মোরে। শীতক গোপাল পাঁচ, অন্তরে করুণ। রূপ, মোরে 
রাখ বাধু রূপান্দোরে। 

ঠাকুর পাঞ্জীর্য প্রভু, আমার প্রজুর প্রভু, এই মোর
যদৈৰা যতঃ প্রগতি ন বিলোচনং

বিলোচনং প্রগতি। কীৰ্ত্তিঃ তদহৃষ্টং তত্ত তত্ত সত্ত তত্ত সত্ত বিজ্ঞানানাদিত্বঃ মভিষ্যাঃ এতচং বিশালাকি যানী যুষ্মোচ্চলোচনানি তত্ত ওঘু যুমসুহোর্গাৰ্ত্তোৰ্জ্জলায় সহান্যা সত্তান্তত্তাবৈৰুত্তমৈৰু নীত্বমৈৰু সৌদৃঢ়ে সৌদৃঢ়ে সৌদৃঢ়ে বৈদাত্তভাঙ্গাসামন্যায়।

লোচনস্মূহে তোমাকে দর্শন করিয়া এবং নিয়তকালে তোমার মূর্ত্তীকৃতরূপ অমৃতধারার অশুভস্রোত করিয়া যে দিকে আমি নেত্রপাত করি, হে প্রভুঃ! সেই দিকেই বেন নয়ননন্দনঞ্জরুদ্ধের পদে।

তরসা অন্তরে। সাধন ভজন নাই, সংগীত যাতনা পাই, গুণ শুনি মন প্রাণে কূকুরের।

কল্পু করিয়া মোহে, রাখ নিজ পদতলে, মো সম পতিতকে কেহ নাই। গো অতি হারিত জন, কর কুপালির ক্ষণ, তবে আমি এতাপ এড়াই।

ঠাকুর দৈত্ত মোহে, কর কুপ। অমৃগুহে, সাদাদুর্গ নাহি যার মনে। সহজ আপন শুনে, দয়া কর দীনজনে, তুমি পাদে লইন্ত শরণে।

শ্রীকৃষ্ণকৃত্য, অমৃত হৈতে পরামৃত, লীলাঙ্কর বালী সনাতন। তার ভাবে মন হই, কৃষ্ণদাস কবি যেই, চীকার কিন্তু অতি বিলোকন।

তাহার কল্পু। হৈতে, সেই চীকার মনে, প্রাকৃত লিখিয়া বুঝে মুই। মাহার আত্মাঃ গন্ত, লিখিয়া করিয়া। অমৃত, তার কুপায় মনে হৈল যেই।

তুমি মোহে কুপা কর, গো অতি অধম বর, দীন অতি যে দয়া তোমার। ব্রহ্মা শিব অগোচর, ব্রজলীলা সর্বোর্ত পর, তাহা প্রাকৃতিকা অকাতর।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীশিবলীলাধৃত, কৃষ্ণকৃত্যমৃত।
তোমার বৈধ স্ফূর্তি পায় অর্থাৎ সক্ষরত্নই যেন তোমাকে দেখিতে পাই || ১১২ ||

*** ইতিশ্রীবিদ্যার্থীঞ্জলিত শ্রীকৃষ্ণকার্যঞ্চ সর্বাধিক || * * *

ব্যাখ্যায়নাত্তাকরের পথ ||

টাকা আর। তিন অমূতে ত্রিভুবন, ভাগা ইলা সর্ব জন, আর্ধঃ পাইল জামলমুখ যার।

তুমি বড় দমাবান, মোরে কর পরিত্যাগ, নিজেরে এই দীন জনে। তোমার করণী। হেলে, মোর সব বাংলা ধুলে, মোর দোষ না লইবা মনে।

শ্রীচৈতন্য নিদ্যানন্দ, অন্ধত আর-ভক্তনু, পদের নিজস্ব ধরি। গাইল গোবিন্দলীলা, মনে যাহা উপজিলী, আর শন যার কূপ, বলি।

শ্রীল শ্রীগৌড়পুর, দমাস্ত অনন্দত, তার নথিকলে মোর আশ। সেই পদ পরাগাদে, গাইল কৃষ্ণকার্যঞ্চ, এ যাহ নন্দন দাস দাস || ১১২ ||

*** ইতিশ্রীকৃষ্ণকার্যঞ্চগৌড় সারস্তলে নাম টাকায়। ভায়ামূরণ বর্ণনঃ সমাপ্ত || * * *

অনন্ত ব্যাখ্যা পরায়ণ সম্বন্ধকর্তা। সংসারে পদাস্তানো রাধামুখন মুখনো। অনন্ত মথুরারশুকলীলারনোদলায়স্তবিকুড়িতি। সার্থঃ স্বাভাবর্ধন। বিশ্ববিদ্যালয়ে সরস সঞ্চার নিত্য সরসভাসনলাভে সুশক্ররস্তু। হার্মস পদধি মেহদ্যস্ত অন্তানালগত হস্ত। শ্রুতগৌড়পুরের নিকটে সম্বন্ধলবসন। শ্রীকৃষ্ণচারিত্রলির সারস্তলে বর্ণিত। কৃষ্ণকার্যঞ্চগৌড়নীতি টাকা সারস্তলে।